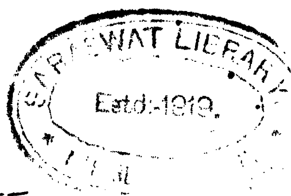
ভূদেব চরিত

দ্বিতীয় ভাগ



মনস্বিসেব্যো ভূদেবো ভূদেবাণাং শিরোমণিঃ ।
স্বধর্ম্মদেশসেবোৎস প্রত্যগ্র যুগসাধকঃ ॥

—[হিন্দু কণ্ঠহার]

১৩৩০ সাল

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক—
ভূদেব পাবলিশিং হাউস্,
১৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বুধোদয় প্রেস,
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়
১৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকা

নিবেদন

অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার পর ভূদেব চরিত দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল; এখনও ইহার তৃতীয় ভাগ ছাপা শেষ হয় নাই, এ অক্ষমতার লজ্জা রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাইতেছি না!

ভূদেব-চরিতের উপাদান বিপুল পরিমাণেই তাঁহার গৃহে ছিল, চিঠি-পত্র সমস্তই তাঁহার বাটীতে সযত্নে রক্ষিত হইত। কিন্তু বিষয় ও তাহার উপাদান অত্যধিক বলিয়াই পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের কর্ম্মজীবনের স্বল্পাবসরে সরকারী চাকরীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর পিতৃস্থাপিত এডুকেশন গেজেট চালাইয়া পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পড়াশুনা ও পারিবারিক সমুদয় ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যগুলি পর্য্যন্ত সম্পাদন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত বিশৃঙ্খল কাগজ পত্র গুছাইয়া লইয়া অত-বড় একটা জিনিষ গড়িয়া তুলিবার সময় করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার অপরিসীম পিতৃভক্তি তাঁহার পিতৃ-চরিতের মধ্যে কোন ত্রুটি রাখিয়া যেমন তেমন ভাবে উহা শেষ করিতেও দেয় নাই। আর এইখানেই যে তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা! কর্ত্তব্যকে তিনি যে চিরদিনই পূজা করিয়াছেন; এতটুক ত্রুটি বা অবহেলার স্থান যে তাঁহার অতি সামান্য কার্য্যেও কখন থাকিতে দিতেন না, আর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়াই যে এই কার্য্যটিকে তিনি মনে করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ ৺পিতামহদেবের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার চরিত লেখা আরম্ভ হয়। বহু বর্ষ ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে তাহা তৎসম্পাদিত (তৎপরে ৺পিতৃদেবের দ্বারা সম্পাদিত) এডুকেশন গেজেটে ছাপা হইতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেই অংশটি ভূদেব চরিত প্রথম ভাগে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পরে এই বাকী অংশ ও অধিকাংশ তাঁহাকে যে কি ভাবে শেষ করিতে হইয়াছে, সে কথা মনে হইলে বিস্ময়ে অন্তর ভরিয়া উঠে। আমার তৃতীয় ভ্রাতা সোমদেবের মৃত্যুর পর পেন্সন লইয়া কাশীধামে নির্ম্মিত গৃহে শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করা,—সংসার-বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াও পূর্ণভাবে তাঁর বৈরাগ্যযুক্ত চিত্ত আমার পূজনীয় পিতৃদেবের একান্ত অভিলাষ ছিল এবং সেইমত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীবাসের কয়েকমাসের মধ্যেই আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺গণদেবের আকস্মিক মৃত্যুতে শান্তির আশা শেষ হইয়া গেল। জীবন চরিত লেখার একান্ত বিশৃঙ্খল কাগজ-পত্রগুলি সে-ই সমস্ত সুন্দরভাবে গুছাইয়া দিয়া এ কার্য্যে তাঁহাকে বড়ই সাহায্য করিতেছিল। ইহার পর কয়বৎসর ধরিয়াই সংসার চক্রের আবর্ত্তন নির্দ্দয়রূপেই তাঁহার শরীর-মনকে পিষ্ট করিয়া চলিয়াছিল। পুত্রস্থানীয় স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র ডেপুটী কালেক্টর ৺রামদেবের আকস্মিক-মৃত্যু সংবাদে অসুস্থ শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমন কি সেবারের বাত রোগে জীবনের আশাও কমিয়া আসে। সেই সময় হইতেই চির

সবল হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চিকিৎসকগণ এই অবস্থায় একেবারেই মানসিক পরিশ্রমে বিরত হইতে উপদেশ দেন; কিন্তু শরীর যতই ভগ্ন হইতে লাগিল, কর্ম্মময়-জীবন পিতৃদেব নিজ কার্য্য সমাপনের জন্য ততই অধিকতর উদ্‌গ্রীব ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। জীবন-চরিত লেখার জন্য পরিশ্রম ততই বাড়িতে লাগিল। ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধে নিজ-গৃহ চুঁচড়ায় আইসেন। ইহার পরদিন মোটর গাড়ীতে চুঁচড়া হইতে কলিকাতা যাইবার সময় পথেই তাঁহার সন্দিগর্ম্মী (সন্‌ষ্ট্রোক্) পীড়া হয়। জীবনের কিছু মাত্র আশা না থাকিলেও সে যাত্রা যেন নিজের ইচ্ছাশক্তিবলেই বাঁচিয়া উঠিলেন। অসুখের মধ্যে ক্রমাগত বলিতেছিলেন, "কাশী ছাড়িয়া কলি-কাতায় মরিতে হইল!—আর বাবার জীবন চরিত যে শেষ হইল না!"

সংবাদ পাইয়া কাছে আসিলে, বলিলেন, "এবার মরিতে মরিতেও যে বাঁচিয়া উঠিলাম, এ শুধু বাবার জীবন-চরিতটী শেষ করিবার জন্য। কিন্তু এরপর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তোমাদের সাহায্য দরকার।"

বৎসরাধিক কাল প্রাণপণ পরিশ্রমে একান্ত ভগ্ন দেহ অবসাদের চরমে পৌঁছিল। যে অবস্থায় অপরে এক কলম কালি তুলিতেও অক্ষম, তেমন কঠিন বাতরোগ ও হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণজনিত বিষম কষ্ট উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম চলিল।

সারারাত্রি বিনিদ্র থাকিয়াও লেখা এবং লেখার জন্য পুরাতন ডায়রি, রাশিরাশি চিঠি ও রিপোর্ট পড়িতেন। সে সব লেখার অধিকাংশ তিনি ভিন্ন অপরে বুঝিতেও পারিত না। অনেকস্থলে 'লেন্স' ব্যবহার করিয়া তবে বুঝা যাইত। দীর্ঘ দিনে অনেক লেখার কালি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সময় সময় এমন হইয়াছে বুকের হাঁপ ধরায় শুইতে বসিতে পারিতেছেন না, কোন ঔষধে কিছুমাত্র উপকার হইল না, জীবন চরিত লইয়া বসিলাম, কখন মন একাগ্র হইয়া গিয়াছে, সকল কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। এক বৎসরের এই বিপুল পরিশ্রমে জীবন-চরিত লেখা শেষ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এডুকেশন গেজেটে ছাপার জন্য পাঠাইবার সময় উহার কিয়দ্দংশ হারাইয়া যায়, এবং বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও এবার আমি তাঁহার ঐ নষ্ট অংশটীর পুনরুদ্ধারের সাহায্য জন্য তাঁর কাছে যাইতে পারিলাম না। কয়েক মাস ৫০৲ বেতনে একটী বি-এ পাশ করা লোক রাখিয়া তাহারই সাহায্যে যেটুকু হারাইয়াছিল তাহা ফিরিয়া লেখেন এই সমস্তটাই একবার সংশোধন করিয়া লয়েন।

"বৈশাখের প্রথমে আমি গেলে বলিলেন, "তুমি এসেছ, আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বাবার জীবন-চরিত লেখা শেষ হইয়াছে। দুই বৎসরের আয়ু দিয়া আমায় উহা শেষ করিতে হইয়াছে। ছাপাইয়া যাওয়া চলিবে না। এখন তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার দেশের লোক এ বই নিশ্চিত

পাবে? আমার বাবার পুণ্য আদর্শময় জীবন-চরিত তাঁহার দেশের লোককে দিতে না পারিলে যে আমায় তাহাদের কাছে অপরাধী হইয়া যাইতে হইত।"

এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "একমাসের মধ্যেই আমার শেষ হইবে, আর কি, আমার সব কাজ শেষ হইয়াছে,—বাবার জীবন চরিতের জন্যই আমায় এই ভগ্ন দেহ মন লইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সে কাজত শেষ হইয়া গেল!—আর তুমিত বলিয়াছ যে, আমার দেশের লোক এ বই ছাপা পাইবে?—তবে আর কেন?"

পরে বলিলেন, "পিতৃশ্রাদ্ধের পর সেই দিনই বৈকালে আমার যাইতে ইচ্ছা আছে। এ পৃথিবীতে বাবাকে যে আমি সব চেয়ে ভাল বাসিতাম!" ১৩২৯ সালের ২৪শে বৈশাখ, শ্রাদ্ধের দিন গঙ্গাস্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিত বিদায় সমাপন করিলেন। বেলা ৩টার পর আমাদের আহার হইয়াছে কিনা সংবাদ লইলেন এবং শুনিলেন, সেদিন একাদশী। আমার বিধবা ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া সেদিন আহার করিবে না।

মনে বড়ই আঘাত লাগিল। সন্ধ্যার সময় সকলে কাছে বসিলে, মাকে বলিলেন, "দেখ, একাদশীতে যাওয়া ভাল নয়, বাড়ীর লোকের বড়ই কষ্ট হয়। দ্বাদশীটাও তিথি ভাল নহে, ত্রয়োদশীর দিনই যাওয়া ভাল।"

কাশীর বাড়ীতে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজ্যপাদ ৺পিতামহ-

দেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ জন্য সমাগত আমার ভাইদের ফিরিয়া যাওয়ার দিনের কথা বলিতেছেন ভাবিয়া মা বলিলেন,—"হাঁ, এই ত্রয়োদশীতেই যাওয়া ভাল, সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী।"

আমার পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন, "তবে সেই দিনই যাইব।"

তখন সকলে বুঝিল, কোথায় যাওয়ার কথা বলিতেছেন। কিন্তু জীবনে কখন যিনি মিথ্যাচরণ করিতে জানেন নাই,—ইচ্ছাকে যিনি চিরদিন নিজের দাসানুদাস করিয়াছিলেন,—তাঁহার বাক্য এবং ইচ্ছা যে তাঁহার এতটাই অধীন হইতে পারিয়াছিল, তাহা কি সব শেষ হইবার ক্ষণমাত্র পূর্ব্বেও ভক্তি-বলহীন আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম!

পরদিন আমাদের লইয়া মহিলা আয়ুর্ব্বেদিক সমিতির অধিবেশনে গেলেন, বৈকালে ধর্ম্মমণ্ডলে গিয়া শ্রীমৎস্বামীজির সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিয়া রাত্রি এগারটায় মার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। সারা রাত্রি নিদ্রা ছিল না, সেদিনও না। মধ্য রাত্রে ছাদে উঠিয়া সকলকে দেখিয়া কথা কহিয়া নামিয়া আসিলেন, ভোরের সময় ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজা করিলেন। সকালে পা একটু অসাড় বোধ হইল, যে আসিল তাহাকেই বলিলেন, "যাবার যোগাড় করিতেছি!" বন্ধু চিন্তামণি বাবুকে বলিলেন, "আই অ্যাম পাশিং এওয়ে চিন্তামণি বাবু। তোমার কাছে কোন প্রতিজ্ঞা নাই ত? স্কুলের জন্য কিছু টাকা কড়ি দেব বলি নাই? দেখ ভাই!"

চিন্তামণি বাবু বলিলেন, "সে'ত দিয়াছেন। কিন্তু আপনাকে আমরা যেতে দেব কেন ?"

উত্তর হইল "আর আমার থাকিবার দরকার কি ? বাবার জীবন চরিত লেখাও ত শেষ হয়ে গেছে!—বাবা! যদি আমার কাজ ফুরাইয়া থাকে, তোমার কাছে আমায় তুমি নিয়ে যাও।"

তারপর গীতা পাঠের ও দেবী স্তোত্র আবৃত্তি করিতে তিনি নিজেই আদেশ দিয়া—উহা শুনিতে শুনিতে—"একটু ঘুমাই" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্নিগ্ধ শান্ত ও উদার হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া রহিল।

এ পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই, ইহা পিতৃভক্তের হৃদয়-শোণিতে রচিত পিতৃভক্তির ইতিহাস।

আধুনিক যুগধর্ম্মীদের চোখে এ ভক্তির কোন মূল্য আছে কি না বলিতে পারি না, তবে যাহা সনাতন, তাহা সকল দেশে, সমস্ত কালে ও সমুদয় লোকেই চির আদৃত হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহার মূল্য কোনদিনই হ্রাস হয় নাই। সত্যসন্ধ দশরথের পর বহু যুগ ও যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কত সত্য-দ্রোহীর উদয়-অস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজও সেই উচ্চাদর্শ মলিন হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তির প্রভাবও আমারই পিতা-পিতামহে বর্ত্তমান এ-যুগেইত প্রত্যক্ষ করিলাম।

এই পুণ্য চরিত্রের পবিত্র আদর্শ এবং যে সত্যপূত ভক্ত-বীরের-সুপবিত্র লেখনা নিরপেক্ষভাবে ইহার আলোক চিত্র মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার দেশের কোটী কোটী নর-নারীর

মধ্যে একজনও যদি তাহার ছায়ায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন—দেশ ধন্য হইবে।

ইহা ভক্তির ইতিহাস। যাহার অঙ্কুরে পিতৃভক্তি, তাহারই পরিণতিতে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম। স্বজন-প্রীতি মূলেই স্বজাতি-প্রীতিও নিহিত থাকে। প্রকৃত স্বধর্ম্ম-পরায়ণতায় কখনই পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ আনিতে পারে না। বিশ্বমানবের প্রতি বিশ্বপ্রেম মুখে আবৃত্তি করিলেই উহা পাওয়া যায় না বা দেওয়া যায় না। ৺ভূদেব বাবুর চরিতে কেমন করিয়া মানুষ সমাজ ও স্বজন প্রেমকে বজায় রাখিয়া প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—ইহাই চরিত্র পঞ্জিকা।

এই চরিত্র পঞ্জিকা, এই ভক্তিপূত পবিত্র কাহিনী, এই স্বদেশ সেবার, স্বজন-প্রীতির, ভগবৎ প্রেমের ও অ-কলুষিত জীবনের পুণ্য গাথা আমার স্বদেশ-বাসী সকলেরই যে অসার উপন্যাস পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমনে পাঠ করা উচিত, একথা বলিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

আমাদের অক্ষম হস্তে এই সমুজ্জ্বলমণি-দীপ যে স্থানে স্থানে কালির রেখায় চিত্রিত হইয়া গিয়াছে, এ দুঃখ লজ্জা ও পরিতাপের সীমা নাই!—ভ্রম প্রমাদ অত্যন্তই অধিক হইয়াছে।

তবে ভরসা করি, আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ আমাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সহায়তা করিবেন,—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে এই সকল ভ্রম সংশোধিত করিতে অবসর পাইব।

তৃতীয় ভাগ এই সঙ্গে বাহির করার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও উহাতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গেল। —তবে আশা হয়, এবার আর অধিকতর বিলম্ব ঘটিবে না।

পরিশেষে শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা যে, মহতের আদর্শ যেন মহান ফল-প্রসূ হইতে পারে:

"যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরোজনা,
সঃ যঃ প্রমাণং কুরুতে লোকাস্তদনুবর্ত্ততে।"

নিবেদিকা—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।



৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

ভূদেব চরিত

বিংশ অধ্যায়।

পারিবারিক দুর্ঘটনা—দৌহিত্র, পত্নী ও পৌত্র বিয়োগ—পরিজনবর্গকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ, নিজে বহরমপুরের বাসায় ও স্কুল পরিদর্শনে গমন—আদর্শ পত্নীর কথা।

১৮৭২ অব্দের প্রথম হইতেই ভূদেব বাবুর দুই বৎসর-বয়স্ক প্রথম পৌত্র 'নরদেব' জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। তাঁহার পত্নীরও শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইতে থাকে। এই সময়ে ভূদেব বাবু কিছুদিনের জন্য ফরাসিডাঙ্গায় একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে তথায় বাস করেন। * পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসিডাঙ্গায় যখন স্কুল খুলিয়া ছিলেন, তখন তাঁহার এবং তাঁহার সহযোগীদিগের বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল বলিয়া, ঐ স্থানের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ভূদেব বাবুর মনে একটা উচ্চ ধারণা ছিল; কিন্তু এবার তথায়ও কাহার কোন উপকার না হওয়ায়, চুঁচুড়ার বাড়ীতে ফিরিয়া আসা এবং নরদেবকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ পাঠান হয়। তাঁহার তৃতীয়া কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীও এই সময়ে জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা শুক্রবার দিন (৫।৭। ১৮৭২) দুই প্রহরে ঐ দৌহিত্রটীর এবং

* ঐ সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট বাড়ীটী রাণী রাসমণির রামধন নামক, কোন ভৃত্য বিশেষ ধন-সম্পন্ন হইয়া, প্রস্তুত করে এজন্য উহা "ধোনা খানসামার" বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রথম রাত্রিতে ভূদেব বাবুর সহধর্ম্মিণীর দেহান্ত হইয়াছিল। একাদশদিন পরেই কলিকাতার বাসাতে পৌত্রটীও দেহত্যাগ করে।

বাহিরে সকল কার্য্যই ধীর এবং প্রশান্ত ভাবে করিতে থাকিলেও এই সময়ে ভূদেব বাবুর মানসিক কষ্ট অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়কবি ভবভূতি দৃঢ়-চরিত্র ব্যক্তিদিগের আন্তরিক দুঃখ বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতই লিখিয়াছেন :—

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥

রামচন্দ্রের গাম্ভীর্য্যপ্রভাবে তদীয় করুণ রস বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই ; কিন্তু অভ্যন্তরের বেদনায় ভিতরটা ভস্ম হইয়া যাইতেছিল।

শ্রাদ্ধাদির পরই ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্রের সহিত তৃতীয়া কন্যাকে লক্ষ্ণৌয়ে জামাতার নিকট, কনিষ্ঠা পাঁচ-বৎসর-মাত্র-বয়স্কা কন্যাকে তাঁহার ভগিনীর সহিত শিউড়িতে প্রিয় ছাত্র দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর বাসায় এবং আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে তাঁহার পিতৃগৃহে কীর্ণাহারে পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে ভূদেব বাবু "গৃহকথা" মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেনঃ—"শ্রীমানের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য—বিবেক এবং আজ্ঞাপালন-শক্তির চরম দৃষ্টান্তটী না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাঁহার প্রথম-জাত সেই দেবতুল্য "নরদেব" তাঁহার কত আদরের ধন ; যখন কলিকাতায় সে 'গেল', আমি বাটী আসিয়া বলিলাম 'বধূ মাতাকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস ; কিন্তু বধূমাতা অন্তর্ব্বত্নী, এ অবস্থায় এই সাংঘাতিক দুঃসমাচার তাঁহাকে দিও না। আপনার মুখমণ্ডলে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ হইতে দিও না।' শ্রীমান্ তাহাই করিলেন—'ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোঽপ্যাকারবিভ্রমঃ।' 'রাজ্য পাইবে না বনে যাও'—দশরথ

শ্রীরামচন্দ্রকে এই মাত্র বলিয়াছিলেন। আমি আমার গোবিন্দদেবকে তাহা অপেক্ষাও কঠিনতর অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম—'তোমার পুত্রটী গিয়াছে, মুখে শোকের চিহ্ন মাত্র আসিতে দিও না!"

শোকাচ্ছন্ন চুঁচুড়ার বাড়ীর 'বুকচাপ' হইতে একধার সকল পরিজনকে সরাইয়া দিয়া ভূদেব বাবু নিজে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুল পরিদর্শন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে গেলেন।

হিন্দুর পরম পবিত্র পারিবারিক জীবনের পূর্ণ সৌন্দর্য্য ভূদেব বাবুর বাড়ীতে তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর গুণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বাল্য-বিবাহে কিরূপে স্ত্রীকে নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিরূপ উপায়ে উভয়ে একমন হইয়া গিয়া পত্নীকে প্রকৃত পক্ষে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইয়াছিলেন, কিরূপে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই পত্নীকে প্রকৃত সহকারিণী করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই পারিবারিক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। ফলতঃ সন্তানের শিক্ষা, রোগীর সেবা, পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, চাকর-প্রতিপালন, অতিথি-পালন ইত্যাদি পারিবারিক প্রবন্ধের সকল কথাতেই তিনি নিজের জীবনের এবং তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণীর পবিত্র চিত্রই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব বাবুর পত্নী আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। পারি-বারিক প্রবন্ধের অতুল্য উৎসর্গাংশ মাত্র নহে, বস্তুতঃ সমগ্র পুস্তকখানিকেই তাঁহার পরমপবিত্র স্মৃতির আলোচনা বলা যায়। ঐ পুস্তক হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা গেল:—

(১) "ভালবাসা জিনিসটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুটস্বরূপ; উহা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহুযত্নে গড়াইয়া পরিতে হয়। * * ভালবাসা পদার্থটী অভীষ্ট দেবতা;

গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে মন্ত্র-চেতন এবং তপঃ-সিদ্ধি হয়। যাহারা বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সুখময়, আনন্দময়, ধর্ম্মময় দাম্পত্য-প্রেম লাভের অধিকারী হইয়াও মায়াবিনী অনুচিকীর্ষা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়েন, তাহাদিগের কি বিড়ম্বনা!"—[দাম্পত্য-প্রণয়]

(২) "পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ; কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া তত সহজ নয়। অতএব যত্ন এবং সমাদর সহকারে সম্মান এবং গৌরব প্রদান করাই নববধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।"—[স্ত্রীশিক্ষা]

(৩) "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ—শাস্ত্রের বিধি। অতএব সত্যসত্যই স্ত্রীকে আপন কার্য্যের ফলভাগিনী করিতে চেষ্টা পাও। তাহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ কর। যৌবনাবস্থায় ত নানা মহৎ মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়া থাক; স্ত্রীর সহিত সেই সকল বিষয়ে কথা কও। সে অশিক্ষিতা বালিকা ওসকল কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না—একবার ভ্রমক্রমেও এরূপ মনে করিও না। × × যত বীরতা ধীরতা উদারতার উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছ, গল্প কর; দেখিতে পাইবে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত বিবরণের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে; বীরদিগের কাজেরও দুই একটী ভুল ধরিয়া দিবে এবং তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ-তাহাও বুঝিয়া লইয়া আপনার মনকে তোমার অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ হইলে স্ত্রী তোমার লেখাপড়া কাজকর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবেন না। প্রত্যুত তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের উত্তেজিকা এবং সহায়া হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণী পদবাচ্য হইবেন।"—[স্ত্রীশিক্ষা]

(৪) "কোন পতিপরায়ণা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, 'তুমি সাংসারিক সকল বিষয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যাহা বলি, প্রায় তাহাই

কর,—না করিলে পাছে আমার দুঃখ হয়, এই জন্যই ওরূপ কর কি ?” “যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ? সে ত ভালই।” “ভাল বটে, কিন্তু তাহা ভাবিলে আমার মনে সুখ হয় না। আমার কথায় তোমার নিজের যাহা ইচ্ছা নয়, তাহা করা হইতেছে মনে হইলে—আমার না থাকাই ভাল বোধ হয়।” বড় শক্ত কথা হইল! ঐ কথার পর স্বামী কয়েকটা সাদা কাগজ বাঁধিয়া একখানি বহি প্রস্তুত করিলেন, এবং স্ত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ঐ বহিতে আপনার অভিমত অগ্রে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসার পর স্ত্রী নিজ মত প্রকাশ করিলে, স্বামী ঐ পুস্তকে কি কি লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহা দেখাইতেন। কয়েক মাস এইরূপে গেল। স্বামী অনেক-গুলি গৃহকার্য্যের চিন্তা হইতে একেবারে অবসর পাইলেন। বিধাতা সৃষ্টি পালনের ভার কাহারও প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সুভগা স্ত্রীর পতি সংসারের অনেক ভার পত্নীর প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিধাতা কাহারও বশীভূত হন না বলিয়াই তাঁহার ঐ দুঃখ। সুভগা স্ত্রীর স্বামী বিধাতা অপেক্ষাও সুখী হইতে পারেন।”—[সৌভাগ্যগর্ব্ব]

(৫) “যেমন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট মেঘের মধ্যে তাড়িতের ইতর বিশেষ থাকিলেই বৈদ্যুতাগ্নি নিঃসৃত হয়, এবং নিঃসৃত হইয়া মেঘ দুইটার তাড়িত সামঞ্জস্য বিধান করে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও সেই প্রকার অভিমতির কিছুমাত্র অনৈক্য থাকিলেই কলহাগ্নি উদ্রিক্ত হয়। ‘তুমি আমি এখনও ভিন্ন-হৃদয় আছি কেন ? এখনও একমনা হই নাই কেন ?’ এই ভাবটি দম্পতী-কলহের অন্তর্নিহিত। দম্পতী-কলহও দম্পতী-প্রণয়ের পরিচায়ক এবং ঐ প্রণয়ের দৃঢ়তা-সাধক। হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিও না। দম্পতী-কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।”—[দম্পতী-কলহ]

(৬) "মহাগুরু স্বামী স্ত্রীকে যে উপদেশ দিবেন, তাহার মূল মন্ত্র এই—'ছেলে মেয়ে, বৌ জামাই, বাড়ী বাগান, ধন জন, সকলি তোমার।* আমিও তোমার—ওসব তোমার বলেই আমার।' বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান * দ্বারা এই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হয়। * * ইহা সজীব তান্ত্রিক দীক্ষার মন্ত্র। * * যিনি এই মন্ত্র দিবেন তাঁহার স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সত্যই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অনৃতবাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র অরি মন্ত্র। * * 'মানুষ ধর্ত্তে গেলে মর্ত্তে হয়।' যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও, তবে আপনি মর অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেকনা,—একেবারে তাহার হইয়া যাও।—[স্ত্রীশিক্ষা]

* ভূদেব বাবুর শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্যালক ৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃশ্রাদ্ধে কিছু আনুকূল্য প্রত্যাশায় ভূদেব বাবুর বাটীতে আসিয়া প্রথমে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভূদেব বাবুর পত্নী ভূদেব বাবুকে বলেন— "দাদা আসিয়াছেন; এ কাজে তুমি কি দিবে?" ভূদেব বাবু বলিলেন,—"মোট কত টাকা খরচ হইবে তিনি মনে করিতেছেন?"—"আন্দাজ পাঁচ শত টাকা।" তখন ভূদেব বাবু পার্শ্বের ঘরে উপবিষ্ট শ্যালক তাঁহার কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পান এরূপভাবে বলিলেন,—"পাঁচ শত টাকাই দাও।" গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন; আস্তে আস্তে বলিলেন, "দাদা নিজে রোজগার করেন, অবস্থা মন্দ নয়, তুমি সব খরচ দিবে কেন?" ভূদেব বাবু সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"কথাটা বলা হইয়া গিয়াছে।" বাস্তবিক তখনও তাঁহাদের এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই যে কোন বিষয়ে সহজে একেবারে পাঁচশত টাকা দান করিতে পারেন। পত্নী স্বামীকে বলিলেন,—"করিলে কি! পাঁচ পাঁচ শত টাকা শুধু শুধু দিয়ে ফেলিলে?" ভূদেব বাবু বলিলেন,—"যদি আমায় কি দিব তাহার পরামর্শ স্থির করিয়া লইতে, তাহা হইলে অন্যরূপ হইতে পারিত। টাকাটা যেন আমার, আর উপস্থিত কার্য্যটা যেন তোমার নিজের মাতার জন্য, সুতরাং তোমার যেন তাহাতে কিছু বলিতে নাই;—এ ভাবটা আমাদের মধ্যে ঠিক কি?" পত্নী তখন বিশেষ দুঃখিতা হইয়াছেন দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"তাতে মার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তোমার নিজের টাকার কতকটা শ্রাদ্ধ হইল; কিন্তু তাহা যখন ব্রাহ্মণে ও দরিদ্রে খাইবে তখন এত মন্দই বা কি হইল!" গৃহিণী আর কখন কোন বিষয়েই 'তুমি কি বল?' এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন না; "আমরা এইরূপ করিব কি?" এই কথাই বলিতেন।

(৭) "কাজে বুদ্ধি খুলে—বুদ্ধি স্বয়ং প্রথম হইতে কাজ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পত্নীর হস্তে গৃহকার্য্যের ভার যত দেওয়া যাইতে পারে, ততই দেওয়া বিধেয়। তাহা দিলে, তুমি নিজে অনেক অবসর পাইতে বে এবং তাঁহাকেও করিয়া তুলিতে পারিবে মধ্যে তাঁহার সহিত গৃহকার্য্যের কথা কহ। * * যে নিয়মের প্রভূত বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব সাধন করিয়াছে, শিশির বিন্দুর গোলত্ব সাধনেও সেই নিয়মের সমগ্র বল লাগিয়াছে। ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি জীবনযাত্রায় যে সকল মহৎ সূত্রের আবিষ্কার এবং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই গৃহ কার্য্যের সম্বন্ধে গৃহিণীর মুখ হইতে শুনিতে পাইবে।

"আমার বন্ধুবর্গ আমাকে গৃহকার্য্যে উদাসীনবৎ দেখিয়াছেন, এবং তাহা দেখিয়াছেন সেই কথা বলিয়াছেন বলিয়াই আমি মনে মনে শ্লাঘা করি যে আমি সংসারের কর্তৃত্ব নিতান্ত মন্দ করি নাই। আমার পত্নী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। 'তাঁহার—হাতেই সব' আমার হস্তে কখন এককড়া কড়িও থাকিত না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং আমাকে গৃহকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, —গৃহকার্য্যের মূল সূত্রগুলি তিনি আমারই স্থানে শিখিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তথাপি ঐ সূত্রের বৃত্তি বিরচন এবং সূত্রানুযায়ী সমস্ত পদসাধন তিনি নিজেই যে করিয়া লইলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

[গৃহিণীপনা]

(৮) "কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—"আজি অমুকের বিবাহ—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাদিগের বাটীতে যাইতে হইবে।" "এত দায় কি? যাবার ইচ্ছা না থাকে যেও না।" "না গেলে তাহার মা দুঃখ করিবেন—তিনি আমাকে বই আর কাহাকেও দিয়া হাই আমলা বাটাতে চাহেন না।" এ কথার তাৎপর্য্য কি? স্ত্রী-

লোকেরা সুভগাকে দিয়া হাই আমলা বাটায়। তিনি স্বামীকে জানাই-লেন যে, তাঁহাকে সকলে সুভগা মনে করে, এবং তাহাতে তাঁহার পরম সুখ হয়। অপর কোন সময়ে ঐ স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"আজি ঘাটে অমুকের মাকে দেখিলাম—তেমন যে রূপ একেবারে কালীমাড়া হইয়া গিয়াছে। 'কেন অমন হলে ?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, 'আর দিদি ! একটু পায়ের ধূলা ত দিলে না।' "ও কথা কেন বলিল ?" "সে কথায় কাজ নেই—তার স্বামীর দোষ জন্মিয়াছে, তাই ও কথা বলিল।" ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার আদরেই আমার এত গৌরব *।"—[সৌভাগ্য গর্ব্ব]

(৯) "আমি মনে করি, চাকরেরা ছেলেদের চেয়েও অধিক দয়ার পাত্র ‡ ছেলেরা তোমার আমার কাছেই থাকে; যখন যা চায়, তখন তাই পায়; ছেলেদের ব্যারাম হইলে তুমি আমি কাছ ছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া 'বাবাগো' 'মাগো' চীৎকার করে;

* ভূদেব বাবুর বিবাহ কালে তাঁহার বাড়ীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; ভূদেব বাবুর পত্নীর আগমনের পর হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাহা স্মরণ করিয়াই অন্নদামঙ্গলের নিম্নলিখিত অংশ তিনি একটু প্রসন্নমুখেই পাঠ করিতেন,—

"অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই,
মোর আসিবার পূর্ব্বেকার ধন কই ?"

তিনি অবসর পাইলেই রামায়ণ, কাশীবিলাস এবং অন্নদামঙ্গল পড়িতেন।

‡ চুঁচুড়ায় ক্রীত পুরাতন বাটীটার মধ্যে দুইটা ঘর সুদৃঢ় আছে স্থির করিয়া উহাদের উপরে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হওয়ার পর একটার দেওয়াল ধসিয়া উপরের ঘর পড়িয়া যায়। রাজমিস্ত্রী লজ্জায় কয়েক দিন কার্য্যে না আসিলে, ভূদেব বাবুর পত্নী তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলেন, "নছরদ্দি ! অন্য কেহ হইলে বলিত সব ঘর গুলিরই বুনিয়াদ খুঁড়িয়া নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে; তুমি তোমার মার খরচ বাঁচাইবার আগ্রহে বলিয়াছিলে যে, দুইটা সাবেক ঘরের উপরে নূতন ঘর করা চলিবে; একটার সম্বন্ধে অবশ্য ভুল হইয়াছিল—তাহাতে কি এই সময়টায় আমার ক্ষতি এবং তোমার মনঃকষ্ট হইবার কথা ছিল—আমরা যে ভগবানের কৃপায়, কিছু চুণ সুরকীর উপর দিয়াই এভাবে সারিয়া গেল, মর্ম্মান্তিক কিছু হইল না, সেই ভাল। নছরদ্দি কাঁদিয়া ফেলে এবং বলে "মা ! আজিকার কথা জন্মেও ভুলিব না।"

উঁহাদের বাপই বা কোথায় ? মা-ই বা কোথায় ? তুমি আমিই ওদের বাপ মা। তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহার হাতে বাক্সের চাবিটী দিলে, কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।”—[চাকর প্রতিপালন]

(১০) “গৃহবাসী প্রাণিমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থ-শাস্ত্র এবং শারীর-শাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। ও বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; এইমাত্র বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তান সন্ততিগণের এবং দাসদাসী প্রভৃতি পরি-জনগণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদয় কাজ হইল না। গৃহিণী-কেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটি গূঢ় অভিমান আছে—সেটি ভাল নয়; যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদি এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনি লক্ষ্মী—তিনি সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।”—[পরিচ্ছন্নতা]

(১১) কোন কোন অশিক্ষিত দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি * * মনে মনে কুটুম্ব-দিগের মধ্যে দুইটি দল করিয়া লন। ঐ দুই দলের মধ্যে এক দলের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন, অপরের নিকট বিনীত এবং বিনম্র থাকেন; ইহা-দের চক্ষে কন্যা-সম্প্রদাতা কুটুম্বগণ এক দলস্থ, আর কন্যাগ্রহীতা কুটুম্ব-গণ অপর দলসম্ভুক্ত। ইহারা প্রথম দলের পীড়ন এবং অপর দলের খোসা-মোদ করেন। * * গৃহকর্ত্রী যদি সুবোধ ও বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহা হইলে কুটুম্বদের মধ্যে ঐরূপ দলভেদ এবং কন্যাবধূদিগের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের নিবারণ করিতে পারেন। তিনি কন্যার শ্বশুরের যে প্রকার সমাদর করেন, পুত্রের শ্বশুরেরও সেইরূপ করিয়া থাকেন। মনে কর,

কোন গৃহস্থের তিনটী কন্যার এবং একটি পুত্রের বিবাহ হইয়াছে ; *গৃহ-কর্ত্রী সুবোধ, তিনি আপনার বৈবাহিক চতুষ্টয়ের এইরূপে নামকরণ করিলেন। বড় মেয়ের শ্বশুর বড় বেহাই, মেজো মেয়ের শ্বশুর মেজো বেহাই। কিন্তু পুত্রবধূটির বয়স তাঁহার তৃতীয়া কন্যার অপেক্ষা অধিক ; অতএব পুত্রবধূকে সেজ মেয়ের স্থানীয় করিয়া তাঁহার পিতাকে সেজ বেহাই করিলেন।" * * এই ক্ষুদ্র উপায়টী বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইল। পুত্রবধূর পিতা কন্যাদিগের শ্বশুরসম্প্রদায় মধ্যেই রহিলেন, ভিন্ন দলসম্ভূক্ত হইয়া পড়িলেন না। ঐ গৃহকর্ত্রী যখন কুটুম্বদিগের বাটীতে তত্ত্ব পাঠাই-তেন, তখন কন্যাগণের বাটীতেও যেরূপ পুত্রের শ্বশুরালয়েও অবিকল সেইরূপ পাঠাইতেন। তিনি কন্যাগুলির শ্বাশুড়ীদিগকেও পূজোপলক্ষে যেমন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, পুত্রবধূর মাতাকেও সেইরূপ দিতেন। তিনি 'বৌয়ের বাপ' 'বৌয়ের মা' এই দুইটী কথা মুখে আনিতেন না। তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে হইলে "সেজ বেহাই" "সেজ বেহানী" বলি-য়াই উল্লেখ করিতেন।—[—কুটুম্বিতা]

(১২) "তুমি বৌমার যত্ন কিরূপ করিবে ?" "তাহা বলিতে পারি না। তবে এই বলিতে পারি, একটি পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে—সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন ? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপ মাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে। * * যে বৌকে দেখিতে পারে না, সে ছেলেকেও ভালবাসে না।* *আমি এই মাত্র বুঝি—আমিও যে পদার্থ, বৌমাও সেই পদার্থ। আমি আজ ঘরের গিন্নি, যা করি তাই হয়। কালি বৌমা ঘরের গিন্নি, যা করিবেন তাহাই হইবে। আমি আপনার ছেলেবেলার কথা মনে করিব। আমি আপনি

*ভূদেব বাবুর পত্নী এই রূপটী বিবাহই দেখিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা চাহিতাম, বৌমাও তাই চায়—তখন আমি যা মনে করিতাম, বৌমাও তাই মনে করে। এইরূপ করিয়া বৌমার মন বুঝিতে পারিব—সেই মন বুঝিয়া চলিব।"—[পুত্রবধূ]

(১৩) একটী ভাল পাচিকা, একটী পাকা মুহুরী, একটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাখিতে হইলে আমার যে খরচ পড়িত (পত্নীকে ইচ্ছামত গহনা গড়াইতে দিয়া) তাহার অধিক লাগে নাই। অধিকন্তু লাভ এই, স্ত্রী হিসাব পত্র করিতে শিখিলেন, দ্রব্য সামগ্রীর দরদাম জানিলেন, ব্রাহ্মণ এবং প্রীতি-ভোজের ফর্দ্দ করিতে পারিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়েই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। আরও লাভ হইল, আমি পারিবারিক চিন্তা হইতে অনেক অবসর পাইলাম, এবং প্রথম জাত পুত্রটীর লেখাপড়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে পারিলাম, আমি ঐ সময়ে কয়েকখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলাম।**ইহার পরও গহনা গড়ান চলিল। নিজের নিমিত্ত বড় একটা নয়—অন্যের গহনা গড়াইয়া দিতে বড়ই আমোদ। সুখ-সরোবর পূর্ণ হইয়া আশে পাশে উপচিয়া পড়িতে লাগিল। "অমুক তোমার আত্মীয়, আয়ও এত—সেদিন তাঁহার স্ত্রীকে দেখিলাম, তাহার অমুক গহনাটী আছে অমুকটী নাই, এটী তাহাকে গড়াইয়া দিব। প্রথমে এত টাকা লাগিবে, তাহা নিজ হইতে দিব,—সে মাসে মাসে এত করিয়া দিলেই এত মাসে শোধ যাইবে।" "তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া লাভ?" "আমার লাভ কিছুই নাই, তাহার লাভ আছে। আমার ধার তাহাকে শুধিতেই হইবে—সুতরাং বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। ওর ত যত্র আয়, তত্র ব্যয়—এখন প্রায় কিছুই থাকে না।"

"অমুকের সব ভাল, কিন্তু মদ খায়। এ দোষটা ছাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। বৌকে গহনা গড়াইয়া দি, ধার শুধিতে টাকা ফুরাইয়া যাইবে—আর মদ খাইতে পারিবে না।

এই প্রকার কথা প্রায় শুনিতাম। একদিন সুরাপান-নিবারিণী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের সন্দর্শন পাইয়া আমার স্ত্রী গহনা গড়াইয়া যে প্রকারে মদ্যপান নিবারণ করিতে চান, তাহারও গল্প করিলাম।

—[গহনাগড়ান]

(১৪) "কৈ তোমার দিদিকে আনিতে লোক পাঠাইলে, কিন্তু তোমার "মকরের' নিমন্ত্রণ করিলে না ?" * * "ছেলের বে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, ঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ, এ সকল কাজে আমি মকরকে আনিতে ভালবাসি না। তুমি যখন ও মাসে বাটী হইতে আসিবে, তখন মকরকে আনিয়া দশদিন রাখিব মনে করিয়াছি।"

(১৫) " 'তিনি গেলে পাছে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়' সতীর অন্তঃকরণে এই শঙ্কা চিরবিরাজমান। তাদৃশ ভয়-ব্যাকুলা কোন স্ত্রী নিতান্ত অধীরা হইয়া স্বামীকে একদা বলিয়াছিলেন "আমার দিদি বিধবা, আমার মা বিধবা, আমার পিতামহীও বিধবা হইয়া বাঁচিয়াছিলেন শুনিয়াছি—আমারই বা কপালে কি আছে !" ঐ স্ত্রীরত্নের তাৎকালিক মলিন মুখচন্দ্রমা স্বামীর হৃদয়াকাশে চির সমুদিত হইয়াই থাকিবে। সেই মলিনতাই সাধ্বীর লক্ষণ। "শান্ত হও—তোমার ও ভয় নাই। দেখ, আমা-দিগের বংশে ঠিক উহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে—আমার ঠাকুরমা আগে যান, ঠাকুর দাদা থাকেন, মা আগে যান, বাবা থাকেন—এই বংশের পুরুষেরা দীর্ঘকাল বাঁচেন—তুমিই আগে যাইবে ; আমাকে থাকিতে হইবে" ;*—স্বামীর এবম্বিধ বাক্যে সাধ্বীর ভয়-ব্যাকুলতা দূর হইল,

* পত্নীর দেহান্তরের পরক্ষণে অস্ফুট, কিন্তু হৃদয়বিদারক স্বরে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন :—"এই আশীর্ব্বাদ শতবার আমার নিকট লইয়া রাখিয়াছিলে, কিন্তু এখনই ছাড়িয়া গেলে !" পারিবারিক প্রবন্ধের এক স্থলে আছে :—"মনে মনে যমরাজকে বলিলাম, আমাদের দুইজনকে যেন এক সঙ্গে মারেন। যদি যম সেই প্রার্থনা শুনিতেন তাহা হইলেই সুখ হইত।"

মুখমণ্ডলের মলিনতা অপনীত হইল—প্রফুল্লতা জন্মিল। সেই প্রফুল্লতাও সাধ্বীর লক্ষণ।"

(১৬) "স্বামীর সত্যহানির ভয়, মহিম-হানির ভয়, অর্থহানির ভয় প্রভৃতি সতীধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি সতীর চিত্ত ক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে। অপরেও সেইগুলি দেখিতে পায়। কোন সাধ্বী তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"বাছা! যাহা বলিতেছ সত্যবটে, এরূপ করায় ক্ষতি হইল—কিন্তু যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন ত করিতেই হইবে—তাঁহার কথা ত মিথ্যা হইবে না।" সতী-পুত্র মাতৃ-হৃদয়স্থিত সত্যহানির ভয় রূপ ধর্ম্মশাখাটী দেখিতে পাইল। [সতীধর্ম্ম]

(১৭) "ছেলেরা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমার প্রতি ভক্তি করিলেই তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি করা হয়। গাছের মাথায় জল দিলেই গোড়ায় জল পায়। ছেলেরা তোমাকে ভাল করিয়া রাখিলে আমি অবশ্যই ভাল থাকিব। তোমাকে কিছু দিয়া আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাহাদিগের অসাধ্য। তোমার প্রতি ভক্তিই ভক্তি—আমার প্রতি ভক্তি কিছুই নয়। আমাকে যাহা বুঝাইবে, ভাল হউক মন্দ হউক, আমি তাহাই বুঝিব। তোমাকে যাহা বুঝাইতে পারিবে, তাহাই সত্য।" [পিতামাতা]

ভূদেব বাবুর পত্নী স্বামীকে এতদূর ভক্তি করিতেন যে, কোন বিষয়ে তিনি কিছু বলিয়া গেলে বাড়ী শুদ্ধ সকলকেই তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে হইত।—"পরে হইবে" এ ভাব তিনি কোনমতেই আসিতে দিতেন না। "তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এখনও হয় নাই।"—"তিনি এরূপ দেখিতে পারেন না; এসব কি?"—গৃহকর্ত্রীর পুনঃ পুনঃ উক্ত এই দুই বাক্যে বাটীর সকলকেই সচকিত থাকিতে এবং অবহিত হইয়া কার্য্য করিতে হইত। ভূদেব বাবুর প্রত্যেক কথায় এবং ব্যবস্থায় এতটা প্রীতি

এবং দূরদর্শন নিহিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পত্নী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বামীর আদেশ অপালনে বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই বড়ই গুরুতর অপরাধ হইবে।" এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন। ভূদেব বাবুর পত্নীর হৃদয়ে হিন্দুয়ানীর এক লক্ষ্য এবং সর্ব্ব প্রকার অধিকারীর প্রতি—করুণা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত। তিনি বলিতেন ব্রত নিয়মের উপবাস যদিও আমার পক্ষে পূর্ণভাবে পালন করা অসাধ্য নয়, তথাপি বৌ ঝি এবং ছেলেরা পারিবে না ; অতএব অনুকল্পের ব্যবস্থা করিয়া রাখাই ভাল। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি ব্রত যথানিয়মে করিয়াছিলেন এবং ব্রতাদির ফল, চিত্তশুদ্ধি বলিয়া মনে করিতেন। সাক্ষাৎ শাস্ত্ররূপী শ্বশুরের সম্মতি ক্রমে তিনি স্বগৃহে লক্ষ্মীর পালনি, ঢেলাফেলার উপবাস, দশহরার উপবাস প্রভৃতিতে অনুকল্পের প্রথা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই এই আদর্শ পত্নী ও গৃহিণীর চরিত্র মহিমা অতি উজ্জ্বল ও মধুরভাবে সুপরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আত্মীয় পরিচিত সকলেরই অসুখের সময় বাড়ীতে আনাইয়া রোগীর সেবা করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইতেন। অনেকেই তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার যত্ন এবং ভূদেব বাবুর চিকিৎসা করান সম্বন্ধে অসাধারণ নিপুণতায় রোগ সারিয়া যাইতেন। ফলতঃ প্রীতির পূর্ণতায় দূরদর্শিতায় এবং শিক্ষাদান-ক্ষমতার বলে ভূদেব বাবু আদর্শ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইয়া পারিবারিক সুখের পূর্ণভাবেই অধিকারী হইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্র কন্যা এবং পুত্রবধূদিগের পক্ষে একাই পিতামাতা স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূগণ যেন শাশুড়ীর অসদ্ভাব জানিতেই পারেন নাই।

পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক জীবনের অধিষ্ঠাত্রীর এই দশবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া-

ছেন—স্থিতি-বিধায়িনী, আশ্রম-বিধায়িনী, লীলাময়ী, আনন্দময়ী, গৃহলক্ষ্মী, বর-প্রদায়িনী, সামর্থ-বিধায়িনী, প্রবোধ-দায়িনী, হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী, যমভয়-বারিণী! উৎসর্গের শেষ পঙক্তি কয়টী উদ্ধৃত হইল :—

"যে প্রকৃতি-শক্তি উল্লিখিত দশবিধরূপে আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে বঙ্গবাসী স্ত্রী-পুরুষের হস্তে এই পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম।"

একবিংশ অধ্যায়

মধ্যমা ও জ্যেষ্ঠা কন্যার ব্যারাম—কাহালগাঁয়ে স্থান পরিবর্ত্তন—কলিকাতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা—চুঁচুড়ায় পরিজনবর্গের আগমন—সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের আমল—ভূদেব বাবুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি এবং কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা লইয়া গোলযোগ—শারীরিক অসুস্থতা জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ছুটি লওয়া—আসাম ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ—ব্রহ্মদেশে ইংরাজ পূজা—ইডেন সাহেবের পত্র—হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য লিখিত পত্র।

ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার এই সময়ে শরীর বিশিষ্টভাবে অসুস্থ হয়।

তিনি মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া জিয়াগঞ্জ হইতে (৩০।৮।১৮৭২) তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে জঙ্গিপুরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"তোমার জন্য আমাকে ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়াছ। ভালই, আমি যতদূর পারি আপনার মনকে বুঝাইব। কিন্তু আমার কাহারও পীড়া হইলে, আমি কখন নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না—ইহাও তোমার বিলক্ষণই জানা আছে। গোবি যে তোমাকে লইয়া কলিকাতায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল এবং এক্ষণে তোমার মধ্যমা ভগ্নীকে সিউড়িতে আনিয়া আপনি তথায় থাকিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার যে কত সুখ হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব। তোমাদিগের কয়টীর মধ্যে পরস্পর স্নেহ-বন্ধন দৃঢ় রহিয়াছে দেখিলে আমার যেরূপ আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।"

সিউড়ি যাওয়া প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। ভূদেব বাবুর কন্যাদ্বয়ের বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য তিনি কাহালগাঁর পাহাড়ের উপর উৎকৃষ্ট বাড়ীটীতে থাকার ব্যবস্থা করেন। সিউড়ি হইতে তাঁহার ভগিনী এবং কনিষ্ঠা কন্যাও তথায় প্রেরিতা হইলেন। কার্ত্তিক মাসে তথায় উহাঁদের গুছাইয়া রাখিয়া দিয়া ভূদেব বাবু দ্বিতীয় পুত্রসহ লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র তখন ক্যানিং কলিজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে-ছিলেন। ভূদেব বাবু পুত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন এবং সকল পরিজনবর্গ একটা নূতন এবং সুন্দর স্থানে § পুনরায় সম্মিলিত

§ ভূদেববাবু তাঁহার প্রিয় ছাত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে (৩।১০।১৮৭২) ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই বাড়ীটী তাঁহার কিরূপ ভাল লাগিয়াছিল তাহা জানা যায়। (১) আমি ঝিলম নদীর তীর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অনেক ভাল ভাল বাড়ী দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটীতে মিলটনের "ইডেন উদ্যান" বর্ণনার কথা এরূপ পুনঃ পুনঃ মনে পড়ে নাই। (এ হ্যাপি রুরাল সীট অফ ভেরিয়স ভিউ'—বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য সংসৃষ্ট আনন্দের স্থান) (২) আমার মনে হয় কোন ইটালীয় ধনী জমিদারের পাহাড়ের উপরের বাড়ীর চতুর্দ্দিকস্থ এইরূপ দৃশ্য দেখিবার পর মিলটন ইডেনের বর্ণনা করিয়াছিলেন। (৩) এই বৃহৎ বাড়ীটী যে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত তাহা এখন আর সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট দেখা যায় না; ক্রমশঃ ঢাল হইয়া যাওয়ায় একটা সুন্দর বাগানের মধ্যস্থিত বলিয়া বোধ হয়; এই বাড়ীর চারিদিকের চারিটা বারাণ্ডা হইতে চারি প্রকার দৃশ্য নয়ন গোচর হয়, নিকটে ছোট ছোট পাহাড় দূরে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, স্তরে স্তরে বড় বড় গাছ, বিস্তীর্ণ গোচারণ স্থান বৃহৎ নদী, গুল্মলতা ইত্যাদি দেখা যায়। বাগানের ভিতর কোন কোন স্থান হইতে সুন্দর বাড়ীটীর একটু একটু মাত্র দেখা যায়; এবং বেড়াইতে বেড়াইতে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই অল্পে অল্পে উহা সম্মুখে উঠিয়া আসিয়া পড়িতে হয়। (৪) স্থানটী সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও চক্ষের তারায় যে দৃশ্য পড়ে সৌন্দর্য্য তাহাতে নয় বলিয়াই মনে করি; মনের মধ্যে যে ভাব জাগরিত করে সৌন্দর্য্য তাহাতেই থাকে; উহা অবশ্য বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

এখানে এক মাস একাকী থাকিতে পাইলে আমি একখানি পুস্তক লিখিতে পারিতাম তাহাতে গভীর প্রীতিই দেখিতে পাইতে—হয়ত ঈষৎ ক্ষোভ মিশ্রিত থাকিত—নৈরাশ্য একটুও নয়। [পত্নী বিয়োগের আরও কিছুদিন পরে লিখিত পারিবারিক প্রবন্ধে—এই গভীর প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছিল।]

হইলেন—এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ভূদেব বাবু পরিবারস্থ সকলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পালন করিতেন ! তাঁহার মধ্যমা কন্যার এই স্থান পরিবর্ত্তনে উপকার বোধ হইল। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যার মাথার অসুখ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় বাসা করিয়া তথায় উঁহাকে এবং অপর সকলকে লইয়া যাওয়া হয়। মধ্যমা কন্যা আরও কিছুদিন কাহালগাঁতে থাকেন। এই সময়ের একটী ঘটনা সম্বন্ধে ভূদেব বাবু "গৃহ কথায় লিখিয়াছেন :—শ্রীমান্ গোবিন্দ দেবের ন্যায়পরতা যেমন দৃঢ়, তাহার ধৈর্য্যও তদপেক্ষা অল্প দৃঢ় নয়, আমাদের বড় দুঃসময়ে আমরা সকলে কাহালগাঁয়ের একটী বাটীতে ছিলাম। ঐ সময়ে * * * দুই এক দিনের জন্য ঐ বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমানকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করেন—অনেক অবাচ্য শব্দের প্রয়োগ করেন ; কেন যে ওরূপ করেন তাহার কারণ এপর্য্যন্ত আমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই। এইমাত্র শুনিয়াছি যে শ্রীমান্ ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়াও একটা শব্দের উচ্চারণ করেন নাই। তুষ্ণীম্ভাবে ভৎর্সনা বাক্য শুনিয়াছিলেন।"

অপার সার্কুলার রোডের কলিকাতার বাসায় ডাক্তারী চিকিৎসায় ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার কিছু উপকার হয়। আবার কয়েক মাস পরের অসুখে মার্কিণ মিশনের মিস্ সীলি নাম্নী উৎকৃষ্ট লেডী ডাক্তারের সুচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সংস্পৃষ্ট বলিয়া মিস্ সীলি মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর কন্যার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা তুলিতেন। পারিবারিক প্রবন্ধের 'ধর্ম্মচর্চ্চায়' একদিনের কথার উল্লেখ আছে ;—"কোন বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিমতী হিন্দু মহিলার সহিত কোন খৃষ্টানীর যেরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিব।" দিদি ! তোমার মত লোকের আর হিন্দু থাকা

সঙ্গত হয় না। তোমরা আলো পাইয়াছ আর কেন অন্ধকারে থাক।” “সে কি দিদি! অন্ধকার কোথায়?—ঘরের দোর জানালা সবই খোলা আছে—অন্ধকার কৈ?—বাহিরেও বড় একটা বেশী আলোক নাই তবে যথেষ্ট রৌদ্র আর ধূলা আছে বটে।” *

চৈত্র মাসে পুত্রবধূ তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া কীর্ণাহার হইতে চুঁচুড়ার বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সিউড়িতে কিছুদিন ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট ওকালতীর কার্য্য শিখিতেছিলেন। তিনি এই সময় হইতে হুগলী কাছারীতে বাহির হইতে আরম্ভ করেন। তৃতীয় পুত্র কাহালগাঁ হইতে ফিরিয়া হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ইতিপূর্ব্বেই ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

ইহার পর একদিন ভূদেব বাবুর কোন প্রিয় ছাত্রের পিতা দেখা করিতে আসিয়া ভূদেব বাবুকে বলেন, “আপনার পত্নীর দেহান্তে ছেলেমেয়ে বৌ সকলের ক্ষতি পূরণ আপনি করিবেন; কিন্তু আপনার ক্ষতি পূরণ হইবার নয়; মানসিক শূন্যতার ত কথাই নাই—শারীরিক যত্নেও এ অবস্থায় সকল বাড়ীতে কম পড়ে। আর না বলিতে ‘বুঝিয়া’ করিবে কে? ছেলেদের আমার কোন দোষ নাই; তাহারা নিতান্ত আজ্ঞাবহ। যদি বলি ত বাঘের দুধও আনিয়া যোগাইতে পারে। কিন্তু

* ভূদেব বাবু তাঁহার বাড়ীতে পুত্র কন্যা বধূ প্রভৃতি সকলেরই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে সজ্ঞান সভক্তিক চর্চ্চা করানর ফলে তাঁহার মন্ত্রশিষ্যা এক পুত্রবধূ বহু বর্ষ পরে ৺কাশীধামে সিগ্রার বাসার নিকটবর্ত্তী মিশনের মেমদিগের কথার উত্তরে সরলভাবেই বলিতে পারিয়াছিলেন—“আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় বুদ্ধিমতী ভক্তিমতী বিবি বেশাণ্ট উহার কতকটা বুঝিয়াই উহাকে সর্ব্বোচ্চ দেখিতে পাইয়াছেন আপনারাও ওদিকে একটু বিশেষভাবে মন দিলে তাহাই বুঝিতে পারিবেন; আমাদের ধর্ম্মই নিখুঁত। আমাদের ধর্ম্ম চিরকালের; আর সব ওঠে, বাড়ে বদলায়—আবার যায়।” উত্তরে মিশনের মেমেরা শুধু বলেন বিবি বেশাণ্ট খৃষ্টারি—অ্যাণ্টি ক্রাইষ্ট!

আমি যে অনেক কথা বলি না, বলিতে পারি না, তাহা বুঝে না এবং এক একদিন গোরুর দুধ দিতেও ভুল হইয়া যায়!" শেষের এই কথাটা শুনিয়া ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্রের বিশেষ দুঃখ বোধ হয়। তিনি তাঁহার ছোট ভাই এবং পত্নীকে একত্রে ডাকিয়া ঐ কথা জানাইয়া বলেন, "এরূপ কি আমাদেরও বাড়ীতে সম্ভবে?". তাহার পরই ভূদেব বাবুর দুই পুত্রের মনে যুগপৎ উদয় হয়—যেন ঐ কথাগুলি পরলোকগতা মাতা কৃপা করিয়া সমগ্র পরিবারের সবধানতা অবলম্বন জন্য শুনাইয়া রাখিয়া দিলেন—অত মোটা ভুল না হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বিষয়ে ত ভুল হইতে পারিত! তখন ভূদেব বাবুর অভ্যাসের এবং সকল প্রয়োজনের কথা তিন জনে আরও ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বদাই আলোচনা করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে "না বলিতে বুঝিয়া করার জন্য" আগ্রহ বাটীশুদ্ধ সকলেরই মনে পূর্ণভাবে উদ্রেক হয়। ফলতঃ বাহিরের লোকের যে কথাটায় প্রথমে একান্তই কষ্ট বোধ হইয়াছিল, ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্রের গুণে সেই কথাটা হইতেই পরিবার মধ্যে পরম উপকার হয় এবং তাহা যাবজ্জীবন স্মরণে রাখা হইয়াছিল। সেবার অতি সামান্য ত্রুটির উপক্রমে পুত্রাদির পরস্পরে ঐ দিনের কথার উল্লেখ হইত,— "এটাত আর বাঘের দুধ আনা নয়—যে বাবাকে বলিতে হইবে—এখনও ঠিক করিয়া রাখা হয় নাই—আর একটু হইলেই ত ভুল হইয়া যাইত!"

ইহার কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে ভূদেব বাবুর সরকারী চাকরী ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেফটনেণ্ট গবর্ণর—হ্যালিডে, গ্রাণ্ট, বীডন এবং গ্রে বাঙ্গালা প্রদেশে সিভিলিয়ানের কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, গবর্ণর জেনেরেলের কাউন্সিলের মেম্বর হইয়া পরে বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার সিভিলিয়ানদিগের মধ্য হইতে এইরূপ ক্রমোন্নতি দ্বারা বাঙ্গালার ছোটলাট পদ প্রাপ্তি ঘটিবার কথা সাধারণের এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ঐ প্রথার বিপরিত ভাবে এবং সদাশয় * গ্রে সাহেবের পরেই কতকটা কঠোরতার সহিত শাসিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিভিলিয়ান সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের ছোটলাট হইয়া বাঙ্গালায় আসা (১।৩।১৮৭১) বাঙ্গালীর মনঃপূত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে জজীয়তি এবং মধ্য প্রদেশে চীফ কমিশনরের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং 'মডার্ণ ইণ্ডিয়া' এবং 'ইণ্ডিয়া অ্যাজ ইট মে বি' নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু অবিলম্বেই তাঁহার প্রণীত পুস্তক এবং তাঁহার লিখিত সরকারী রিপোর্টগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ডিরেকটর আটকিন্সন সাহেবকে অনেকগুলি বেসরকারী (প্রাইভেট) পত্র লেখেন। তাহাতে এই নূতন ছোট লাটের আমলে বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগেরও জেলার মাজিষ্ট্রেট দিগের অধীনে আনয়ন প্রভৃতি নানারূপ অসঙ্গত পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব এরূপ আভাষ থাকে। আর্টকিন্সন সাহেব একটু অসাবধান হইয়া কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট সেই বে-

* সার উইলিয়ম গ্রে এদেশ হইতে যাওয়ার পর জামেকার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন এক মাসের মাহিনার বিল ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া চাপরাসী তাঁহাকে দিলে তিনি একটা খামে পুরিয়া তাহা আফিসের টেবিলের টানা দেরাজে রাখিয়া ভুলিয়া যান। কয়েকমাস পরে অন্যত্র বদলী হইলে তাঁহার সেই টেবিল হইতে সকল কাগজ পত্র বাহির করিয়া গুছাইয়া দিবার উপলক্ষে নাজীর সেই মোড়কটী পাইয়া তাঁহাকে আনিয়া দিলে বলেন আমার বিশ্বাস ছিল যে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক যখন আমার এখান হইতে ঠিক যাইবার সময় এভাবে হাতে আসিল তখন এই টাকার দুই তৃতীয়াংশ রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য (কমফর্টস) জন্য স্থানীয় হাঁসপাতালে চাঁদা পাঠাইয়া দাও; এবং বাকীটা আমার সহকারী তোমরা সকলেই আনন্দ করিয়া খাইয়া আমাকে তৃপ্তিদান কর।

সরকারী পত্রগুলির উল্লেখ করেন এবং ক্রমশঃ সে সংবাদ ক্যাম্বেল সাহেবের নিকট পৌঁছে। সাহেবের মনটা সেই সময় হইতেই ভূদেব বাবুর উপর বিরূপ হয়। ১৮৭২ অব্দে ভূদেব বাবুর বাটীতে প্রিয়জনের কঠিন রোগের সময় ছোটলাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাও অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে।

ভূদেব বাবু সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"বিজাতীয় রাজ-পুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নম্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক। নির্ভীকতা রক্ষার একমাত্র উপায় অতি সাবধানতা পূর্ব্বক সত্যের সম্যক পালন। উহাদের তুষ্টি সাধনের জন্য বিন্দুমাত্রও মিথ্যার প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা প্রদর্শনার্থও বিন্দুমাত্র নম্রতার ত্রুটী করিবে না। সমুদয় কথা এবং কার্য্য বিনম্র এবং সত্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজ-পুরুষের সহিত কখনও আলগা হইয়া কথা কহিতে নাই। উহাঁরা ভিন্ন সমাজের লোক। সেই ভিন্ন সমাজেরই সহিত উহাঁদের বিশেষ সহানুভূতি।" ভূদেববাবু নিজে ঠিক এই ভাবেই ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত চলিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মন খাপাপ থাকায় তাহা নিখুঁত ধরণে ঘটে নাই। ক্যাম্বেল সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জমিদারেরা জমিদারী খরিদ করিয়া কি করেন?" ভূদেব বাবু বলেন "উহাঁরা প্রথমেই জমাবন্দি ঠিক করিয়া লন; পতিত জমিরও ফেয়ারী জোতের বন্দোবস্ত করেন; যত টাকা জমিদারী খরিদে পড়িয়াছে তাহার উচিত মত সুদ পোষাইয়া লওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন।" সাহেব—"সেকথা বলিতেছি না; প্রজার জন্য কি করেন?" উত্তর—"মফঃস্বলে যে সকল বরাদ্দ আছে তাহার প্রায়ই লোপ করেন না; যাহাতে প্রজা তুষ্ট হয় এরূপ কার্য্যও দুই একটী কেহ কেহ করেন; তবে প্রধানতঃ উহাঁদের দানাদি বসত বাটী হইতেই হয়; মফঃস্বল কাছারী হইতে জমিদারীর লোকের জন্য সাধারণতঃ কমই করা হয়।"

ইহার পর ছোটলাট সাহেব বলিলেন "গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যের টাকা স্কুল কমিটির দ্বারা ঠিক ঠিক ব্যয় হয় বলিয়া বোধ হয় না ; কমিটীর সভাগণ এবং মফঃস্বল জমিদারীর আমলা কেহই বিশ্বাস যোগ্য নহে।" দেশের এত লোককে এরূপ "সাধারণভাবে গালি দেওয়ায় স্বদেশভক্ত ভূদেববাবুর একটু ক্রোধোদয় হইল এবং মনে হইল "আমাদের প্রতি যাঁহার এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তিনি আবার আমাদের প্রকৃত স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি স্থাপন করিবেন !" বলিয়াও ফেলিলেন "কোন একটা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সরকারী সাহায্য মাসিক দশ পনর টাকা পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে সেই শ্রেণীরই লোকের দ্বারা স্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন—মিউনিসিপ্যাল ও চৌকিদারী প্রভৃতি ট্যাক্সের অনেক অধিক টাকার দায়িত্ব প্রদান কিরূপে ঘটিবে !"

—কথাটায় বুঝাইল যে এদেশীয়দিগকে 'বিশ্বাস' না করিলে স্বায়ত্ত্ব শাসনের বা দেশীয়দিগের উন্নতি সম্বন্ধে সকল কথাই একান্ত মৌখিক। ক্যাম্বেল সাহেবের মনে দেশীয়দিগের সহিত বিশেষ সহানুভূতি ছিল না ; তিনি কর্ম্মঠ লোক ছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিয়াই দূরদর্শীভাবে স্বায়ত্ব শাসনের একটু উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র। * দেশীয়দিগের উপর বিশ্বাস সম্বন্ধে নিজের কথার ও ব্যবস্থার মধ্যে এই

* I have always believed that while on the one hand the task of really governing India down to the villages and the people is too great for the British Government and on the other *anything like national political freedom* is *inconsistent* with a foreign rule, we may best supplement our own deficiencies and give the people that measure of self-Government and local freedom to which both their own traditions and their modern education alike point by giving to towns and restoring to villages some sort of Municipal and communal form of Self Goverment "—

ভারতের প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পূর্ণ শাসন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বড়ই গুরুভার হইবে ; আবার ওদিকে বিজিত জাতিকে জাতীয় স্বায়ত্ব শাসনের কাছাকাছি কিছু দেওয়া চলে না ; এজন্য নিজেদের অপূর্ণতায় পূর্ণ করার জন্য উহাদের

অসামঞ্জস্য দেখাইয়া দেওয়ায় বিরক্ত হইয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "তুমি রাজকার্য্যও বুঝ দেখছি যে! তোমার সঙ্গে এবার হইতে রাজকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাইবে।" * ইহার পর হইতে সাহেব ভূদেববাবুর প্রতি সুস্পষ্ট বিরূপতা অবলম্বন করিলেন। "উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট হইলেও কিন্তু মনুষ্য রুষ্টই হয়।"

"দেশীয় কর্ম্মচারী যতই ভাল হউন না, ইনস্পেক্টারের কার্য্য—যাহাতে অধিক ঘুরিতে ফিরিতে হয়—ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ ভাল পারে না,"— ক্যাম্বেল সাহেবের এই বিশ্বাস স্থির থাকায়, ভূদেববাবুর উপর পূর্ব্বোক্ত কারণে বিরক্তি উদ্রেক হওয়ায় এবং রামপুর বোয়ালিয়া ও মালদহ পরিদর্শনকালে তাঁহাকে তথায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া (স্কুল ইনস্পেক্টারদের ওরূপে লাট সঙ্গে সঙ্গে থাকার নিয়ম বা প্রথা কিছুই তখন ছিল না) ক্যাম্বেল সাহেব ভূদেববাবুর ঐ তিনটি বিষয়ে আগষ্ট এবং অক্টোবর মাসের (১৮৭২) পত্রে কৈফিয়ৎ তলব করেন :—(১) ভূদেব বাবুকে তাঁহার নিজ বাটী হুগলীতে আফিস রাখিতে দেওয়ায় পরিদর্শনের অল্পতা ঘটিয়াছে কি না; (২) যে বৎসর তিনি অসুস্থ ছিলেন সেবারে একটিন না দিয়া বাড়ীতে থাকার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল কি না এবং (৩) যদিও ছোটলাট সাহেব স্কুল ইনস্পেক্টরদিগকে তাঁহার পরিদর্শনকালে হাজির থাকিতে বিশেষ করিয়া বলেন নাই (হ্যাড নট স্পেশিয়ালি অর্ডার্ড ইন্সপেক্টার্স অফ স্কুলস্ টু অ্যাটেণ্ড হিজ অনর অন হিজ টুর্স) তথাপি তাঁহাদের অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ন্যায়ই হাজির থাকা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত (ন্যাচারাল

প্রাচীন ইতিহাস এবং বর্ত্তমান শিক্ষানুযায়ী কতকটা মিউনিসিপাল বা স্থানীয় প্রজা শাসন উহাদের গ্রাম ও নগরকে প্রত্যর্পণ করা ভাল। [বকলণ্ড সাহেবের "বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গভর্ণরগণ" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত ক্যাম্বেল সাহেবের উক্তি]।

* I see, Babu, you understand matters of politics. I shall be glad to talk with you on matters of adminstration.

অ্যাণ্ড প্রপার) ; সুতরাং ভূদেব বাবু যে ছোটলাট সাহেবের রাজসাহীতে উপস্থিত কালে মালদহে এবং তথায় উপস্থিত হওয়ার সময়ে রাজসাহীতে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় এবং অন্যায় ; এরূপ ব্যবহারের কারণ কি ? (১) ভূদেব বাবু বেশ জানিতেন যে তিনি ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর্ দলের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী ; তাঁহার কাজে দোষ ধরার জন্য লোকের অভাব হইবে না। তিনি সরকারী রিপোর্ট হইতে প্রতি বৎসর দেখিতেন এবং লিখিয়া রাখিতেন যে বাঙ্গালার এবং অন্যান্য প্রদেশে 'ইউরোপীয়' স্কুল ইনস্পেক্টর দিগের স্কুল পরিদর্শনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা এবং কাল পরিমাণ কোথায় কতদূর পোঁছিল ; কাজটা তাঁহার নিজের দেশের সুতরাং তাঁহার এবং এদেশীয় প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সকল হিসাবেই একান্ত কর্ত্তব্য যে বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমে এবং উৎকৃষ্টতর ভাবে স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার কোন ত্রুটীই পাওয়া গেল না। এক বৎসর যে তিনি তাঁহার সদর হইতে ২৩১ দিন বাহিরে ছিলেন এবং কোন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর যে কোথাও কখন অতদিন বাহিরে থাকেন নাই তাহাই প্রকাশিত হইল ; যে বৎসর ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া পাঁচমাস চলিতে পারেন নাই সেবারেও ৯৫ দিন মফঃস্বলে ছিলেন।

তিনি মফঃস্বলে পরিদর্শনে বাহির হওয়ার, ফিরিয়া আসার এবং

* ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র বার বৎসর পরে আরারিয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"কাহারও কখন শরীর অসুস্থ হয় তাহার ঠিক নাই সুতরাং বৎসরের প্রথম হইতেই মাঝে মাঝে মফঃস্বলে যাইও ; ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা তোমার অধিক সময় মফঃস্বলে থাকা উচিত। তখন শীতকালে পরিদর্শনেরই (কোল্ড ওয়েদার টুর) নিয়ম ছিল। এখন সকল সময়ে বাহিরে যাইবার নিয়ম সাধারণ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

পরিদর্শনের তালিকা দিয়া লিখিয়াছিলেন "আমি নিজের কৃতকার্য্যের সহিত অপরের কার্য্যের তুলনা করিবার জন্য একথা বলিতেছি না—আমি কেবল স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে অপর ইনস্পেক্টরদিগের যেমন মাসে মাসে স্কুলের বিল পাস, খরচের মিলন প্রভৃতি আফিসের কার্য্য করিবার ব্যবস্থা আছে, আমাকেও তাহা করিতে হয়। মাননীয় লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি নিজেই লিখিয়াছেন—'যে ব্যবস্থা উড্রো সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত এবং ক্ষিপ্রকর্ম্মা কর্ম্মচারীকে বৎসরে ৭৭ দিনের অধিক আফিসের বাহিরে যাইতে দিতে পারে নাই—সে ব্যবস্থা কখনই ভাল হইতে পারে না।' * আমি বিভিন্ন জিলার সুদূর মফঃস্বল মধ্যে বহু সংখ্যক স্কুল ও পাঠশালা এরূপ পরিদর্শন করিয়াছি যেখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ইনস্পেক্টরেরা পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবারও দেখিবার জন্য সময় করিয়া লইতে পারেন নাই। আমি প্রতি বৎসর দুই তিনটী জেলার সকল স্কুল ও পাঠশালাই দেখি; এবং সে বৎসর অপর জেলা গুলির প্রধান প্রধান স্কুল মাত্র দেখি; ইনস্পেক্টরদিগের পরিদর্শন সম্বন্ধে কখন কোন প্রকার নিয়ম প্রচারিত হয় নাই; তাহার অভাবে এখন বিভিন্ন ব্যক্তির আপনাপন কর্ত্তব্য বোধের অনুরূপভাবে নিজের জন্য নিয়ম গড়িয়া লইয়া চলা ব্যতীত উপায় নাই।"

এই কৈফিয়ৎ গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিবার সময় ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার পত্রে (২।১০।১৮৭২) ভূদেববাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বিশেষ ভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ—"কোন প্রকারেই কার্য্যে 'গাফিলী'র আরোপ ইঁহার প্রতি হইতেই পারে না।" গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত এবং কর্ম্মঠ কর্ম্ম-

* ক্যাম্বেল সাহেব ইংরাজ কর্ম্মচারীকে প্রশংসা করিয়া ও তাঁহার অত্যল্প দিন পরিদর্শনের দোষটা "ব্যবস্থার" উপর দিলেন। পক্ষান্তরে ভূদেববাবুর ন্যায় উচ্চ-দেশীয় কর্ম্মচারীও কাজ কম করিয়াছেন ইহা একরূপ ধরিয়াই লইলেন; অথচ কোন বৎসরে ভূদেব বাবু সেই ইউরোপীয়গণের তিনগুণ অধিক দিন বাহিরে ছিলেন।

চারীদিগের মধ্যে একজন প্রধানতম"।—"আমার এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিয়াছেন।" (২) পাঁচমাস অসুস্থা-বস্থায় একটিন দিতে না হওয়ার সম্বন্ধে ভূদেব বাবুকে কিছু লিখিতে হয় নাই ডিরেক্টর সাহেব লেখেন :—"সৌভাগ্যক্রমে লেফটনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের স্বহস্ত লিখিত (১১।১।১৮৭১) কাগজটী আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি এবং তাহা দাখিল করিতেছি"—ইত্যাদি—শেষোক্ত কাগজে লিখিতছিল :—"তুমি ভূদেববাবুকে যতটাই খাতির দেখান সঙ্গত মনে কর আমি তাহাতে আপত্তি করিব না। (আই শ্যাল অবজেক্ট টু নো কনসিডারেশন, হুইচ ইচ প্রপার টু শো টু বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি) আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তুমি তাঁহার এবং সাধারণের স্বার্থ পূর্ণভাবেই দেখিবে। আমি ব্যবস্থাপক সভায় উহাঁকে দেওয়ার কথা ভাবিতে ছিলাম ; কিন্তু তাঁহার এই দুর্ঘটনায় (ঘোড়া হইতে পড়িয়া শয্যাগত হওয়ায়) তাহা এখন আর হইতে পারে না।"

(৩) মফঃস্বলে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা না করার সম্বন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়া ছিলেন যে তিনি ৩০শে জুলাই (১৮৭২) বহরমপুরে পৌছিয়া শুনিলেন যে ছোটলাট সাহেব পরবর্ত্তী মাসের ১৯শে বহরমপুরে এবং ২৯শে রামপুর বোয়ালিয়া পৌঁছিবেন ; কোন স্থানে চারিদিনের অধিক বসিয়া থাকার প্রথা না থাকায় তিনি স্থির করিয়া ছিলেন যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের স্কুলগুলি একমাসে পরিদর্শন করিয়া ফেলিয়া বোয়া-লিয়াতে একবার হাজির হইবেন এবং সেইরূপ পরিদর্শন শেষও করিয়া-ছিলেন। মালদহের শিবগঞ্জ হইতে একটানা পদ্মায় একদিনেই বোয়ালিয়ায় পৌছিবার কথা, কিন্তু সেদিন উল্টা জোর হাওয়ায় এত বিলম্ব হইয়া যায় যে লাট সাহেবের ষ্টীমার একটু পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল ; ইহাতে যে দোষ তাহা বুঝিবার ভুলে হইয়া গিয়াছে।" ফলতঃ ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে

স্কুল ইন্‌স্পেক্টারদিগকেও হাজির থাকিতে হইবে ইত্যাদি আড়ম্বরের * সেই প্রথম প্রবেশ হইতেছিল।

---

* বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয়ভাগে 'বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা' প্রবন্ধে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের অযথা আড়ম্বর সম্বন্ধে ভূদেব বাবু তাঁহার মনের কথা সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন :—"আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেপ্টনেণ্ট-গবর্ণর যখন দেশের বিভিন্নভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন আড়ম্বরই হইত না। হ্যালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে থাকিতেন, রাজা এবং জমিদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখা করিতেন, ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর জজ প্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং কোন গোলযোগ না করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। গ্রাণ্টসাহেবের রীতিও প্রায় ঐরূপ ছিল, তবে তিনি নীলকর সাহেবদের বাটীতে যাইয়া ভোজ খাইতেন না, এবং প্রজারা যে সকল দরখাস্ত দিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন। বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না যাহা একটু করিতেন তাহাতেও আড়ম্বর হইত না। গ্রে সাহেব কিছু কিছু বেড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাতা ধরিয়া একটী বাজারের ভিতর বেড়াইতেছেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য কেমন কেমন দরে বিক্রীত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন।

তাহার পরে ক্যাম্বেল সাহেব আসিলেন এবং সমভিব্যাহারে সওয়ার যাইবে, যেখানে যাইবেন সেখানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া হইবে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কমিসনার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটেরা একটু একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু আজ্ঞা পালন করাইলেন। আর কি, লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। টেম্পল সাহেবের আমলে বাজ পোড়ান এবং আলোকদান বাড়িয়া উঠিল। তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলোক দিবার জন্য এবং বাঁশের গেট করিবার জন্য এত আড়ম্বর হইত যে কোন কোন গ্রাম একেবারে বাঁশ ও কদলীবৃক্ষ শূন্য হইয়া পড়িত।

ইডেন সাহেবের সময়ে বাজি পোড়ান, আলোক দান পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন হইল না, ধ্বজার সংখ্যা অতি বর্দ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে দপের ফৌজ তাঁহার বডিগার্ড বা শরীর রক্ষক সৈন্য রূপে দর্শন দিতে লাগিল। টমসন সাহেবের সময়ে ইডেনের সবই সব, বর্ষার মধ্যে ব্যাঙও বাজে। কথিত আছে বেলী সাহেবের সময়ের উৎসবে গয়াতে পনের হাজার টাকা খরচ হয়। যেমন ঐ সকল আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল, তেমন উপহার, বিহিত ভোজের ধূমধামও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইলিয়ট সাহেব কিছু কমাইতেছেন; তাঁহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব আছে; তাঁহাকে এক রকম ছাড়িয়া বলা যায় যে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরেরা নিতান্ত ভোজভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; উহাঁদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই বাটীতে গিয়া ভোজ খান। যাঁহারা ভোজ দেন তাঁহাদের মান, সম্ভ্রম কি বাড়ে তাঁহারাই জানেন, কিন্তু ধন ব্যয়

এদিকে ক্যাম্বেল সাহেব হুকুম দিলেন যে ভূদেববাবুর সদর আফিস বহরমপুরে উঠিয়া যাইবে এবং তাঁহার এলাকা ঠিক রাজসাহী ডিভিসনের সহিত এক হইবে। [ইহাতে বীরভূম এবং যশোহর তাঁহার এলাকার বাহির হইয়া যায় এবং রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর উহার ভিতরে আইসে] যে সময়ে আফিসের কাগজ পত্র চুঁচুড়া হইতে বহরমপুর যাইতেছে, তথায় সাজান হইয়া উঠে নাই, সেই সময়েই এইরূপ অকারণ পুনঃ পুনঃ কৈফিয়তের তলবে অসুবিধা এবং বিরক্তি বোধ ঘনীভূত হইতে থাকে। শরীর সাত আট মাস পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ খারাপ হইতেছিল; তাহার পর এত দৈব দুর্ঘটনা! পরিজনবর্গের মধ্যে কাহাকেও বহরমপুরে সঙ্গে লইয়া যান নাই। শেষ কৈফিয়ৎ (১০।১১।১৮৭২) পাঠাইয়া দিবার পূর্ব্বেই রাত্রে হঠাৎ

অপরিমিত রূপেই হয়। এক একটা শর্ব্বরী ভোজের খরচে চারি পাঁচটা খুব জাঁকাল দুর্গোৎসব হইতে পারে—আমি বেশ জানি যে, একজন মহারাজ কোন মাড়োয়ারী মহাজনের স্থানে আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া একটা সান্ধ্য ভোজ দিয়াছিলেন; আর একজন মহারাজের ঐরূপ উৎসবে পনের হাজার টাকা ব্যয় হয়; আর একজনের কয়েক দিনের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচশ হাজারের কিছু অধিক হইয়াছিল!

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখা দেখি কমিসনার সাহেবেরা এবং চুনোপুঁটি সকল সাহেব, দেশীয় লোকদিগের খরচে ভোজ খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাজি পোড়ান, আলোদান, নিশান খাড়াত কথায় কথায় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ জাতির আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না, কিন্তু সেটা বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ মনে করিতেছেন যে, এইরূপ হইতে হইতে তিনি ক্রমে পূজা পাইবেন। ইংরাজ মুখে বলিতেছেন যে তিনি দেশীয়দিগের বাটীতে ভোজ খাইয়া তাহাদিগের সহিত সুসামাজিকতা করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকারে কারলে পূজিত হইতে পারেন, তাহার সে পথে যাইতে জানেন না। তাহারা ভোজ খাইয়া বেড়ানতে তিনি ভারতবাসীর চক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

শুদ্ধ নির্লজ্জবৎ নহে অতিশয় নিষ্ঠুরের কাজই করিতেছেন। রাজা মহারাজ বেচারারাত একে ঋণ জালে জড়িত; তাহাতে ঐ সকল ভোজ দিবার দায়ে তাহারা আরও ঋণগ্রস্ত হইতেছে; আর যে দেশে চারি পাঁচ কোটী লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে তথায় দানের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।"

পাল্কী বেহারার শব্দ শুনিয়া ভূদেববাবু তাঁহার মৃত প্রিয়তম পৌত্রটীকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—সে 'বেহারার ডাক' অবিকল নকল করিতে শিখিয়াছিল। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন; ৺বঙ্কিম বাবুও ঐ সময়ে বহরমপুরে ছিলেন। তাঁহারা ভূদেববাবুর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্রকে টেলিগ্রাম করেন এবং ভূদেব বাবুকে দিয়া ছুটীর দরখাস্ত করান। ডাক্তারের বিশেষ সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত পাঠান হইলে সেক্রেটারী বার্ণার্ড ডিরেকটর সাহেবকে (১।১১।৭২) লেখেন যে ছোটলাট বলিতেছেন যে পরিদর্শন সম্বন্ধে পূর্ণ কৈফিয়ৎ না পাইলে তিনি ছুটী দিতে চাহেন না (হি উড রাদার নট গ্রাণ্ট দি লীভ)। ওরূপ অসুস্থ অবস্থায় ছুটী না দিলে একরূপ কাজ ছাড়িতেই বলা হয়; বার্ণার্ড সাহেব মুখেও বলিয়াছিলেন যে এখন ভূদেব বাবুর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করাই ভাল। যাহা হউক শেষ কৈফিয়ৎ যথাকালে পৌঁছিলে ছুটী মঞ্জুর হইল এবং ৺প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী তাঁহার স্থলে কার্য্য করিয়াছিলেন।

ছুটী (২৭।১০।১৮৭২ হইতে ২৬।৫।১৮৭৩) পাইয়া ভূদেব বাবু আসাম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ৺ কামাখ্যা মন্দির দর্শনের ইচ্ছা তাঁহার বহুকাল হইতে ছিল। পারিবারিক প্রবন্ধের অতুল্য কবিত্বপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী 'উৎসর্গটী' কামাখ্যা দর্শনের পর এবং আসাম ভ্রমণকালেই লিখিত হয়।

আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূদেব বাবু আবিসিনিয়া জাহাজে (১।৪।১৮৭৩) ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন *।

* ভূদেব বাবুর জাহাজে উঠিয়া ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বসু মহাশয়কে দুইখানি পত্র লেখেন। তন্মধ্যে একখানি সমুদ্র মধ্যে থাকা কালে; দ্বিতীয় খানি আকিয়াব বন্দর হইতে। একটু একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

তখন সার আশলী ইডেন রেঙ্গুনে চীফ কমিশনর। তিনি ভূদেব বাবুকে বিশেষ যত্ন করিয়া এবং কোথায় বাসা লইয়াছেন পত্র দ্বারা জানিয়া লইয়া নিজের প্রাসাদের ময়দানে ভাল তাঁবু ফেলিয়া দিয়া পৃথক বাসের ব্যবস্থা করেন এবং সহর দেখিবার ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য নিজের গাড়ী ঘোড়া ব্যবহারার্থে দিয়াছিলেন।• রেঙ্গুনে গিয়া ভূদেব বাবু ইডেন সাহেবের সহিত প্রথম সাক্ষাতে (১৫।৪।১৮৭৩) অন্যান্য কথার সহিত তাঁহার প্রতি ক্যাম্বেল সাহেবের বিরূপতার কথা বলিয়া পরদিন নিজের মনের কথা লিখিয়া ছিলেন :—

"কাল আপনাকে জানাইয়া ছিলাম যে আমি চাকরী ছাড়িয়া দিই এই ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। আমার কাছে যে সকল সরকারী কাগজ আছে তাহা হইতে সুস্পষ্ট দেখাইতে পারি আমার দ্বারা কোন ত্রুটীই

(১) "তুমি এবং গোবি আমাকে জাহাজে তুলিয়া দেয়া যাওয়ার পরই আমার যেমন মধ্যে মধ্যে বাতজ্বর হয় তাহা হইয়াছিল। তাহাতে সমস্ত রাত্রি ক্যাবিনের মেঝেতে ছট্‌ফট্ করিতে হয়। * * * সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য ডেকে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু কুয়াসা হওয়ায় ঠিক সমুদ্রজলের ভিতর হইতে সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই নাই।"

(২) "আমাদের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ যে বস্তু সকলের প্রকৃত বিশালত্বও কল্পনার সাহায্য ব্যতীত উপলব্ধি হয় না; * * বিশাল সমুদ্রের যতটুকু চক্রবালের মধ্যে ততটুকু মাত্র আমরা দেখিতে পাই,"

(৩) মোঙ্গলীয় স্ত্রীলোকেদিগের মুখে-যেন আমা নারীদিগের বার্দ্ধক্যের ছবি দেখা যায় বলিয়া মনে হইল!

(৪) আমি প্রাতঃকালে আকিয়াব বন্দরে পৌঁছিয়া কাছারী ধানছাঁটা কল বৌদ্ধ মন্দির এবং সমগ্র সহরটা দেখিয়াছিলাম।

(৫) এই বন্দরে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী ও মুসলমান প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছে দেখিয়া মনে হইল যে, একটী প্রবল রাজত্বের মধ্যে থাকিলেই এত জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম বিভেদ সত্ত্বেও ক্রমশঃ জাতীয়ভাব গড়িয়া উঠিতে পারে। আমার দেশভক্তির সহিত রাজভক্তির সামঞ্জস্য এই চিন্তাতেই হইয়া থাকে।

হয় নাই। আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত অধিক যে তাহাতে আমাকে কোন মতেই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে—এমন কি একটুও অসাবধান হইতেও দিতে পারে না। × × × আমার কি কিছু দিনের জন্য অন্য কোন প্রদেশে কাজ হয় না? × ×”

ভূদেব বাবু বার দিন রেঙ্গুনে থাকিয়া সহরের এবং নিকটবর্ত্তী মফঃস্বলের অনেক স্থান দেখেন এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ করেন। ইডেন সাহেবের সহিত রোজই দেখা হইত। ব্রহ্মদেশীয়দিগের রীতিনীতি প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন “স্ত্রীপুরুষের উভয়েরই স্বেচ্ছায় বিবাহ ভঙ্গ, বিধবা বিবাহ, বয়োধিক বিবাহ, ব্রহ্মদেশীয়ের এ সবই আছে; যাঁহারা বিবাহ বিষয়ে সামাজিক বন্ধন গুলির সম্পূর্ণ নিরাকরণ জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা একবার ব্রহ্মদেশে গিয়া দেখিয়া আসুন যে তাহাতে কি “উন্নতি” ঘটিয়াছে। জাতীয় উন্নতি হয় “সত্য, সংযমে এবং সম্মিলিত উদ্যমে,”—উহা অন্য কোন রূপেই ঘটিবার নহে।

ভূদেব বাবু লিখিয়া গিয়াছেন (বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ—বঙ্গসমাজে ইংরাজ পূজা):—

“কোন সময় ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম সেখানে দেখিয়াছিলাম ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রমহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিতাস্বরূপ হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা তাদৃশ অবস্থাকে আপনাদিগের গৌরব মনে করেন। ঐ দেশেই দেখিয়াছিলাম অতি ভদ্র বংশীয় স্ত্রীপুরুষ সকলে আপনাদিগের পুরোহিতবর্গ পরিবৃত হইয়া কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজের সমীপস্থ হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পদদ্বয় পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিলেন। যখন ঐ ব্যাপার দর্শন করি তখন মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় গতই মঙ্গল হইতেছে! ঐ প্রথা প্রচলিত থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড়লোক

দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোপরি দেখে না এবং সেই জন্য উহাদের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না। আমি ভাবিলাম যে ব্রহ্মদেশীয়েরা যে কাজ করিতে পারিল, আমাদের অতি নীচ জাতীয় লোকে তাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে। ভারতবর্ষীয় কোন লোক যদি নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হয়েন, তবে ইংরাজ করস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার সমাদর না করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন; যদি নিতান্তই হীনচেতা হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা খাইতে ভালবাসেন; যদি একান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে ইংরাজ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলে বা তাঁহার নামটী সম্বোধন পূর্ব্বক পত্রাদি লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; যদি সর্ব্বতোভাবে পৈতৃক গুণ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইংরাজের অনুরূপ চাল চলন অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থ হয়েন; ভারতবাসী ইংরাজী পড়িয়া শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ হইলেন, তবে স্বজাতীয় ধর্ম্ম, নীতি ও আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম্ম, নীতি এবং আচার প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন এবং ইংরাজের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত অহরহঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আপনার ভগিনী এবং কন্যাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়া দিয়া এবং ইংরাজের পায়ে পুষ্প চন্দন দিয়া স্বয়ং চরিতার্থ হইতে পারেন না। যেখানে জাতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, সেখানে পরাধীনতার অতি বিষময় ফলই ফলে,—সেখানে আত্মগৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মন ক্ষুদ্র হয়, এবং মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে না। আমাদের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেবতা স্বরূপে সম্পূজিত হয়েন না বটে, কিন্তু তাঁহারা পূজা পাইবার জন্য যেন বিলক্ষণ সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং তাহার ফল লাভও কিছু কিছু করিতেছেন।"

রেঙ্গুনে থাকিতে (১৮।৪।১৮৭৩) ভূদেব বাবু হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য

একখানি প্রেরিত পত্র লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয়গণ ব্রাহ্মণকে "পূণা" বলেন। ঐ পত্র "পূণা" সাক্ষরিত ছিল। কিন্তু পত্রখানি তিনি ছাপিতে পাঠান নাই। তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে সেখানি পাওয়া গিয়াছে। বীডন, গ্রে, ইডেন প্রভৃতি ধীরপ্রকৃতিক বাঙ্গালার সিভিলিয়ানদিগের সুভদ্র শাসনের সহিত পশ্চিমে সিভিলিয়ান ক্যাম্বেল সাহেবের রীতির অপ্রীতিকর বিভিন্নতা তাঁহার মনে বিশিষ্টভাবেই সুস্পষ্ট হইয়াছিল :—

"মহাশয় !

এক্ষণে ব্রিটিশ ব্রহ্মে আপনার একজন সংবাদদাতা থাকা সঙ্গত। প্রকৃত হিন্দু এবং পেট্রিয়ট (দেশভক্ত) বলিয়া আপনার স্বার্থ এবং কর্ত্তব্য উভয়ই নির্দ্দেশ করিতেছে যে ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা দেশে যে সজোর শাসন (ষ্ট্রং রুল) প্রবেশ করাইতে চাহিতেছেন, তাহার দোষ আপনি এখন যেমন দেখাইতেছেন, তাহা দেখাইতে থাকিয়া অপর একটী নিকটবর্ত্তী প্রদেশ (সিষ্টার প্রভিন্স) কিরূপে একজন সহজাত ভদ্রতা এবং উচ্চ রাজনৈতিক গুণমণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা সক্ষম অথচ জন-প্রিয়ভাবে শাসিত হইতেছে, তাহারও সংবাদ দিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালার এবং ব্রহ্মদেশের রাজকার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, চীৎকার এবং উপদ্রব ব্যতীত ব্রহ্মদেশের রাজকার্য্যে বিশুদ্ধতা এবং উন্নতি সপ্রমাণিত হইতেছে। আপনার প্রদেশে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম, ব্যবস্থা এবং বস্তু এখন রহিয়াছে তাহাদের ছাড়িয়া নিম্নতর "নন রেগুলেশন" আদর্শ গ্রহণেই উন্মুখতা দেখা যাইতেছে। এখানে যিনি কার্য্যাধ্যক্ষ, তিনি কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য এরূপ উৎকট কল্পনা সকলের পোষণকারী নহেন, (নট এ ডকট্রিনেয়ার) তাঁহার মস্তিষ্ক খেয়ালে (ক্রচেটস) এবং হৃদয় সর্ব্ব গুণের ভস্মকারী "দম্ভে" পরিপূর্ণ নহে। তিনি শুধুই সতেজ শাসন

চাহেন না—সৎ শাসন চাহেন ; তিনি ন্যায় বিচার দিতে চাহেন—কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে সমর্থন করা মাত্র তাঁহার লক্ষ্য নহে। তিনি দেখাইতে চাহেন না যে তিনি সর্ব্বদাই রাজকার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ; অথচ তাঁহার অলক্ষ্যে বিশেষ কিছু ঘটিতে পারে না। × × বস্তুতঃ ইডেন সাহেব ব্রহ্মদেশে একান্তই জনপ্রিয় হইয়াছেন। × × তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় বলেন না যে, ভারতবর্ষে ধূমধাম না করাটা ভুল। (নেগ্‌লেক্ট অফ সেরিমনি ইজ এ মিস্‌টেক্ ইন ইণ্ডিয়া)। কিন্তু ব্রহ্মদেশের লোক তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিয়া ব্রিটিশ বিজয়ের পূর্ব্বে যে রাজভক্তি প্রকাশক উৎসব তথায় প্রচলিত ছিল × × এতদিনে স্বতঃই তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।”

ব্রহ্মদেশে কয়েকদিন থাকার সময়ে ভূদেব বাবু অনেকগুলি বর্ম্মিশব্দ ও বাক্য লিখিয়া লইয়া সেই কাগজটীর সাহায্যে বর্ম্মিদিগের সহিত অল্প স্বল্প কথাবার্ত্তা কহিতেন। সেই কাগজটী পত্রাদি মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। রেঙ্গুন হইতে ফিরিবার সময় ইডেন সাহেব ভূদেব বাবুর হস্তে ক্যাম্বেল সাহেবের নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু ঐ পত্রের কোন ব্যবহার করেন নাই। উহা তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে :—

গবর্ণমেণ্ট হাউস—রেঙ্গুন।
২৭শে এপ্রিল, ১৮৭৩।

প্রিয় ক্যাম্বেল,

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমার অনেক দিনের বন্ধু। ইহাঁর শরীর ও মনের অবস্থা ভাল নয় বলিয়া স্থান পরিবর্ত্তন জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী কথা আমি তোমাকে বলিব। জানিয়া দুঃখিত হইলাম,

ইনি তোমার কু-নজরে পড়িয়াছেন। আমি ইহাঁকে অনেক দিন হইতে জানি এবং একথা বলিতে পারি যে, তোমার উড্রো প্রভৃতি এবং সিভিলিয়ান ইনস্পেক্টরদিগের সকলের চেষ্টায় যে কাজ না হইবে, একা ইহাঁর দ্বারা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে—জনসাধারণের মধ্যে ইহাঁর এতটা খাতির আছে। ইহাঁর অনেকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ওরূপ দুর্ঘটনা সময়ে সময়ে আমাদের সকলেরই হইতে পারে। কোন দৈব দুর্ঘটনায় ইহাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; তাহার উপর স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, শেষ তোমারও অপ্রিয় হইয়াছেন। পরিদর্শন কালে তোমার সহিত দেখা করা ঘটে নাই বলিয়া তুমি ইহাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ। ভূদেব বাবুর উপর মিঃ বীডন ও মিঃ গ্রের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। মিঃ গ্রে ইহাঁকে খুব সৎ, স্বাধীনচেতা, সাধারণ লোকের রীতি নীতি ও মনোভাব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জমিদারদলের সহিত অসংসৃষ্ট জানিয়া ইহাঁকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তুমি হয়ত এ কথাটী ধর্ত্তব্যের মধ্যে লইবে না। সে যাহা হউক, দেশীয়দিগের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক অল্পই আছেন। আমার বিবেচনায় ইহাঁদের উৎসাহই দেওয়া উচিত। **ভূদেবের একমাত্র দোষ এই যে ভূদেব বাঙ্গালী**, আমার ভয় হয় যে, বর্ত্তমান নব্য সিভিলিয়ান দলের নিকট এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ইউরোপীয়ের অনেক উচ্চগুণ যে ভূদেবের আছে এবং দেশীয়-সুলভ দোষ যে ইহাঁর খুবই কম, ইহা তুমি দেখিতে পাইবে। ইনি কিছু বেশী অভিমানী। মিঃ বার্ণার্ড ইহাঁকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু আমি ইহাঁকে তোমার সহিত দেখা করিতে এবং কার্য্যে নিরত হইতে প্রবৃত্তি দিয়াছি। আমাদিগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের দশ জনের মধ্যে পাঁচ

অনেকেও ইহাঁর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এরূপ মনে করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হই। *

রেঙ্গুনে থাকার সময়ে ভূদেব বাবুর একজন ব্রহ্মদেশীয় উকিলের সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার পত্নীর সহিত তিনি কন্যা সম্পর্ক পাতাইয়া আইসেন। কয়েক বৎসর পরে ইহাঁরা কলিকাতায় আসিলে ইহাঁদিগকে সাদরে চুঁচুড়ার বাড়ীতে আনিয়া ৭।৮ দিন বাস করাইয়াছিলেন; সর্ব্বব্যাপকের উপাসক ভূদেব বাবুর উদার হিন্দু হৃদয়ে সকলের প্রতিই ভালবাসা ছিল; তিনি পরকে একান্তই আপনার করিতে পারিতেন এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই তাঁহার প্রতি ভক্তি আকৃষ্ট হইত। ভূদেব বাবু অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

---

* Government House Rangoon
The 27th April 1873

My dear Campbell,

Let me say a word to you on behalf of my old friend Babu Bhoodeb Mookerjee who has just been down here paying me a visit and recruiting his health and spirits. I am sorry to see that he has fallen under your displeasure but I have known him for many years and I am quite certain he carries more weight with the people than all your Woodrows and civilian Inspectors put together. He has had severe misfortunes and we are all liable to these at time. He through an accident lost his health and then lost his wife and at the same time fell under your displeasure, for what he declares was no fault of his, not meeting you on tour and altogether it was too much for him. Though I am afraid it won't weigh much with you I may mention that he had the thorough confidence of Beadon and Grey and Grey intended to put him into council as a thoroughly honest and independent man well acquainted with the habits and thoughts of the masess and as one not connected with the lauded interest.

Natives of this class are rare and I think that they should be encouraged. *Bhoodeb has a fult and that is that he is a Bengalee.* This among the present race of young civilians is an unforgivable offence I fear, but I am sure that you will find that Bhoodeb has many of the kigher qualities, of the Europeans and very few of the failings of his country men. He is oversensitive. Bernard seems to have tried to force him to resign but I have persuaded him to go and see you and return to his work. I should like to think that even 5 out of 10 of our European officers were as conscientious workers.

Yours sincerely
A. Eden.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ছুটী শেষে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া—৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত—দেশীয় ক্রীড়া কপাটী এবং বর্হিঃ ক্রীড়া ফুটবল—বিলাতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার প্রস্তাব—খৃষ্টানী বাঙ্গালা—ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা মফঃস্বলে উচ্চ শ্রেণীর কলেজের সংখ্যা হ্রাস—ভূদেববাবুর চেষ্টায় রাজসাহী কলেজের প্রতিষ্ঠা ৺ শরৎ বাবু ও ৺ ক্ষেত্র বাবু—দুর্ভিক্ষ—ক্যাম্বেল সাহেবের পদত্যাগ—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি—পশ্চিম সার্কেলে বদলী।

ছুটী শেষ হইলে ভূদেববাবু [২৭।৫।১৮৭৩ নর্থ] সেণ্ট্রাল ডিভিসনের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, তাহার একখানিতে আছে—"আমাকে আপনার সহিত মফঃস্বল ভ্রমণকালে কাছে রাখিলে, আপনার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য পালন হইতে পারিবে এবং আপনার সহিত ঐরূপে দুই বৎসর ঘুরিতে পাইলে, আমার যে উচ্চশিক্ষা লাভ হইবে তাহা আর কোথায় হইতে পারে ?" এই সময়ে গোবিন্দ বাবু সিউড়ীতে ওকালতী কার্য্যশিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পিতৃ-সেবার তুলনায় তাঁহার অপর কিছুই প্রয়োজনীয় মনে হইত না। ভূদেববাবু ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই এবং বলিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য সুচারু ব্যবস্থা বরাবরই করা রহিয়াছে। ভূদেব বাবুর মাতুল-কন্যার পুত্র ৺ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একান্ত ভক্ত সেবক ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ভূদেব বাবুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন এবং অসামান্য যত্নে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ লাঘব করিতেন। ৺উমেশবাবু পরে কিছুকাল বুদবুদে

ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় সোনামুখী গ্রাম বাসী জনৈক ভদ্রব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয় হয়। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ভূদেব বাবুর মৃত্যুর পরেও উমেশবাবু নিজে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছু কাল তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা ভূদেববাবুর পরিবার ভুক্ত হইয়াছিলেন। এবং তিনিও মৃত্যু সময়ে ঐ আশ্রয়েই ফিরিয়া আসেন। (১৩২২ সালে তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর বাসায় থাকিয়া পাটনা কলেজ হইতে বি এ পাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কানাইলাল * নামক একটী উগ্রক্ষত্রিয় যুবক ভূদেববাবুর একান্ত ভক্তিমান্ অনুচর ছিল। এই দুইজনের উপরেই নির্ভর করিয়া পরিজনেরা ভূদেববাবুকে ভগ্নস্বাস্থ্যেও আসাম ব্রহ্মদেশ এবং মফঃস্বলের স্কুল পরিদর্শনে যাইতে দিতে পারিয়াছিলেন।

দিনাজপুর জিলা স্কুল (১৮।৮।১৮৭৩) পরিদর্শন করিয়া ভূদেববাবু ব্যায়াম শিক্ষা (জিমন্যাস্টিক) সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"এই সকল শিক্ষায় শুধু পেশীগুলিকে শক্ত করার দিকেই লক্ষ্য রাখে, বলিয়া 'ডণ্ড' এবং 'কুস্তির' অনুরূপ বলা যায়। কপাটী খেলা ইহার অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ। তাহাতে পেশীগুলির এবং স্নায়ু সকলের শক্তি বর্দ্ধন (এনলার্জ) করে। এজন্য সাধারণ জিম্‌নাষ্টিক ব্যতীত আমাদের জাতীয় ক্রীড়া কপাটীর পুনঃ প্রবর্ত্তন করা ভাল। বর্ম্মিদিগের সুপ্রসিদ্ধ ক্রীড়া

* এই কানাই সম্বন্ধে ভূদেববাবু ৭।৩।৭৫ সালে বহরমপুর হইতে দ্বিতীয় পুত্রকে এক পত্রে লেখেন, আমার কানাই সম্বন্ধে লেখনা কেন ? সে আমার চক্ষে কেবল চাকর ছিল না, ছেলের মতই ছিল। ২৩শে এপ্রিল ১৮৭৫ সালে লেখেন "তোমার পত্রে জানিলাম যে কানাই চুঁচুড়ায় আসিয়া ২।৩ দিন দ্বারিক বাবুর চিকিৎসায় ছিল, এখন সাতদিন যদু বাবুর চিকিৎসায় আছে। তবে কি দুই সপ্তাহ উহার জন্যই ডাক্তার ডাকা হয় নাই। চুঁচুড়ার বাড়ীতে চাকরদিগের চিকিৎসা ছেলেদের ন্যায়ই হওয়া উচিত।"

ফুটবলে'র প্রচলনও সঙ্গত।* বস্তুতঃ 'ক্ষিপ্রকারিতা'র শিক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই দেওয়া উচিত। এখন যে সকল 'কশ্‌রত' শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে চক্ষু এবং কর্ণকে বশে আনার ব্যবস্থা নাই; এমন কি পায়ের পেশীগুলিরও সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয় না।"

এই সময়ে ভূদেববাবুর 'ভারত সম্বন্ধে ফাইনান্‌স্ কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে বিলাতে যাইতে হওয়ার একটা কথা উঠে। তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মত জানিতে চাহেন। তিনি ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ঐ সময়ে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায় যে— ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কোন উত্তর দেন নাই; গোন্দলপাড়া হইতে তাঁহার ভগিনীপতির পিতা ৺ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং সুবর্ণপুর হইতে তাঁহার বৈবাহিক ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করেন; কাঁঠাহার হইতে তাঁহার বৈবাহিক ৺ শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়, উত্তরপাড়া হইতে বৈবাহিক ৺ জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

* আইরিশ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে "ফুটবল এবং "পোলো" খেলা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে ফুটবল বড়ই ভীষণ ক্রীড়া—তাহাতে বল হাতে করিয়া মারপীট করিতে করিতে "গোলে" লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় নির্ম্মম ঘুস ঘুসিতে প্রাণহানি হইত এবং সেজন্য বহু শত বৎ ধরিয়া ইংলণ্ডে ঐ খেলা নিষিদ্ধ থাকে। এখনও 'রগ্‌বি' ফুটবলে বল হাতে রাখিয়া দৌড়ানয় সেই প্রাচীন ব্যবস্থার একটু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এদেশে প্রচলিত সুভদ্র "এসোসিয়েশন" ফুটবলে সম্পূর্ণভাবেই বল্পি 'ব্যবস্থা', 'বলে' হাত দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। ১৮৭৩ অব্দে যখন ভূদেব বাবু বর্ম্মিদিগের বেত নির্ম্মিত বল লইয়া ফুটবল খেলা দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার প্রায় ১২ বৎসর পরে এদেশে ফুটবল খেলা প্রবর্ত্তিত হয়।

বর্ম্ম ও জাপানী পালোয়ানদিগের লাফ দিয়া উঠিয়া জোড় পায়ে লাথি চালানর কৌশল দেখিয়া ভূদেব বাবু উহাদের ক্ষিপ্রকারিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এদেশীয় যুবকদিগকে উহা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিতেন। কোন বিষয়ের শিক্ষাতেই স্বদেশীয়েরা কাহারও অপেক্ষা নিরেশ না থাকেন এইদিকে তাঁহার স্থির লক্ষ্য ছিল। পোলো খেলা ১৮৬৪ অব্দে মণিপুর হইতে ভারতে ফিরিয়া আইসে।

মহাশয় এবং মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশের উপকারার্থে তাঁহার বিলাত যাওয়ার অনেকটা অনুকূল মত দিয়াছিলেন।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গ মিহির নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—'সাহেবী' বাঙ্গালা এবং 'খৃষ্টানী' বাঙ্গালা এই কলঙ্ক বিদূরিত করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" স্বদেশীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেই সাধু দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া 'সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্মিলিত থাকেন' ভূদেববাবুর ইহা একান্তই অভিলষিত ছিল। তিনি এডুকেশন গেজেটে উক্ত মাসিক পত্রের মহদুদ্দেশ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া শেষে লিখিয়াছিলেন—"যাঁহাদের ভাষায় এবং রচনার ভঙ্গিতে পাঠকবর্গের ও শ্রোতৃবর্গের যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাঁহাদের উপদেশ কখনই হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টানদের এই দোষ অনেক পরিমাণে নব্য ব্রাহ্মদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। উভয় সম্প্রদায়েরই উপদেশকগণ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ ভাব সঙ্কলন পূর্ব্বক কেবল অনুবাদ করিয়াই বাঙ্গালাতে বলেন। যাহা কেবল কণ্ঠস্থ হয়, তাহা অনুবাদ করিতেই হয়। যাহা হৃদয়স্থ হয়, মাতৃভাষায় বলিবার সময়ে কেবল তাহাই মাতৃভাষার অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। অন্য স্থলেও এই কথার ভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক কাব্যলেখক বাঙ্গালা রচনা মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে কেবল অনুবাদ করিয়া দেন। যাঁহাদের হৃদয়ে ভাবটা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবেশ লাভ করে, কেবল তাঁহারাই লিখিবার সময়ে তাহার প্রকৃত বাঙ্গালা পরিচ্ছদ দিতে কৃতকার্য্য হন। খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের অলঙ্কার স্বরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল।*

* অধিকাংশ ব্রাহ্ম লেখকগণের এই দোষ ৫০ বৎসরেও কাটে নাই। পরন্তু উহা-

এই সময়ে (১৮৭২) সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বরহমপুর, কৃষ্ণনগর ও সংস্কৃত কলেজ হইতে বি এ ক্লাশ উঠাইয়া দিয়া উহাদের প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। মহাত্মা মহম্মদ মহসীনের টাকাও এই সময় হুগলী কলেজ হইতে বাহির করিয়া লইয়া, মুসলমান দিগের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারী মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন যে, যখন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকার অপ্রতুল, তখন খুব নিকটে নিকটে প্রথম শ্রেণীর কলেজ রাখার প্রয়োজন নাই। এজন্য সকলেই ভয় করিতে ছিলেন যে, হয়ত মহম্মদ মহসীনের টাকা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগলী কলেজটীও বা উঠিয়া যাইবে। ভূদেব বাবুকে রাজসাহীর ধনশালী জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়া রাজসাহী কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হয়, যেন অন্ততঃ একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ মফঃস্বলের থাকে এবং ছোটলাট সাহেব ইচ্ছা করিলেই তাহাকে উঠাইয়া দিতে না পারেন। এদিকে দেশের লোকের বিশেষ আপত্তিতে হুগলী কলেজটী থাকিয়া ত গেলই, পরন্তু ক্যাম্বেল সাহেবের প্রিয় জরিপ এবং নক্সা শিক্ষায় নেটিভ সিভিল সার্ভিস ক্লাস খুলিয়া কানুনগো সবডেপুটীগণের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঐ কলেজে করা হইল। ক্যাম্বেল সাহেবের শিক্ষা-বিভাগ-সম্বন্ধীয় নীতির উল্লেখ করিয়া সেই সময়ে মনু, ক্যাম্বেল ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট মুর এই তিন জনের একটী কল্পিত কথোপকথন

দের কেহ কেহ বাঙ্গালায় বানান বিভ্রাট অসামান্যরূপ বাড়াইয়াছেন। মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করাতেই যেন "বাহাদুরী" প্রকাশ পায় এইরূপ একটা মোহ উঁহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! নচেৎ "হওা" এইরূপ ভাবে "হওয়া" লেখার প্রবৃত্তি কেন হইবে? ইংরাজী ডিপথনের হীন অনুকরণ নহে কি?

এডুকেশন্ গেজেটে (২৮শে বৈশাখ ১২৮০) ছাপা হয়। "মন্নুর" প্রতি ক্যাম্বেলের কল্পিত উক্তিতে প্রকৃতই তাঁহার মত প্রকাশিত হইয়াছিল— "বুড়োমিয়া! এদেশের কৃষকবর্গ বর্ণজ্ঞান বিহীন নির্ব্বোধ ও পশ্বাচারী। ইহাদিগের শিক্ষিত করে এমন কেহই নাই। তাহারা যে সকল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া সে ধন আমরা সম্পন্ন-ব্যক্তি-দিগকে বিদ্যা শিখাইতে ব্যয় করিয়াছি। ইহারা কৃতবিদ্য হইয়া কেবল আমাদের অনুষ্ঠিত রাজকার্য্যের বধ জন্মাইতেছে এবং দীন দরিদ্র প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিতেছে। ইহারা আমাদের নিকট হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি-শোধ কেবল এইরূপেই দিতেছে। অতএব আমি এ প্রণা-লীতে বিদ্যাদানের প্রথা রহিত করিয়াছি। ভবিষ্যতে যে কেহ ইংরাজী শিখিয়া বড় হইতে চাহিবে, সে নিজের বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় নিজে বহন করিবে। সামান্য প্রজাগণের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত তাহাদের দ্বারে দ্বারে পাঠশালা সংস্থাপিত হইবে। তাহাতেই তাহারা জ্ঞানবান্ হইয়া উঠিবে।"

ধনবানগণের অর্থে উচ্চ শিক্ষার সাহায্য দেশের চিরন্তন প্রথা। যে শ্রেণীর লোকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া উচ্চ শাস্ত্রীয় বিদ্যা প্রচারের সাহায্য করিতেন, সেই শ্রেণীরই জমিদার দুবল-হাটীর বাবু হরনাথ রায় মহাশয় ভূদেববাবুর সহিত কথাবার্ত্তার পর উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে ১,২৫,০০০৲ টাকা মূল্যের জমিদারীর (বার্ষিক আয় ৫০০০৲) দান করিলেন। (১৮৩৮ খৃঃ স্থাপিত) বোয়ালিয়া স্কুলটী হাইস্কুলে বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল (১৮৭৩)। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় দেড় লক্ষ টাকা নগদ দিলেন (১৮৭৪) এবং আবার

পরে লক্ষাধিক টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। টাকা সমস্তই সভার হস্তে ন্যস্ত হয়। স্কুলটী ১৮৭৮ অব্দে জানুয়ারী প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ ভূদেবাবুর প্ররোচনাতেই উত্তর বঙ্গের প্রথম কলেজ তাঁহার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধান্বিত এবং উচ্চমনা জমিদারদিগের দ্বারা রাজসাহীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। করচমাড়িয়ার জমিদার ৺ রাজকুমার সরকার মহাশয় ভূদেব বাবুর পরম ভক্ত এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন; তিনি রাজসাহী সভার কার্য্যাধ্যক্ষরূপে এই বিষয়ে অসামন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ছিলেন। তিনি স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া উত্তর বঙ্গীয় কাপড়ের কল রংপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। উহাই রিসড়ার বঙ্গলক্ষ্মী মিলের অগ্রণী। ৺ রাজকুমার বাবুর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—জেলার জন-নায়কগণ টাকা তুলিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কাহারই কালেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং অধ্যাপনার বিভাগও প্রণালী নির্দ্দেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা এবং অর্থব্যয় সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান ছিল না। দেশমান্য শিক্ষাবিধায়কদিগের অগ্রণী ৺ ভূদেব বাবুই এ বিষয়ে তাঁহাদের একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন। দেশের লোক স্বভাবতঃই এই সব কাজে তাঁহার নিকট সাহার্য্য ও উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। রাজসাহীর সৌভাগ্য বশতঃ ভূদেব বাবুর সহিত রাজা প্রমথ নাথের এবং পিতৃদেবের সহিত পরিচয় ছিল। পিতৃদেব ক্রমাগতঃ ভূদেব বাবুর নিকট গিয়া আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ, লাট সাহেব, শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, সেনেট প্রভৃতিকে ধরা, দানপত্রের মুসাবিদা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া সফলতার পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিলেন।" রাজকুমার বাবুর (১৩ই নবেম্বর ১৮৭৪) পত্রে দেখা যায়,

"পূজার ছুটিতে আমরা একত্র হইয়া কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবটী আলোচনা করিব। * একটী ভাল কলেজের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা আবশ্যক; কিন্তু তাহার অর্দ্ধেকের অধিক টাকা তুলিবার আশা আমরা করিনা। যদি আমরা ঐ আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তাহাকে কলেজের উপযুক্ত পরিমাণে (সুদ) বাড়াইতে চাহি, তাহা হইলে অন্ততঃ ১৮ বৎসর অপেক্ষা

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেহান্ত (২৯।৬।১৮৭৩) হইলে পরবর্ত্তী সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে লিখিত হয় ** এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক এবং মধুসূদন দত্ত সহাধ্যায়ী ছিলেন। সে প্রণয় সে পূর্ব্ব কথা এক্ষণে কেবল অশ্রুবারি বরিষণেরই কারণ হইবে। মধুসূদনের গুণের কথা কি বলিব! তাহা দেশ বিখ্যাতই রহিয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও বিখ্যাত হইতে থাকিবে। বঙ্গভাষা যতদিন থাকিবে মধুসূদনের কাব্য সঙ্গীত বঙ্গবাসীদের হৃদয় যন্ত্রে ততদিন ধ্বনিত হইবে। মধুসূদনের দোষ ছিল। কেন ছিল তাহা দেবানুগৃহীত ব্যক্তিদিগের ও প্রকৃতিতে কেন দোষ থাকে তৎসম্বন্ধে মধুসূদন স্বয়ং পদ্মাবতী নাটকে কলির উক্তিতে বলিয়াছেন।

—নলিনীরে সৃজেন বিধাতা
জলতলে বসি আমি মৃণালি তাহার
হানিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে ॥

মধুসূদন জীবিতকালে অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন। তিনি বাস্তবিক যে উচ্চ দরের লোক ছিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃই বিস্মৃত হইতেন।

ইহার পর (১লা অগষ্ট ১৮৭৩) এডুকেশন গেজেটে ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের বালকদিগের ভরণপোষণ এবং বিদ্যা শিক্ষার জন্য চাঁদার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু সি বনার্জি) কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু এবং মহারাজা ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺মনোমোহন ঘোষ, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, ৺গৌরদাস বসাক সভায় ছিলেন। ভূদেব বাবুর পত্র মধ্যে ৺বঙ্কিম বাবুর (২৭।৮।১৮৭৩) একখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে উহাতে জানা যায় যে ভূদেব বাবু চাঁদার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে বঙ্কিমবাবু লেখেন 'দত্ত' চাঁদার সম্বন্ধে আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে (ইওর কম্যাণ্ড এবাউট দি দত্ত সাবস্ক্রিপ্সন্ উইল বি ওবেড্)।

ভূদেব বাবুর চেষ্টায় রাজসাহী এসোসিয়েসন এই চাঁদা সংগ্রহে সহায়তা করেন বলিয়া বোধ হয়। ঐ সভার সেক্রেটারী ৺রাজকুমার সরকার ভূদেব বাবুর নিকটই ২০০্ টাকা (১৩।১১।১৮৭৪) পত্রযোগে পাঠাইয়াছিলেন।

করিতে হইবে এবং আর একটী অসুবিধা এই যে, আমাদের জমিদারেরা কোন কার্য্যে একজোট হইতে পারেন না। প্রত্যেক অধ্যাপকের বেতন এক একজন দাতার নামে রাখিলে হয়ত তাঁহাদের মনঃপুত হইবে কিন্তু তত টাকা দিতে পারেন এরূপ কয়জন আছেন? × × সর্ব্বপ্রথমে কলেজে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন প্রেসিডেন্সী কলেজে এখানকার কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পড়িবার জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি দিতে চাই। ইহা গবর্ণমেণ্ট স্কলারশিপের অতিরিক্ত দেওয়া যাইবে। আমাদের আরও উদ্দেশ্য আছে যে, প্রতি-বৎসর এক একজন যুবককে বিনা সুদে ঋণ দিয়া ইউরোপ বা আমেরিকায় পড়িবার জন্য পাঠাইব, সে পরে ঐ টাকা শোধ দিবে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই।”

এই পত্রের উত্তরে, ভূদেব বাবু কি লিখিয়াছিলেন তাহা জানা নাই; কিন্তু রাজকুমার বাবু তাঁহার ৩০শে নবেম্বরের পত্রে লেখেন :—“আমাদের কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনি যেরূপ আয়ের প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, তাহা অত্যধিক নহে এবং আমাদের বন্ধুবর্গ সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পূর্ব্বেই বলিতে পারি সকলেই আপনার প্রদত্ত পরামর্শ গুরুতর ভাবেই গ্রহণ করিবেন এবং একমত হইবেন।”

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—এই কলেজ স্থাপন জন্য রাজসাহী সভা গবর্ণমেণ্টকে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া যে পত্র লেখেন, তাহার মুসাবিদা ভূদেব বাবু করিয়া দেন। তাহাতে একটী সর্ত্ত ছিল যে, যদি কখন কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ দেড় লক্ষ টাকা রাজসাহী সভাকে প্রত্যর্পণ করিবেন’ ভূদেব বাবুর সঙ্গের কেরাণী (টুর ক্লার্ক) তাঁহার ইন্‌স্পেক্টরি সরকারী চিঠি নকল বহিতে (লেটার বুক) ঐ মুসাবিদার অবিকল নকল করিয়া

ফেলিলেন। তিনি জানিতে পারিয়া বলিলেন "বহুকাল কেরাণীর কাজ করিয়া এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে আমি যাহাই লিখিব তাহারই নকল আফিসের বহিতে তুলিতে হইবে। এটা যে সরকারী চিঠি নহে বরং গবর্ণমেণ্টকে টাকা ফেরৎ দিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিবার জন্য লেখা; সুতরাং আফিসের নকল বহিতে উঠিতেও পারে না। তাহা ভাবে নাই— অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিজের বুদ্ধি খাটাইতে সাহস হয় না।"

যে সময়ে ভূদেববাবুর প্রিয়ছাত্র ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া কিছুকালের জন্য হুগলীতে ছিলেন এবং ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে তথায় বাস করিতেছিলেন, তখন ভূদেববাবু প্রধানতঃ উঁহাদের উপরই এডুকেশন গেজেটের ভার রাখিয়া উহা হইতে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন এবং এডুকেশন গেজেট পত্রখানি বিশিষ্টভাবে উপকৃত হইয়াছিল। ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় "সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেন :—

সুভবা ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন ॥
গুরু-মহাশয়-গুরু শুভ দরশন ॥
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক ॥
রবি শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চ মন।
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ সুজন ॥

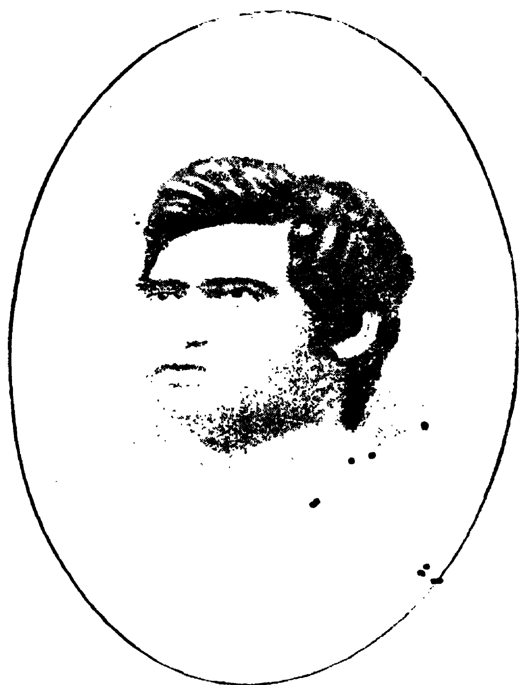
বিশেষ প্রীতির সংস্পর্শে এই ছাত্রদ্বয়ের সহিত অধিকাংশ বিষয়ে ভূদেববাবুর এরূপ মতের মিল হইয়াছিল যে, উঁহাদের প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকের ভ্রম হইত বুঝি ভূদেববাবুরই নিজের সমস্ত লেখা। শরৎবাবু ১২৭৯ সালের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা দেশের রাজনীতি

সম্বন্ধে অধিক কি বলিব? যেখানে মান্যবর ক্যাম্বেল সাহেব কর্ত্তা, সেখানকার সকল রাজকার্য্যই ভাল, সকল রাজনীতিই অভ্রান্ত। গত বৎসরে শিক্ষা বিভাগের নূতন ব্যবস্থা হইয়া অনেক বিষয় মেজিষ্ট্রেটদের অধীন হইয়াছে; পবলিক ওয়ার্কসের নূতন ব্যবস্থা হইয়া অনেক বিষয় মেজিষ্ট্রেটদের অধীন হইয়াছে; পুলিশের কার্য্য মেজিষ্ট্রেটদিগের অধীন করিবার যে অনুজ্ঞা পূর্ব্ব বৎসর হয়, গতবর্ষে তাহা কার্য্যে প্রকৃষ্টরূপে পরিণত করা হইয়াছে; ফৌজদারী কার্য্য বিধির নূতন আইন প্রণয়ন হইয়া মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারক মাত্রেরই ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের আদম সুমারি হইয়া অচিন্তনীয় সিদ্ধান্ত সমস্ত শুনা যাইতেছে।"

"শিক্ষা বিভাগের কার্য্যের জন্য ত্রিবিধ কর্ম্মচারী আছেন। ডিরেক্টর, ইনস্পেক্টর এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর। নূতন ব্যবস্থানুসারে ডিরেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী আফিসে লীন হইলেন; ইনস্পেক্টরেরা কমিশনরদের সহযোগী হইলেন এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা মেজিষ্ট্রেটদের সম্পূর্ণ অধীন হইলেন। ইহাতে শিক্ষা বিভাগের এক প্রকার নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইল।"

৺ক্ষেত্রনাথবাবু "নাটক এবং নাটকের অভিনয় প্রবন্ধগুলিতে (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ হইতে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত) সধবার একাদশীর যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে অতুল্য।

(১৮৭৪ অব্দে সাঁওতাল পরগণা ভিন্ন সমস্ত বিহারে, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই সদাশয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থ ব্রুকের অনুজ্ঞানুসারে এক প্রকার "ডেপুটী লাট" সাহেবের ধরণে সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গেরে প্রধান আফিস খুলিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাহাতে ক্যাম্বেল সাহেব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূদেব



৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

A. School, Bowbazar, Calcutta.

বাবুর সহিত ক্যাম্বেল সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে ক্যাম্বেল সাহেব কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন এইরূপ কথা উঠাতে ভূদেববাবু তাঁহার পদত্যাগের সম্ভাবনার সম্বন্ধে শিষ্টাচারানুমোদিত ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ক্যাম্বেল সাহেব রূঢ়ভাবে বলেন "শিক্ষা বিভাগের কোন কর্ম্মচারীরই আমার এদেশ ত্যাগে ক্ষোভ হওয়া সম্ভবে না।" ভূদেববাবু ক্যাম্বেল সাহেবের অহমিকা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষ সত্ত্বেও তাঁহাতে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হাতে লইলে তাহা জিদের সহিত নির্ব্বাহ করার কিছু শক্তি থাকাও অস্বীকার করিতেন না। তিনি উত্তর দিলেন "আমি শুধুই শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী নহি; আমি এদেশবাসী; এক্ষণে আমার দরিদ্র স্বদেশবাসীরা ভীষণ দুর্ভিক্ষের মুখে পতিত। যেমন কর্কশ প্রকৃতিক কোন সক্ষম জাহাজী কাপ্তেনকে নাবিকগণ সাধারণতঃ পছন্দ না করিলেও সমুদ্র মধ্যে ঝড়ের সময়ে তাঁহারই পরিচালনাধীন থাকিতে চায়, আমাদের মনের ভাব কতকটা সেইরূপ।" এই কথায় তাঁহার কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশংসা থাকায় ক্যাম্বেল সাহেব বিশেষ আনন্দিত হন এবং ভূদেববাবুর কার্য্যেরও বিশেষ প্রশংসা করিয়া অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তদবধি পদত্যাগ পর্য্যন্ত গার্ডেন পার্টি প্রভৃতি উপলক্ষে কোন স্থলে দেখা হইলে, নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আলাপ করিতেন। সে যাহা হউক, মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের উৎসাহ পাইয়া ক্যাম্বেল সাহেবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবেই টেম্পল সাহেব দুর্ভিক্ষের কার্য্য করেন।

শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখে ক্যাম্বেল সাহেব ৪।৪।১৮৭৪ কার্য্য ত্যাগ করিলেন; সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার ছোটলাট হইলেন। দুর্ভিক্ষে ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারে শস্য আমদানী করিতে প্রায় এক লক্ষ গো-শকট ব্যবহৃত হয়।

এবং দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জেলাগুলির চতুর্থাংশ লোক সাহায্য পায়। ফলতঃ অনাহারে যেন একটীও লোক না মরে মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের এই আদেশ সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই পালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কোন দুর্ভিক্ষেই এরূপ সহৃদয়তা এবং মুক্তহস্তের সহিত প্রজার রক্ষণ রাজার প্রধান ধর্ম্ম পালিত হয় নাই।

ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে (১৭।৪।১৮৭৪) ক্যাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে লিখিয়াছিলেন :—

(১) "ক্যাম্বেল সাহেবের বোধ ছিল যে বাঙ্গালা দেশের সুশাসন হয় নাই; বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তারা সুশাসন প্রণালী বুঝিতেন না; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা যথোচিত শ্রমশীল, কর্ত্তব্য পরায়ণ, বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যকুশল ছিলেন না। তাঁহার ইহাও বোধ ছিল যে তাঁহার ঐ সকল গুণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

(২) "তিনি ১৮৫১ অব্দে ইকনমিষ্ট নামধারণ করিয়া যে সকল প্রস্তাব সংবাদপত্র দ্বারা প্রচারিত করেন ১৮৭৩ অব্দেও অবিকল সেই মত পোষণ করিয়াছেন। মধ্যে যে সিপাহী যুদ্ধ এবং সাহেব ভূম্যধিকারী নীলকরের সহিত দেশীয় প্রজার তুমুল বিবাদ হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধের প্রকৃতি সুপরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দিল, তাহাতেও তাঁহার পূর্ব্বমত অনুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

(৩) "ক্যাম্বেল সাহেবের প্রণীত পুস্তকে সকল ভারতবাসীর প্রতিই অশ্রদ্ধা প্রকাশ আছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রতি, তাহার মধ্যে আবার ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। যে তিন বৎসর তাঁহার শাসনকর্ত্তৃত্ব ছিল তন্মধ্যেও ঐ ঘৃণার কিছু ক্রটীর লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু তিনি এদেশ হইতে যাইবার সময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গেলেন যে তিনি বাঙ্গালীদিগকে শুধু পঞ্জাবী-

দিগের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন এমত নহে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার স্বজাতির সমগুণ অনেক পরিমাণেই আছে এবং বাঙ্গালীরা প্রাচীন এথিনীয়দিগের সমপ্রকৃতিক। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ নিবাসীদিগের কখনই উৎকর্ষ সাধন হইবে না— এদেশে ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণভাগবাসী স্পেনীয় ইটালীয় প্রভৃতি লোকের উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া দেওয়া উচিত। * এখন সেই ক্যাম্বেল সাহেবই বলিয়া গেলেন যে বাঙ্গালীর ভাবি উন্নতির পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছি।"

ভূদেববাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৬০ অব্দে ৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চুঁচুড়ার বাটীতে ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্রের সহিত একত্র শিক্ষিত ও পালিত হন। ১৮৭৩ অব্দে ইঁহার খড়দহে বিবাহ হয়। ঐ বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তাঁহার বিশেষ মনোভঙ্গ হয়। পরবৎসর পুনর্ব্বার এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে তাঁহার পাশ হইবার সম্ভবনা নাই, কাজকর্ম্ম করাই ভাল। সে সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের আর্থিক অনাটন সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তা হইতেছিল। তিনকড়ি বাবুর পিতামহ এই সময়ে ইহাঁকে যে কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভূদেববাবুর নিজের নিকটে রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তিনকড়ি বাবু পুনঃ পুনঃ কোন প্রকার কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য

* ভেদনীতির প্রয়োগ জন্য ক্যাম্বেল সাহেব মুসলমানদিগকে একটু মৌখিক সমাদর দেখাইতেন; কিন্তু মনের ভিতরে ছিল যে হিন্দু মুসলমান দুইই লোপ পায় এবং ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ হইয়া যায়! কথিত আছে যে তিনি একদিন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৺ গদাধর খাঁর সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মনে করিয়াছিলেন তিনি মুসলমান। যেই শুনিলেন ব্রাহ্মণ, অমনি মুখ ফিরাইয়া কথা বন্ধ করিলেন।

ব্যগ্রতা প্রকাশ করায় সে সম্বন্ধে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখেন যে অত্যল্প বেতনে কেরাণীর কার্য্য ভিন্ন অপর চাকরী পাওয়া সম্ভব নহে এবং তাহার জন্যও হাতের লেখার উন্নতি করার প্রয়োজন। তিনকড়ি বাবু দুইমাসের মধ্যে হাতের লেখার অনেকটা উন্নতি দেখাইলে ভূদেব বাবু বলেন যে কোন এক বিষয়ে বিশেষ স্থির করিয়া ধরিলে যখন উন্নতি করার শক্তি রহিয়াছে তখন মন দিয়া স্কুলে আরও কিছু দিন পড়াই ভাল। অবশেষে তিনি নিজের অফিসে ১০্ বেতনের তৃতীয় কেরাণীর পদ খালি হইলে ১৮৭৪ অব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনকড়ি বাবুকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অফিসের কাজে তিনকড়ি বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিতেন স্কুলের পাঠ্যে সেরূপ কখনও করেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর আফিসে ৫০্ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পদ্যব্যাকরণ, শিশু রামায়ণ ও শিশু মহাভারত নামক উৎকৃষ্ট স্কুল পাঠ্য তিনখানি পুস্তক এবং পুরাণ রহস্য লেখেন।

তাঁহার সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ "গুরুগোবিন্দ সিং" তিনি টুণ্ডলায় রেলওয়ের চাকরী উপলক্ষ্যে অবস্থান কালে শিখসঙ্গতে গুরু গোবিন্দ সিংহের ভগবতীস্তব শুনিয়া শ্রীগুরুর জীবন চরিত লিখিবার জন্য উৎসুক হন। পুস্তকখানি তাঁহার ত্রিশ বৎসর ব্যাপী একনিষ্ঠ * পরিশ্রমের ফল। ভূদেববাবু যে বলিয়াছিলেন একমনা হইয়া কোন কার্য্য করিলে তাহাতে বিশিষ্টরূপে কৃতকার্য্য হইবার শক্তি তাঁহাতে আছে, এই বঙ্গভাষার অলঙ্কার স্বরূপ

* হাবড়া ময়দার কলে কার্য্য করিবার সময় তাঁহাকে প্রাতে ছয়টা বাড়িতেই কলে উপস্থিত হইতে হইত। সমস্ত দিনের খাটুনির পর রাত্রি আটটায় আফিস বন্ধ করিয়া কলিকাতা বড় বাজারের শিখ সঙ্গতে রাত্রি নয়টার পর উপস্থিত হইয়া শিখ পুরোহিতের সাহায্যে গুরুমুখী গ্রন্থ সকল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন।

পুস্তক তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। এই পুস্তকের উৎসর্গপত্রে তিনি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন :—

"যাঁহার কৃপায় বাল্যকালে ভারতের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক ভারতবাসি মাত্রেরই প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিসম্পন্ন আমার মাতুল ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থাকিয়া 'স্বধর্ম্মের সর্ব্ব ব্যাপকতা' এবং উদারতার আভাস পাই, * * * সেই কৃপাময় সনাতন ধর্ম্মরক্ষক অবতার পুরুষ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ সিংজীর মঙ্গলময় নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত হইল।"

ভূদেববাবু মফঃস্বল হইতে পত্রদ্বারা সকল বিষয়ে পুত্রদিগকে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত করিতেন। ২১ আগষ্ট ১৮৭৪ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—মুকু এডুকেশন গেজেটের জন্য অনুবাদ করিতেছে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম—কিন্তু সে জন্য সে যেন সপ্তাহে দুইঘণ্টার বেশী সময় না দেয়। তাহাকে আগামী বৎসর এফ্. এ পরীক্ষা অবশ্যই পাশ করিতে হইবে। * * * * তোমরা দুজনে জিম্‌নাষ্টিক নিয়মিত করিতেছ ত?

মুকুকে পঙ্কজের* সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিয়া খবর রাখিতে বলিও। আমার নিজের মেয়েদের ও জামাইদের খবর যেমন নিয়মিত দাও তেমনি ৺শরতের পরিবারবর্গের ও নিয়মিত দিবে। [২।৪।১৮৭৫ তারিখে কলিকাতার বাসায় ভূদেববাবুর পরম প্রিয়তম ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহান্ত হয়।]

(ক) ১৮৭৫ অব্দে ২৭ জানুয়ারী ভূদেববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—তুমি এডুকেশন গেজেটে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এইরূপে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে নিজের

* ৺শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ বি এল, রায় বাহাদুর সেশন জজ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃতানুরাগী, পড়াশুনা করিয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন।

উন্নতি হইবে এবং আমাকেও প্রকৃত সুখী করিতে পারিবে। আমি গেজেটে প্রবন্ধগুলি পড়িয়া কোনটী তোমার লেখা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। কলিকাতায় চিকিৎসার (তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার) যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।

(খ) ১২।৪।৭৫ লিখিয়াছিলেন এডুকেশন গেজেটে শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদোপলক্ষ্যে প্রবন্ধটী ভাল হয় নাই। লেখক শরতের চরিত্রে নির্ভীকতা, ধীরতা ও সত্যপ্রিয়তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গুইকোয়ার সম্বন্ধে প্রবন্ধটী ভাল হইয়াছে। উহা তোমার লেখা শুনিয়া সুখী হইলাম।

(গ) ৭।৫।৭৫ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে চাকর কানাইয়ের সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলেন,—সে আমাকে পুত্রের ন্যায় সেবা করিয়াছে। কীর্ণাহারের বিবাহ কি ২৫শে তারিখেই হইবে? তোমার শ্বশুরের একান্তই উচিত ছিল যে তোমাকে জানান যে কোথায় তিনি তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন। বৌমার সেখানে যাওয়া কি এ অবস্থায় একান্তই প্রয়োজনীয়?

১৮৭৫ অব্দের ২৮শে এপ্রিল ভূদেববাবু রাজসাহী সার্কেলের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং ১০ই মে হইতে তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অস্থায়ীভাবে উন্নিত করা হয়।

১৮৭৬ সালের ২রা মে তারিখে তিনি পশ্চিম সার্কেলে—হুগলিতে বদলী হন।

ভাগলপুর হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে (১০।১২।১৮৭৫) লিখিয়াছিলেন—"রাত্রি ১টার সময় এখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম। ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং মহিলাদিগের অনুরোধে তাঁহাদিগের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কম্পার্টমেণ্ট বদল করি। তাহাতে আমার ছাতিটী খোয়া

যায়। অদ্য রবিবার। এখানকার প্রথামত রবিবার সাহেবদিগের সহিত দেখা হয় না। এখানকার ডেপুটী ইনস্পেক্টর বলিতেছেন এ জেলায় মফঃস্বলের রাস্তা খারাপ, গো দুগ্ধ, ভাল চাউল ও আটা পাওয়া যায় না।

আমি বলিলাম মহিষের দুধ খাইয়া দেখিব এবং যদি সহ্য হয় বাকিপুরের ছেলে মেয়েদের খাওয়াইয়া দেখিব। * * * মাসে ৪০৲ টাকায় আটজন কাহার ও পাল্কী ভাড়া স্থির হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় কন্যার দেহান্ত—তৃতীয় পুত্রের শিক্ষা—শেষরাত্রে উঠিয়া পড়াশুনার উপদেশ—তৃতীয় পুত্রের বিবাহ—গুরুগোঁসায়ের উন্মনা হওয়ার আবশ্যকতা—স্বপ্নলব্ধ ভরদ্বাজের ইতিহাস—ভারত সমাজের ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতির পথ।

ভূদেববাবুর দ্বিতীয়া কন্যার ২৪ বৎসর মাত্র বয়সের মধ্যে ছয়টী পুত্র এবং দুইটী কন্যা প্রসবের জন্য একান্তই স্বাস্থ্যভগ্ন হইয়াছিল। সূতিকা গৃহে তাঁহার দেহান্ত হয়। (১০।১।১৮৭৬) একটী পুত্র এবং একটী কন্যা ভিন্ন অপর সন্তানগুলি শৈশবে নষ্ট হয়।*

ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্র ৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ অব্দে হুগলী মডেল স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার এবং ৺ নকুলাল সরকারের ঠিক এক নম্বর হইয়াছিল। ভূদেববাবু পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য প্রেসিডেন্সী সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার আফিসে গিয়া শুনিলেন যে ইংরাজী বর্ণমালাক্রমে তাঁহার পুত্রের নাম উপরে † থাকায়

* "আমার বোধ হয় যদি একটী সন্তান জন্মিবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ না হয়, তবে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয় না, এবং সূতিকা গৃহেও এত অধিক সন্তানের অকাল মৃত্যু সংঘটন হয় না।"—পারিবারিক প্রবন্ধ—সন্তান পালন।

† মুকুন্দ বাবু এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী ৺ মাণিকলাল পাল এম্ এ একদিনেরই হুকুমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ইংরাজী বর্ণমালাক্রমে মুখোপাধ্যায় মুকুন্দ বাবুর নাম উপরে থাকে এবং তিনি 'সিনিয়ার হন। এই সম্বন্ধে আলোচনায় মুকুন্দ বাবুর কয়েকজন বন্ধু বলেন ছেলেদের নাম অক্ষয়, অনন্ত অনিল অবনী রাখা'ত ভাল। এক মুসলমান বন্ধু বলেন,—"ওসব করিলে তোমাদের চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সান্ন্যাল প্রভৃতি উপাধি হিসাবে নাম পরে পড়িবে। আমি ছেলের নাম রাখিব আবুল আব্বাস। ইংরাজী, বাঙ্গলা এবং ফারসী সকল বর্ণমালা অনুসারেই তাহার নাম প্রথম হইবে।

সমান নম্বর পাইলেও তাঁহার পুত্রের নামই জলপানির তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ভূদেববাবুর অনুরোধে কর্তৃপক্ষীয়েরা জলপানিটী অস্বচ্ছল অবস্থাপন্ন নকুলাল সরকারকে দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ভূদেববাবুকে কেহ বলিয়াছিলেন "নকুলালকে চারি টাকা মাসিক সাহায্য করিলেই চলিত। মুকুর প্রাপ্ত বৃত্তি কেন লোপ করিলে?" প্রত্যুত্তরে ভূদেববাবু বলেন "যে ছাত্র নিজের উপার্জ্জিত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যয়ন করে, ভবিষ্যতে তাঁহার পুনরায় স্বোপার্জ্জিত বৃত্তির দ্বারা পাঠ সমাপন প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। যে ছাত্র সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাহার পুনরায় সাহায্য পাইবারই অভিলাষ জন্মে। নকুলাল আমাদের শিষ্য বংশীয়। উহার যাহাতে সুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইবে তাহাই উহার পক্ষে ভাল, এদিকে আবার গুরু গোষ্ঠীর মন একটু উন্নত থাকাই আবশ্যক।"

তখন হুগলী জেলা প্রেসিডেন্সী সার্কেলের অধীনে ছিল। মুকুন্দবাবু হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৭৩ অব্দে ১০৲ জলপানি পাইয়া এণ্ট্রান্স এবং ঐ কলেজ হইতে ২০৲ জলপানি পাইয়া ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভূদেববাবু এই পুত্রকে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পাঠাভ্যাসে রত হইতে বলেন। উপর্য্যুপরি তিনদিন এইরূপ করিয়া চতুর্থ বারে বলেন "প্রত্যহ এইরূপ নিদ্রাভঙ্গ করাইতে আসিতে হইবে কেন? নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প কর যে শেষ প্রহরে উঠিতেই হইবে। তাহা হইলে উহা করিতে পারিবে। এই অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে, * পাঠ্যাবস্থায়, কাজকর্ম্মের সময়ে এবং বৃদ্ধাবস্থায়—যাবজ্জীবনই বিশেষ উপকার পাইবে। সুনিদ্রার

* পহিলা রাতকো সবকোই জাগে, দুসরা জাগে ভোগী। তিসরা রাতকো তস্কর জাগে, চৌথামে যোগী।

পর শেষ রাত্রে মানসিক শক্তি পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত থাকে এবং সেই নিস্তব্ধ কালে মনোযোগের সুবিধা হয়। মুকুন্দবাবু বলিয়াছেন যে সেই দিন হইতে বরাবরই ঐ অভ্যাস রাখায় তিনি কখনই কোন বিষয়ে সময়ের অসদ্ভাব বোধ করেন নাই। তাঁহার বন্ধুরা অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে কিরূপে এবং কখন তাঁহার লেখাপড়ার কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন হইয়া থাকিত।

কলিকাতা বাগবাজারের ৬ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের * দ্বিতীয় পুত্র ৬নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ১৮৭৬ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মুকুন্দ বাবুর বিবাহ হয়। ভূদেব বাবু স্বয়ং কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সেইবারেই কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন— সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা মধ্যস্থ কাহারও দ্বারা দেনা পাওনার কোন কথাই হয় নাই।

২২শে অক্টোবর ১৮৭৫ হইতে ভূদেব বাবুর লিখিত স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৭৫ শেষ হয়। পুস্তকখানি ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর ১৩০২ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে পর দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার

* গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিসতুতো ভাই ছিলেন। দরিদ্র কুলীন সন্তান। তিনি স্বচেষ্টায় ধনার্জ্জন করিয়া কলিকাতার মধ্যে দানে এবং ক্রিয়া কর্ম্মে একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বালবিধবা হইলে পিতা তাহাকেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া তাঁহার প্রতি পুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রেরা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলিয়া সকলে একান্নবর্ত্তী ছিলেন এবং পিতার সময়ের সম্ভ্রম অনেকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল পদ পাইয়া ছিলেন এবং মুকুন্দ বাবুর প্রতি বিশেষ স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন।

সম্পাদক ৺ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ভারতের ভাগ্য নাম দিয়া ভক্তির সহিত যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে সংক্ষেপে এই পুস্তকের অনেক কথাই আছে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা এবং চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অনুরূপ। সেই আলোচনা ও চিন্তার ফল "ভারতের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস"। ভূমিকায় ভূদেববাবু লিখিয়াছিলেন "কোন আত্মীয়ের* লিখিত ভারতের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে যেদিন পানিপথের যুদ্ধ পড়িলাম, সেইদিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইল, পুস্তকপাঠ যেন ভার হইয়া উঠিল। ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রদিগের জয় হইলে এবং ভারতীয় মুসলমানেরা মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে, ভারতের কি হইত, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেন স্বপ্নেই তাহা দেখিয়াছেন এবং তাহাই সাধারণকে জানাইয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেন স্বপ্নেই দেখিয়াছিলেন, প্রথমে পরাজিত হইতে হইতে মহারাষ্ট্র সেনা রণকৌশলে আহম্মদ সাহের সেনাকে পরাজিত করিল; ভারতের মুসলমান বাদসাহ আপনাকে অক্ষম জানিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশের—শিবাজীবংশের—রাজা রামচন্দ্রকেই ভারতের সম্রাট হইতে দিলেন; যেন হিন্দুমুসলমানের বৈরভাব বিলুপ্ত হইল, যেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হইলেন।

ভারতে সুশাসন ব্যবস্থার জন্য হিন্দু মুসলমান সংঘটিত মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইল, চারি দিকে হিন্দু মুসলমান গঠিত সেনা মহাদেশটীকে সুরক্ষিত

* ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐসময়ে তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখাইয়া লইতেছিলেন।

রাখিল, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরাতন পল্লীসমাজ সমূহ পুনরুজ্জীবিত হইল। কিন্তু সর্ব্বত্রই মণ্ডলাধিষ্ঠিত সম্রাটের আধিপত্যও বজায় রহিল। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হইতে লাগিল। রাজস্ব প্রাচীন হিন্দুপ্রথানুসারে সংগৃহীত হইতে লাগিল; সেই ষড়্‌ভাগের পুনঃ প্রবর্ত্তন হইল। জমীদার তালুকদার প্রভৃতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

চারিদিকে বিদ্যার বিস্তার হইতে লাগিল। কান্যকুব্জে ও কাশীধামে চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া যেন দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সংস্কৃত আরবী পারসী সকল ভাষার অধ্যাপন চলিতে লাগিল। লাটীন গ্রীক প্রভৃতিরও আদর হইল। ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতিরও অনাদর হইল না। ভারতের প্রাদেশিক ভাষা গুলি সমাদৃত হইতে লাগিল। গণিত বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। বিজ্ঞান শিল্পে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। এখন পাশ্চাত্য জগতে যাহা যাহা হইয়াছে তাহা'ত হইলই বরং তাহা অপেক্ষাও অধিক হইল। পোত নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা হইল। কামান বন্দুকাদিই বা বাদ পড়িবে কেন? বাণিজ্যে বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভারতের বাছা বাছা কতকগুলি লোক শিল্পাদি শিখিবার জন্য পাশ্চাত্য জগতে প্রেরিত হইল। এরূপ সৎকার্য্যের জন্য বিদেশ যাত্রা দূষ্য নহে বলিয়া স্থির হইল। শিল্প বাণিজ্যে ভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল। বিদ্যা বিজ্ঞানে ভারত সকলের শ্রেষ্ঠ হইল।

পৃথিবীর চারিদিকের লোক ভারতে আসিতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে আসিল, কিন্তু এখন্ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার কাহারই রহিল না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষ, ইতালি, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণী, প্রভৃতি যত রাজ্যের দূত আসিয়া ভারতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মধ্যে

ফরাসী বিপ্লবের সময় দূতগণের মতভেদ হইল। ফরাসী দূত ভারতের সম্রাটকে সাধারণ তন্ত্রের পক্ষপাতী করিতে চাহিলেন, আর আর দূতেরা সাধারণতন্ত্রের প্রতিকূলতা করিতে বলিলেন। ভারতের সম্রাট বিচক্ষণ মন্ত্রীদিগের পরামর্শে কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না। পরন্তু দরবারে বসিয়া ঘোষণা করিলেন, দেশভেদে যেরূপ প্রকৃতি ভেদ হয়, আচার ভেদ হয়, সেইরূপ শাসন প্রণালীরও ভেদ হইয়া থাকে। ফরাসী রাজ্যে সাধারণ তন্ত্র চলিলেই যে, ভারতে বা অন্যত্রে চলিবে, তাহারও কথা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ফরাসী দিগের চেষ্টায় বাধা দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

ভারতীয় সম্রাটের এই মীমাংসায় সকলেই তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম্মের বিবাদ ঘুচিয়া গেল। মুসলমানেরা বলিতে লাগিলেন, যিনি রাম তিনিই রহিম, হিন্দুরাও বলিতে লাগিলেন, যিনি সত্যপীর তিনিই সত্যনারায়ণ।

ভারতের হিন্দু সম্রাট, আকবরের পথেই চলিতে লাগিলেন। আকবরের সমাধি মন্দির দেখিয়াই তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল। কলিকাতায় ইংরাজ দিগকে বাণিজ্যাধিকার দেওয়া হইল, কিন্তু রাজ্যাধিকার দেওয়া হইল না।

লোকের আচার ধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি রহিল। দান ধর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইল। কিন্তু অপাত্রে দান দয়া বলিয়া বিবেচিত হইল। অতিথি শালাদির সুব্যবস্থা হইল। কিন্তু অধ্যাপক পণ্ডিতেরাই প্রকৃত দানের পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। পূজা-অর্চ্চনায়-হিন্দুগণের উৎসাহ বাড়িল, মুসলমানেরা স্বধর্ম্মে অধিকতর নিষ্ঠাবান হইলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বপ্নেই বল, আর কল্পনায় বল—গভীর চিন্তা প্রসূত এবম্বিধ ইতিহাসই অঙ্কিত হইল। পাঠক, পাণিপথ যুদ্ধে যদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয় হইত; হিন্দু মুসলমানের বিবাদ যদি তিরোহিত

হইত, মহারাষ্ট্র সম্রাট যদি বাছা বাছা বিদ্বান্ বিজ্ঞ হিন্দু মুসলমান মন্ত্রী লইয়া সাম্রাজ্য চালাইতেন, ভারতের আর যত রাজা যদি এই ব্যবস্থায় অনুমোদন ও সাহায্য করিতেন; ভারতের যদি এইরূপে একতা বন্ধন হইত, এবং একতা বন্ধনে যদি বল বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত রূপ অবস্থাই ভারতের হইতে পারিত না ? ঘটনা চক্রেই সব হয়, অবস্থা ভেদেই ব্যবস্থার-ভেদ হয়। আভ্যন্তরিক বিবাদ বিসম্বাদই দুর্ব্বলতার হেতু। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানস চক্ষে ভারতের ভাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ভারত কি হইতে পারিত, কি হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন ও দেখাইতেছেন। কিন্তু বুঝ লোক যে জান সন্ধান। এখনও কি হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও কি দেখিতে পাইবে না ? যাহার বুদ্ধি আছে, চিন্তা শক্তি আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু মুসলমান সকলেরই বুঝা উচিত।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ মন ও মস্তিষ্ক লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় তাঁহার হৃদয় বিকৃত হয় নাই। পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার অসাধারণ হৃদয়ও মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেছে। পারিবারিক, সামাজিক, আচারিক প্রবন্ধগুলিও তাঁহার হৃদয় মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেছে। আবার ভারতের এই স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস ও তাঁহার হৃদয় মস্তিষ্কের সমান পরিচয় দিতেছে। হৃদয় মস্তিষ্ক অসাধারণ ছিল, চিন্তা গভীরভাবেই স্ফুর্ত্তি পাইত, চিন্তার ফল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ফলাইতেও জানিতেন, দেখাইতেও জানিতেন। দেখাইয়াও দিয়াছেন অনেক। ভারতের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু ভারতের ভাগ্য ভাবিয়া দগ্ধও হইতেছি। পুস্তক খানির নমুনা স্বরূপ কয়েকটী স্থান মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

(১) "ভারত ভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরা ও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল

প্রতিপালিত করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটী গর্ভজাত ও অপরটী স্তন্য পালিত দুইটী সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতি বিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব? (এই পর্য্যন্ত বলা হইতেই সভা হইতে "না না"—"না না"—"না না"—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃত ধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল! আমার কর্ণে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ তাঁহার চক্ষু উন্মিলিত হইল—মুখমণ্ডলে হাস্য প্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যু শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

"এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, অন্তঃকরণ উৎসাহ পূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন, "যে রাম সেই রহিম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। মুসলমান বলিতেছেন "ঠাকুর যথার্থে কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতি মাত্র, মানুষ ভেদে যেমন আচার ভেদ—পরিচ্ছদ ভেদ—তেমনি উপাসনার প্রণালী ভেদ হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন। কিন্ত সকলেরই চামড়ার নীচে লহু লাল বই কাহারাও কালো কাহারও জরদ নহে।" একজন ক্ষত্রিয় ঐ কথায় যোগ দিয়া বলিল "তাব ইকি—আসলে কিছুই তফাৎ

নাই—আমরা হিন্দু বলিয়া কি মুসলমানের দেবতা মানি না? আমরাও প্রতিবর্ষেই তাজিয়া করিয়া থাকি।" একজন বাঙ্গালী কহিল—আমাদিগের দেশে সকল কর্ম্মেই সত্যপীরকে সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে, যিনি সত্যপীর তিনিই সত্যনারায়ণ।" × × ×

(৩) মূল ব্যবস্থা—

(ক) প্রথমতঃ।—সাক্ষাৎ শিবাবতার মহারাজ শিবাজীর বংশ সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র, বৈদেশিক শত্রু পরাভূত করিয়া নিজ বংশ মর্য্যাদা ও বীরতা গুণে প্রদেশাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং প্রজা সাধারণের ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার বংশে ঔরসাদি জ্যেষ্ঠ পুত্রে চিরকালের নিমিত্ত সাম্রাজ্যাধিকার ন্যস্ত থাকিবে।

তৃতীয়তঃ—সম্রাট আপনার মন্ত্রী সভা নিযুক্ত করিবেন; এবং সেই সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(খ) শিখ এবং মহারাষ্ট্রীয় মিলিত একটী সৈন্য দল সিন্ধু উপকূলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিবে। ঐ সৈন্যের ব্যয় সাম্রাজ্যের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। উহার অধিনায়কবর্গের নিয়োগও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন থাকিবে সমুদ্রোপকূলভাগে যে যে স্থানে বিদেশীয় লোক বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আসিয়াছে সেই সেই স্থানেও সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীন ঐরূপ এক একটী সৈন্যদল থাকিবে। × ÷ ÷

শান্তি রক্ষার ভার গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ফলতঃ প্রতি গ্রামে যেন একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে। ভূম্যধিকারীগণ এবং প্রদেশাধিকারীগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবেন—গ্রামগুলিকে

আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজস্ব প্রদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারত ভূমির চির প্রচলিত ব্যবহার এই, এবং এই ব্যবহার শাস্ত্র-সম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত।

নগরের শাসন প্রণালীও ঐ রীতি অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। প্রতি নগর কয়েকটী পল্লীতে বিভক্ত হইবে এবং যেমন গ্রামে গ্রামে মুখ্য মণ্ডলাদি থাকিবে পল্লীতেও সেইরূপ মুখ্য মণ্ডল নিযুক্ত হইবে। × × ×

(৪) যেমন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষ ব্যাপক। কৃষ্যুপজীবি এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যূহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক-সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্ধৃগণ এবং রাজ কর্ম্মচারীগণ তাহার হস্ত— পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার শিরোদেশ—এই সভা তাহার মুখ।

(৫) বাজীরাও বলিলেন, "সে কথা সত্য। হিন্দুরা স্বধর্ম্মে ভক্তি করেন, অথচ পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না। কিন্তু যেমন পরধর্ম্মবিদ্বেষ নাই, তেমন আমাদিগের আর একটী দোষ আছে। আমরা আবহমান কাল সকল বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছি তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে চাহি না। কিন্তু সকল সময়ে কি এক নিয়ম চলে? আমি সম্প্রতি বঙ্গদেশে গিয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবন করুন। শুনিলেই বোধ হইবে যে আমাদিগকে পূর্ব্বরীতির কিছু কিছু ব্যত্যয় করিতে হইবে—তাহা না করিলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।"—বাজীরাও কহিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালার সুবাদার তাহার অধিকারস্থ কতকগুলি বিদেশীয় লোকের একটী নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। ঐ বিদেশীয়েরা এক প্রকার ফিরিঙ্গী। * * ঐ ফিরিঙ্গীদিগের নাম ইংরাজ। * * এবং মাদ্রাজে তাহাদিগের যে অপর একটী আড্ডা আছে, তথা হইতে

৫।৬ খানি জাহাজে চড়িয়া তাহাদের অনেক লোক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌছেন। আলিনগর'ত তাহারা আসিবামাত্রই পুনরাধিকার করে, অনন্তর কিছুদিনের মধ্যে সুবেদারকে ও সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহারই সেনাপতিকে তাঁহার গদ্দিতে বসায়। ঐ সেনাপতি সুবেদার হইয়া তাহাদিগকে অনেক ধন এবং কতক ভূমি জায়গীর দেয়। রাজ্যপালনে সক্ষম, সুহৃদভেদে সমর্থ, নিতান্ত সাহসিক এবং অধ্যবসায়শালী ইংরাজ জাতি এইরূপে লব্ধ প্রবেশ হইতেছিল। আমি তাহাদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু ইংরাজদিগের পূর্ব্ব অধিকার যাহা যাহা ছিল—তাহা সমুদয় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। উহাদিগের কর্ত্তার নাম ক্লাইব। সে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতা অসাধারণ। তাহার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না যে জায়গীর পরিত্যাগ করে। কলিকাতার দুর্গটীও পুনর্নির্ম্মাণ করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাহার ও সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিতে পারিলাম না। আমাদিগের সৈন্য তাহাদিগের বাণিজ্য কুটীর রক্ষা করিবে, অতএব দুর্গ নির্ম্মাণ তাহাদের প্রয়োজন নাই—আর তাহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, বাণিজ্য করুক, এ দেশে ভূমি সম্পত্তি লওয়া তাহাদের অনাবশ্যক, এই সকল যুক্তি প্রদর্শনে তাহাকে নিরস্ত করি। কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত, তবে সে কখনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটী বাঘের বাচ্ছা কিন্তু যখন দেখিল যে, কোনক্রমেই আমার অভিমতির অন্যথা হইবে না—তখন তর্জ্জন গর্জ্জন ছাড়িয়া দিল, এবং আমার সহিত সৌহার্দ্দবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। একদিন আমাকে তাহার সিপাহীদিগের কাওয়াজ দেখাইল—একদিন তাহার যুদ্ধপোতে লইয়া গেল। ঐ সমস্ত দেখিয়া আমার এই বোধ হইতেছে যে ফিরিঙ্গীরা আমাদিগের

অপেক্ষা যুদ্ধ কৌশল এবং রণপোত নির্ম্মাণের প্রণালী উত্তমরূপে বুঝে। অতএব আমি মনে করিয়াছি কতকগুলি ফিরিঙ্গীকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এদেশীয়দিগকে যুদ্ধ কৌশলের এবং পোত প্রস্তুত করিবার রীতি শিখাইয়া লইব। * * *

* * * এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, ফিরিঙ্গী কারিগরদিগের দ্বারা কয়েকখানি সমুদ্র গমনোপযোগী পোত প্রস্তুত হইলেই তদ্বারা এদেশীয় কতকগুলি সদ্বংশজাত বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন যুবাপুরুষকে ফিরিঙ্গীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিব। তাহারা সেই সকল দেশের ভাষা-ভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহাদিগের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এমত কার্য্যে সমুদ্র গমনের এবং ম্লেচ্ছ সংসর্গের দোষ জন্মিতে পারে না। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি যখন মহাচীনে গমন করিয়াছিলেন—তখন স্বয়ং চীনাচার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন নাই।

আমরা যদি কোথাও না যাই, বিদেশ দর্শন না করি—চিরকাল এই নিজ গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি—তবে আমাদিগের প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রকৃতির ন্যায় হইয়া যাইবে। আমরা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কিছুই করিতে পারিব না, এবং যেমন স্ত্রীলোক পুরুষের বশীভূত হয়, এদেশীয়েরা-ও সেইরূপ ফিরিঙ্গীর বশ হইয়া পড়িবেন—অতএব এই তিনটী ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অন্যূন দুইশত কৃতকর্ম্মা ফিরিঙ্গীকে বেতন দিয়া সৈনিক শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ অপর একশতকে রণপোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, অন্যূন তিন শত এদেশীয় যুবককে রাজকোষ হইতে বৃত্তি প্রদান করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের দেশে তাহাদিগের ভাষা এবং বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) * * * এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহর্ষি সঞ্জীবন ঐ মহাকাব্যের প্রণয়ণ করিয়াছেন।—উহা এক্ষণে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতীয়ের ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতসাম্রাজ্যের "পুনরুত্থান" ব্যাপার যথাযোগ্যরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্মীকির করুণা—হোমরের ওজস্বিতা, বর্জ্জিলের প্রসাদবত্তা—মিলটনের গভীরতা—ব্যাসের লৌকিকতা, মহর্ষি সঞ্জীবন প্রণীত "পুনরুত্থান" নামক মহাকাব্যে যে অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বদেশীয় সকল আলঙ্কারিকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

(৭) বর্ষাকালে যখন গঙ্গার দুইটি করপ্রদা নদী বরুনা এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া যায় তখন আরঙ্গেব বাদসাহের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ঊর্দ্ধ হইতে দেখিলে মৎসোদরী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই অনুভূত হইতে থাকে। উত্তর বাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে বারাণসীর সৌধ-শ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে মনে হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচূড়ের ললাট নিহিত চন্দ্রকলা। মৎসোদরী দেখিলে বোধ হয় এই স্থানটা সত্য সত্যই ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিত হইয়া গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না।

(৮) এখানকার পদার্থতত্ত্বাধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি একটী আবিষ্ক্রিয়া করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে যান চালাইতে পারা যায়। ঐ কার্য্য অগ্নিতেজেও নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং তাড়িত প্রবাহেও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখনও কোন বিশেষ পরীক্ষা বিধান দ্বারা তাহার সম্যক কার্য্যকারীতা প্রমাণিত হয় নাই—না হইবার কারণ এই যে, রাজমন্ত্রী অপর একটী সুবৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে পরীক্ষা বিধান করিতেছেন। প্রসঙ্গাধীন এইস্থলেই তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাঞ্চীপুর নিবাসী পশুপতি নামক একজন মহামহোপাধ্যায় এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা হইতে এমনি মারাত্মক বাষ্প নির্গত হয় যে উহা আঘ্রাত হইবা মাত্র প্রাণ বিনাশ করে। ঐ বাষ্পের এরূপ ভয়ানক তেজ যে কাচের গাত্রে লাগিলে অমনি কাচ গলিয়া যায়।

মন্ত্রিবর এক্ষণে ঐ অস্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিতেছেন। অস্ত্রের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয় উহার প্রভাবে পৃথিবী হইতে সংগ্রাম কার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাইবে। আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অস্ত্রের নাম "পাশুপত অস্ত্র" রাখা হইয়াছে।

(৯) ভারতবর্ষের বাণিজ্য চিরকালই অতি বিস্তৃত। পুরাবিদ ডাইওনিসিয়স্ বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতবর্ষের পরম সুন্দর ও সুখসেব্য শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের লোভে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেই ভারত রাজ্যে বাণিজ্য করিতে ধাবমান হয়। এরূপ হওয়াতে সকল দেশের ধনরত্নই ঐ দেশে আসিয়া পড়ে এবং ভারতরাজ্য প্রকৃত রত্নাকর হইয়া উঠিয়াছে।" এক্ষণে আবার ঐ ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধুমুখ হইতে কর্ণফুলির মুখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে সুবিস্তৃত সমুদ্রোপকূল তাহার সর্ব্বস্থল বণিকপোতে সমাকীর্ণ। বণিকপোতের মধ্যে দশ আনা দেশীয় মহাজনদিগের ছয় আনা মাত্র বিদেশীয়দিগের। কত টাকার আমদানি রপ্তানি হইতেছে তাহা এই বলিলেই বোধ হইবে যে চীনীয়েরা এখান হইতে শুদ্ধ আফিম লইতেছে না চা এবং রেশমও লইতেছে। ইংরাজেরা এখান হইতে চীনে, ইজরি প্রভৃতি মোটা এবং ঢাকা প্রস্তুত সরু কাপড় সকল লইয়া যাইতেছে; ফরাসীরা লক্ষ্ণৌয়ের ছিট মহা যত্নে লইয়া যাইতেছে। * * * ইংলণ্ড দেশে একবার সূত্র প্রস্তুত করিবার এবং বস্ত্র বয়ন করিবার কলের উৎকর্ষ সাধন হইয়া গেলে এক বৎসর ইংরাজ বণিকেরা কয়েকখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া কার্পাস সূত্র এবং

কাপড় পাঠাইয়াছিল। ঐ সূত্র এবং বস্ত্র এখানে কিছু শস্তা দরে বিক্রীত হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটিলে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় সম্রাটের নিকট এই বলিয়া আবেদন করে, যে বর্ষকয়েকের নিমিত্ত ইংরাজী সূত্র এবং কাপড়ের উপর অধিক পরিমাণে শুল্ক গৃহীত হউক-নচেৎ আমাদের ব্যবসায় মারা যায়। সম্রাট আজ্ঞা দিলেন যে, তিন বৎসরমাত্র শুল্ক গৃহীত হইবে। ইংরাজেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল, এবং স্বাধীন বাণিজ্য-প্রণালী যে যুক্তি-সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট আপনাদিগের রাজদূত পাঠাইল

বিচারে এই অবধারিত হইল যে, বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম সকল সমস্ত পৃথিবীকে একটী মহাসাম্রাজ্যরূপে জ্ঞান করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব যতদিন পৃথিবীতে রাজ্যভেদ থাকিবে, ততদিন সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, ইতিহাস পর্য্যালোচনার দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইল, যে জাতির শিল্পদ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হয়, তখনই সেই জাতি স্বার্থসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শিল্পজাতের স্বাধীন বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অতএব স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মটী এমন নিয়ম নয় যে, দেশকালাদির অপ্রভেদে প্রচলিত থাকিতে পারে।

যাহা হউক, ইংরাজী সূত্র ও বস্ত্রাদির উপর প্রথম বর্ষে শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র রহিল এবং তৃতীয় বর্ষে এখানকার তন্তুবায় সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। তখন শুল্ক উঠিয়া গেলেও আর ইংরাজী সূত্র বস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারিল না। তন্তুবায়েরা কল বসাইয়া এত সুলভ মূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে যে, ইংরাজী বস্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

* * মার্কিনেরা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া কোন কোন স্থলে আপনাদিগের শিল্পজাত সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিয়াছে।

(১০) * * * প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাকুলিত হইয়াই বলিয়াছিলেন যে, যন্ত্রাদি যোগে শিল্পকার্য্যের বাহুল্য সাধন করার যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক আঢ্য হইয়া উঠে। কিন্তু অপর সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতে থাকে। অতএব শিল্পকার্য্যের আধিক্য ও উৎকর্ষ সাধন যেমন একপক্ষে উপকারক, তেমনি প্রজাব্যূহের মধ্যে অর্থসম্বন্ধীয় বিজাতীয় বৈসাদৃশ্য জন্মাইয়া দিয়া অপকারক হয়। এদেশে যদিও বংশমর্য্যাদানুযায়ী বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং অত্যুদার আর্য্যশাস্ত্রের বিধি পালনে অভ্যাসবশতঃ জনগণ নিতান্ত পরদুঃখে কাতর হওয়াতে ঐ দোষ সম্যক্ অনিষ্ট সাধন করিতে পায় না, তথাপি অর্থসম্বন্ধীয় তাদৃশ বৈসদৃশ অনেক ভাবী অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। মন্ত্রিবর এ কথাও বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ঐ দোষের নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া পরজাতির লোকের প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয় নহে।

যাহা হউক মন্ত্রিবরের পরামর্শানুসারে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা পরদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া, সেই সেই দেশে কদাপি ভূম্যধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিবে না। যে যে দেশে ধনস্পৃহাবশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশে ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে—আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বাস নাই, অথবা নিতান্ত অল্প মনুষ্যের বাস, সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না। যদি উপনিবেশিত দ্বীপাদিতে ভিন্ন জাতীয় লোক থাকে, তবে তাহাদিগকে সংস্কারপূত করা এবং তাহাদিগের সহিত

অনুলোম ক্রমে বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া দেশটীকে সর্ব্বতোভাবে ভারত-ভূমির অনুরূপ করাই ঔপনিবেশদিগের পক্ষে বিধেয়। * * *

ঔপনিবেশিকদিগের সম্রাটের নিকট কর দিতে হয় না; কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে কয়েক খানি রণপোত থাকে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ঔপনিবেশিকেরা চিরকাল ভারত ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া জানিবে। পশুশাবকের ন্যায় স্তন্য ত্যাগ করিলেই প্রসূতিকে বিস্মৃত হইবে না।

(১১) ভারতবর্ষীয়জনগণ যে দুইটী প্রধান উপাদানের সমবায় সংঘটিত, সেই উভয়েরই প্রকৃতিতে দান ধর্ম্ম প্রবল ছিল। ঐ উপাদান-দ্বয় সম্মিলিত হওয়াতে ঐ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাচুর্য্যই জন্মিয়াছে। গৃহী মাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রতি গ্রামের দেবালয়ে একটী গ্রামিক অতিথিশালা আছে; তাহার কার্য্যভার গ্রাম্য যাজক এবং নাপিতের প্রতি অর্পিত। উহার ব্যয় গ্রামিকদিগের সাধারণ চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

ভূম্যধিকারীরা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে যত পান্থাবাস আছে, সমুদয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন, এবং আপনাপন আলয়ে সদাব্রত দেন।

দেশীয় জনসমূহের প্রকৃতি এরূপ উদার এবং বিশ্বস্ত হওয়াতে সমাজ-মধ্যে যে দোষটি জন্মিবার সম্ভাবনা, রাজব্যবস্থা দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে।

বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফকিরী লইতে পারিবে না। অবশ্যপোষ্য কেহ বিদ্য-মান থাকিতে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে একস্থানের সদাব্রতে তিনদিনের অধিক অবস্থান করিতে পারিবে না। * * * কিন্তু গ্রামিকেরা এবং কোন

কোন ভূম্যধিকারীও মনে মনে এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তেমন অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক ভিক্ষোপজীবিতার যে কতক দমন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। দান যেমন দাতার পক্ষে পুণ্যবর্দ্ধক, তেমনি গ্রহীতার পক্ষে পাপজনক। তুমি দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে, আমি তোমার দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব একবারে উভয় দিক হইতে দেখিলে, দানের দ্বারা যে দেশমধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দানের অধিক উত ধর্ম্ম নাই—সুতরাং উহার পালন না হইলে ধর্ম্ম বৃদ্ধির পথই লুপ্ত হয়। অতএব এমত কোন উপায় করা আবশ্যক, যাহাতে দান-গ্রহীতার আত্মগ্লানি জন্মিতে না পারে। তাহা হইলেই দাতার ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, অথচ গ্রহীতার গ্লানি হইল না। সে উপায় কি? সে উপায় এই— দেশের মধ্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বাস্তবিক অন্যের উপকারার্থে আপনাদিগের সাংসারিক সুখ চিন্তা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারাই দানের সর্ব্ব-প্রধান পাত্র। যাহাকে তাহাকে দান করিয়া ঐ সকল লোককেই দান করা বিধেয়। উহারা যেরূপ উচ্চপদস্থ ও যেরূপ উন্নত কার্য্যে চিরব্রতী, তাহাতে অন্যের স্থানে দান গ্রহণ করা তাহাদিগের অন্তঃকরণে গ্লানি-জনক হইতে পারিবে না। তাঁহারা যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহা দাতার কৃতজ্ঞতাসূচক বলিয়াই মনে করিবেন, আপনাদিগের স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক মনে করিবেন না। অতএব দান-ধর্ম্ম পালনের প্রকৃত স্থল দেশের শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণগণ। অন্ধ, অথর্ব্ব, অক্ষম লোকেরা যে দয়ার একান্ত পাত্র, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ উহারা অবশ্যপোষ্যের মধ্যেই গণ্য * * * "যাহারা অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণে নীচতানুভব করিতে না পারে, তাহারাই দানের পাত্র, অপরে দানের পাত্র নহে।"

(১২) হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদিগের যতগুলি পুরাতন উৎসব ছিল সকলগুলিই এখন জাগ্রত আছে; তদ্ভিন্ন আবার কয়েকটী নূতন উৎসব দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সংস্থাপনের দিন এবং সম্রাটের জন্মদিন এই দুইটী দিন নূতন পর্ব্বাহ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কর্ত্তাদিগের নামে তাঁহারা যে যে প্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশে এক একটী মেলা হইয়া থাকে।

(১৩) "সরস্বতী বিশুদ্ধা, অতএব শুভ্রবর্ণা; সরস্বতী হৃৎপদ্মে বিরাজ করেন, অতএব পদ্মাসনা,—সরস্বতী একান্ত কমণীয়া, অতএব কামিনী-রূপা, সরস্বতী গ্রন্থ এবং সংগীতময়ী, অতএব পুস্তকহস্তা এবং বীণাপাণি। আমি যখন ঐ দেবীমূর্ত্তির প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি করিয়া, এই সমস্ত সাদৃশ্য উপলব্ধি করিতেছিলাম, চতুর্দ্দিকে ধূপ ধূনা ও গন্ধরসের ধূম উত্থিত হইয়া দৃষ্টি অস্ফুট এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করিতেছিল। বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীতরবে কর্ণকুহর অমৃতায়মান হইতেছিল, তখন সেণ্টপীটরের গির্জ্জার মধ্যে গমন করিলে যে ভাব হয়, অবিকল সেই ভাব মনোমধ্যে উদিত হইল। সেখানেও লাটিন ভাষায় সুগভীর স্বরে সমুচ্চরিত ভজনার আবৃত্তি, এখা-নেও সংস্কৃত ভাষায় সুললিত স্তুতিপাঠ। ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমা-দিগের উৎসব-প্রকৃতির সর্ব্বথা সাদৃশ্য আছে। যখন ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া এমন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন কি ইটালীর ভাগ্যবৃক্ষেও কোনকালে ঐ অমৃত ফল ফলিবে না! আমার জানা আছে কেহ কেহ বলেন যে, কাথলিক মতবাদ এবং তদনুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান পরি-ত্যাগ না করিলে, ইটালীয়েরা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সম্যক্ সাদৃশ্য সত্ত্বেও ত ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদারূঢ় হইয়াছে। অতএব যাঁহারা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পক্ষে ধর্ম্মপরিবর্ত্তের প্রয়োজন প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের কথা একান্ত হেয়।

ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ববিষয়েই বয়োধিকদিগের সম্মান রক্ষ করে। পুষ্পাঞ্জলি দানেও দেখিলাম, আগে বড়, তারপরে ছোট, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একে একে আসিয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিল।

"এই রীতিটা আমাকে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা ছেলেবেলা অবধি যেমন ভক্তির শিক্ষা দেয়, আমরা কি অন্য ইউরোপীয়েরা তাহার শতাংশও দিই না। এই জন্যই ইউরোপের লোক সকল এত উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বার্থপর হইয়াছে।

"পরদিন প্রতিমা বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন? তবে আর কে কোন মুখে বুঝিবে যে, ভারতবর্ষীয়েরা মৃন্ময় দেবমূর্ত্তিকেই ঈশ্বর মনে করে? তাহা করিলে কি বিসর্জ্জন করা সঙ্গত হইত? কিন্তু অমন সুন্দর মূর্ত্তির কিরূপে বিসর্জ্জন করিবে? তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহা মাটীর,—পাথরের নয়। পাথরের হইলে, আমাদের মাইকেল্ এঞ্জিলোর ভাস্করীয় মূর্ত্তির সহিত তুলিত হইতে পারিত—প্রতিমাটির এমনি দিব্য গঠন।

"আর একটী কথা বাকী আছে। সরস্বতী দেবীর পরিধেয়, একখানি শাটী মাত্র। পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ পরিধান মাত্র ব্যবহার করিত। এখনও যতক্ষণ বাটীর ভিতরে থাকে, শাটীই পরে। শাটী পরিলে, এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু এখন ইহারা বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিধানেরও পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ঢিলে পা-জামা এবং কাঁচুলি পরিয়া তাহার উপর একটী সুদীর্ঘ অঙ্গ-রক্ষিণী দেয়, এবং সর্ব্বোপরি মাথার উপর বেড় দিয়া ধারণ করে।

"পুরুষেরা পূর্ব্বে কেবল মাত্র ধূতি পরিত। বাটীর মধ্যে এখনও তাহাই পরে। কিন্তু বাহিরে ইজের চাপকান গলাবন্ধ এবং উষ্ণীষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

"এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এখানে অনেক কাপড় অথবা নিতান্ত মোটা

কাপড় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইলে, বড় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের পরিচ্ছদ তাহাদিগের দেশের যোগ্য এবং আকারের যথাযোগ্যই হইয়াছে।”

(১৩) একজন রুষীয় পর্য্যাটক লিখিয়াছেন।—

“ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন একটী প্রজাতন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং নির্ব্বাহ করে। রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটী দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী-দিগের সভা হয়। গ্রামের প্রতি পল্লী হইতে ঐ সভায় একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। পরে বিচার্য্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে তদনুযায়ী কার্য্য করে।

গ্রাম-রক্ষক, নাপিত-গ্রাম্যযাজক এবং গুরু মহাশয় এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী। এদেশে ঐ সকল ভূমির নাম চাকরাণ, দেবত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি।

“প্রতি গ্রামে যেমন এক একটী দেবালয় আছে, তেমনি এক একটী ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে। ছেলে পাঁচ বৎসরের হই-লেই বিদ্যালয়ে যায় এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করে। ওরূপ করিতে হইবে বলিয়া যে কোন রাজনিয়ম আছে, এমন নহে ; কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ। ধন্য ভূমি! সেখানকার লোক সকল স্বতঃই সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; আইনের বলের অপেক্ষা করে না।

(১৫) একজন জর্ম্মণ পর্য্যাটক লিখিয়াছেন। “আমি এদেশে আসিয়া একটী প্রধান তথ্য শিখিলাম। ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়া-ছিল যে, মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা

বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জল বাতাসের গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক সুশিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।—আমরা নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি, নিরন্তর স্বত্বাধিকার লইয়াই বিবাদ করি, যাহা আপনার বলিয়া বোধ করিয়াছি, তাহা কোন মতেই ছাড়িয়া দিতে পারিনা—কিন্তু এদেশীয়-দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহাদিগের মধ্যে আত্মপর বোধ অল্প— ঔদার্য্য-গুণ অধিক।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, এখানকার ভূম্যধিকারিগণ কদাপি স্ব স্ব অধীন গ্রামিকগণের স্বত্ব লোপ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন না—পক্ষান্তরে গ্রামিকেরাও ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি চির সন্দিগ্ধ চিত্তের ন্যায় ব্যবহার করে না। ইউরোপখণ্ডে ঐ ব্যাপার লইয়া কত তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মনির মধ্যে সেই বিবাদ অদ্যাপি চলিতেছে। ভারতবর্ষে তাহার নামগন্ধও নাই। এখানকার ভূম্যধিকারিগণের প্রধান কার্য্য (১ম) গ্রামিকদিগের স্থানে রাজস্ব আদায় করা, (২য়) গ্রামিকেরা শান্তিভঙ্গাদি দোষের কিরূপ বিচার করে, তাহার তত্ত্বাবধান করা, (৩য়) আপনাপন অধিকারের মধ্যে রাস্তা, ঘাট জলাশয় নির্ম্মাণ এবং নূতন নির্ম্মাণ করা, (৪র্থ) আপনাপন আবাসস্থানে অথবা অন্য কোন সমৃদ্ধ নগরে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন, তাহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধন করা।

"সম্প্রতি ভূম্যধিকারিগণ আর একটী কার্য্যের সূত্রপাত করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে মিলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, ২০ বর্ষ হইতে ৪০ বর্ষবয়স্ক যাবতীয় গ্রামবাসী প্রজাকে মাসের চারিদিন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে; এইরূপ ব্যবস্থা

প্রণীত হয়। যদিও ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছাতঃ সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সম্রাট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেকেই তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

(১৫) ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটী প্রাকৃতিক মূল আছে; উহা নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে। এই জন্য উহা অদ্যাপি চলিতেছে, আরও কিছুকাল চলিবে। তদ্ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের বিশেষ আঁটাআঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন ছিল না। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহিত্য শাস্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে যদি বিশেষ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালী রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন। ধর্ম্ম সজীব। সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া জাতির রক্ষা করিতেছে। এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরা অন্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদের আর সে ভয় নাই।

(১৬) দেখুন স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা; অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক অবশ্যই পরিরক্ষণীয়া হইবেন। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দেশের পুরুষেরাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আর কিরূপে রক্ষা করিবে; অতএব স্ত্রী-নিরোধটা শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী-নিরোধও রহিত হইয়া যায়। * * যতদিন কোন দেশের সম্পত্তি রক্ষা এবং ধর্ম্মাধিকরণের ভার কি বিজাতীয় কি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকে ততদিন সে দেশে স্ত্রীলোকদিগের সভারোহণ অথবা যথেচ্ছ বহির্গমন প্রচলিত হইতে পারে না।

(১৭)* * ইহাদের ধর্ম্মোপদেষ্ট,-ব্রাহ্মণগণের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিদ্য, অপবিত্র এবং অকর্ম্মণ্য লোক। ইহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। সুতরাং উহাদিগের ধর্ম্মের কোন ভাগ অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলেই উহারা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাদৃশ অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দেয় এবং এই কথা বলে, যদি ভক্তি মূল করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্রের আপাততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে আমাদিগের শাস্ত্রের আপততঃ প্রতীয়মান অযৌক্তিকতা কিজন্য ভক্তিমূলে বিশ্বসিত না হইবে? এরূপ বিচারে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। * * * কার্য্যে ইহাদিগের যত্ন, অধ্যবসায় এবং স্বার্থশূন্যতা জেসুট-দিগের অপেক্ষাও অনেক অধিক। ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্যজাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, ত্যাগী এবং নম্রস্বভাব করিয়া তুলিতেছে।

* * * ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত সীমানায় আসাম নামে একটী প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্যজাতীয় লোক বাস করে। তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতি-ভাজন হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই—তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বন্যদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন এবং উহাদিগের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতেহইবে, তাহা বলিয়া দেন।

অনন্তর যদি কাহারও কোন পীড়া হইয়া থাকে তাহার চিকিৎসা করেন —পরে স্থূল স্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা এবং পরিণামদর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্যব্যক্তি প্রার্থনা করে; ঠাকুর আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উচ্চজাতীয় করুন। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জলসংস্কারাদি কোন বিধান দ্বারা কাহাকেও উচ্চজাতীয় করেন না। তিনি বলেন যে, নীচ এবং অপকৃষ্ট ধর্ম্মক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চজাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়। এই বলিয়া বিশেষ বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইওনা না—কাহাকেও বলেন তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহার সিকি বা অৰ্দ্ধেক অন্যকে দান করিবে কাহাকেও বলেন তুমি প্রত্যহ একজন অতিথির সেবা করিয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ের দ্বারা ঐ সকল লোকিকে ইন্দ্রিয় সংযমন, লোভ সংবরণ পরোক্ষ দর্শন প্রভৃতি পুণ্যসম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালন পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাকে মন্ত্রদান করিয়া বলা হয়— "এক্ষণে তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেবপূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ঐ মন্ত্র জপ সহকারে এক বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে"। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে এইরূপ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে ঐ প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বন্যেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে

সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন 'প্রায়ই একজন্মে পারে না, পরজন্মে পারে'। 'পরজন্মে পারা আর না পারা তুল্য কথা, কাহার পরজন্ম কি হইল, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না।' এই কথা বলিতে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন 'পুত্ররূপেই মনুষ্যের পরজন্ম হয়। অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে সংস্কার-পূত হইয়া সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবর্ষীয়-দিগের সংস্কারপ্রণালী এইরূপ।" আর একটি চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত।

(১৮) পুস্তকের শেষাংশে আছে ;—কালপুরুষ সূর্য্য ও চন্দ্র রশ্মিদ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতিদেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়া-সখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য্য হই।

আমার নাম আশা। উষা আমার ভগিনী, আমি উষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পারিবারিক প্রবন্ধ—সামাজিক প্রবন্ধের সূচনা—পুষ্পাঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলির দ্বিতীয়ভাগ লেখার কল্পনা এবং মাতার উদ্দেশ্যে তাহার উৎসর্গ লিখিয়া রাখা

পারিবারিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে ৮ই মার্চ্চ ১২৮২(২১।১।১৮৭৫) হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭ই আষাঢ় ১২৮৩ তে শেষ হয়। এই সময়ে ২৫টি মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বহুবর্ষে একটা দুইটা করিয়া পারিবারিক প্রবন্ধের অবশিষ্ট ২৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং পর পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রবন্ধ সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ৫৮টি হইয়াছে।

বাঙ্গালী পাঠককে পারিবারিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার আর প্রয়োজন নাই; উহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত।

পারিবারিক প্রবন্ধ শেষ হইবামাত্র ভূদেববাবু (২৪শে আষাঢ় ১২৮৩) এডুকেশন গেজেটে "সামাজিক" প্রবন্ধমালা ছাপাইতে আরম্ভ করেন। পর পর তিন সপ্তাহে তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশের পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ প্রবন্ধ তিনটী * তাঁহার কোন পুস্তকে আজও প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ভূমিকাটীমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

---

* প্রবন্ধ তিনটীর নাম—(১) সমাজ কি?—একটী দৃষ্টান্ত, (২) সমাজ কিরূপে জন্মিয়াছে, (৩) সমাজবৃদ্ধির অন্যতর হেতু। ভূদেববাবুর যে সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত (৭।১।১৮৮৭ হইতে ২৪।১।১৮৮৯ পর্য্যন্ত) হইয়া পুস্তকাকারে পরে (১৮৯২) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রবন্ধ হইতে পৃথকভাবে লিখিত।

"স্বয়ং পৃথিবীই একটী অসংস্পৃষ্ট পদার্থ নহে—উহাকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে হয়। পৃথিবীস্থ কোন পদার্থও অপর সকল পদার্থ হইতে অসংস্পৃষ্ট নহে। সকলেই আকর্ষণ-সূত্রে তেজোধিকরণ সূত্রে তাড়িত পরিচালন-সূত্র এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রকারে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া আছে। প্রাণিগণের ত কথাই নাই। উহাদিগের অবস্থিতি, স্পন্দন, পোষণ কিছুই নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। মনুষ্য প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যের মুখাপেক্ষী।

ফল কথা, জগতের যাহা কিছু মনে করা যায় তাহাই তচ্চতুর্দ্দিগগত পদার্থ সমূহের সংস্রব বিশিষ্ট এবং সেই সংস্রবাধীন তদবস্থ বলিয়া প্রতীত হইবে। দেশের মৃত্তিকা, আকাশ, জল, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের প্রভাব তদ্দেশজাত সকল পদার্থেই বিদ্যমান থাকে—বৃক্ষে পত্রে ফুলে ফলে কীটে পতঙ্গে জলচরে বিহঙ্গে পশুতে মনুষ্যের দেহে এবং মনুষ্যের মনের ভাবে ঐ প্রভাবচিহ্নসমূহ লক্ষিত হয়। সমাজের প্রভাব মনুষ্যের সমস্ত ব্যাপারে তদপেক্ষায় অধিকতর স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ প্রভাব এত অধিক যে, মনুষ্যের সহজাত ধর্ম্ম কতটুকু এবং সমাজ প্রদত্তই বা কত তাহা সকল সময়ে নির্ব্বাচন করিতে পারা যায় না।

আমি পারিবারিক প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে অনেকস্থলেই সামাজিক প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছি—বিশেষতঃ 'ধর্ম্মচর্চ্চা' এবং 'সন্তানের শিক্ষা' এই দুইটী প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে সমাজকেই প্রধানতম উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। "পারিবারিক প্রবন্ধ'ই আমাকে 'সামাজিক প্রবন্ধ'গুলির বিরচনে প্রবৃত্ত করিতেছে। আমাদের হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী ইহার অভ্যান্তরিক বলশালিতা এবং ইহার উন্নত প্রকৃতির চিন্তা করিতে গেলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাতে যে দোষ সম্বন্ধ হয় নাই এমত

নহে, কিন্তু সে সকল দোষ পরিহার্য্য, এবং তাহাতে এই সমাজের অধঃপতন সূচিত হয় না।"

ভূদেব চরিতের উনবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত উনবিংশ পুরাণের জন্য ভূদেববাবু তীর্থ-দর্শন নামক একটী পর্ব্ব লিখেন। তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ঐ পুস্তকখানি পুষ্পাঞ্জলি নাম দিয়া ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে তিনি পুষ্পাঞ্জলির দ্বিতীয় ভাগের উৎসর্গপত্রটা লিখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় "অস্তি কি নাস্তি! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—প্রমাণের মূল প্রতীতি" এই কয়েকটী কথা ব্যতীত আর কিছু লেখা হইয়া উঠে নাই। ঐ কাগজ খানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। সামাজিক প্রবন্ধ পরে তাঁহার পুত্র দ্বয়ের এবং আচার প্রবন্ধ তাঁহার পৌত্র ও দৌহিত্রগণের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদস্বরূপ দিয়াছেন। কাহার কাহার মতে ভাবে ও ভাষায় ভূদেববাবুর 'পুষ্পাঞ্জলি' সর্ব্বোচ্চ। ডাক্তার ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ মর্ম্মস্পর্শী স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম ভক্তির এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সামঞ্জস্যকারী অটল স্থৈর্য্য প্রদায়ক জ্ঞানের কথা তিনি কোন ভাষাতে পাঠ করেন নাই। *

---

* ১৮৮২ অব্দে রেভঃ হেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিম বাবুর যে মসীযুদ্ধ হয় তাহা বঙ্কিমজীবনীর ৭৮৫ পৃঃ হইতে ৮২৮ পৃঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে মুদ্রিত আছে। উহাতে বঙ্কিম বাবু একস্থলে লিখিয়াছিলেন :—

"দি লেজেণ্ডস্ অফ্ দি হিন্দু ফেথ হুইচ আর টু দি ইউরোপীয়ান ইনেক্সপ্রেসিব্লি সিলি, হি হ্যাজ হিদার টু হৈল্ড অপটু রিডিকিউলস। টু দি লভিংষ্ট ডি অফ হুইচ্ দি অথার অফ্ পুষ্পাঞ্জলি অল্সো এ বেঙ্গলি রাইটার বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি। দে হাড ইন্ডেড্ রিজাণ্টস এট সরপাষ্ট ইন্ লফ্টিনেস্ অ্যাণ্ড পোওর বাই এনিথিং ইন্ ইউরোপীয়ান লিটারেচার।" অর্থাৎ হিন্দু বিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির

পুষ্পাঞ্জলি হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইল—[ভূদেববাবু জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী অধিভারতী দেবী (ক) অন্নপ্রদান নিরতা মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিই * দেখিয়াছিলেন] :—

গ্রন্থকারের (ইনিও বাঙ্গালী—বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়) সভক্তিক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন কিছু হইতে হীন নহে। ইহার উত্তরে ষ্টেট্‌ সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আছে :—

"য়্যাড্‌ দি ক্লেভারমেন হুম হি নেমস্‌—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র অর বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি—কম টু দি রেস্কু, দে উড্‌ নট হ্যাভ রিটন বেটার ইংলীশ; বট্‌ দে উড্‌ হ্যাভ রান মোর কশাস্‌, মোর করেক্ট অ্যাণ্ড লেস্‌ অনারেবল দেন দেবার অ্যাক্সেস্‌ অ্যাণ্ড থিওরিজ্‌।" অর্থাৎ যদি ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই দাড়ায় নামিতেন তাঁহারাও এর চেয়ে ভাল ইংরাজী না লিখুন, বেশী সাবধানে লিখিতেন এবং অধিকতর অপরাজেয় কথা বা মত প্রচার করিতেন।

(ক) (১) ভূদেব বাবুর বিরচিত অধিভারতী দেবীর প্রণাম হিন্দুকণ্ঠে গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।—

মাতর্ণমামি ভবতীং হি সতীদেহরূপাং
মাতর্ণমামি বসুধাতল পুণ্য তীর্থং
মাতর্ণমামি পদ্ম যুগ্মধৃতা রাশিং।
মাতর্ণমামি হিমগৌর কিরীট ভূষাং।

(২) ভারতবর্ষের শিরোদেশে হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর; ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্র সলিলা সলিলা। ইহার পদমূল সমুদ্রের দুইটি বাহু প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস নিবন্ধন হিন্দুজাতীয়দিগের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়। ইহাদিগের ধীশক্তি অবন্ধ-বিরিণী ইঁহাদিগের নীতি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন।—(সামাজিক প্রবন্ধ)।

(৩) তাঁহারা (ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা) স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদ-মস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার স্বজাতীয় আর্য্যগণকেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃ শরীর প্রসূত বলিয়াছেন ;—সামাজিক প্রবন্ধ।

* ১। সর্ব্বপ্রথর্জন্ম ভূমিঃ জননী গৌঃপয়স্বিনী। মহাশক্তে র্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা।

২। হেমপ্রভা হরিদম্বরা পদতলেনী লাঙ্গলী লক্ষিতা, স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিনী সুরধুনী পয়ঃস্বনিষ্যন্দিনী। সূর্য্যেন্দু প্রতিবিম্বিতাম্বর লসৎ প্রালেয় মৌলিস্ফুরা, সৌম্যা স্তা "দক্ষি ভারতী" ভয়হরা নিত্যানন্দা শান্তয়ে॥

(১) ব্যাসদেব খ) আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিতে লাগিলেন—"মুনি-রাজ, আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমারহৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জ জ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি। ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাকে মাধব প্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেবী হইতে ইহাঁর বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি কোন্ দেবী? ইহাঁর পূজাবিধি কি? ইহাঁর উপাসনায় কাহারা অধিকারী? ইহাঁর সাধনে কি কি বিঘ্নের সম্ভাবনা? ঐ সকল বিঘ্ন বিনাশের উপায়ই বা কিরূপ? ইহাঁর সিদ্ধিলাভে ফল কি? × × মহামুনি মার্কণ্ডেয় গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাসদেবের শিরোদেশে আপন করপদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আমার সহিত আইস (গ) বলিয়া অগ্রসর হইলেন।

(খ) ভূদেব চরিত ১ম ভাগ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুষ্পাঞ্জলির সুসম্বন্ধ বা গ্রন্থের আভাস দেখ।

(গ) "ব্যাসদেব প্রশ্ন করিলেন "ইনি কোন দেবী?" মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গে করিয়া "তীর্থ দর্শন" করাইতে কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী হইয়া কুমারিকা দিয়া কামাখ্যায় লইয়া গিয়া এই গ্রন্থের শেষে, বলিলেন "একণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবী মূর্ত্তির দর্শন প্রাপ্ত হইলে।" অর্থাৎ ভারতবর্ষই অধিভারতী দেবীর ভৌতিকরূপ। তীর্থদর্শনেই তাঁহার "পরিক্রমণ" করা হয়!

ভূদেববাবু নিজে সময়ে সময়ে গিয়া আসাম, ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ, সিংহল, বোম্বাই রাজপুতানা ও পঞ্জাব দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। চাকুরীর সম্বন্ধে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ দেখা হইয়াছিল।

(২) কুরুক্ষেত্রে সঙ্কুচিতা সরস্বতী দর্শনে, 'ব্যাসদেবের ক্ষোভ :—এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতী জলে নিপতিত হইল। অমনি নদী-জলে যেন প্রবল বাত্যাঘাতে অথবা ভয়ঙ্কর ভূকম্প প্রভাবে বিলোড়িত হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উভয় কূল ভগ্ন করিয়া মূর্ত্তিমতী সরস্বতী ক্রমশঃ আয়তা হইতে লাগিলেন, বায়ুতে হোমাগ্নি-সম্ভূত ধূমগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্মর্ষি কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বেদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল: এবং জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি অতিরথ মহারথ অর্দ্ধরথ কবি ভট্ট বৈতালিক প্রভৃতির বিভূতি দ্বারা সর্ব্বস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলেই আপন আপন প্রকৃতি সুলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণকুহরে কহিলেন—মাভৈঃ মাভৈঃ—আমরা কেহই যাই নাই—সকলেই বিদ্যমান আছি।"

ভগবান বেদব্যাস চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বা ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া একান্ত স্তম্ভিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের কলিযুগোচিত অবস্থা দর্শন করিতেছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয় কন্দরোত্থিত নয়নবারির এমনি মাহাত্ম্য যে তৎকর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেখানে এরূপ মন সেখানে সত্যযুগ চিরকালই বিরাজমান। সাধুদিগের নয়ন বারিই কলিকল্মষ প্রক্ষালনের অমোঘ উপায়; মহামনাদিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতী জল। যতদিন তপঃসিদ্ধ মহাত্মাদিগের হৃদয় কন্দর হইতে ঐ জল নির্গত হইবে ততদিন সরস্বতী জীবিতা এবং বলবতী থাকিবেন।—

(৩) ব্যাসদেবের ক্রোধোদয় এবং জ্বালামুখী দর্শন। নিমেষমধ্যে গিরিগর্ভ হইতে গভীর গর্জ্জন স্বনিত হইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চতুষ্পার্শবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইল এবং জ্বালামুখী মুখব্যাদন করিয়া সুদীর্ঘ জিহ্বাগ্র দ্বারা পর্ব্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন।

ভগবান মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"দেবি! পূর্ব্বকালে অনেকবার এবম্ভূত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। আর যে কখন দেখিব তাহা মনে করি নাই। যখন যখন দেবকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইয়া ক্রোধের উদ্দীপন হইয়াছে—যখন যখন ভগবান ভূভারহরণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন—যখন যখন সাধুসমূহের হৃদয় কন্দরস্থিত রৌদ্ররস পরপীড়ন এবং অত্যাচারে একান্ত নিষ্পেষিত হইয়াছে, সেই সেই সময়েই তুমি এবম্প্রকারে চীয়মানা হইয়া সিদ্ধ পুরুষদিগকে স্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছ। কেবল মূর্ত্তি প্রদর্শন কর নাই। স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছ। যেমন এক্ষণে আমাদিগের পদতলস্থ রসাতল পর্য্যন্ত তোমার তেজে দ্রবীভূত হইয়া স্ফুটিত হইতেছে, তাঁহাদিগের মনের অভ্যন্তরভাগও তেমনি ক্রোধে বিলোড়িত হইতে থাকে। যেমন তোমার জিহ্বা তুষার রাশিকেও লেহন করিয়া শীতল হইতেছে না—প্রত্যুত তাহাকে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত করিতেছে, তাঁহাদিগের রসনাও সেইরূপ অগ্নিময়ী হয়, আত্মসমৃদ্ধি রসপানে তৃপ্ত না হইয়া তীব্রতরভাব ধারণ করে এবং যেমন এই প্রকাণ্ড ভূধরের দুর্দ্ধর্ষভার তোমাকে সংরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, স্বয়ং প্রকম্পিত এবং উন্নমিত হইতেছে, সেইরূপ তোমা কর্ত্তৃক উত্তেজিত মহাত্মাগণও অপরিমেয় আন্তরিক বলে বলবান হইয়া সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়েন।

(৪) নাস্তিকতার প্রভাবে স্বজাতি বাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা "তপস্যা, অধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা কর্ত্তব্য সাধন—এ সকলেরই মূল সত্য প্রতীতি। সত্য কৈ? এত নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্য এখানে রাজ্ঞী স্বেচ্ছাচারিতার প্রসাদ লাভে যত্নবান হও; তিনি আশুতোষ, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কর্ত্তব্য সাধনোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিও না, এই অনুজ্ঞামাত্র পালন করিলেই হইল।" মোহাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ এই সকল আকাশবাণী শুনিয়া ক্ষুব্ধ, ভীত এবং বিহ্বল হইলেন. তাঁহার আত্মতার ইচ্ছা হইল। ব্রাহ্মণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুরীর সর্ব্বোচ্চ নর-প্রকোষ্ঠে অধিরোহণ করিলেন। ঐ প্রকোষ্ঠ সপ্ততল। তিনি প্রথম ছয় তল উত্তীর্ণ হইয়া শীর্ষ তলে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, প্রকোষ্ঠের সর্ব্বস্থান হইতে ঐখানে সংবাদাদি আসিতেছে এবং তথা হইতে সর্ব্বত্র অনুজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কে যে ঐ সকল সংবাদ গ্রহণ এবং অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছে তাহা দৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, মনন, বিচারণ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী পুরুষের বিভূতি দৃষ্ট হইল। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছে কেহ ক্ষণকালের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। ইহাদিগের প্রতি একটী কঠিন নিয়ম ও প্রচলিত রহিয়াছে, বোধ হইল। ইহারা যদি ভ্রম ক্রমেও একবার স্বস্থান ত্যাগ করে অথবা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন আর কিছু করিতে যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হয় কিন্তু ইহারা কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আবার পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। ইহারা কাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে? কে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছে? কাহা কর্ত্তৃকই বা ইহাদিগের প্রতি দণ্ড বিধান হইতেছে। এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন যে, একটী অদৃষ্টপূর্ব্বা লাবণ্যবতী মূর্ত্তি নিরন্তর ইহাদিগের মধ্যে বিচরণ

করিতেছেন। ইঁহার প্রতি কোন নিয়ম নাই—কোন নিয়মভঙ্গ দোষের দণ্ডবিধানও নাই। ইনি একা—স্বাধীনা, সকলের কর্ত্রী এবং বিধাত্রী রূপেই অবিষ্ঠান করিতেছেন; কিন্তু যতই ঐ লাবণ্যময়ীর প্রতি দৃষ্টি করা যাইতে লাগিল, ততই একটী অভূতপূর্ব্বভাব হৃদয় মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন ঐ মূর্ত্তি এমন একটী পরম জ্যোতির ছায়া যে, তাঁহার ছায়াও আলোকময়ী।

ঐ প্রখর জ্যোতিঃ প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, ব্যাস-দেবের মোহভঙ্গ হইল। ভগবান মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তুমি বিধাতৃ সৃষ্ট ত্রিবিধ (খনিজ, উদ্ভিদ এবং জান্তব) সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য অবগত হইয়াছ। তুমি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, সর্ব্বব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খল দেখিলে। তুমি ভয় শোক সন্দেহাদির অতীত হইলে। যে অঘটন পটীয়সী মহামায়া আত্মার প্রসাদে ভগবান ব্রহ্মা এই মরুদেশে এই মহাতীর্থ ত্রিতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া-সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি প্রদর্শন করিয়া তোমার হৃদয়ে চিরঅধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ভ্রম প্রমাদ নাস্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; তুমি সর্ব্ব সিদ্ধি লাভের পথে পদার্পণ করিলে, তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য থাকিল না, তুমি স্বয়ং সৃষ্টি কার্য্যে সক্ষম হইলে।

(৫) আশার কথা; প্রভাস দর্শন।—"পরিবর্ত্তনই কালধর্ম্ম। সকলেরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যে রাজ ভবন ছিল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া পর্ণকুটীর হইতেছে—আবার যে পর্ণকুটীর ছিল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজভবন হইতেছে। তোমার পিতৃবাস যদি পর্ণকুটীর হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজ-ভবনে বাস করিতে—তোমার বাস পর্ণকুটীরে হইয়াছে, তোমার পরবর্ত্তী পুরুষদিগের বাস রাজ-প্রাসাদ হইতে পারে।" * * * যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন

প্রকার, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়গণের অনুভূতিও বিভিন্নরূপ। কোন পদার্থের স্বাচ প্রত্যক্ষ, কাহারও চাক্ষুস প্রত্যক্ষ, কাহারও শব্দ প্রত্যক্ষ এবং কাহারও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি বিষয় ভেদে কাহারও অনুভব যুক্তি দ্বারা, কাহারও স্মৃতি দ্বারা, কাহারও 'আশা', দ্বারা হইয়া থাকে। বাহ্য জগতে যাহার স্বাচ—প্রত্যক্ষ না হয় তাহাই কি অলীক এবং অপ্রকৃত হয়? কখনই নহে। তেমনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেই কোন ব্যাপার অলীক এবং অসভ্য বলিয়া অবধারিত হইতে পারে না।"

(৬) সংস্কৃতি; অভুশিখর দর্শন।—"সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ স্বরূপ মানব শরীরেই দেখ, অভক্ষ্য পদার্থ সমূহ কেমন অগ্নিযোগে পরিবর্ত্তিত এবং বিশোধিত হইয়া ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছে; ঐ ভক্ষিত পদার্থ জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া মাংস অস্থি মজ্জারূপ ধারণ করিতেছে; অচেতন জড় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্পন্দন মনন চিন্তনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে।

(৭) "সমুদায়ই স্বাহা মহাদেবীর লীলা। প্রকৃতিবাদীরা তাঁহাকে আকর্ষণী বলেন, কারণ তিনি শক্তি। সাংখ্যবাদী পাশুপতেরা তাঁহাকেই স্রষ্টা বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি আত্মা। আধ্যাত্মবাদীদিগের চক্ষুতে তিনি ইচ্ছাময়ী, কারণ তিনি জ্ঞানাগ্নিশিখা। তাঁহার পবিত্র মহামন্ত্র 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'।

"ব্যাসদেব! তুমি ঐ মন্ত্রের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইলে। তুমি জানিলে যে কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে তাহা—দ্রবীভূত—পরিবর্ত্তিত—সংস্কৃত করা বই কার্য্যান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাগ্নি তৎকার্য্যে সক্ষম হইল। স্বাহাদেবী যেমন পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আবাহনে আবির্ভূতা হইয়া অনাচার বর্ব্বর পিশাচ সন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজচক্রবর্ত্তীর পদযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। তোমার অগ্নিসংস্পর্শে ও অনাচার আচার পূত হইবে, অসংস্কৃত সংস্কারবিশিষ্ট হইবে এবং বিভেদ অভেদ হইবে।

(৮) সম্মিলনোপায়, এক দেশে বাস এবং প্রীতি। দ্বারা বর্তী দর্শন।—"বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন বেশধারী, বিভিন্ন কার্য্যব্যাপৃত নরগণ পরস্পর এত পৃথক্ ভূত হইয়াও এক প্রকৃতিক জীব, সকলরই তলভাগ, ভিত্তিমূল, গঠন প্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলতঃ দেশ ভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্ম্মভেদ, আচার ভেদ, জাতি ভেদ ও ভাষাভেদ একমাত্র দেশভেদ হইতেই জন্মে। সুতরাং দেশ ভেদ রহিত হইয় গেলে কালে আবার একতা জন্মিবে, সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষীর বাস নহে, নারায়ণের ও বাস।" * * *

"মনুষ্য মাত্রেই আকাশতলে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করে; মনুষ্য মাত্রেই পিতৃ ঔরসে এবং মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং মনুষ্য মাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন শিশুদিগের মধ্যে ধর্ম্মভেদের কোন চিহ্নই থাকে না, প্রকৃত আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ। ধর্ম্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফল মাত্র। * * * এই মহাদেশমধ্যে নানা ধর্ম্মভেদ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনার বাক্যাবলীশ্রবণে তিরোহিত হইল। আমি বুঝিলাম যে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশঃ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। আমি বুঝিলাম যে, সমুদায় ভূমণ্ডের সারভূত প্রতিরূপ স্বরূপ যে ভূভাগ, সেই ভূভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা উদারতর ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান এবং একতা সম্পাদন হইবে।" * দেখিতে দেখিতে ঐ মহাদেশের পশ্চিম-সীমাবর্ত্তী

---

* (১) ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, উষরভূমি এবং উর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলতঃ এইটাই ভারতবর্ষ। দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্ত-দেশসাধারণ একটি বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সঙ্কীর্ণমনা হয়

মহাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, প্রশস্ত ললাট উন্নতনাসা ও সুদীর্ঘ-শ্মশ্রুরাজি-পরিশোভিত-মুখমণ্ডল কতকগুলি নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রভাবে ঐ নর-পশুগণ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ধর্ম্মজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইল, পরস্পর হিংসা-দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া একতা প্রাপ্তির উপযোগী হইয়া উঠিল। ফলতঃ ঐ মহাদেশের স্থানে স্থানে যে ধর্ম্মবিভিন্নতা ছিল, তাহা সম্প্রদায় ভেদরূপে—যে জাতি বিভিন্নতা ছিল, তাহা বর্ণভেদরূপে—যে ভাষা বিভিন্নতা ছিল, তাহা অপভ্রষ্টতা-ভেদরূপে পরিণত হইল। আর কিছুদিন এইভাবে চলিলেই যেন সম্মিলন-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয় এমনি হইয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে একজন উদারচেতা রাজপুত্র ঐ নরদেবকুলে আবির্ভূত হইলেন। তিনি সম্মিলনকার্য্য এতদূর আসিয়াছে দেখিয়া আর কিছুমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কোন ভিন্নতাই থাকিতে দিবেন না। তাঁহার আদেশক্রমে মুণ্ডিত মুণ্ড ধর্ম্মো-পদেষ্টৃ সমূহ, মহাবল পরাক্রান্ত অধিরাজবর্গ এবং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন তার্কিক সম্মিলন কার্য্যের পূর্ণতাসাধনে ব্রতী হইলেন। উপদেষ্টৃবর্গের উচ্চৈস্বর মহাদেশ সীমা অতিক্রম করিয়া মহাসাগর পরিব্যাপ্ত দ্বীপাবলীতে এবং গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরাপর বর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিরাজবর্গের পরাক্রমে মহাদেশটী একচ্ছত্রের অধীন হইয়া দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের মূর্ত্তি কুক্ষিমধ্যে এবং নামাবলী বক্ষোদেশে ধারণ করিল। তার্কিকদিগের ভেদবুদ্ধির

না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটী চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকলজাতীয় লোক অপেক্ষা, পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব্বপ্রদেশেরই সুপ্রসিদ্ধ কবিরা ভেদ-বুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণ কীর্ত্তন করেন।—সামাজিক প্রবন্ধ।

সমস্ত ইন্দ্রজাল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ফল কথা, মানুষী চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে, হইল।

কিন্তু মানুষী চেষ্টায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। কাল সহকার ব্যতিরেকে ফল সুপক্ক হয় না। ভেদবুদ্ধির প্রকৃত মূল যতদিন উদ্ধৃত না হয়, ততদিন সম্পূর্ণ একতা সাধিত হইতে পারে না। নরদেব কুলের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও গৃহ বচ্ছেদ জন্মিল। অসহিষ্ণু সম্মিলনকারী দলনির্জীত এবং নিরস্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা বিজয়ী হইলেন, তাঁহারাও আর সতেজ থাকিলেন না।

বেদব্যাস দেখিলেন যে, ঐ নরদেব কুলের উভয় দলই সত্ত্বগুণ প্রধান ও পরমভাক্ত গুণের আশ্রয়; মহাদেবীর মন্দিরে তাঁহাদিগেরই আসন সর্ব্বোপরি; কিন্তু বিশুদ্ধ স্বত্ত্বগুণে সৃষ্টি হয় না, এই জন্য তাঁহারা সম্মিলন-কার্য্য সম্যকরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

তিনি আরও দেখিলেন, আর একটী নরকুল ঐ মহাদেশে লব্ধ প্রবেশ হইল। ইহারা সাহসিক বীর্য্যবান ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটীকে পুনর্ব্বার একছত্রের অধীন করিল; ভাষাভেদ প্রায় রহিত করিয়া আনিল; হর্ম্ম্য এবং বর্ম্মাদির নির্ম্মাণ দ্বারা দেশের শোভা সম্পাদন করিল, এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য এই মহাবাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা সম্মিলন সাধনের যত্ন করিল। কিন্তু ইহারা রজোগুণ প্রধান, বিলাস পরায়ণ ও সুখাভিলাষী লোক। ইহাদিগের সমাগমে মহাদেশমধ্যে সত্ত্ব এবং রজোগুণের একত্র অবস্থান মাত্র হইল।

অনন্তর অকূপার উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌর কান্তি পুরুষগণ ঐ মহাদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহারা আসিয়া কেবল দেশটীকে একচ্ছত্র তলে আনিলেন এমত নহে; তাহার সর্ব্বাবয়ব আয়সবন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে লাগিলেন ইঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলন সাধনের কোন চেষ্টাই করিলেন না।

কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইঁহারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনা হইতেই সম্মিলন ব্যাপারের যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিল। ঐ সকল লোক নিতান্ত স্বার্থপর—কিন্তু সুদূরদর্শী; একান্ত অহঙ্কার বিমোহিত—অথচ ভোগ সুখাভিলাষী নহে, অপরিমেয় বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বলশালী—কিন্তু পরোপকার বিরত; জ্ঞানচর্চায় উন্মুখ—কিন্তু মুক্তিভজনা করেনা। ইহারা ঘোর তমোগুণের আশ্রয় * * * বেদব্যাস এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিবিধ গুণের সমাগম দেখিলেন; কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের সম্মিলন চিহ্ন কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। গুণত্রয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ জনসমূহ পরস্পর পৃথকভূত হইয়াই রহিল। এইরূপ দেখিয়া তিনি একান্ত বিস্মিত এব ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এমত সময়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর মুখমণ্ডলে অলৌকিক স্নেহপ্রভা দেখা দিল। তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে শতধারে প্রস্রুত হইয়া ক্ষীর সমুদ্র জন্মিল। মহাদেশটী ঐ সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। বেদব্যাস দেখিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজন সেই ক্ষীর সমুদ্রে ভাসমান হইয়া আছেন, এবং পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষীর পান করিতেছেন।

"হঠাৎ ত্রিবিক্রমরূপ দৃষ্ট হইল। মহাদেশটী যথার্থই পুণ্যক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্ররূপে উদিত হইয়া উঠীল।"

(৯) করালী, কূর্ম্মধর্ম্ম।—"সহ্য আমাদিগের অবস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা, এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশ স্বীকারে ভীত হইতে পারিনা। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না। কষ্ট স্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম; সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।

ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।"

"রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোক বিজয়ী ; দ্বীপ-নিবাসী, পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহা-লক্ষ্মীর উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণু প্রকৃতিক। তিনি সকল পাণ্ডবের প্রধান ছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বীর্য্যবান ধীমান ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ছিল ; এবং তাঁহার বশীভূত ছিল বলিয়াই তাহারা নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। সহ্য আমাদিগের আবাস—সহ্যই আমাদিগের বল। যেন কোনকালে আমরা সহ্য ভ্রষ্ট না হই।

শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে, এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কূর্ম্মের প্রকৃতি কি ? কূর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কূর্ম্ম অপর কোন প্রতীকার চেষ্টা করেনা—আপন মুখ ভাগ এবং হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয় এবং নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্ব করিয়া থাকে * কূর্ম্মই সহ্য। অতএব সহ্যভ্রষ্ট হইও না। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না, অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।

"অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে?—মনে কর কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ বাড়িয়াই চলিল; তোমরা কি করিবে? কূর্ম্মের প্রকৃতি-ধারণ করিবে। হাত পা মুখ সব ভিতরে সব টানিয়া লইবে। ভোগ-সুখলিপ্সায় বিসর্জ্জন দিবে। আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবে। ব্যয়ে সঙ্কোচ করিবে। * * *

* ৪০ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধি আফ্রিকায় বলপ্রকাশ বর্জ্জিত বাধা (প্যাসিভ রিজিষ্টেনস্) প্রচার আরম্ভ করেন। তাহাতে ফলও পাইয়াছিলেন। তাহার পর ভারতে ঐ নিখুত কূর্ম্ম-ধর্ম্ম অল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া অসহযোগিতা (ননকোঅপারেশন) এবং দেওয়ানী আইনের অমান্য সিভিল ডিসওবিডিএনস্ প্রচার করিতে থাকেন। তাহাতে স্থানে স্থানে তাঁহার মতানুবর্ত্তীদিগের সংযমের ত্রুটীতে দাঙ্গা ফসাদ ঘটিয়াছিল।

রাজদ্বারে ন্যায় প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থক ব্যয় করিবেনা। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বলসঞ্চয় কর। কূর্ম্মপ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে, তাহার বল অধিক, না যে প্রহার সহ্য করিতে পারে, তাহার বল অধিক?—যে সহ্য করিতে পারে তাহারই অধিক। * * *

লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করেনা। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করে না। তাহার পুত্র পৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত, সেই স্বয়ং বরলাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ, সাত, দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে অপঃসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফল লাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য। কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।" * * *

সহিষ্ণুতা পরিহীন কত কত লোক স্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট স্বস্থানচ্যুত হইয়া আপনাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের হৃদয় পাষাণে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিমা খোদিত রহিয়াছে। এখানে সঞ্জীবনী মহাদেবী স্ব স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।"

(৯) ধর্ম্মজ্ঞান—কুমারিকা দর্শন:—"সমস্ত পরকালেই ধর্ম্মরাজের অধিকার। দেহী মাত্রের দেহ সম্বন্ধীয়, পরকাল, সেই দেহ সমুৎপন্ন সন্তানে বিদ্যমান থাকে। যে জীবদেহ কর্ম্ম-বলে যেমন উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার পারলৌকিক দেহও তেমনি উৎকৃষ্ট হয়। এই জন্য সমস্ত পরিণতি-ব্যাপারই যমরাজের আয়ত্ত। * *

"মনুষ্য দেহে কার্য্যক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি অধিক। এইজন্য মানব-গণের সামাজিকতা জাত পরস্পর মুখাপেক্ষিকতা অতি প্রবলতর হইয়া থাকে। সেই মুখাপেক্ষিকতা পুরুষানুক্রমে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে এমত দৃঢ়তর রূপ ধারণ করে যে, তদধীন হইয়া কার্য্য করা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে সকল নরগোষ্ঠীয়দিগের তাহা সম্যক না হয়, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুপতির শাসনে বিনষ্ট হইয়া যায়।" * * *

"আদিম মনুষ্য গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সাহসিকতা, নৈষ্ঠুর্য্য, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, গোষ্ঠীপতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং অপত্যস্পৃহতা যেমন প্রধান ধর্ম্ম—নম্রতা, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিতা, সত্যনিষ্ঠা তেমন প্রধান ধর্ম্ম হয় না। ইহার কারণ এই যে, ঐ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মগুলির প্রয়োজন অধিকতর—সেই প্রয়োজন সকলেরই বোধগম্য, এবং পরস্পর মুখা-পেক্ষিকতা ঐ সকল ধর্ম্মেরই প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়। আদিমাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মবিহীন নরগণ সহজেই মৃত্যুকবলিত হইয়া পড়ে। ক্রমে মনুষ্যসমাজ বৃহত্তর এবং শান্তিস্থল হইয়া আসিলে মানবীয় ধর্ম্ম আর একটী সোপানে অধিরোহন করে। অন্যে কেমন সকল কার্য্যের প্রশংসা এবং কেমন সকল কার্য্যের অপ্রশংসা করে, তাহার প্রকৃতিবোধ হইতে থাকে। তাহা হইলেই পরোপকারিতা দানশীলতা; নম্রতা এবং বিনয়াদি কোমল ধর্ম্ম আদরণীয় হইয়া উঠে, এবং সেই সমাদরের অপেক্ষা করিয়া লোকে ঐ সকল ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হয়।

"অনন্তর বুদ্ধিজীবীনরগণ প্রশংসনীয় যাবতীয় কার্য্যের প্রকৃতি উপলব্ধ করিতে পারেন। তাহা করিতে পারিলেই আর সাক্ষাৎ প্রশংসার তেমন অভিলাষ এবং সাক্ষাৎ তিরস্কারের তেমন ভয় থাকে না। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে সুদূর পরবর্ত্তী পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং যে কর্ম্ম আপনারা মনে মনে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বোধ করেন, কিয়ৎপরিমাণে তাহা করিতেই প্রবৃত্ত হয়েন।

ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপে দেহপরিবর্ত্তের সহিত সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তের সহিত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত, বিশোধিত এবং সুবিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজের শাসনই তাহার একমাত্র হেতু। * * *

মুখাপেক্ষিতা সামাজিক বন্ধনের সারভূত। ইহা আত্মাশক্তি প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েই প্রীতির কন্যা। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি গৃহবাসিনী—বহুসন্তান জননী। নিবৃত্তি ব্রহ্মচারিণী—নিরপত্যা। সহোদরার সন্তানদিগকে সুপালিত এবং সুশিক্ষিত করিয়াই তিনি জীবন-যাপন করেন। মুখাপেক্ষিকতা প্রবৃত্তি প্রসূতা এবং নিবৃত্তি কর্তৃক শিক্ষিতা।" * * *

"যে ব্যক্তি, আপনার পূর্ব্বজন্ম ছিল পরজন্মও হইবে, ইহা নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া, আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে; এবং অভি-মান শূন্য হইয়া অংশধর্ম্ম প্রতিপালন করে; সেই সুখী।"

গঙ্গা-সাগর দর্শন :—

(১০) "বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু-গঙ্গা সঙ্গম-জাত। ইহা মহামুনি কপিল দেবের তপস্যাক্ষেত্র। এই অর্ণব পোতের নিম্নভাগেই পাতালপুরী। এখানে সমুদ্রের তলস্পর্শ হয় না। দেখ দেখ; স্বর্ণদী কেমন আনন্দোৎফুল্লা হইয়া সাগর সঙ্গমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসত্ত্ব মহাসাগর কেমন বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে আপন বক্ষে ধারণ করিতেছেন। মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির এই সম্মিলন ভূমি।" * * *

"এই মহাতীর্থ বাসের সমস্ত শুভফল এখানকার মনুজগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও চিত্তভূমি মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গম স্থল। সাংখ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন; তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন

ব্যাখ্যার যথোপযুক্তস্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতি-পীযূষপূর্ণ গোবিন্দ গীতিও এই দেশে সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গাবলম্বী শক্তি সমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।"

"ফলকথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথী সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

"এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীর বিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ, এখানকার ফল মূল শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃত পূর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দনকানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্ম বশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সাগর সন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই?"

"কপিলদেব প্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্র প্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্র জননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?" × × ×

* * * * "আমরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান মহাতীর্থ সীমায় উপনীত হইলাম। ইহা সর্ব্বফলপ্রদ কামাখ্যা ক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশী প্রয়াগাদির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষ্মী-সেবিত-পুরুষদিগের এবং যশোলিপ্সু ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের সমাগম নাই। ইহা মন্ত্র সাধন করিবার তীর্থ।

সচেতন মন্ত্রে দীক্ষিত বীর পুরুষেরাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী . প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন মহামতিরাই ইহার যথার্থ মাহাত্ম বুঝিতে সমর্থ। ফলশ্রুতিরূপ খণ্ড লড্ডুক প্রদর্শন দ্বারা শিশুবৎ অবোধ যে সাধকদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রলোভিত করিতে হয়, তাহারা এই তীর্থের অধিকারী নহে। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।" * * * "তীর্থের নাম কামাখ্যা—কিন্তু উপাসনা নিতান্ত নিষ্কাম—ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ? কিন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মুক্তির নিমিত্ত যে কামনা, তাহাও কামনা। কোন কামনা করিব না, এই কামনাও কামনা; সুতরাং কোন পদার্থ কামাখ্যার অনধিকৃত নহে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি গূঢ় বিষয়। অন্যান্য তীর্থের জলবিন্দু কিম্বা মৃৎকণিকা স্পর্শ করিলে নানা শুভফল ফলিত হয়, ব্রহ্মহত্যাদির পাতক দূর হয়, কোটিশঃ পূর্ব্বপুরুষের বৈকুণ্ঠাদিতে বাস হয়। কামাখ্যার বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়। ২৯ মন্ত্রের মালা জপ করিতে হয়। বিভীষিকার উপদ্রবজাল উত্তীর্ণ হইতে হয়; নানা প্রকার অনুষ্ঠান অতি সংগোপনে নির্ব্বাহ করিতে হয়। এক জন্ম, দশজন্ম, শতজন্ম, প্রতীক্ষা করিতে হয়। ফল কি হয় বলা যায় না। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।"***

"কামাখ্যা সিদ্ধদিগের নাম থাকিতে পারে না। অসম্পূর্ণ আংশিক পদার্থেরই নাম করণ হয়, এবং নাম থাকে। বেদ এবং তন্ত্র শাস্ত্র প্রণেতৃগণের নাম কি? তাঁহারা ব্রহ্মত্ব এবং শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ব্রহ্মা এবং শিব। পুরাণ শাস্ত্র প্রণেতৃদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই জ্ঞান প্রচারকর্ত্তা অতএব সকলেই বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পূজাপদ্ধতি প্রকাশক বিজিতেন্দ্রিয় মহাত্মাদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, অতএব

সকলেই বশিষ্ঠ। নাম রাখিবার কামনা থাকিলে কি নিষ্কাম উপাসনা হয়? এখানকার সাধন প্রকরণ নিতান্ত গুহ্য। ইষ্ট সাধন করিব—সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়—হউক, শরীর যায়—যাউক, নাম ডুবে—ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারূঢ় বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে পারেন। ইহা সাক্ষাৎ শক্তি সাধন।"***

"তাহা (এই তীর্থের অনুষ্ঠেয় ব্যাপার) প্রকাশিত হইবার নহে এবং এক প্রকারও নহে। সাধক ভেদে অভীষ্ট দেবতার রূপভেদ হয়। বিভিন্নরূপ দেবতার পূজাপদ্ধতিও বিভিন্ন। তোমার ধ্যানগম্য যে মূর্ত্তি, তাহা এপর্য্যন্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। সুতরাং সেই মূর্ত্তির পূজা এবং সাধনবিধি তোমাকেই স্বয়ং তপস্যাবলে জানিয়া লইতে হইবে।

"শক্তি সাধনের গুরু দ্বিদলাধিষ্ঠাত্যক্রয়গ মধ্যস্থ মহেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নাই। যোগ শাস্ত্রের অভ্যাস এবং নিয়ম পালন দ্বারা শরীর দৃঢ়, ইন্দ্রিয় বশীভূত, মন শুচি এবং চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু সেই সাধনসমুদ্রে তাঁহার তরী একবার ভাসমান হইলে তাহা চলিবে কিনা, কিরূপে চলিবে, কতকালে কোথায় চলিবে তাহা সাধকের ইষ্টদেবতা এবং মহাগুরু ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না।

"আমি সপ্তকল্পান্তজীবী হইয়া অনেক ব্যাপারই স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। কিন্তু সৃষ্টি বিষয়ে অদ্যাপি সুপরিস্ফুট জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না। স্বয়ং ব্রহ্মাও সৃষ্টি কার্য্য বিষয়ে সমগ্রজ্ঞান-সম্পন্ন কিনা, তাহা সন্দেহের স্থল। কারণ বেদে উক্ত হইয়াছে "সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে, সৃষ্টি করিবেন কিনা ঈশ্বর স্বয়ং তাহা জানিতেন বা জানিতেন না।" শক্তিসাধন এবং সৃষ্টি প্রকরণ একই ব্যাপার।" * *

"এই ব্রহ্মপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পর্ব্বতোপরি আরোহন করিবে। উহার শিরোভাগে ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাখ্যা

মন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভবগুহা মধ্যস্থিত। ঐ স্থলে কাহারও সমভিব্যাহারী হইবার অধিকার নাই। এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীর মূর্ত্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শন লাভ হইল। তাঁহার পূজা বিধি কি? তাহা মনোভব গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং অবগত হও।”

দ্বিতীয় ভাগ “পুষ্পাঞ্জলিতে” গুপ্তসাধন সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিবার কল্পনা ভূদেববাবুর ছিল। সম্ভবতঃ পুষ্পাঞ্জলির উৎসর্গপত্র পিতার নামে লিখিবার পর মাতার নামেও লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে লিখিত দুইখানি উৎসর্গপত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উহার একখানির উল্লেখ তাঁহার ২৩।১।৮৩ ডায়রিতে আছে। যথাস্থানে ছাপা হইবে। ইহাতে ভূদেববাবুর মাতৃ-পিতৃভক্তি, জন্মভূমি জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতি এবং জগদধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি ভক্তি অতিসুন্দরভাবে প্রকাশিত আছে বলিয়া উহা এইস্থানে মুদ্রিত করা গেল।—

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা ৺ ব্রহ্মময়ী দেবী মাতৃ ঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু—

মা!

সেই একদিন সে অনেক দিন হইল আমি বিদ্যালয় হইতে আসিয়া তোমার কোলে মাথা দিয়া শুইলাম তুমি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া হাসি মুখে আমার সহাধ্যায়ী মধু, বঙ্কু,, হরি, গৌর এবং শ্যাম প্রভৃতির কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে—তাহারা কে কেমন আছে, কে কেমন পড়া বলিয়াছে আমরা কে কি খেলা করিয়াছি, এইসকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে

লাগিলে। তুমি প্রায়ই ঐরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে। কেহ আমার চেয়ে ভাল পড়া বলিয়াছে আমার উপরে উঠিয়াছে, আমার অপেক্ষা বেশী পারিতোষিক পাইয়াছে, এরূপ শুনিলেও তোমার মনে কদাপি কিছু মাত্র ক্ষোভের উদ্রেক হইত না। যেন এক ছেলের চেয়ে আপনারই আর এক ছেলে ভাল হইয়াছে এইরূপই মনে করিতে। কোন মানুষই মাতা তোমার মত, পরের ছেলেকে আপনার ছেলের সমান চক্ষে দেখিতে পারেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। তোমার সেই ভাব আমাকে এই মাতৃ ভূমির ভাব বুঝিবার অধিকার দিয়াছে। কিন্তু স্নেহময়ি! তোমার আপনার ছেলের উপর কি ভালবাসা কম ছিল?—তবে যখনই বাবা আবৃত্তি করিতেন "বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বক্ত্রং"—তখনই কেন তোমার আনন্দোৎফুল্ল সুগভীর স্নেহব্যঞ্জক সেই দৃষ্টি আমাকে লক্ষ্য করিত অথবা আমার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইত! তোমার স্নেহ উদার ছিল। দেবভাবেই তুমি সন্তান সন্ততি প্রভৃতি সমস্ত পরিজনকে দেখিতে,—সমস্ত জগৎকে সেই চক্ষেই দেখিতে। তুমি নামেও ব্রহ্মময়ী ঔদার্য্যেও ব্রহ্মময়ী ছিলে। পিতৃ আদেশে তোমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। তাঁহার স্থানে তোমার সমক্ষে, অভীষ্ট দেবতার ধ্যান পূজাদি শিখিতে লাগিলাম। ইষ্ট দেবতার ধ্যান ধারণায় কিছুমাত্র যত্ন করিতে হইল না। সেই ধ্যানগম্য মূর্ত্তি তোমার সহিত অভিন্ন দেখিলাম; তোমরাই আমার সম্বন্ধে অচিন্ত্য উদারতার, অচিন্ত্য স্নেহের, অচিন্ত্য শক্তির অচিন্ত্য জ্ঞানের ও অচিন্ত্য মহনীয়তার আধার এবং আদর্শ। সুগভীর রাত্রিকালে অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে মন যেমন অনন্তে বিলীন হইয়া যায়, মেঘাচ্ছন্ন গিরিশিখর হইতে সূর্য্যালোকে আলোকিত ধরাপৃষ্ঠ দৃষ্ট হইলে, আত্মা যেমন সেই আনন্দালোকে মিশাইয়া যায়, তোমাদের প্রতি আমার মন চিরকাল সেই ভাব ধারন করিয়াছিল, এখনও তাহাই করিয়া আছে।

তন্ত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুনিতে লাগিলাম। যে প্রকারে দেহের অন্তর্বাহ্ন দৃঢ় হয়, যে উপায়ে মনের বলবত্তা এবং শুচিতা সাধিত হয়, এবং যে অনুষ্ঠান পরম্পরায় মনোভূমিতে ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠাত্রীত্ব সংস্থাপিত হয়, সাধন প্রকরণে তৎসমুদায়ই সুব্যক্ত দেখিলাম। বুঝিলাম যে অপরাপর শিক্ষাপদ্ধতি যতদূর এই পদ্ধতির অনুরূপ, ততদূরই তাহার প্রসস্ততা এবং ফলবত্তা।

আগমশাস্ত্র জগৎকে চিন্ময় দেখাইয়া, বৈদিক মহাবাক্য সকলের প্রকৃতার্থ উপলব্ধ করাইয়া এবং "ত্বংকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূনং" এই স্বরূপ আখ্যানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া, সকল দর্শনের, সকল শাস্ত্রের এবং সকল ধর্ম্মপ্রণালীর মীমাংসা এবং সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেয় এবং হীনদশার অবশ্যম্ভাবী ফল যে ক্ষুদ্রাশয়তা তাহার সম্যক অপনয়ন করিতে পারে; তোমাদিগের উপদেশ এবং জীবনবৃত্তের প্রভাবে আমার হৃদয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধা চিরপ্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমাদিগের এই অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন সমাজ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসাদেই দৃঢ় সম্বন্ধ হইতে পারে, এই আশাও উদিত হইয়াছে। মা! বহুবর্ষ অতীত হইল তোমার পায়ে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলাম, অনেক দিন তাই করিতে পাই নাই, আজি পুনরায় তাহা ঘটিল। পূজা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শ্রদ্ধা এবং ঐ আশা, এই পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়া, তোমার পাদপদ্মে সভক্তিক পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

তন্ত্রের এক ভাগের কথা যাহা তিনি সংক্ষেপে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে তাঁহার কল্পিত 'পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগ', 'দার্শনিক প্রবন্ধ', এবং 'শিষ্টাচার প্রবন্ধ' লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়।

[পূজ্যপাদ ৺ গ্রন্থলেখকের ৺ কাশী প্রাপ্তির পর পুরান কাগজ পত্রের মধ্যে ভূদেব বাবুর পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার কল্পনা সম্বন্ধে যাহা কিছু কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৫ই ভাদ্র ১৩২৯ তারিখের এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত করিয়াছি তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম—প্রকাশক ।

এডুকেশন গেজেট—১৫ই ভাদ্র ১৩২৯ ।

১৮৮৮ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দদেবের কর্ম্ম উপলক্ষে বাঁকা থাকার কালে ভূদেব বাবু বাঁকায় গিয়াছিলেন । বাঁকা হইতে ফিরিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল । ইহা হইতে তিনি পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগ কিভাবে লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা যাইতে পারে ।

প্রিয় গোবি,

তোমার বাঁকার বাসা হইতে ঘোড়ার গাড়িতে ভাগলপুর ষ্টেশনে পৌঁছিতে আমার সওয়া ছয় ঘণ্টা লাগিয়াছিল । যতক্ষণ গাড়ী ধীরে চলিতে ছিল তখন এক একবার মনে হইতেছিল—বটুক দেবের অসুস্থতার লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি অতএব ফিরিয়া যাই । কিন্তু যখন গাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল তখন মনকে বুঝাইতে পারিলাম—আমার সেখানে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন হইবে না ।

তখন অন্য এবং অধিকতর প্রীতিকর চিন্তা সকল মনের মধ্যে উদিত হইতে লাগিল । যেন আমার মাতৃদেবীর উপস্থিত অনুভব করিলাম । তাঁহার স্মৃতির সহিতই পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার কথা মনে পড়িল । কারণ দ্বিতীয় ভাগ পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম ! পুস্তকখানির বিষয় ও বিভাগ মনোমধ্যে উজ্জ্বলরূপে উদিত হইল । পুষ্পাঞ্জলি প্রথম ভাগে নায়ক

বেদব্যাসকে আসাম প্রদেশে কামাখ্যা শৈলে উপস্থিত করিয়াছে। তথায় তিনি জপ করিতে আরম্ভ করিবেন। এখন তিনি "মনোভব গুহা" মধ্যে প্রবিষ্ট, সেইজন্য জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ-রক্ষাকারী দেবতা "ক্ষেত্রপালের" ধ্যান করিবেন। তারপর ভ্রূণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে শৈশব-দেবতা 'বটুকে'র আবির্ভাব ও শিশুর শৈশব-কালীন ক্রীড়াদি শিক্ষার ব্যাপার। এই সব বিষয় লিখিবার পর—যোগিনী-দিগের অর্থাৎ চৌষট্টি কলা-বিদ্যা অথবা চরম শিক্ষার আবির্ভাব। তৎপরে—সামাজিক দেবতা (সোশাল গড্) সিদ্ধিদাতা গণেশের আবির্ভাব—ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকলের শিক্ষা। সর্ব্ব শেষে জগৎ-জননী ব্রহ্মময়ী দর্শন দিয়া স্বীয় নাম মাত্রে মন্ত্র দীক্ষা দান করিয়া সাধকের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিবেন ও তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি দান করিবেন। তখন সাধক সর্ব্বপ্রথম সুরলোক (ইন্দ্রস্ হেভন্) এ গমন করিবেন ও তথায় দেবগন যেভাবে 'চণ্ডীর' মর্ম্মগ্রহণ করেন সেই ভাব-সম্বলিত চণ্ডী পাঠ শ্রবণ করিবেন। তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন; "চণ্ডী"র শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ অংশে স্বয়ং ব্রহ্মা যে অর্থ গ্রহণ করেন—তাহা সাধক তথায় শুনিতে পাইবেন। এই লোকে—তাঁহার কিছুকাল স্থিতি হইবে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা রামায়ণের মর্ম্ম যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাহা সাধককে-শ্রবণ করান হইবে। ব্রহ্মলোক হইতে সাধক সত্যলোকে গমন করিবেন। তথায় তিনি আলোক ছটার মধ্যে মধ্যে ওঁঙ্কার দেখিতে পাইবেন।—তিনি আরও দেখিবেন এই ওঁঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে ক্লীং হ্রীং ক্রীং ঐং প্রভৃতি বীজ মন্ত্র সকলে পরিণত হইতেছে। তাঁহার মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইবা মাত্র তিনি সুরলোকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবেন ও তথায় তিনি দেখিতে পাইবেন বীজমন্ত্রগুলি পঞ্চদেবতা ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি দেবদেবী মূর্ত্তিতে পরিণত প্রাপ্ত হইতেছে। দেবগন মহাভারতের

বিষয় কিরূপ জ্ঞাত আছেন, সাধকের তাহা জানিবার ইচ্ছা হইবে। তিনি পুনরায় ব্রহ্মলোক ও সুরলোকে নীত হইবেন ও মহাভারতের বিশদার্থ জ্ঞাত হইবেন। অতঃপর তিনি জগত ও জাগতিক বিষয় সকলের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইবেন। তখন আর তাঁহার মনে ইহা ব্যতীত অন্য কোন লোকের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ব্যষ্টির মধ্যেই সমষ্টি আছে (অল ইন্ ইচ) এই সত্য তখন তাঁহার সুপরিজ্ঞাত।

আমার মনে ইহা ব্যতীত অন্যান্য ভাব সকলেরও উদয় হইয়াছিল। পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগের বিষয় ও বিভাগ উপরোক্তভাবে চিন্তা করিবার পর "দার্শনিক প্রবন্ধ" নামে কতকগুলি প্রবন্ধের বিষয় ভাবিয়াছিলাম। ইহাতে ইউরোপীয় ও সংস্কৃত সকল দর্শন মতের সংক্ষিপ্ত বিষয় ও সম্বন্ধ লিখিত হইবে।

ঐ দিন সামাজিক প্রবন্ধের ও বিষয় মনে উদিত হইয়াছিল। ঐহিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছি। তাহা এখনও লেখা হইয়া উঠে নাই 'সাতত্ত্বিকতা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী হইবে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলাম। এ বিষয়ে আমার মনে হইল যাহার মধ্যে অত্যধিক বিরোধ (ডাইভারসিটি) রহিয়াছে বৈদেশিকেরা তাহার মধ্যেও সমত্ব (ইউনিফরমটী) দেখিয়া থাকেন। পিতৃদেবের ইংরাজ অনেক দেখিবার আবশ্যক হইত না। যাঁহাদের আকৃতি দৃঢ়ভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত না হইত তাঁহাদের ব্যতীত অপর সকলের আকৃতি ভেদ তিনি বুঝিতে পারিতেন না।

পুষ্পাঞ্জলি।

২য় ভাগ

(১) অনাদি বাসনা

একটী নবীনবয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পারে বসিয়া অপর কূলবর্ত্তী কামাখ্যা শৈলের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন। অস্তগামী

সূর্য্যের লোহিত কিরণে জল স্থল সমুদয় কেমন দিব্য রাগরঞ্জিত হইয়াছে এবং কেমন ক্রমে ক্রমে সেই সমুজ্জ্বল রাগ হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে, তিনি তাহার কিছু দেখিতেছেন না। অল্পে অল্পে দিব্যকরের সমুদয় কিরণ জাল জল হইতে স্থল হইতে পর্ব্বত শিখর হইতে নভোমণ্ডল হইতে অপসারিত হইল। একটী দুইটী করিয়া নক্ষত্ররাজী দেখা দিতে লাগিল; নদ বক্ষ হইতে বাষ্পরাশি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। পর্ব্বত শিখর হইতে অন্ধকার নিম্নে নামিয়া আসিতে লাগিল, শৈল ক্রোড়ে উভয়ের সম্মিলন ঘটিল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি দেখা দিল।

রাত্রি কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী ঘোর অন্ধকার। দূরস্থ কি নিকটস্থ কোন বস্তুই দৃষ্টি গোচর হয় না—আপনার শরীরকেও দেখা যায় না। এমন সময়ে বামা কণ্ঠে শব্দ হইল "ঠাকুর! যদি পরপারে যায়েন 'হোলন্দে' আসুন"। ব্রাহ্মণ শব্দানুসারে নামিলেন; একমাত্র বৃক্ষ বিনির্ম্মিত একটী নৌকার উপর উঠিলেন এবং নৌকার কর্ণের দিকে দৃষ্টি করিয়া অনুমান করিলেন যেন একটী যুবতী মাত্র নৌকার কর্ণবার—নৌকাতে আর কেহ নাই। নৌকা বেগে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যে কত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি মৌনী হইয়াই রহিলেন।—নৌকা পরপারে পৌছিল। নৌকাবাহিনী কহিল—"ঐ আপনার সম্মুখে কামাখ্যা শৈল। আপনি পশ্চিম মুখে গমন করিলেই তীর্থ স্থানে যাইবার পথ পাইবেন।—আমি ভূমীন্দ্র কন্যা (১) আমার নাম বাসনা (২) কামাখ্যা যাত্রীদিগকে পরপার হইতে লইয়া আসাই আমার কর্ম্ম।"

(১) "ভূমীন্দ্র কন্যাবকা মাতা"
(২) "অনাদি বাসনৈব জগৎ সৃষ্টি হেতুঃ।"
All matter wants to live Schopenhaur.

(২) ক্ষেত্রপাল

পূর্ব্বদিক হইতে কামাখ্যা শৈলের উপরে উঠিতে হইলে প্রথমেই যে ভূমিভাগে প্রবিষ্ট হওয়া যায় সেই ভাগের নাম 'মহাশ্মশান'। (৩) ব্রাহ্মণ ঐ মহাশ্মশানে প্রবেশ করিলেন। মহাশ্মশানের অভ্যান্তরভাগ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন, ঐ স্থানে বিন্দু মাত্র আলোক নাই। যে ক্ষীণ চন্দ্রকলা এবং প্রভাব আছে তাহা জীবনের উন্মেষ মাত্র বলিয়া বোধ হয়, আলোকময়ী বোধ হয় না।

সে আলোকশূন্য আকাশ মধ্যে ক্ষেত্রপালের অধিষ্ঠান হইল। তাঁহার আদেশে যথাযোগ্য তপশ্চরণ হইতে লাগিল। সেই তপস্যা—কারণ বারিতে ভাসমান ত্রিগুণময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তপস্যার ন্যায় অথবা মাতৃজঠরান্তর্গত জরায়ুর তপস্যার ন্যায়! মস্তক নিম্নে, পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিয়া সম্পূর্ণ সমাধির অবলম্বন। ব্রাহ্মণের তপশ্চরণ আরম্ভ হইল এবং তপঃপ্রভাবে শক্তিপ্রবাহ ঘনীভূত হইয়া অনু অনুর রূপে সংযুক্ত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রপালের সন্তোষ জন্মিল। তাঁহার সর্পকুণ্ডল শিথিল হইল, সর্পের বেষ্টনীগুলি একে একে খুলিয়া গেল, তপস্যা পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ মহাশ্মশান উত্তীর্ণ হইয়া সমিরণ সঞ্চরণ বিশিষ্ট এবং সূর্য্যালোকে আলোকিত স্থানে উপস্থিত হইলেন।—উপস্থিতি মাত্র একটী মন্ত্র লাভ করিলেন।

(৩) গণেশ

উহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম মন্ত্র, ইহার নাম অজপা। এ মন্ত্র জপের বিরাম নাই। এই মন্ত্র হইতেই সমুদয় বেদের সৃষ্টি।

মন্ত্র জপ চলিতে লাগিল। জপের প্রভাবে অগ্নিদেব আবির্ভূত

(৩) [ফুট নোটের বাকী অংশটুকু কীটদষ্ট হওয়ায় পড়িতে পারা যায় নাই।]

হইলেন। সেই অগ্নিতে মেধ্য সমূহে আহুতি হইতে লাগিল। তপঃ প্রভাবে সিদ্ধি জন্মিতে লাগিল।

(৪) বটুক

ঐ সিদ্ধির ফলে ইন্দ্রিয় সামর্থ জন্মিল এবং ক্রীড়া ছলপদেশেই সমস্ত বাহ্য জগৎ শিক্ষা হইয়া গেল বাল্য এবং কৈশোরের দশা পরিসমাপ্ত হইল। তদনন্তর

(৫) যোগিনী

কলাবিদ্যা সকল গ্রহণের কাল আসিয়া একে একে তৎসমুদয় গ্রহণ করাইল, অন্তর্জগতের স্ফুরণ হইতে লাগিল।

(৬) পরমশিব

এবং গুরুর উপাসনা আরম্ভ হইল।

[এই অবধি খসড়ারূপে লেখা পাওয়া গিয়াছে পুস্তকাকারে কেবল নিম্নলিখিত অংশটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে।]

পুষ্পাঞ্জলি।

দ্বিতীয়ভাগ

ব্রহ্মপুত্র—উমানন্দ—ভুবনেশ্বরী।

বিশালবক্ষ ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছেন। গমনের বেগ অতি প্রখর। কিন্তু গাঢ় কুজ্ঝটিকাবরণ বশতঃ বেগবত্তা লক্ষিত নহে। উমানন্দের পদতলে শরীর ঢালিয়া দিয়া এবং হৃদয়ে ভুবনেশ্বরীর প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের কি স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রশান্তি এবং পবিত্রতা

জন্মিয়াছে। তাহার উপমাস্থল শুদ্ধ বুদ্ধ ব্যক্তির জীবন ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণরূপী বেদব্যাস নদের দক্ষিণ তীরে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধে, ভুবনেশ্বরীর প্রতি মধ্যে গিরী উমানন্দের প্রতি এবং নিম্নে ব্রহ্মপুত্রের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পার্শ্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়া যেন আপনার চির পার্শ্বচর মহামুনি মার্কণ্ডকে দেখিতে না পাইয়াই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে 'বুঝি বাসনার অবির্ভাব হইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উচ্চ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় সমকক্ষতা—থ্যাঙ্ক ইউ ও হমবগ, স্ত্রীস্বাধীনতা পুরুষস্বাধীনতার অনুপাতেই হয়, একজন চীনীয় মজুর ১॥ জন মার্কিন, ২ জন ইংরাজ এবং ৩ জন বাঙ্গালা মজুরের সমান, অপ্রাকৃত ইংরেজ, বৈদ্যের কড়ি এবং বিদ্যার দান, ইংরাজজাতি বনাম ন্যায়পরাতা, গবর্ণমেণ্টের বন্ধন, চাকুরী বনাম শিল্প, লবণোৎপাদন—চাকুরীতে নিয়োগে ভাললোকের অনুসন্ধান। বিহার সার্কেলের ভারপ্রাপ্তি—বিহারের উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ চেষ্টা হিন্দিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ—বিহারের আদালতে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষার প্রচলন—বিহারীদিগের কৃতজ্ঞতাসূচক সাধারণ প্রচলিত গীত—হিন্দী মেডাল ফণ্ড—(বিহারে ১৯১৭ ; উঃ পঃ প্রদেশে ১৯২১)

ভূদেব বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে যে সমস্ত ইউরোপীয়ের সংস্রবে আসিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ। স্বধর্ম্মানুমোদিত আচার নিষ্ঠায় অটল থাকিয়া সাহেবদের সহিত তিনি যেরূপ সমকক্ষ ভাবে মিশিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের মনের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন—আর কোন বাঙ্গালী সেরূপ পারেন নাই। এইজন্যই তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ দেশহিতকর প্রস্তাব গুলির কিছু কিছু সময়ে সময়ে গ্রাহ্য হইত। তাঁহার প্রশান্ত আর্য্যমূর্ত্তিই প্রথমতঃ তাঁহার অনুকূলে সকলেরই হৃদয় অধিকার করিত। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ, জি, কুক সাহেব এক সময়ে তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামধন রায়ের নিকট বলিয়াছিলেন, "তোমারা আপনাদের আর্য্য আর্য্য বল, কিন্তু প্রকৃত আর্য্যে মূর্ত্তি এক ভূদেব বাবু ভিন্ন আর কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না।"

ভূদেব বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেই অধিকাংশ সাহেবরা উঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি নিজেও বলিতেন

যে, উচ্চশিক্ষিত ইংরাজদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেই তিনি কিছু না কিছু শিখিয়া আসেন। সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, যেখানে দুজনের কথাবার্ত্তায় একজনের একটুও প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে দুজনের মধ্যেই সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে। প্রীতি ও বিরাগ সংক্রামক জিনিষ। গুণ দেখিতে উন্মুখ না থাকিলে দোষই চক্ষে পড়ে। ভূদেব বাবু ঈশ্বর সৃষ্ট সকল বস্তু এবং ব্যক্তিতে গুণ দেখিতে পাইবেন এ বিশ্বাস করিবেন। * এই প্রকৃত গুণগ্রাহিতার সহিত তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ, সজাতিপ্রেম, আত্মমর্য্যাদাবোধ উচিত কথা সরল ও মধুরভাবে ইংরাজীতে বলিবার ক্ষমতা এবং তাঁহার সর্ব্বদা সৌজন্যপূর্ণ সংযতভাব উপলব্ধি করিয়া সুবিদ্বান ইংরাজেরা বড়ই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ হঠাৎ দেশীয়দিগের কোন বিষয়ে নিন্দা করিয়া ফেলিলে, কথাবার্ত্তার শেষে দেখিতেন যে, অন্ততঃ একজন বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বিদ্যা; ক্ষমতা, এমন কি (ইংরাজের যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ) স্বজাতিপ্রেম, তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধার ও তাঁহার কথাবার্ত্তার বিশেষত্বে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) রেভারেণ্ড হিল সাহেব কোন সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে ভাষার যে বিষয়ের ঠিক প্রতিশব্দ নাই, সে জাতীর মধ্যে সে ভাবও নাই। থ্যাঙ্কস্ (ধন্যবাদ) এই ইংরাজী কথা যেরূপে ব্যবহৃত হয় বাঙ্গালায় উহার অনুরূপ কথার যখন ব্যবহার নাই, তখন বাঙ্গালীর মধ্যে কৃতজ্ঞতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর বাঙ্গালায় যখন ইংরাজী পেট্রিয়টিস্‌ম্ (স্বদেশ হিতৈষিতা) কথার অনুরূপ বাক্য ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না, তখন এ দেশে ঐ ভাবও ছিল না বলা যাইতে পারে।"

হিল সাহেবের কথার উত্তরে ভূদেব বাবু হাসিমুখেই বলিলেন, "সূত্রটী

---

* পৃথিবীতে সম্যক গুণহীন কেহ নাই।—পারিবারিক প্রবন্ধ।

ঠিক বটে কিন্তু উহা আরও একটু সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এদেশের লোকের গ্র্যাটিচিউড্ (কৃতজ্ঞতা) আছে। কেহ উপকার করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে "জানা" অর্থাৎ উপকারের প্রকৃত অনুভূতি করিবার এবং তাহা ঠিক স্মরণে রাখিবার ক্ষমতা যে এদেশীয়ের আছে তাহা সুপ্রচলিত "কৃতজ্ঞ" শব্দ হইতেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। তবে এদেশীয়দিগের মধ্যে ক্ষণিক ভাব প্রকাশের যখন কোন প্রতিরূপ শব্দ প্রচলিত নাই ইহাদের কৃতজ্ঞতা অনির্ব্বচনীয় ও বাক্যাতীত। (টু ডীপ ফর ওয়ার্ডস্) ফলতঃ বাঙ্গালী নিজের গভীর কৃতজ্ঞতা একটা মুখের কথা "থ্যাঙ্ক ইউ" ["আপনাকে ধন্যবাদ"] একবার বলিয়া সারিয়া দিতে পারে না। তাহার আকারে, ধরণে, ব্যবহারে, এমন কি পুরুষানুক্রমে ঐ ভাব চিরকাল প্রকশিত হয়; কাজ ফুরাইলেই সে কৃতোপকার ভুলিয়া যাইতে পারে না। এইজন্য থ্যাঙ্কস্ শব্দের প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় নাই। আর স্বদেশহিতৈষিতা বা স্বজাতিবাৎসল্য সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহাও ঠিক। ভারতবাসীর ধর্ম্মপরায়ণতা বরাবরই স্বজাতি বাৎসল্যের অপেক্ষা অধিক। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্বজাতিবাৎসল্য—স্বজাতির জন্য অধর্ম্মও করা যায় এ ভাব—এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশের পূর্ব্বে বোধ হয় কখন শোনাই ছিল না; তবে জন্মভূমিকে জননীর সহিত তুলনা করিয়া এদেশের লোক স্বদেশের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করিত বটে! ফলতঃ আপনি ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে যে সূত্রটী বলিলেন আমি তাহা মানি। এই দেখুন, ইংরাজীতে "হম্‌বগ্" * বলিয়া যে একটা কথা আছে বাঙ্গালাতে ওরূপ কথাও নাই, ভাবও নাই।"

হিল সাহেব সজ্জন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে,

* এই শব্দটী ইংরাজেরা নানা অর্থে ব্যবহার করেন, তন্মধ্যে সরলতার ভান্ মিথ্যা গল্প, লোক ঠকান, বৃথা আত্মভিমান ইত্যাদি অনেক ভাব মিশ্রিত আছে।

"হঠকারিতা" সহ একটা "জাতির" নিন্দা করায় তাঁহার সূত্র প্রয়োগের উপরই গূঢ় ভাবে অতি তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি, শেষের উদাহরণটী দ্বারাই হইয়া গেল। তিনি বিশেষ তুষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন ও শেষে বলিলেন—(ইউ হাভ্ সার্ভ্‌ড্ মি রাইট্) আমাকে যথাযথ ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছ!"

(২) একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন হইতে হইতে এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—"স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা না দেওয়া বড় অপকর্ম্ম * * আমি বলিলাম "স্ত্রীস্বাধীনতা একটা নূতন বিশেষ কথা বলিয়াই আমার বোধ হয় না। যে দেশের পুরুষেরা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া থাকে—এই নিয়ম বই আর কিছুই নহে। তোমাদের ইংলণ্ডে আজওত স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে, অতএব সেখানেও পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা অবশ্যই কম হইবে। × × মার্কিন দিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, ইউরোপীয় স্ত্রীগণ; ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা স্বাধীন। আর ভারতবর্ষের ভিতরে যে প্রদেশে হিন্দু স্বাধীনতা অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের স্বাধীনতা ভারতের অপর সকল প্রদেশীয় অপেক্ষা অধিক। †

(৩) কমিশনার রাভেন্‌শ সাহেবের কথার উত্তরে সহজ সুরেই যেন একটা হিসাব করিতেছেন এই ভাবে বলিয়াছিলেন; "হাঁ, আপনি বলিলেন, একজন চীনীয় তিনজন বাঙ্গালী মজুরের সমান, হিসাবে বোধ হয় ঐ রূপই দাঁড়াইবে। একজন চীনীয় কারিগর ১॥০ জন মার্কিনের সমান তাই আমেরিকায় উহাদের স্থান দেওয়া হয় না। মার্কিনেরা

† ঈর্ষা প্রবণতা। বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ।

ইংরাজদের অপেক্ষাও পরিশ্রমী এবং উদ্যমশীল। তবেই একজন চীনীয় দুজন ইংরাজ ও তিনজন বাঙ্গালীর সমান হইতে পারে।" সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন।

(৪) একবার কোন বিশেষ উচ্চ পদস্থ সাহেব তাঁহার গোঁফ সম্পূর্ণ সাদা অথচ মাথার চুল সমস্ত কাল দেখিয়া বলেন, তুমি গোঁফেও কলপ দেও না কেন? ভূদেব বাবু উত্তর করিলেন "দি ডাইয়ার হু ডাইড দি হেড্ রিফিউজড টু ডাই দি মুসটাশ (যে রংরেজ মাথার চুল রং করিয়াছিলেন তিনি গোঁফ রং করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন)।" নিকটে আসিয়া কেশ দর্শন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সাহেব বলিলেন, "আমি মনে করি নাই যে, মাথার চুলের কাল রংটা স্বাভাবিক এবং এত উজ্জল।"

(৫) এক সময়ে সার আলফ্রেডক্রফট ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন "দেখিতে পাই আপনার দেশের লোকে ডাক্তার কবিরাজকে পয়সা দিতে তত কাতর নয়, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার জন্য পয়সা খরচ করিতে হইলে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে।" উত্তরে ভূদেব বাবু বলেন, "সে কথা সত্য এদেশের লোকে 'বৈদ্যের কড়ি' দিতে হয় একথা জানে কিন্তু মনে করে বিদ্যা অমূল্য ধন। উহা ক্রয় বিক্রয় দোষ হয়। নির্লোভী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট গুরুভক্তি এবং শুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা পাইতে হয়।

(৬) একদিন ক্রফট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় ভূদেব বাবু চসমাটা সাহেবের টেবিলে ফেলিয়া আসেন। ভূদেব বাবু চলিয়া যাওয়ার পরই সাহেবের চক্ষে সেটা পড়ায় তিনি তাড়াতাড়ি তাহা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া ভূদেব বাবুকে দেন। উপর ওয়ালা সাহেব নিজে হাতে করিয়া চশমাটা আনিয়া দেওয়ায় ভূদেব বাবু বলেন, "(একসকিউস্ অন ওল্ড ম্যানস ফেলিং মেমরি) বৃদ্ধের ভুলটা মার্জ্জনা করিবেন। ক্রফট সাহেব শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বলেন (আই উইশ আই হ্যাড

এ হণ্ড্রেডথ পার্ট অফ দি ওল্ড ম্যানস এনার্জি) বৃদ্ধের উদ্যমের শতাংশ আমার থাকিলে তৃপ্ত হইতাম। এডুকেশন কমিশন এর কোন অধিবেশন হইতে ফিরিবার সময় ক্রফট সাহেব একত্র কথা কহিতে কহিতে যাইবার জন্য তাঁহার আপনার টমটমে ভূদেব বাবুকে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভূদেব বাবু টমটমে উঠিয়া বসার পরেই ক্রফট সাহেবকে কোন কার্য্যবশতঃ অল্পক্ষণের জন্য নামিয়া যাইতে হয়। ঐ সময়টা ভূদেব বাবু রাস ধরিয়া বসিয়াছিলেন। ক্রফট সাহেব ফিরিয়া আসিয়া টমটমে উঠার পর ভূদেব বাবু লাগাম তাঁহার হাতে দিলে সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন (উই ইংলিসমেন নেভার উইলিংলি গিভ অপ দি রেনস্।) আমরা ইংরাজেরা স্বেচ্ছায় রাস ছাড়ি না।* ভূদেব বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন (অন দি কনট্রারি উই দি হিন্দুস নেভার টেক অপ দি রেনস্ অনলেস্ টু হেলপ্ সম্ অদর্স) অপর পক্ষে আমরা হিন্দুরা অপরকে সাহায্য করার প্রয়োজন ভিন্ন কাহারও লাগাম ধরি না।"

এই উক্তি প্রত্যুক্তির গূঢ়ভাব গ্রহণ করিয়া ক্রফট সাহেব খুব হাসিয়া উঠিলেন। কথাটা যেন দাঁড়াইয়া গেল যে ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে অনিচ্ছুক সায়ত্ত্ব শাসন বা স্বরাজ দিবে না। কিন্তু হিন্দুর মতে অপরের একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত রাখিতে নাই।

(৭) * ডিউক অব আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে আমাদিগের চির-অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজনীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তাঁর মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটী ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "তুমি

* যাঁহারা ভিক্ষায় পূর্ণ হোমরুল আশা করেন তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল।

* বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ—বিবিধ ঃ বন্ধ।

কি মনে কর যে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য?" আমি বলিলাম "আমি "স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই—আমি এই মনে করি যে ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর। তাহা'ত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারেনা, কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানস চক্ষে রাখিয়া চলায়, অনেকের শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্বে যাহা বলিতেন তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে তাহাতে কি শুভফল দেখিতেছেন?"—"এখন কি কথা উঠিয়াছে?" আমি—"এখন সময়ের অসময়ের বিষয়ে ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাতেই এদেশীয় লোকের উপকার—সেইজন্য ইংরাজ প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয়।"

তিনি বলিলেন—"এমন কথা কে বলে?" আমি বলিলাম—"অমন কথা আজি কালি কে'না বলে?—গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজ-ভীতি ভারতবাসীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য—এমন কথাতেও, কোন ইংরাজ কিছু বলেন না। প্রত্যুত ওরূপ কথা যে লিখিয়াছিল তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু ঐ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? ন্যায়পরতা না করিলেই রাজ্য ছারখার হয়—স্থায়ী হয় না!"

অপর একটী সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত আত্ম শাসন

সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "এখনও দেশীয় লোকের হস্তে কোনরূপ আত্মশাসন-শক্তি দিবার সময় হয় নাই—এখনও গবর্ণমেণ্টের বল দেশের লোকের উপর তেমন চাপিয়া বসে নাই। আমি বলিলাম, "মহাশয় মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্টের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের বাঁধন এমনি কড়াকড় বসিয়াছে যে, প্রায় পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছে।" উল্লিখিত মহাশয় সেই পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়া রহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রাণ্ট ডফের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। গ্রাণ্ট ডফ ভারতবাসীর পীড়ক—ইনি স্বজাতী-পোষক মাত্র, ফলতঃ পীড়ক।

"আমি অপর আর একপ্রকার ইংরাজের নমুনা পাইয়াছি। এই দল দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল। ঐ দলের কোন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—'ইংরাজী পড়িয়া লোকে চাকুরী চাকুরী করিয়া বেড়ায়—চাকুরীও যোটে না—উহারা বড়ই ক্লেশ পায়—আমার ইচ্ছা করে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়া যায়।" আমি বলিলাম—'আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ে।' তিনি বলিলেন—'বাড়িলে কি হইবে?—আরও কতকগুলা উমেদার বাড়িবে বই'ত নয়।' * * 'বাড়ায় হানি কি? উমেদার অধিক হইলে চাকুরী দিবার নিমিত্ত ভাল লোক পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে বই'ত কমে না?' × × × 'তাহাতে দেশের মঙ্গল কই?' ** 'তবে লোকে কি করিবে? * * শিল্প বাণিজ্যতে যাইবে নূতন নূতন শিল্প কার্য্যের উদ্ভাবন করিবে * * 'বটে—ও কথা ইংরাজের মুখে কতই শোভা পায়—যে কার্য্যে অধিক মূলধন কি অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সেই লবণোৎপাদন শিল্প পর্য্যন্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবং কত অবিচার করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে—আজি সেই

ইংরাজ আমাদিগকে শিল্প কার্য্যের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেছে, ধন্য ইংরাজের নির্লজ্জতা' ইংরাজটী অধোবদন হইয়া রহিলেন কিন্তু নিজ মাহাত্ম্যগুণে আমার উপর চটিলেন না, পূর্ব্বাপেক্ষায় কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন।

(৮) সার জন এডগার সাহেব যখন আরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একবার ভূদেব বাবু স্কুল দেখিতে দেখিতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। কথায় কথায় বাল্যকালের মুখস্থ করা কবিতা বড় ভাল লাগে এ কথা উঠিলে দুজনেই মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন যে সমগ্র [প্লেজাস অফ হোপ] দুইজনেরই এত কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপই মুখস্থ আছে! সেই দিন হইতে দুজনে বিশেষ হৃদ্যতা হয়।

(৯) একবার সেক্রেটরিয়েট আফিসে ভূদেববাবু এডগার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সাহেব কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলেন (আই হেট ফিল্অপ্ অ্যাপয়েন্টমেন্টস্) "চাকরীতে নিয়োগ করা কাযটী আমার অত্যন্ত অপ্রীতিকর; কারণ দেখাইলেন—"ভুল ভ্রান্তি ত আছেই আর লোকে বড় "অন্যায় অন্যায়" বলিয়া চীৎকার করে।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "আপনি যদি নিয়োগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় "যথাজ্ঞানং করবাণি" এই ক্ষুদ্র সংস্কৃত মন্ত্রটীর অর্থবোধ সহ আবৃত্তি করেন এবং যথা-সম্ভব নিজের বুদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে "উপযুক্ত" ব্যক্তিরই নিয়োগ চেষ্টা করেন, বাজে রাজনৈতিক সুবিধা প্রভৃতি অন্যান্য দিকে দৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে নিয়োগকার্য্য সংক্রান্ত ভ্রমজনিত কোন ক্রটি বা অপরাধ ঘটিলে জগদীশ্বর অবশ্যই তাহার মার্জ্জনা করিবেন। এবং তখন নিয়োগটা সম্বন্ধে লোকে ভাল হয় নাই বলিলেও আপনার মন অধিক বিচলিত হইবে না। নানান কথা ভাবিতে গিয়া যে কার্য্য করা হইয়া যায় তাহার শেষে "ভাল লোক পাইলাম না—ভাল করি নাই" এইরূপ বোধের আভাষ

আসাতেই মন লোক নিন্দায় বিচলিত হয়"। সুধু ভাল লোক একাগ্র-ভাবে না খুঁজিলে ভাল লোক পাইবেন কেন? যে জন্য তপস্যা তাহারই তাহা সিদ্ধি!" সাহেব ভূদেব বাবুর পরামর্শে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর ভূদেববাবু বিহার সার্কেলের ভার প্রাপ্ত হন এবং বাঁকিপুরে নকুটি বিবির কুঠি নামক বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করেন। ২৬।৩।১৮৭৭ তিনি শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে অস্থায়ীভাবে উন্নীত হন এবং ২৩।৭।১৮৭৭ হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম সার্কেল ও তাঁহার অধিকার ভুক্ত করা হয়। তাহাতে এখানকার পাঁচটী কমিশনার ডিবিজানের (পাটনা, ত্রিহুত, ভাগলপুর, বৰ্দ্ধমান ও উড়িষ্যা, স্কুল সমূহ তাঁহার পরিদর্শনাধীন হয়। ঐ সময়ে চারি ডিবিজানে চারিজনন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টার তাঁহার নিম্নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক, মিঃ চিথারী প্রভৃতি সেই সকল সহকারী ইনস্পেক্টরগণের সাহায্যে ভূদেববাবু উভয় সার্কেলের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইয়াছিলেন।

ভূদেববাবু বিহারে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ফ্যালন ও ক্রফট সাহেব তথাকার ইনস্পেক্টর ছিলেন। ভূদেববাবুর উক্ত প্রদেশে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইলে, বিহারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "আতে হেঁ বাঙ্গালা বিহারীকে দুখ দায়ী"—বাঙ্গালী আসিতেছেন এইবারে বিহারীর কষ্ট হইবে। কিন্তু ভূদেববাবুর নিয়োগের অত্যল্পকাল পরেই বিহার প্রদেশের সকল প্রকার লোকই ভূদেব বাবুর গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ভূদেব বাবুর উদার হৃদয়ে বাঙ্গালী বিহারীর তফাৎ নাই, হিন্দু মুসলমানের তফাৎ নাই। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে কতকটা ঐ ভাব থাকিলেও তাহা ঔদাসীন্য প্রসূত। "স্বদেশীয়" বলিয়া যে একটা "বিশেষ প্রীতি" উহারা ভূদেববাবুর নিকট পাইলেন তাহার অনুরূপ কি ইংরাজী নবীশ দেশীয়, আর কি উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী কাহারও

নিকট প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভূদেববাবু ভারতমাতার সকল সন্তানেরই পূর্ণ হিতাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি অনেক বিহারী কর্ম্মচারীকে নানা সময়ে নানারূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ানগণ হঠাৎ কোন আদেশ করিয়া ফেলিলে তিনি নিজে গিয়া বুঝাইয়া লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত দুষ্টের কঠোর দমনে কখনই সঙ্কুচিত হন নাই।

বিহারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথাকার ব্যবস্থা সকল উৎকৃষ্টতর করিবার নিমিত্ত ভূদেববাবু প্রভূত পরিশ্রম করেন। বাঙ্গালা ভাষা হইতে অনেকানেক উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক তিনি হিন্দী ভাষায় অনুদিত করান। ছাত্রদিগকে পুরস্কার স্বরূপে বিতরনার্থ নূতন প্রকাশিত ঐরূপ পুস্তক প্রাইমারী গ্রাণ্ট হইতে একেবারে এত কিনিয়া লইতেন লেখকদিগের ঐ সমস্ত পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতির ব্যয় সমস্তই উঠিয়া যাইত। পরে যাহা বিক্রয় হইত তাহা সম্পুর্ণভাবে লাভেরই মধ্যে থাকায় অনুবাদকগণের বিশেষ উৎসাহ থাকিত। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা ইতিহাস, নীতিপথ, পুরাবৃত্তসার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অংশ প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।* এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় যেরূপ দেশীয় বড়লোক দিগের কথা এদেশীয় বালকগণকে জানাইবার জন্য পূর্ব্বে "চরিতাষ্টক" নামক পুস্তক প্রনয়ণ করাইয়াছিলেন সেইরূপ 'বিহার দর্পণ' নামে বিহার প্রদেশের ও বড় বড় লোকদিগের জীবনচরিত সংসৃষ্ট একখানি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করাইয়া ছিলেন।

* কোন বিহারী ভদ্র লোক ভূদেব বাবুকে বলেন, আপনি পুস্তকাদির ইংরাজী হইতে অনুবাদ না করাইয়া বাংলা হইতে করিতেছেন কেন? তাহাতে ভূদেব বাবু উত্তর দেন যে ঐরূপ অনুবাদ করা সহজ এবং তাহাতে দেশীয় ভাব অধিক থাকিবে।

বিহারের আদালত সমূহে হিন্দী ভাষা 'প্রচলিত হইলে হিন্দী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে ইহা বুঝিয়া এই সময়ে তিনি বাঙ্গালার ছোটলাট স্যার অ্যাসিলি ইডেন সাহেবকে বলেন যে বাঙ্গালীর আদালত হইতে পারসী উঠাইয়া দেওয়ার পর হইতে বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালার চর্চ্চা আরম্ভ করায় বাঙ্গালা ভারতের যেরূপ উপকার হইয়াছে বেহারের আদালত হইতে উর্দ্দু উঠাইয়া দিয়া তথায় হিন্দী প্রচলিত করিয়া তথাকায় জাতীয় সাহিত্যের সেইরূপ উপকার করা হউক। মুসলমান জমিদারদিগের সেরেস্তাতেও কায়স্থ পাটওয়ারি ও গোমস্তাগণ উসুল তহশীলের সমস্ত কাগজ হিন্দিতে রাখে খাজনার রসিদও হিন্দি (কায়থ=কায়স্থগণের টানা লেখার) অক্ষরে লিখিত হয়। বেহারের অধিবাসীগণের দশমাংশ মাত্র মুসলমান। তাঁহারাই অনেকে যখন হিন্দি ব্যবহার করে তখন তথায় গবর্ণমেণ্টের আফিসে উর্দ্দু প্রচলন সঙ্গত নয়।" *

ইহার ফলে প্রজা রঞ্জক মহাত্মা ইডেন "হিন্দী বনাম উর্দ্দু"র বিষয়ে মত জানিতে বেহারের জেলায় জেলায় সার্কুলার পাঠান।

আদালতের সকল কার্য্যে উর্দ্দু চলিত থাকায় এবং ভূমিহার ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ, ছত্রি, কোইরি, কুরমি, গোয়ালা প্রভৃতি সাধারণতঃ উর্দ্দু শিখিতেন না বলিয়া তথাকার কার্য্যে উর্দ্দুনবীশ কায়স্থগণের ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণের একচেটিয়া ছিল। এক্ষণে আদালতে হিন্দীভাষা প্রচলিত হইলে তাঁহাদের একচেটিয়া থাকিবে না এই ভয়েই তাঁহারা তুমুল আপত্তি উত্থাপন করিল।

বেহারের এই তুমুল আন্দোলন দেখিয়া ইডেন সাহেব বলেন —

* ১৯৮৫ সালে দেখা গিয়াছে পাটনার স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আলতাফ নবাব সাহেব হিন্দীতে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া থাকেন। ইহাই উত্তরভারতের আদর্শ।

"আমরা প্রজাকে খুসী করিতে তাহাদের অপ্রীতিকর কার্য্য করিব কেন ?, উর্দ্দুই থাকুক না হয়।" উত্তরে ভূদেব বাবু বলেন "অল্পসংখ্যক লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে সক্ষম স্বার্থপর উদ্যমশীল লোকের উপস্থিত করা আন্দোলনকে যেরূপ বিষম ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে উহার পশ্চাতে তত লোক নাই। ছত্রি ব্রাহ্মণ গোয়ালা কোইরি প্রভৃতির সংখ্যা আদমসুমারিতে দেখা হউক এবং "ঐ সকল নির্ব্বাক শ্রেণীর মত" একটু চেষ্টা করিয়া জানা হউক।"

সে মত যে হিন্দীর পক্ষেই তাহা সামান্য অনুসন্ধানেই জানা গেল; তথাপি ততটা তীব্র আন্দোলনের জন্য ভাষা পরিবর্ত্তনে ছোটলাট সাহেবের ইচ্ছা কমিয়া গিয়াছিল। তখন ভূদেব বাবু বলেন, "দেখুন বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতেছে, বাঙ্গলী মুসলমান বাঙ্গালা ইংরাজী ও আরবী পড়িতেছে। ঐরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভাষা, রাজভাষা ও ধর্ম্মের ভাষা পড়াই সঙ্গত কিন্তু বেহারী সকল বালককেই উর্দ্দু বা পারশী শিখিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের এ বিড়ম্বনা কেন ? পূর্ব্বে রাজা মুসলমানগণ হিন্দীকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিদেশ পারস্য হইতে একটা ভাষা আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া সে হিসাবে যে ইংলণ্ডে সক্শনগণ বিজেতাদিগের জর্ম্মণ ভাষা এবং নর্ম্মানবিজেতাদিগের ফরাসী ভাষা আজও অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত রাখা উচিত হইত। এবং এ দেশে কোন সুদূরবর্ত্তী কালে (সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়) ইংরাজরাজত্ব লোপ হইয়া গেলেও যে বেহারী বালককে হিন্দী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, পারসী এবং পৃথক অপর কোন রাজভাষা ভিন্ন ইংরাজীও পড়িতে হইবে। বিহারের এবং পশ্চিমাঞ্চলের 'হিন্দু'র জন্যই এই প্রকার বিড়ম্বনা। কখন কোন দেশে এরূপ হইতে আর শুনিয়াছেন কি ? ঈডেন সাহেব সত্যকথা ও স্পষ্টবাদিতার বড়ই আদর করিতেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহা

নিশ্চয়ই অসঙ্গত। (সার্টেনলি অ্যাবসর্ড) কোন বালকের প্রতি তিনটী ভাষার চাপই যথেষ্ট।"

ইহার পর যখন মুসলমানগণের পক্ষ হইতে 'কোরানের' অক্ষর উর্দ্দুর, পরিবর্ত্তে 'বেদের' অক্ষর 'দেবনাগরী' প্রচলনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিল তখন মুসলমানদিগেরই ঘরে ঘরে জমিদারী সেরেস্তার অক্ষর কায়থী প্রচলিত থাকার কথা ভূদেব বাবু বলায় সে আপত্তিও খণ্ডন হইয়া গেল; এবং বেহারের আদালতে হিন্দীভাষা ও কায়থী অক্ষর প্রচলিত হইল। কয়েক জেলার কয়েক প্রকারের টাকা লেখা একত্র করিয়া ও সযত্নে মিলাইয়া সাধারণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত অক্ষরের ছাঁদগুলি বাছিয়া লইয়া তাহা হইতে এক প্রস্ত সরকারী কায়থী অক্ষরের ঠিকানা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত গ্রীয়ারসন্ সাহেব করিলে তাহা হইতে ছাপার জন্য সরকারী কায়থী অক্ষর প্রস্তুত হইল।

ভূদেব বাবু মুসলমানের নিকট দেবনাগরীর গৌরব উত্থাপন চাহেন নাই। বেহারের আদালতের ভাষা হিন্দী হয় এবং ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশের আদালতেও হিন্দী চলে, এই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্ত্তী পুরুষেরা এই লাভের সম্পূর্ণ ফলভোগী হন। *

উর্দ্দু "অক্ষর" উঠিয়া গেলেই ভাষায় উর্দ্দু "কথার" এবং উর্দ্দু "ব্যাকরণের" প্রাধান্য আপনা হইতেই ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে—ইহাই তাঁহার কল্পনা ছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও কায়েথীর চলন হয়

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত সে স্বয়ং বরলাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ুঃ খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে তপঃসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধি ফললাভ করিতে পারে। কলিযুগে এই পরম মাহাত্ম্য। কলিযুগে এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।" পুষ্পাঞ্জলি।—

এরূপ চেষ্টায় তিনি ঐ অঞ্চলের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে বদ্ধপরিকর হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রদেশে তেমন সুচারুরূপে চেষ্টা হইবার এবং চেষ্টার সাফল্যে কায়েথী প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গের ছোটলাট সার চার্লস্ ঈলিয়ট বাহাদুর তাড়াতাড়ি বেহারে হিন্দীভাষার ও দেবনাগর অক্ষরের প্রচলনের আদেশ দিয়া কায়েথী অক্ষরে আরম্ভ, যে দেবনাগরী হিন্দীর প্রচলনেরই সূচনা মাত্র—পঞ্জাব প্রান্ত পর্য্যন্ত দশ কোটী হিন্দীভাষী লোকের ভাষা হিন্দী বলিয়া সরকারী আদালতে স্বীকৃতির সূচনা মাত্র— এই সন্দেহ বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। সুতরাং এক্ষণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে কায়েথীর কথা উঠিলেই তথাকার মুসলমান ও শিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমানের শিষ্য লালাদিগের দল একেবারে বিষম আপত্তি করিতে থাকেন। চীনদেশের মুসলমানগণ যেমন চীনা বর্ণমালা ও ভাষা ব্যবহার করেন, মালয় উপদ্বীপের মুসলমান রাজত্বগুলিতেও যেমন মালয়ী ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষিয় মুসলমানগণও সেইরূপ তাঁহাদের বর্ত্তমান মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও হিন্দীর চর্চ্চায় হিন্দুগণের সহিত একত্র হইলে যে এদেশে জাতীয় সম্মিলনের অনেকটা শুভ ফল পাইয়া থাকেন, তাহা ইদানীন্তন বাঙ্গালী মুসলমানগণের সাধু বাঙ্গালা চর্চ্চায় দেখা যাইতেছে। উঁহারা বাঙ্গালা অক্ষরে দিন কতক অপভ্রষ্ট "মুসলমানী বাঙ্গালা" লিখিয়া এখন আর সেরূপ লিখিতে লজ্জা পান। তবে সেইরূপ উর্দ্দু ভাষাটা "মুসলমানী হিন্দী" মাত্র কিন্তু পারসী অক্ষরে লিখিত। উত্তর পশ্চিমের ও বেহারের মুসলমানগণ উর্দ্দু ছাড়িয়া উহাঁদের প্রকৃত প্রস্তাবে "দেশভাষা" হিন্দীর চর্চ্চা আরম্ভ করিলে যে কত উপকার হইবে, তাহা সকলেই কখন না কখন বুঝিতে পারিবেন। জ্ঞানচক্ষে ভূদেববাবু তাহা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে বাঙ্গালায় যখন আদালতের ভাষা বাঙ্গালা করা হয়, তখন

বাঙ্গালা অক্ষরে একরূপ পারসীই লিখিত হইত। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকগণ সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হইয়া অবধি এবং দেশে বাঙ্গালার চর্চ্চা ক্রমেই বাড়িয়া আমলা মোক্তার হাকিম সকলেই বাঙ্গালায় শিক্ষিত হইয়া পড়ায়, এখন আর আদালতের ভাষার তত পারসী শব্দের ও তত বর্ণাশুদ্ধির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানের আদালতী বাঙ্গালায় সাবেক পারসীর অত্যল্প গন্ধ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেইরূপ কায়েথী অক্ষরে বিশুদ্ধ হিন্দী লেখা বিহারী মুসলমানদিগের দ্বারাও ঘটিবে। তাহার পর হয়ত নাগরী অক্ষর প্রচলিত হইবে—না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। ভাষাটী প্রকৃত পক্ষে "দেশভাষা," হওয়া চাই। পারস্যদেশের ভাষা পঞ্জাবে বা উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে বা বিহারে থাকায় কাহার কোন উপকার নাই।

হিন্দী ভাষায় উৎকৃষ্ট স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করাইবার ব্যবস্থা করিবার সময় ভূদেববাবু বুঝিলেন যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজী হইতে একেবারে কোন পুস্তক অনুবাদ করিলে ভাবে, ভাষায় ও ধরণে কেমন একটু দোষ থাকিয়া যায়। এইজন্য যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং কৃতী লেখকদিগের দ্বারা এ দেশীয় ধরণে লিখিত, ভূদেববাবু সেই সকলের অনুবাদ করাইলেন। তাঁহার আমলে প্রস্তুত বিহারী পাঠ্য পুস্তকে ভাষার ধরণে বা ভাবে ইংরাজীর গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। অনুবাদও সহজে হইয়াছে। সাধু বাঙ্গালা ও সাধু হিন্দী, উভয়ই সংস্কৃতমূলক বলিয়া উভয়ের মধ্যে সাধারণ শব্দের প্রভেদ প্রায় নাই, ক্রিয়া ও বিভক্তিগুলির প্রভেদ মাত্র আছে। পণ্ডিত ছটুরাম তেওয়ারী, পণ্ডিত শিবনারায়ণ ত্রিবেদী, পণ্ডিত বদ্রিনাথ তেওয়ারী, বাবু কালীকুমার মিত্র। মৌলবী আবদুল আলি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হিন্দী লেখকগণকে এই কার্য্যে ভূদেববাবু আপনার সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। স্কুল পাঠ্য

পুস্তকের ভাষা তাঁহারা সংশোধন করিয়া না দিলে কোন স্কুলে তাহা চলিত না। ভূদেববাবুর অনুষ্ঠিত এই সামান্য উপায় দ্বারা সকল পুস্তকেরই ভাষা সরল ও সাধু হইয়া উঠিল এবং সকলগুলিই উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিতগণের দ্বারা ভাল করিয়া সংশোধিত হইয়া গেল।

বালকেরা প্রথমে স্ব স্ব জেলার ভূবৃত্তান্ত শিখিতে পারে, এই ইচ্ছা-বশতঃ তিনি কয়েকটী জেলার হিন্দী ভূগোল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে পণ্ডিত শিবনারায়ণ ত্রিবেদীর "গয়া কি ভূগোল" নামক পুস্তক-খানি অতি সুন্দর হইয়াছিল। বাঙ্গালাতেই কি আর ইংরাজিতেই কি প্রথম শিক্ষার্থীর ওরূপ উপযুক্ত ভূগোল পুস্তক আমাদের দেশের কোন জেলার বা বিলাতের কোন কাউন্টির ছেলেদের জন্য নাই।

হিন্দী প্রচলনের পক্ষে তিনি যে উন্নতির সোপান দেখাইয়া আসিয়া-ছেন, তাহারই ফলে ইদানীং হিন্দী পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে বলিতে পারা যায়; এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিয়া আজও বাঙ্গালা হইতে আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ এবং বঙ্কিম বাবুর এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ লেখকগণের উপন্যাসাবলী এবং শিশুগণের উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক শিশুরামায়ণ ও শিশুমহাভারত ও নূতন পাঠ প্রভৃতি হিন্দীতে অনুদিত হইয়াছে।

এই ব্যাপারে ভূদেববাবুর উপর বেহারবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া তথায় গীত রচিত হয় এবং ঐ গীতগুলি শীঘ্রই লোক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। দুইটি গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

(১) নাগরী অক্ষর কছরিয়োঁ মে চলিত হোঁনে কে বিষয় মেঁ সরকার কী প্রশংসা। [গ্রীয়ারসন সাহেবের ভোজপুরী ব্যাকরণ (১৮৮৪) ১৪৩ পৃষ্ঠা।]

পুরবী গীত।

ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। প্রজা সুখদায়ী।
জামনীকে দূরকরী। নাগরী চলাই ॥১
"ভুবন দেব" করি পুকার। লাট নিকট জাই।
"পরজা দুঃখ দুর করহ। জামনী তুরাই ॥ ২
নানা বিধি জাল হোত। জামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥" ৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার। ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দুই চলাই ॥ ৪
পরজা নিত সুযশ গায়। অম্বিকা মনাই।
জব লেঁ চন্দ্র সূর্য্য রহে। রাজ রহে নাই ॥ ৫

ভাবার্থ—

(যবন ভাষা) পারসীর পরিবর্ত্তে কাছারীতে নাগরী অক্ষর চালাইবার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা সূচক সঙ্গীত।

গবর্ণমেণ্ট যাবনিক ভাষা (পারসী) উঠাইয়া নাগরী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। প্রজারা ইহাতে বড়ই সুখবোধ করিল। ১। ভূদেব বাবু লাট বাহাদুরের কাছে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পারসীর ব্যবহার উঠাইয়া প্রজাদের দুঃখ দূর করিয়া দিন। ২। হে রাজপুরুষ! পারসীর চলন থাকায় অনেক কাগজ পত্র জাল হইতে পায়। উহার পরিবর্ত্তে প্রজারা যদি তাহাদের জাতীয় ভাষার চলন দেখিতে পায়, তাহা হইলে বড়ই আনন্দানুভব করিবে"। ৩। ধন্য তাঁহার বুদ্ধি, ধন্য বিচার, ধন্য অন্তর, যে পরামর্শ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ন্যায়-বিচার করিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দী চালাইলেন, সেই পরামর্শ ধন্য। ৪। প্রজারা নিত্য সুযশ গান করিতেছে—(পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস অম্বিকা

মানত করিতেছেন—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে ততদিন পর্য্যন্ত মাতার (ভিক্টোরিয়ার) রাজ্য থাকুক। ৫।

(২) হুকুম সরকারী ভইল।
রে নর শিখো নাগরিয়া॥ ধুয়া॥
জামনী জী সে দেহু দুরাই
পঢ়ি গুণ কাজ কর নর হরিয়া॥ ১
লে পোথী নিত্য পাঠ করহু অব।
জামনী গ্রন্থ দেহু পৈসরিয়া॥ ২
জব লে নাগরী আবত নাহী।
কৈথী অচ্ছর লিখ কচহরিয়া॥ ৩
ধন্য "মন্ত্রী" প্রজা হিতকারী।
অম্বিকা মনাবত রাজ বিক্টোরিয়া॥ ৪

ভাবার্থ সরকার হুকুম দিয়াছেন, হে নরগণ তোমরা নাগরী শিখ। মন হইতে পারসী সরাইয়া দেও। পড়াশুনা কর এবং ঈশ্বরের তুষ্টিকর ধর্ম্ম কার্য্য কর।১

পুঁথি লইয়া নিরন্তর পাঠ করিতে থাক। পারসী বই সমস্ত মসলা বিক্রেতার দোকানে বেচিয়া ফেল।২

নাগরী যতদিন না ভাল করিয়া লিখিতে পার, ততদিন কাছারীতে কায়েথী অক্ষর লিখ।৩

সেই প্রজাহিতকারী ব্যক্তি যিনি গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ মন্ত্রণা দিয়াছেন, তিনি ধন্য। অম্বিকার আশীর্ব্বাদে মহারাণীর রাজ্য অক্ষুন্ন থাকুক।৪

ভূদেব বাবু তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে (২।৯।১৮২০) বাঁকীপুর হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিহারে হিন্দী প্রচারের উল্লেখ ছিল। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"এ প্রদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যাইবার আদেশ হওয়ায় মুসলমান এবং মুসলমান সদৃশ হিন্দুরাও অনেক গোলমাল করিতেছে। আমার প্রতিই অনেকে দোষারোপ করিতেছে এবং যাহারা ফারসীর পক্ষ নহে তাহারা আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ দেখাইতেছে। বাস্তবিক ঐ কাজটিতে আমার হাত কতদূর আছে তাহা আমি নিজেই বলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি কিছু থাকে তবে সে তাহা আত্মপ্রসাদের একটি কারণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ফারসী উঠিয় যায় এরূপ চেষ্টা আমি বিহারে আসিয়া অবধিই করিয়াছি। জাতীয় ভাষার (হিন্দীর) বিদ্যালয়গুলি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে সম্যক অনাদৃত ছিল। আমি সেগুলির আদর করিয়াছি এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসায় বিদ্যালয় সংখ্যা ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমার পূর্ব্বে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর চালাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোমত হয় নাই। নাগরীকায়েথী অক্ষরের প্রচলন হয় একথা আমিই বলিয়াছিলাম, ও সেজন্য যত্ন করিয়াছিলাম। ১৮৩৯ ইংরাজী অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যায়। সেই অবধি বাঙ্গালার উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। সেই অবধি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। হিন্দী হওয়াতে বিহারে কি সেইরূপ হইবে না? আমার আশা এইরূপ যে বাঙ্গালায় যাহা ৪০ বৎসরে হইয়াছে বিহারে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে সেইরূপ উন্নতি দেখা দিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কর্ম্মগুলির মধ্যে এই কার্য্যটীর সংশ্রব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ ভাব নিতান্ত স্থূল দর্শনের ফল। প্রকৃত দৃষ্টিতে "আমি" কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্য সমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই গুলি কাল সহকারে এই দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে

আমার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় আমি সেই দিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।" সময়েই অধ্যাত্ম দর্শনোন্মুখ প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তির মনে কিরূপ ভাবে ঐ শক্তির দিকেই দৃষ্টি থাকে এবং অহং জ্ঞান দূরীকৃত হইয়া যায় এই পত্র খানিই তাহার উদাহরণ স্বরূপ।

বিহারের আদালতে হিন্দী প্রচলনের ৩২ বৎসর পরে ১৯১৪ অব্দে বাঁকিপুরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মোক্তার মুনসী রঘুবর দয়াল প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি বিহারীদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ভূদেব হিন্দী মেডাল স্থাপন জন্য চেষ্টা করেন। বাঁকিপুরের বিহার ব্যাঙ্কে চাঁদার টাকা জমা হয়। বিহার এবং উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ৩০।১।১৯১৭র ১১৫ই নম্বর রিজো-লিউশনে "ভূদেব হিন্দী মেডাল ফণ্ড"কে স্থায়ী ভাণ্ডার বলিয়া স্বীকার করেন এবং পাটনার স্কুল ইন্‌স্পেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঐ ফণ্ডের পরি-চালক (অ্যাডমিনষ্ট্রেটর) নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ ফণ্ডের আয় হইতে প্রতি বৎসর নাগরী অক্ষরে ক্ষোদিত একটী রৌপ্যপদক এবং কতকগুলি হিন্দী পুস্তক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিহার প্রদেশে ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে হিন্দী রচনায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পায় তাহাকেই উহা প্রদান করা হয়।

৫৪৭৸৶০ সংগৃহীত হইয়া তাহাতে ৭০০৲ টাকার ৩॥০ সুদী গবর্ণমেণ্ট লোনের কাগজ খরিদ হয়। চাঁদাদাতাগণের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম দেওয়া হইতেছে :—শ্রীযুক্ত মুনসী রঘুবর দয়াল ৩০৲ শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল ৫৲ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ডুমরাওন ১০০৲ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর আমামা ২৫৲ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সিংহ মঘড়া ২৫৲ ভারতরত্ন শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, ১০৲; শ্রীযুক্ত জষ্টিস স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲; শ্রীযুক্ত নরপৎ সিংহ

১০৲ শ্রীযুক্ত রাজা মোতিচাঁদ সি-আই-ই১৫৲ ; শ্রীযুক্ত বাবু ফতে নারায়ণ সিংহ ৫৲ ; শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ১০৲ ; শ্রীযুক্ত মোহন্ত মহারাজ রামকৃষ্ণ দাস উদাসী সঙ্গত পাটনা ১০৲ ; শ্রীযুক্ত সেখ মহম্মদ কাসিম ১০৲ ; সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার ১০০৲ ; শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২০৲ শ্রীযুক্ত রায় পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ১০৲ ইত্যাদি মোট চাঁদাদাতা ৭৯ জন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য এই ভাবে ভূদেব হিন্দী মেডাল ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে ; উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট রিজোলিউসনে স্কুল সমূহের ডিরেক্টর ইহার পরিচালনার ভার লইয়াছেন স্কুল লিভিং পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ইহা দেওয়া হয়। ঐ পরীক্ষায় এক্ষণে অধিক সংখ্যক ছাত্র উপস্থিত হইতেছে। সম্পাদক গোপাল নারায়ণ সিংহ। মোট ৬৯৫৲ টাকা সংগৃহিত হইয়া ৩॥০ টাকা সুদি ৮০০৲ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ খরিদ করা হয়। চাঁদা দাতাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম লিখিত হইতেছে। ঘইরীগাড়ের মহারাণী ভারতধর্ম্মলক্ষ্মী সুরথকুমারী দেবী ২৫৲ শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায় ১০৮৲ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল ৩৲ কুমার কবীন্দ্র নারায়ণ সিংহ ২৲ বাবু বটুকপ্রসাদ ক্ষেত্রী ২৲ ৺ গণদেব মুখোপাধ্যায়ের ষ্টেট্ ১৬৲ শ্রীভাস্করদেব মুখোপাধ্যায় ১৬৲ সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার ১০৮৲ জষ্টিস্ প্রমদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲ শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় ১৬৲ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ তর্কচূড়ামণি ১৲, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন শিখরনাথ ও পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲, ৺ অমিয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ও অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৲, মোসম্মাৎ রামসুরৎ কোঁয়ার ২৲, ইত্যাদি, মোট চাঁদাদাতা ৯৬ জন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন লিপি—ব্যারো সাহেব—মুন্সী ভগবান্ প্রসাদ—জ্যেষ্ঠ জামাতার পরিহাস প্রিয়তা এবং বাঁকিপুরে আরোগ্যলাভ—ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম—ভারতবর্ষীয় কৃষক প্রজা-দিগের জ্ঞান সম্বন্ধে উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ ক্লার্ক সাহেবের প্রশংসা—বিহারে বড়দিনের ডালি প্রথা—দুর্গাগতি বাবু, গুরুপ্রসাদ বাবু, নবীনবাবু—ভারতীয় ফল হইতে অত্যুৎকৃষ্ট সুরাপ্রস্তুত কারক ডাক্তার ভার্ণিয়ার, এবং তাঁহার সাহায্যে বিদেশে সুরা প্রেরণের জন্য ধণী শৌণ্ডিকদিগকে উৎসাহদান—জহ্নু নাথ—মন্দারপাহাড়—একেশ্বরবাদ এবং সর্ব্বেশ্বরবাদ—বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদিগকে অপর তীর্থ দর্শনের উপদেশ দেওয়া—গিধোড়ের চন্দ্রবংশীয় রাজা জয়মঙ্গল সিং—প্রথম শ্রেণীতে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ—বিহার সম্বন্ধে চিন্তা, কায়স্থদিগের আশু উন্নতি, বাভনেরাই একসময়ে বৌদ্ধ ছিলেন, ত্রিহুতে তন্ত্রের প্রাধান্যে বাঙ্গালীর লাভ—ছোটলাট অ্যাশ্‌লি ইডেনের শ্রদ্ধা এবং সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ—মনেরের মকদুম সাহ—দেওকুমার সিংহ গুঁড়ের চরিত্র সংশোধন এবং তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম 'ভূদেব-প্রসাদ'—নীলকুঠির সংখ্যা এবং চাষের পরিমাণ—কাশ্মীরের মহারাজার মতে বেতিয়ারাজ কলিযুগের 'কর্ণ'—মজফ্‌ফরপুরের উকিল শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—ডাক্তার পি, কে, রায়—চুঁচুড়ার গঙ্গা-তীরের বাড়ী ক্রয় করিবার প্রস্তাব—বারাসাতে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব—জ্যেষ্ঠা কন্যার একমাত্র কন্যার দেহান্ত—শোনপুরের মেলা—তৃতীয় কন্যার পুত্রের (নিমুর) দেহান্ত—স্যার উইলিয়াম হার্সেলের বিদায় সভা—ভাগলপুরে রোটাস ষ্টিমারে এ দেশীয় রুচিবিরুদ্ধ ইউরোপীয় ওয়ালজ নাচ—স্যার উইলিয়াম হার্সেলের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি এবং তাঁহার প্রতিদান—সের সাহের সমাধি মন্দির—যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ইন্দ্রিয় শক্তির বৃদ্ধি—তৃতীয় পুত্রের ভুল ও সাজা (বি, এ, পরীক্ষায়)—কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ—কুটম্ব ভোজন—৺সুরেশ চন্দ্র এবং শ্রীমান সনৎ কুমার—বিধবার পরজন্মেও একই পতিলাভ সম্ভাবনা—দ্বারভাঙ্গার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ (পরে স্যার এনটনি) ম্যাকডোনাল্ড—পৈতাফেলাই উন্মাদচিহ্ন—ঈশ্বরচন্দ্র খাসনবীস ও অবিনাশ চন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ—বেনামী চিঠি—ক্রফটের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ তাঁহার তীক্ষবুদ্ধি এবং মোটের উপর সদিচ্ছা—অপরের মধ্যে বিশেষগুণ উপলব্ধি জন্য চেষ্টায় সফলতা—সাবধানতা শিক্ষার জন্য পুত্রকে তাঁহার কর্ম্মঠ কিন্তু চোর চাকরকে ছাড়াইয়া দিতে নিষেধ—অসুস্থ, দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অক্ষমের রাজনৈতিক আন্দোলনে অসাফল্য—দ্বিতীয় পুত্রের চাকরীর প্রথম প্রাপ্ত টাকাটা ৺পূজা এবং ভৃত্যবর্গের মধ্যে বণ্টন—পুত্রদিগকে ব্যায়াম চর্চ্চার এবং সদভ্যাসের উপদেশ—আত্মপরীক্ষা সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ তিনটী পত্র—যোগশাস্ত্র সংশ্লিষ্ট পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হিন্দু ব্যায়াম আসনাদি দ্বারা আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির এবং মনঃসংযোগের শক্তিবৃদ্ধি কারক—সাময়িক বিভাগে মাংসপেশীর বলের আদর ও চিন্তা শক্তির প্রতি সন্দেহ—ব্যায়াম এবং সদাচারকে অভ্যাস দ্বারা প্রীতিকার করায়—পরিণত বয়সে শিক্ষা সূত্র সকল নিজের উপযোগী ভাবে ব্যবহার করা—উত্তরবংশীয়দিগের ঋণগ্রস্ত হওয়া পিতৃপুরুষদিগের একান্তই অপ্রীতিকর—পণ্ডিতা রমাবাইয়ের দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়া—গৃহে ধর্ম্মাধিকরণ—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার নেতাদিগের সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের উক্তি।

১৮৭৬ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ভূদেব বাবুর ইংরাজীতে লিখিত দৈনন্দিন লিপি (ডায়ারি) আছে। সকল দিনই যে, সকল বিষয়ের কথা ঐ ডায়ারিতে লিখিতেন তাহা নহে। কখন কখন খুব কম বিষয়েরই উল্লেখ থাকিত, কখন কখন অনেকদিন ধরিয়াও কিছুই লেখেন নাই; উহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

২৪।১২।১৮৭৬ সুপুলের সব-ডিবিজনাল আফিসার শ্রীযুক্ত বারো সাহেব আমার তাঁবুতে আসিয়া দেখা করিলেন। ইনি মানবহিতৈষী ভদ্র সিভিলিয়ান। পাবনায় থাকা কালে তথাকার জিলা স্কুলে ইনি ছেলেদের জিমনাষ্টিক শিখাইতে যাইতেন! ইঁহার দৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে। ইঁহার মত এই :—"ধর্ম্মশিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কৃষক এবং শ্রমজীবিদিগের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে ফল বিষময় হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের প্রচুর টাকা খরচ করিয়া এদেশাগত সকল ইয়ুরোপীয়

বালকবালিকাদিগের দাতব্যভাবে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত ; উহাঁদের ছেলেদের শিক্ষা আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া দেওয়ান উচিত, উহাঁদের স্বচ্ছল অবস্থা।”

মৌলবি আসরফ উদ্দিনের সহিত আলাপ করিলাম। ইনি পূর্ব্বে দারোগা ছিলেন—এক্ষণে মোক্তারী করেন।

রাত্রিটা পাঁচঘরিয়ার ক্ষত্রিয় জমিদার বাবু গোপাল সিংহের বাটীতে যাপন করিলাম। এখানকার ৺ মহাদেবের মন্দিরটী খুব সুন্দর।

২৫।১২।১৮৭৬। হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত জন ক্রিশ্চিয়ান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বরিহার গিয়া জানিলাম যে তিনি মুঙ্গেরে গিয়াছেন। পাঁচগাঁওয়ের তহশীলদারের নিকট শুনিলাম যে এ অঞ্চলে নীলকরদিগের চাপ খুবই অধিক ; আজকাল উহাঁদের তগাবি আদায়ের ধূম চলিতেছে। এখানে কোথাও কোথাও কাঠা প্রতি চারিমণ ধান উৎপন্ন হয়। এদেশী বিঘা বাঙ্গালার বিঘার দ্বিগুণ। মধেপুরার সব ডিবিজন্যাল আফিসর সাহেব প্লাণ্টারদিগের পরম বন্ধু বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। এ অঞ্চলের জমিদার ও পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকেরা বাঙ্গলার ন্যায় শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন নাই। এখানে শিক্ষা বিভাগের কার্য্য—স্কুল ঘর, চাঁদা আদায় প্রভৃতি ‘পুলিশের’ সাহায্যেই হইতেছিল !

২৬।১২।১৮৭৬—মুঙ্গেরের মুসলমান সবরেজিষ্টার সাহেবের সহিত পরিচয় হইল। ডেপুটী ইন্সপেক্টর ভগবান প্রসাদ বড়ই সরল চিত্ত যুবক বলিয়া মনে হইল। আমার সহিত দেখা করিতে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন “হাতে পয়সা ছিল না।”

[—এস্থলে মুন্সী ভগবানপ্রসাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মুন্সী ভগবান প্রসাদ একজন পরম বৈষ্ণব। এক্ষণে

(১৯২২) ভারতের সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে উচ্চাসনেস্থিত। অযোধ্যায় থাকেন। বর্ত্তমান নাম সীয়া (=সীতা) রাম শরণ। ভক্তমাল গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। গোপী ভাব; স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ! অনেক ভক্ত শিষ্য হইয়াছে। চাকরীর সময়ে ভূদেববাবুর প্রতি একান্তই ভক্তিমান হইয়াছিলেন। গোঁড়া বৈষ্ণববংশীয় বলিয়া তিনি কখন মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন নাই। মুঙ্গেরের মফঃস্বলে একদিন ভূদেববাবুকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন, দেখিতেছি; তাহাতে আমার সংশয় উঠিয়াছে; এতদিন সংশয় ছিল না। তবে কোন্ মত ভাল? শাক্ত না বৈষ্ণব মত?" ভূদেব বলেন "কুলধর্ম্ম পালনই সহজ—তাহাতে সহজাত সুবিধা সকল থাকে। যাহার যে কুলধর্ম্ম তাহার পক্ষে সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। স্বধর্ম্মে নিবিশে-তবৈ"—ভিতরে সব মতেরই উচ্চ অধিকারীগণের একই সাধনা। সকল বীজ মন্ত্রেরই লক্ষ্য এক সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম। ইহার কিছুকাল পরে যোগ সাধনার দিকে মুন্সী ভগবান প্রসাদের বিশেষরূপে মন সঞ্চারিত হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির গুণেই তাঁহার অপরিসীম বিনয়, মধুরতা ও সরলতা; প্রথম দর্শনেই ভূদেব বাবু উহাঁর অসাধারণ সরলতা লক্ষ্য করিয়া ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।]

২৬।১২।১৮৭৬।—গ্রে, সিমসন, উইলকিনসন, আলেকজাণ্ডার এবং রামজে সাহেবদিগের কুঠিতে দেখা করিলাম বা কার্ড রাখিয়া আসিলাম।

২৯।১২।১৮৭৬।—বাবু অন্নদাচরণ ঘোষ (পোষ্ট মাষ্টার), বাবু নগেন্দ্রনাথ (ডিষ্ট্রীক্ট রোড-সেশ ইঞ্জিনিয়ার), বাবু হরিচরণ (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) বাবু নেপালচন্দ্র ঘোষ (মুন্সেফ), বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় (আসিষ্টাণ্ট কমিশনার বাবু দয়ালচন্দ্র সোম (ডাক্তার), বাবু নবীনচন্দ্র দে (উকীল), প্রাতঃকালে ইহাঁদের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম।

বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তারাপ্রসাদকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।—[এই সময়ে ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা ডেঃ মাজিঃ বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়া একান্তই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বাঁকিপুরের বাসায় আসিয়াছিলেন; সেখানে ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোমের সুচিকিৎসায় ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করেন।*] বৈকালে গিয়া বাবু কৃষ্ণচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র (জমিদারত্রয়) এবং নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গুরুপ্রসাদ সেন ও বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকীলত্রয়) সহ সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম।

৩০।১২।১৮৭৬।—বাবু হরিচরণ প্রতিসাক্ষাৎকারের জন্য আসিয়াছিলেন। আলি হোসেন "পাটনা চীপ স্কুল" সম্বন্ধে আমার ব্যবস্থা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত যে সকল নূতন ব্যবস্থা করা যাইতেছে তৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে এ প্রদেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ইচ্ছামত আমার সহিত দেখা করিয়া জানিয়া যাইতে পারেন, এরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের পাঠাইলাম।

"গয়া সোসাইটী স্কুলের" সম্পাদক বাবু বংশীলাল আসিয়াছিলেন। হিন্দু ছাত্রদিগকে ইংরাজী সংস্কৃত এবং মুসলমান ছাত্রদিগকে ইংরাজী ও আরবী শিক্ষা দিবার যে সাধু কল্পনা করিয়া স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। সকলকেই উর্দ্দু পড়ান হয়।

১।১।৭৭।—দরবারে ক্রফট ও ক্লার্কের সহিত দেখা হইল। ক্লার্কের সঙ্গে অনেক কথা হইল। দেখিলাম ডাইরেক্টর অ্যাটকিনসনের অপেক্ষা ও

* এই অসুখের সময় তারাপ্রসাদ বাবু পুনঃ পুনঃ এবং অতিরিক্ত জল খাইতে চাহিলে ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্র প্রতিবারে অত্যল্প পরিমাণে জল দিতেন। তারাপ্রসাদ বাবু তাঁহার সুমিষ্ট পরিহাসের ধরণে একদিন বলিয়াছিলেন "হোয়াট ষ্ট্রেঞ্জ ইকনমি অফ ওয়াটার" (জলের খরচে কি বিস্ময়জনক মিতব্যয়িতা।') এবং সকলকেই হাসাইয়াছিলেন।

সটক্লিফের অধীনে তিনি অধিকতর অসন্তুষ্ট। হয়ত তাঁহার স্বভাব অনুযায়ী ক্লার্ক এক অঙ্গুলি তুলিয়া সটক্লিফকেও সেলাম করিয়াছিলেন।†

(১) ৪।১।১৮৭৭।—উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এবং বাবু নবীনচন্দ্র দে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। দুর্গাগতি ও গুরুপ্রসাদের কাছে ইংরাজদিগের পাটনার প্রতি এত আকর্ষণের একটী কারণ শুনিলাম। এখানকার ধনীলোকেরা খুব সাহেব ভোজ দেন এবং ডাক্তার সাহেব সে সকল ভোজের অধ্যক্ষতা করেন।

[বিহার অঞ্চলে এখনও (১৯২২) বড়দিনে ডালির প্রথা প্রচলিত। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ডালি * এবং বড় বড় সাহেব ভোজ খুবই অধিক চলিত। প্রবাদ আছে যে ঐ সময়ের অল্প পূর্ব্বে কোন কমিশনর সাহেব বড়দিনের পরই বস্তা বস্তা কাবুলী মেওয়া কাবুলীদিগের হস্তে বিক্রয় করিতেন। যে তিনজন বাঙ্গালীর নাম এই দিনের ডায়রিতে লিখিত হইয়াছে উহাঁরা সে সময়ে বিহারে বাঙ্গালী প্রতিপত্তির জয় পতাকাস্বরূপ ছিলেন। বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৲ টাকা বেতনের মোহরেরের কার্য্য হইতে

† সি বি ক্লার্ক একজন উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ তত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি রকস্‌বর্গ ফ্লোরা ইণ্ডিকার একখানি স্বল্প মূল্যের সংস্করণ প্রকাশ করেন। এদেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া তাহার অসাধারণ উদ্ভিদ বিদ্যার সম্মাননাস্বরূপ রাজকীয় কিউ উদ্যানের এবং তথাকার গ্রন্থাদি প্রচারের ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কৃষকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল। ইনি বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের কৃষকদিগের একমাত্র দোষ, উহারা দরিদ্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিকট উহাদের কিছুই শিখিবার নাই।" একজন ডেপুটি কমিশনরকে ক্ষেতের ধান মাড়াইয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে থামাইয়া বলিয়াছিলেন "এইরূপেই কি তোমরা ভারতে প্রজা পালন করিয়া থাক।"

* ভূদেববাবু ডালি লইতেন না। (২৬শে নবেম্বর ১৮৭৬) টিকারীর মহারাণীর প্রেরিত ডালি ফেরৎ দিবার সময় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদের উপহার লওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার প্রেরিত ফল আদি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে যে কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই তাহা জানাইবার জন্য একটী মাত্র ফল রাখিলাম।

স্বীয় ক্ষমতায় উঠিয়া তখন কমিশ্নরের পার্শনাল অ্যাসিষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন ঐ এদেশীয় লোকে তাঁহাকে "কালা কমিশনর" বলিত। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এবং কার্য্যকুশলতায় কমিশনরেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার "মুঠার মধ্যে" আসিয়া পড়িতেন। শেষে তাঁহাকে কলিকাতার কলেক্টর করা হইয়াছিল। বাবু গুরুপ্রসাদ সেন উকীলের অগ্রণী ছিলেন এবং প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র সে সুপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে অতি নিরীহ এবং "মুখচোরাপ্রায়" ভদ্রলোকেও ওকালতী দ্বারা ধন ও যশ অর্জ্জন করিতে পারেন। তাঁহার দ্বারা আর্জ্জি বা জবাব লিখাইয়া লইবার জন্য ভিড় লাগিয়া যাইত। তিনি পাটনা কলেজের আইন অধ্যাপক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পবিত্র চরিত্রের গুণে সকলের নিকটেই সম্মানিত ছিলেন। ঐ এদেশীয় লোকেরা উহাঁকে "বড়া নবীন বাবু বলিত।"

৭।১।১৮৭৭—মুঙ্গেরে অখিলচন্দ্র মল্লিক (গবর্ণমেণ্ট উকীল) বাবু অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হেড মাষ্টার), বাবু ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী (কালেক্টরির হেড ক্লার্ক), বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্মল কজকোর্টের হেড ক্লার্ক), বাবু রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পুত্র বাবু কমলেশ্বরীপ্রসাদ (জমিদার) এবং বাবু উমেশচন্দ্র রায় (ডাক্তার) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

৮।১।৭৭—লকউড সাহেব কালেক্টরের সহিত সাক্ষাতে দেখিলাম যে তিনি ভিতর পর্য্যন্ত ভাল এবং প্রাচীন দলের সিভিলিয়ান। ইটালীয় ডাক্তার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানব এবং তাঁহার রাসায়নিক বিষয়ে জ্ঞান অসাধারণ। তিনি জাম হইতে পোর্ট ওয়াইন, মহুয়া হইতে ব্রাণ্ডি; বেল হইতে শ্যাম্পেন এবং সকরকন্দ আলু হইতে জিন মদ প্রস্তত করিয়াছেন। তিনি ডিয়ার সাহেবের বন্ধু, এবং তাঁহার নিকটই থাকেন। ডিয়ার সাহেব একজন পোলণ্ড বাসী।

[ভূদেব বাবু এই সময়েই শৌণ্ডিক জাতীয় একজন ধনী জমিদারকে বলিয়াছিলেন যে কয়েকজন কার্য্যক্ষম সুরাব্যবসায়ীর একটা যৌথ কারবারে উক্ত রাসায়নিক সাহেবকে দলভুক্ত করিয়া লইয়া এদেশীয় শস্তা ফল হইতে মদ্য প্রস্তত পূর্ব্বক (চাঁয়ের ন্যায় এদেশে না খাইয়া) কেবল বিদেশে চালান চেষ্টা করা সুসঙ্গত হইবে। তখন এদেশে চায়ের ব্যবহার খুব অল্প লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।' পরে চা কোম্পানিরা এদেশের শোধন জন্য পয়সা প্যাকেট সৃষ্টি করিয়া এবং বিনামূল্যে কিছুদিন ধরিয়া দোকানে বিনামূল্যে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন।

১০।১।৭৭—জহ্নুনাথের মন্দির গঙ্গাগর্ভে; অনেকটাই গৌহাটির নিকটস্থ উমানাথের মন্দিরের মত। স্থানীয় লোকেরা বলিল আজগবী নাথ। এখানকার একজন পণ্ডিত শুদ্ধ করিয়া বলিলেন জাহাঙ্গীর নাথ! গঙ্গাতীরে এখনও পুরাতন মন্দির আছে এবং তাঁহার নিকটেই আধুনিক আফিমের গুদাম। এই স্থান হইতে গঙ্গাজল লইয়া গিয়া ৺বৈদ্যনাথের উপর ঢালিবার প্রথা আছে।

২১।১।১৮৭৭—বৌসি আসিলাম। সবডিবিজনাল আফিসর সাহেব জালি পাহাড়ে শিকারে গিয়াছেন। শুনিলাম ১২ কি ১৩ খানা গোরুর গাড়িতে তাঁবু আসবাব প্রভৃতি তাঁহার সহিত গিয়াছে। প্রাতঃকালটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মন্দার পাহাড়ে উঠিলাম। ৫৬০ ফুট উচ্চ। উপর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এখানে একটী বড় হ্রদ ছিল—এবং তাহা চাঁদ এবং চোসি নদীর আনীত মৃত্তিকাদিতে এখনও ক্রমশঃ পূর্ণ হইতেছে। [মন্দার পাহাড়ের তিন দিক সোজা এবং প্রস্তর মাত্র; প্রকৃতই একটী প্রকাণ্ড মন্থন দণ্ডের ন্যায় দেখায়!] এই স্থলে একটী "টোল" স্থাপন করিতে পারিলে বেশ হয়।

২২।১।১৮৭৭।—মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী বলিয়া কোন মনুষ্যের

নিকটে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া সম্মান দেখাইতে চাহেন না। প্রণাম শুধু ঈশ্বর উদ্দেশেই করিয়া থাকেন। সর্ব্বেশ্বর বাদী বা সর্ব্ব ব্যাপকের উপাসক হিন্দু সর্ব্বত্রই সেই এককে দেখিতে উপদিষ্ট এবং সর্ব্বত্রই ভক্তিভরে প্রণাম করিতে পারেন। যৎ কিঞ্চিদ্ ভূতং প্রণমেদনন্যং।

কলমা। *

এক এবাদ্বিতীয়োঽস্মি স্যুর্নামানিবহূনি মে।
ত্রিভীরূপৈ বিশেষেণ মাংজানন্তি বিপশ্চিতঃ॥
কর্ম্মোৎসাহ জ্ঞানরূপ ক্রিয়েচ্ছামতিশক্তিধৃক্।
বিক্রীড়তি মহাকালো ভূর্ভুবঃ স্বর্গমাশ্রিতঃ॥
চরাচর মিদং সর্ব্বং যৎসৃষ্টং কর্ম্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম্ম ভজেন্নিত্যং জ্ঞানোৎসাহসমন্বিতঃ॥

[ভূদেব বাবুর ডায়রীতে এরূপ অনেক রচনা পাওয়া যায়। সংস্কৃত শ্লোক, বাঙ্গালা পদ্য ও গান যখন যাহা লিখিতে ইচ্ছা হইত তাহা লিখিয়া উহাতেই কাটকুট করিতেন এবং অধিকাংশ উহাতেই রহিয়া গিয়াছে কোথাও ছাপান হয় নাই।

২৬।১।৭৭ সাঁওতাল পরগণায় রাজস্বের যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে রায়ত মুস্তাজির (ঠিকাদার) এবং জমিদার কেহই সন্তুষ্ট নহে।

২৭।১।৭৭—বৈদ্যনাথ জিলা স্কুল ও পাঠশালা পরিদর্শন করিলাম। পদ্মপুরাণ হইতে বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য পাঠ করিলাম।

২৮।১।১৮৭৭—বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদিগকে টাকা দিলাম। অপর দুইজন পাণ্ডা আসিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে (১) বিবাদ আপোষে মিটাইয়া লইতে (২) একটি টোল খুলিতে এবং (৩) নিজেদের মধ্যে অন্য অন্য তীর্থ দর্শনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে বলিলাম।

* হয়ত মুসলমানের কলমার ধরণে হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই গ্রহণীয় একটী সূত্র হইতে পারে কিনা দেখিতেছিলেন।

৪।২।৭৭—রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে তাবুতে থাকা অসুবিধা জনক হওয়ায় থানায় ছিলাম। প্রাতে রওনা হইয়া গিধোড় (গৃধ্রকূট) পৌঁছিলাম।

৫।২।৭৭—গিধোড়ের মহারাজা জয় মঙ্গল সিং চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। ইঁহার চতুর্ব্বিংশতিতম ঊর্দ্ধতন পুরুষ বীরবিক্রম মধ্যভারত হইতে আসিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন।

২০।২।১৮৭৭—ভগবান প্রসাদ প্রকৃতই ভাল সরল ও স্নেহশীল যুবক। অদ্য প্রাতে আমাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল আমি তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি (মেড্ হিম্ এ ডিফারেণ্ট ম্যান)। এই প্রথম সতীর চিতামন্দির দেখিলাম ; দেখিবার জিনিস। সটক্লিফের চিঠিতে জানিলাম প্রথম শ্রেণীতে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইতেছে। আজ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কত সুখী হইতেন।

২৭।২।৭৭—ধর্ম্ম সভায় গিয়াছিলাম। কায়েথীর জন্য দরখাস্তের ব্যবস্থা করা হইল।

১।৩।৭৭—টিকারী যাইবার রাস্তায় দেখিলাম প্রতি ক্রোশে মন্দির আছে। টিকারীর রাণী রাজরূপ কুয়রের অতিথি হইয়া খুব যত্ন পাইলাম। দেওয়ান আবদুল ওয়াহেদের নিকট জানিলাম জমিদারীর মালগুজারী দুইলক্ষ ও আয় ১৫ লক্ষ। এখানে ৯ বৎসরের ঠিকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত। রাণী সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া শুনেন, কিন্তু লোকের নিকট এখন দ্বারকা বাসী পূর্ব্ব রাণী ইন্দ্রজিৎ কুয়ারের ন্যায় সম্মানিত নহেন।

৩।৩।৭৭—নর্ম্মাল স্কুলের ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিলাম। টিকারীর রাণীর প্রেরিত উপহার ফেরৎ দিলাম।

৪।৩।১৮৭৭—বিহারীদিগের লেঙ্গটী বাঙ্গালীদের ধুতি অপেক্ষাও খারাপ ; কারণ উঁহারা শীঘ্র বাহিরে আসিয়া কোন কাজে লিপ্ত হইতে পারেন না। ইহাতে একটু দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস আপনা হইতেই হইয়া

পড়ে। সকল প্রকার পোষাকের মধ্যে সাংসারিক কাজকর্ম্ম করার জন্য প্যাজামাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

৫।৩।৭৭ —পাল্কীতে বসিয়া বিহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম :—

১। বৌদ্ধযুগে এ প্রদেশে ব্রাহ্মণের অবনতিতে সংস্কৃত চর্চ্চার অধিকতর হ্রাস হইয়াছিল; আধুনিক বাভনেরাই বোধ হয় এ প্রদেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ।

২। হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী, কায়স্থগণ, বৈদেশিক ভাষা শিখিয়া লইয়াছেন; পরবর্ত্তী পুরুষে তাঁহাদের প্রাধান্য বাড়িবে।*

৩। ব্যবসায়ী ও কৃষক সম্প্রদায় এক্ষণে প্রবল। প্রধানতঃ তাঁহাদের লইয়াই শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। নাগরীতে আরও পুস্তক না বাড়াইতে পারিলে সে কার্য্য হইবে না।

৪। তন্ত্রের প্রচারে ত্রিহুতে সংস্কৃত শিক্ষা বাড়িয়াছিল। সেখানের অবস্থা দেখিয়া আমার এই মত ঠিক কি না, জানা যাইবে। তন্ত্র বাঙ্গালা অক্ষরকে পবিত্র ও শিক্ষিতগণের অধিকৃত করিয়া বাঙ্গালার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। [গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলী প্রবলীকৃতা]

১০।৫।১৮৭৭—ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে আপনা হইতেই বলিলেন এবং তাহাতে তাঁহার সাহায্য হইবে জানাইলেন। শিক্ষা বিভাগের উপযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের নামের একটা তালিকা দিতে বলিলেন।

* বাঁকিপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু তথাকার উকীল বাবু কৃষ্ণ সহায়কে তাঁহার পিতার ডায়ারির এই অংশ দেখাইলেন (১৯০৬) তিনি বলেন ২৬ বৎসরে তাঁহার কথা অনেকটাই প্রমাণিত হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণসহায় এখন বিহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য (১৯২০)

১৯।৩।১৮৭৭।—দক্ষিণ হইতে সোন ও উত্তর হইতে সরযূ আসিয়া "মনেরে' গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে একটি তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। মকদুম সাহ নামক এক মুসলমান ফকির রাজা" মনেরের (সম্ভবতঃ রাজা মণিরাম) নিকট হইতে এই স্থান লইয়াছিলেন। এখানে মকদুম সাহের কবর আছে। মুসলমানেরা এ স্থানকে পবিত্র মনে করেন, এবং এখানে মৃত্যুর পর কবর পাওয়া—মুসলমানদের একান্ত ঈপ্সীত। ইহা হইতে বোধ হয় উক্ত ফকির এখানে রাজা মণিরামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। লোকে বলে যে ইহা চারি শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।—মকদুম সাহ ঐহিকতা সংমিশ্র বৈরাগ্য [ফকির] প্রচার করিতেন। তিনি সন্তান সন্ততি রাখিয়া মরিয়াছিলেন। "বনেঽপি দোষা প্রভবন্তি রাগিনঃ।" পাঠশালা ও স্কুল পরীক্ষার পর গঙ্গার বালির উপর দিয়া এক মাইল হাটিলাম। গঙ্গা পার হওয়ার সময় সোন এবং সরযূ দেখা গেল।

২১।৩।১৮৭৭। দেওকুমার * সিংহের সহিত দেখা করিতে গেলাম।

* ছাপরা জিলার এই বাবু দেবকুমার সিংহ ভূদেববাবুর থাকিবার জন্য খুব বড় তাবু ফেলিয়া এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়। ভূদেববাবু সেখানে লোকমুখে শুনিতে পান যে বাবু দেবকুমার সিংহের অশেষ সদ্‌গুণ সত্বেও বেশ্যাশক্তি ও পানদোষ আছে। পরদিন প্রাতে বাবু দেবকুমার সিংহ আসিয়া কোন কষ্ট হইয়াছে কিনা জানিতে চাওয়ায় ভূদেব বাবু বলেন "আমার অন্যকোন কষ্ট হয় নাই; তবে একটা কথা শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। কিন্তু বলিয়া কোন ফল নাই—সে কষ্ট দূর হইবার নয়।" বাবু দেবকুমার সেই কষ্ট দূর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে ভূদেব বাবু লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা জানাইয়া বলিলেন, "আগে জানিলে অন্যত্র থাকিতাম।" এরূপ স্পষ্টভাবের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবু দেবকুমার বলিলেন "আপকা 'কষ্ট দূর হো গিয়া, অব সে ময় সব ছোড় দিয়া।" ভূদেব বাবু ইহার পর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। বাবু দেবকুমার বাড়ীর ভিতর যাইতেন না, নিঃসন্তান ছিলেন। ইহার পরে জাত তাঁহার দুই পুত্রকে ভূদেব বাবুর আশীর্ব্বাদের ফল বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রথমটীর নাম ভূদেবপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন। 'ক্ষণমিহ সজ্জন

তিনি পূজায় বসিয়াছিলেন। ইনি গৃড়ের ক্ষেত্রি; সিন্ধুদেশ হইতে ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়াছিলেন।—এখানে বৈশ্য বলিয়াই খ্যাত। ইনি বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতজ্ঞ। নীল চাষের কাগজপত্র কালেক্টরী হইতে আনাইয়া দেখিলাম। (১) ১৮৭৩ অব্দে ৫৫টি কারখানা ছিল। (২) ৪৪,০০০ বিঘায় চাষ হইয়াছিল।

মিঃ পার্ক বলিয়াছিলেন ৬৩৫০৩ বিঘায় নীল চাষ হইতেছে এবং ইহাতে খাদ্য শস্য হইলে বিঘার ১৭/০ মণ হিঃ ১০,৭৯,৫৫১ মণ প্রজাদের হইত। বিঘায় ১২ গাড়ী ৮/০ হিসাবে নীল গাছ হয়। ইহাতে কুঠির নীল হয় /৭ সের যাহার দাম ৪২৲। ভিজা উঁচা জমিতেই নীল ভাল হয়। জমির বন্দোবস্ত তিনরূপ জীরাত, আসামীওয়ার, খাসগি। হাতুয়া রাজের চাষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হয় না। তাহারা বিঘা প্রতি ৮৲ লাভ পায়।

২২।৩।৭৭—বেতিয়ার কুমারের সহিত দেখা হইল তাঁহার পিতাকে কাশ্মীরের মহারাজ "কলিযুগের কর্ণ" বলিয়াছিলেন। কুমার নাকি তাঁহার অসম্মান করিতেছেন!

২৬।৩।৭৭—মতিহারীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিং কথাবার্ত্তায় প্রথমে উদাসীন ভাব দেখাইলেও শেষে বিবির সহিত পরিচয় করিয়া দিয়া গাড়ী পর্য্যন্ত স্বয়ং পৌছাইয়া দিলেন!

৩০।৩।৭৭—নূতন উকীল শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার স্বর্গীয় পুত্র মহেন্দ্রের সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ইহাকে বড়ই ভাল লাগিল— [মজঃফরের উকীল ৺ শিববাবু সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।]

সঙ্গতি রেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা, বাবু দেবকুমার রাখালটীকে তাঁহার সেব উপযুক্ত মাসহারা দিয়াছিলেন। বহু দিন পরে ভূদেব বাবুর শেষ অসুখের সময়ে বাবু দেবকুমারের চিরকৃতজ্ঞা পত্নী ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন।

১।৪।৭৭—হিন্দু চ্যারিটেবলে আমার ছাত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

৫।৪।৭৭—মিঃ নেসফিল্ডকে কায়থী সম্বন্ধে একখানা বড় চিঠি লিখিলাম।

৬।৪।৭৭—গণ্ডক ও গঙ্গাপার হইয়া দুইমাইল পথ পদব্রজে আসিয়া বাঁকিপুর পৌঁছিলাম। শিক্ষা বিভাগের নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সার্টক্লিফের পত্র পাইলাম।

৭।৪।৭৭—ক্যাম্বেল সাহেব কৃত শিক্ষাবিভাগ সমূহের এবং তাহাদের কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্য সার রিচাড টেম্পলের চেষ্টায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শিক্ষা বিভাগে উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব গুলি সটক্লিফ্‌কে লিখিলাম।

৯।৪।৭৭—মিঃ মাঙ্গলস্ (পাটনায় কমিশনর) কায়থী প্রচলনের বিপক্ষে।

১০।৪।৭৭—ভাগলপুর যাইতে ট্রেণে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সুনম্র ছেলেটিকে—[৺বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়] দেখিলাম। মধুসূদন কলেজে আমাদের সময়ের। এখন হায়দ্রাবাদে নিজামের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারি কার্য্য করেন। বাড়ী থামাসে। *

১৪।৪।৭৭ মিঃ বার্লোর সহিত সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা

* মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত করালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এক কন্যার ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমান কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাল্যকালে অতীব নিঃস্ব ছিলেন। অর্থাভাব বশতঃ বাড়ীতে আলো জ্বালিবার সংস্থান না থাকায় তেজস্বী বলিল মধুসূদন যখন তাঁহার ৮ বৎসর মাত্র বয়স—রাস্তার গ্যাসলাম্পের নিকটে বই উঁচু করিয়া নিজের স্কুলের পড়া তৈয়ারী করিয়া লইতেন। অসাধারণ উৎসাহী পরিশ্রমী মধুসূদন নিজাম সরকারে কাজ করিবার সময় হোসেন সাগরের বাঁধ ভাঙ্গিলে ৩ ঘণ্টার মধ্যে তাহা সারাইয়া নিজাম সেকেন্দ্রাবাদ সহর ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করেন।

হইল। বার্লোকে কায়থী সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের স্বপক্ষে মনে হইল। দেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা যে আমার দিকে তাহা ইনি বুঝিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাতে আমার মত অবলম্বন করেন সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে বলিলেন।

১৫।৪।৭৭—নীলকর বি. ও, ডাওেুলের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পাল্কী চাহিয়া লইলাম।

১৭।৪।৭৭—পুর্ণিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট কেম্বল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন যে আমার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কমিশনরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিবেন। কায়থীতে পুস্তক প্রচার সম্বন্ধে কেম্বল আমার সহিত একমত হইলেন।

২৪।৪ ৭৭—মিঃ ঈডেনের পত্রে জানিলাম যে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানর পর আমি হুগলীতে বদলী হইব।

৩।৫।৭৭—শিবদাস ও কালীপ্রসাদ (উকিল) কে পুষ্পাঞ্জলি বুঝাইলাম।

১১।৫।৭৭—মোহনলাল সন্ধ্যার সময় আসিলে, তাহার সঙ্গে কায়থীর প্রচলন জন্য দরখাস্ত দেওয়ানর কথাবার্ত্তা হইল।

৫।৭।৭৭—ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়কে তাঁহার স্থাপিত বিজ্ঞান সমিতিতে দেশীয় উদাহরণ দিয়া বক্তৃতা করিতে ও পরে তাহা মুদ্রিত করিতে পরামর্শ দিলাম। মলোনী সাহেব ডাঃ রায়ের বাড়ী গিয়া দেখা করিয়াছিলেন শুনিয়া তৃপ্তি হইল।

১৭।৭।৭৭—যদুনন্দন বলিলেন যে * * এবং * * (দুজনেই ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর) মদ্যপান ছাড়িয়াছেন এবং পত্নীকে বাসায় আনিয়াছেন। সুসংবাদ। [ভূদেব-বাবুর সহিত অল্পসংশ্রবেই অনেকের সত্বরে চরিত্রোন্নতি হইত] পালের স্কুল (মাসিক আয় ১১৲ মাত্র) ও ট্রেনিং একাডেমি (মাসিক আয় ৪০৲ মাত্র) দেখিয়া আমার স্থাপিত চন্দননগরের সেমিনারীর পুরাতন কথা মনে পড়িল।

১৯।৭।৭৭—আমার ছমাস অসুখের জন্য ছুটীর সময়ে ১৮৭২।৭৩ অব্দে যে অতিরিক্ত বেতন লইয়াছিলাম সে সম্বন্ধে এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পত্র পাইলাম।

২৩।৭।৭৭—হুগলীতে গ্যারেটের নিকট হইতে কাজের ভার লইলাম। গ্যারেট সাদা সিধে লোক। তাঁহার নিকট শুনিলাম ক্লার্ক ক্রফটকে ক্রেপ্ (শম্ভু) বলিত। হার্সেল (হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট) অদ্য আমার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

২৯।৭।৭৭—সামনের বাড়ী (চুঁচুড়ার গঙ্গারধারের বাড়ী) বিক্রয় করিতে চাহে। লইব কি? অতবড় বাড়ী রাখিবার অবস্থা আমার ছেলেরা বজায় রাখিতে পারিবে কি? আমার স্ত্রী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন ত বাড়ীটা লইতেই মত দিতেন। তবে না লই কেন?

৩০।৭।৭৭—মনে হইতেছিল উত্তর পাড়া বা দেওঘরে ১০০৲ বেতনে যে শিক্ষকের পদ খালি আছে, তাহা গোবি (২য় পুত্রের) লইলে হয় না?

৭।৮।৭৭—লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে গবর্ণমেণ্টের উপাধি দান সম্বন্ধে কথা হইল। পরে দেখা হইলে ঈডেন বলিলেন সেণ্ট্রাল অডিটের নিয়ম তাঁহার উদ্ভাবিত; ক্রফটের নহে। ঈডেনের মতে ক্রফট শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী ভাবে আপনার মত স্থির করিয়া লইতে স্বভাবতঃ উৎসুক (হ্যাজ এ ডিস্পোজিসন টু ফ্রেম হিজ ওপিনিয়ন অন্ দি অর্ডার্স অফ দি গবর্ণমেণ্ট)। গুরু মহাশয়দিগের বৃত্তি বণ্টনের হিসাব ডাইরেক্টার অফিস হইতে পরীক্ষিত হইলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় তাঁহার চক্ষের নিকট থাকিবে বলিয়া সেটা তাঁহার পছন্দ। রাধিকাকে (৺ রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়) অডিটার করার কথা হইতেছে।

৯।৮।৭৭—চণ্ডী (৺ চণ্ডীচরণ মজুমদার) আসিয়াছিলেন। এখন



৺সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

I. A. School, Bowbazar. Calcutta.

বলাগড় স্কুলের সেক্রেটারী। এবারে যে দিন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসে যাইব সেদিন তাঁহার চাকরীর জন্য চেষ্টা করিব। [—চণ্ডীবাবুর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটেই চাকরী হইয়াছিল।]

১১।৮।৭৭—ডান হাতটা আজ ভারী বোধ হইতেছে ও একটু ফুলিয়াছে। আমার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে একটু বেশী খরচ করিতে গোবির ইচ্ছা দেখিলাম।

১৮।৮।৭৭—লাট সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তিনি বলিলেন আধুনিক অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকগণ অপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার অধিকতর ভাল লাগে। ম্যাকেঞ্জির ধারণা এই যে ক্যাম্বেল অহঙ্কারী ছিল না। (!!) এবং টেম্পেল উপর ওয়ালাদের তোষামোদ করিতে ও অধিনস্থ কর্ম্মচারীদের জ্বালাতন করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মেকলে বেশ সুপুরুষ ভাল লাগিল।

১৯।৮।৭৭—বাড়ীর পশ্চিমের জমিতে বাগান করিবার জন্য স্বহস্তে খানিকটা কাজ করিলাম। বারাসতের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হেড মাষ্টার কুঞ্জ বসু আজ আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কৈলাস বাবু এই বিবাহে বাস্তবিকই ইচ্ছুক দেখিলাম—কোন ফর্দ্দ দিলেন না।

২১।৮।৭৭—ডাঃ সরকারকে (মহেন্দ্রলাল সরকার) নদীতে বেড়াইবার জন্য আমার বজরাখানি দিতে চাহিলাম। সুরেশকে (কৈলাসবাবুর পুত্র ইনিই কনিষ্ঠ জামাতা হইয়াছিলেন।) দেখিলাম—অঙ্কশাস্ত্র ভালবাসে, কিন্তু এখনও ইংরাজী সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করে নাই।

২৪।১০।৭৭—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মৈত্র আসিয়া রাত্রিটা রহিলেন। *

* যখন ৺চন্দ্রনাথ বাবুর পুত্র ৺উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম, এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক এবং কলেজের খুব নিকটস্থ একটী বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন, তখন ভূদেববাবু একদিন

২৯।১০।৭৭—শশী রাণীধনকে (ভূদেববাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার একমাত্র কন্যা) চিকিৎসার জন্য আনিয়াছিল। শ্রীশ্রীকালী ভাসানের দিন ৬ই নভেম্বর তাহার দেহান্ত হইল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীকার্ত্তিক ভাসানের দিন গিয়াছিল.! × × ×

১৫।১১।৭৭—সোনপুরের ঘাটে হরিহর ক্ষেত্রে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা উপলক্ষ্যে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। সকালে ঘোড় দৌড় দেখিলাম। রাত্রে একটা হইতে দুইটার মধ্যে তাম্বুতে চুরি হয়।

১৮।১১।৭৭—মিঃ স্কট তাঁহার তাঁবুর নিকট 'দেশীয় লোকের' (আমার) তাঁবু দেখিয়া একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (সোরলি ডিস্‌সাটিস্‌ফাইড)।

১৯।১১।৭৭—লাট সাহেবের দরবারের বক্তৃতায় হিন্দি অনুবাদ প্রচারের প্রস্তাব করায় লাট সাহেব সেটা মঞ্জুর করিলেন। মোহনলাল সমস্ত রাত জাগিয়া অনুবাদ করিলেন।

২২।১১।৭৭—তারাপ্রসাদের পত্রে জানিলাম যে নিমু (তৃতীয় কন্যার পুত্র) আর নাই। ১৯শে সন্ধ্যার সময় ওলাউঠা রোগে সে চলিয়া গিয়াছে। চুঁচুড়ার বাড়ীতে আবার সাহারার মত অবস্থা হইয়া গেল। নিমুকে সকলেই কত ভাল বাসিত। গোবি ও শিবনাথ অল্প বয়সেই কি শোক পাইল! আমার জীবনে কার্য্য আরম্ভ করার পর আমার প্রথম পুত্রকে হারাই। তারাপ্রসাদ আরও অনেক বেশী বয়সে রাণুধনকে হারাইয়াছে। কিন্তু শিবনাথ এবারে যেন গুঁড়াইয়া গেল!

১১।১২।৭৭—জগদীশপুরের ৺ কুমার সিংহের ভ্রাতা উমের সিংহের

তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লইয়া ঐ বাটীতে তাঁহার সহপাঠী ৺চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পথে পুত্রকে বলেন "তোমরা স্কুলে কখন কোন সহপাঠীকে মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ কি? আমরা কিন্তু ক্লাস শুদ্ধ ধীর গম্ভীর এবং নিরীহ প্রকৃতি জন্য ইঁহাকে "মৈত্র মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতাম।"

পুত্র ঋতুভঞ্জন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জগদীশপুরে আসিলাম।

১৪।১২।৭৭—বিহিয়া আসিলাম। খালের জলে এ অঞ্চলটাতে চমৎকার শস্য হইতেছে।

১৫।১২।৭৭—পুরাতন ভোজপুর দেখিলাম।

২১।৮।৭৭—হার্শেলের বিদায় সভায় জ্বর গায়েই উপস্থিত হইয়াছিলাম। রেভঃ লালবিহারী দে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজা মহারাজাদের কমিটীতে কাজ করিতে সম্মত করিবার ভার জয়কৃষ্ণবাবু লইলেন।

২৫।৮।৭৭—রাধিকা বলিলেন যে তাঁহাকে ২৭শে হইতে নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের কাজ করার আজ্ঞা হইয়াছে। বঙ্গমোহন আসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টরের কার্য্য ভার লইলেন। আমার ভাগলপুর যাইবার সময় হুগলী ষ্টেশনে লালবিহারী দে গাড়ী হইতে নামিয়াই খবর দিলেন যে সেনেট শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুর আইন অধ্যাপকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৮।৭।৭৭—স্বর্গীয়া দ্বিতীয়া কন্যাকে স্বপ্নে দেখিলাম। মাজিষ্ট্রেট নিউবেরি সাহেব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ইঁহার সহিত কাজ করা কঠিন হইবে না। বোলাক চাঁদ ভাল লোক।

১।৯।৭৭—ছোটলাট (ভাগলপুরে) ৫॥০ টার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আমার পছন্দ হইল না—রাজাদের রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল।

৩।৯।৭৭—রোটাস ষ্টিমারের উপর 'অ্যাট হোমে' রাজাদের সহিত আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। সাহেবদের ওয়ালজ্, কোয়াড্রিল প্রভৃতি নাচ হইল। উঁহারা শেষ জীবন পর্য্যন্ত বাল্যকালের ও যৌবনের আমোদ প্রমোদ বজায় রাখেন। দেশীয় লোকের সেখানে থাকিতে বাধ বাধ ঠেকে।

৪।৯।৭৭—ছেলেদের দিয়া লাট সাহেবের অভিনন্দন যাহা বেণী দে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা বারণ করিয়া দিলাম।

৭।৯।৭৭—হার্সেল আপনিই তাঁহার ইংলণ্ডের ঠিকানা দিয়া বলিলেন যে কি ইংরাজ কি দেশীয়—ভারতে আমার অপেক্ষা কাহাকেও তিনি বেশী শ্রদ্ধা করেন না। সত্যই দেখিতেছি তাঁহার প্রতি আমার যেরূপ মন, আমার প্রতি তাঁহারও ত সেইরূপ!

৯।৯।৭৭—বারাসতে অশীর্ব্বাদ নির্ব্বিবাদে হইয়া গেল।

১৩।৯।৭৭—মিঃ পেল্ (হুগলীর নূতন কলেক্টর) হার্সেলের সহিত আমার বন্ধুত্বের কথা তুলিলেন এবং আমাকে একদিন ডাইরেক্টরের পদে দেখিবেন বলিয়া ইংরাজী শিষ্টাচার সূচক মিষ্ট কথা (কম্‌প্লিমেণ্ট) বলিলেন। তিনি গ্রাম্য কমিটী করিয়া গুরুদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হুগলীতে করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১৪।৯।৭৭—গোবি দ্বারির (প্রিয় ছাত্র ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর) জন্য মাধব দত্তের গঙ্গার ধারের বাড়ীটা কেনার কথা বলিল। কল্পনাটী আমার খুব মিষ্ট লাগিল।

২৭।৯।৭৭—জামালপুরের কারখানা দেখিলাম—দেশে কারখানায় কাজের উপযুক্ত লৌহ তৈয়ারী হয় না।

১।১০।৭৭—বাড়ী প্রাচীরে গাড়ীর ধাক্কা লাগায় আমার বাম হাঁটুতে আঘাত লাগিল।

৮।১০।৭৭—আজ সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি হইল। হস্তা নক্ষত্রের ফল কি? প্রাচীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন হিন্দু জাতির এই প্রবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে তাহার আলোচনা হওয়া উচিত।

১৬।১০।৭৭—গ্রহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নর্ম্মাল স্কুলের দূরবীক্ষণটী অদ্য বাড়ীতে আনাইলাম। আজকাল গ্রহগুলি খুব পরিষ্কার দেখায়।

১৮।১০।৭৭—হাঁটুর বেদনা সারে নাই ; স্কটের মলম লাগাইলাম।

২৭।১২।৭৭—সাসিরামে ৺কুমার সিংহের বংশের বেচু সিংহের সহিত কথা হইল। শিখ লছমন সিংহের বাড়ীতে গেলাম।

২৮।১২।৭৭ গুরু: তেগ বাহাদুরের শিখ সঙ্গৎ দেখিলাম। লছমন সিংহের চার পুরুষ বর্ত্তমান সুখী পরিবার।*

২৯।১২।৭৭—পাহাড়ের উপর সের গড়। তাহার নিকট গুহায় গুপ্তেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম।

৩।১।৭৮—সের সাহের সমাধির নিকট পাঠশালার ছাত্রদের একত্র রাখা হইয়াছিল। উহাদের পরীক্ষা করিলাম। সমাধি-মন্দিরটি ৭৫০ হাত লম্বা চওড়া একটী চতুষ্কোন পুষ্করিণীর মধ্যে। সমাধির ভিতরের অষ্ট-কোন অংশটির দৈর্ঘ, ৪০ পদক্ষেপে মাপা গেল। ১৪ ইঞ্চি করিয়া উচ্চ ৯৬টি ধাপে উপরের তলায় উঠিলাম।

৪।১।৭৮—ডিহিরীতে আসিয়া সোন এনিকাট (নদী মধ্যস্থলের বাঁধ) দেখিলাম। খালের কারখানা জামালপুরের কারখানার চেয়ে অনেক ছোট। ইঞ্জিনিয়ার ফোরএকার্স সাহেবকে একটা ইঞ্জিন মেরামতে ব্যস্ত দেখিলাম। কারখানার বালকদিগের জন্য পাঠশালা দেখিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল উদ্দীপিত হয় এবং মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয়।

৫।১।৭৮—ফোরএকার্স সাহেব তাঁবুতে আসিয়া দেখা করিলেন ও বিশেষ উৎসাহের সহিত কথা বার্ত্তা কহিলেন।

৭।১।৭৮—দেও পৌছিলাম। এখানে একটী সূর্য্য মন্দির আছে।

---

* ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সাহাবাদেও বৃদ্ধের সংখ্যা বাঙ্গালার ন্যায় কমিয়া গিয়াছে। সাহাবাদের অনেককে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনা যায় যে সরকার বাহাদুর মিউটিনির অপরাধে ভোজপুরকে নিম্ন বাঙ্গালার ন্যায় আর্দ্র ভূমিতে খালদ্বারে পরিণত করিয়া অধিবাসীদিগের বীর্য্যহানী করিয়াছেন ; তবে অপর হস্তে অন্ন বৃদ্ধিও করিয়াছেন বটে।

১৪।১।৭৮—বেলা ৩।৪টার সময় পাল্কীতে (সাহানাবাদ হইতে) বাঁকীপুরে পৌছিলাম। গত বি-এ পরীক্ষায় মুকন্দুর দুরবস্থার * কথা শুনিলাম। কখন কখন দুর্ঘটনার ফলে ভালই হয়।

* ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র মুকুন্দ বাবু ঐ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিতেছিলেন। অঙ্কের পরীক্ষার দিন যে নোটের খাতা পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেনেট হলের বাহিরে পড়িতেছিলেন, তাহা নিয়ম মত হলের দ্বারের নিকট টেবিলে না রাখিয়া দিয়া প্যাণ্টলুনের পকেটেই রাখেন। পরীক্ষার সময় উহা পকেট হইতে বাহির হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব উহা কুড়াইয়া পাইয়া তাহাতে কোন নাম লেখা না দেখিয়া মুকুন্দ বাবু ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পরীক্ষার্থীকে তাহা দেখাইলে মুকুন্দ বাবু উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রিফিথস্ সাহেব টনি সাহেবের নিকট সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন, "ঐ খাতা হইতে নকল করার কোন চেষ্টা হয় নাই; পরীক্ষা দিতে দেওয়া যায় কি না?" "টনি সাহেব বলেন ভিতরে লইয়া যাওয়ায় যে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে, তাহাতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।" মুকুন্দ বাবু সে বৎসরে আর পরীক্ষা দিতে পান নাই। দুই বৎসর পরে গ্রিফিথস্ সাহেবই মুকুন্দ বাবুর ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ জন্য আবেদনে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন; দুষ্ট কল্পনায় খাতা লইয়া যাওয়া বিশ্বাস করেন নাই। মুকুন্দ বাবু বলিয়া থাকেন যখন যখন তিনি সত্য রক্ষা বা সত্যাচরণ সম্বন্ধে ত্রুটী করিয়া নিয়মভঙ্গ করিয়াছেন, তখনই তাহার পিতৃপুণ্যে হাতে হাতে সাজা পাইয়াছেন:—

১৮৯৬ অব্দে যখন দুই মাসের জন্য শ্রীরামপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন চুঁচুড়া হইতে প্রত্যহ যাতায়াতের অনুমতি ম্যাজিষ্ট্রেট অ্যালেন সাহেব তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর তৃতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে তিনি সামান্য আলস্যবশতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কয়েক ঘণ্টা ছুটীর জন্য পত্র না লিখিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি করিতেছিলেন। সেইদিন দায়রায় তাঁহার সোপর্দ্দ করা একটি মোকদ্দমা হইতেছিল। তাহাতে তাঁহার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। তাঁহার বৈবাহিক সরকারী উকিল ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন একটা চাপরাসী পাঠাইয়া বাটী হইতে মুকুন্দ বাবুকে ডাকাইলে শীঘ্রই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া এতবেলা পর্য্যন্ত মুকুন্দ বাবু চুঁচুড়ায় আছেন, ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিবেন না। যাহা হউক, লোক পাঠাইয়া ডাকা হইলে তিনি সেশন আদালতে সাক্ষ্য দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে সামান্য আলস্যবশতঃ অসত্য আচরণ করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে আবাহন করায় সর্ব্বাপরাধ সংশোধনকারী তাঁহার সত্যস্বরূপ পিতৃদেবই উহা ধরাইয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন বলিলেন "মানব জাতিটার উপরই আমার বিশ্বাস নষ্ট করিয়া

১৮।১।৭৮—চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া গোবিকে কতকটা ভাল দেখিলাম। [কয়েক মাস হেমাটোসিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন ছিল; শেষে 'সিলিকা' ব্যবহারে উপকার হয়।] পুনরায় ঘোড়ায় চড়িতে পারায় অধিক কার্য্যক্ষম হইয়াছে মনে হইল।

১৯।১।৭৮—চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আমার রাসায়নিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়ার কল্পনা সম্বন্ধে গোবির সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম।

৬।২।৭৮—ছাপরায় জিলা স্কুল এবং ৫৮টি পাঠশালার ১৫৩২জন ছাত্র একত্র হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া উঃ পঃ প্রদেশে পরিদর্শন কালে তাজমহলে ঐরূপ বহু ছাত্রের একত্রে উপস্থিতির কথা মনে পড়িল।

৯।২।৭৮—সিউয়ানের সবডিভিসনাল অফিসার খর্ব্বকায় মিঃ ফিলিপ্স্-এর সঙ্গে দেখা হইল। এই সকল 'ছোকরারা' কি গর্ব্বের সহিতই এদেশে প্রভূত্ব ফলাইতেছেন! (ও হাউ দীজ ইয়ংষ্টার্স লর্ড ইট্ ওভার্ দি কান্ট্রি।)

১৪।২।৭৮—স্বপ্নে স্বর্গীয়া পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ায় বিশেষ আনন্দলাভ হইল। স্বপ্ন মনুষ্যের সুখ বা দুঃখের অংশ।

১৫।২।৭৮—বেতিয়ায় (মহারাজের বিধবা পত্নীর) মেয়ে স্কুল দেখিলাম। ইটালীয় পাদ্রী লুইস ও মাদার রোজালিয়াকে দেখিলাম। দেশীয় ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম সেগুলি আমাদের সাধারণ দেশীয় বাড়ী অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন।

২১।২।৭৮—সীতামারীর মধ্যে ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টারটী যোগ্যব্যক্তি।

দিলে।" তখন মুকুন্দ বাবু তাঁহার আলস্য এবং স্বর্গীয় পিতার তীব্র অসন্তোষ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যাহা হইয়াছিল: তাহা বলিলে সাহেব উঠিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়াছিলেন।

২৫।২।৭৮—মজফঃরপুরের জেলা স্কুল, সোসাইটী স্কুল ও পাঠশালা সমস্ত দেখিলাম। মিঃ আবদুল্লা ও তাঁহার স্ত্রী আমার তাঁবুতে আসিয়া দেখা করিল।*

৫ই, ৬ই মার্চ্চ আমার অত্যন্ত জ্বর ও পেটের পীড়া হইয়াছিল কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই। বারাসতের সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় বিবাহ সভায় গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিলেন * এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় না খাইয়া চলিয়া যান। (কৈলাস বাবুর ভগ্নীপতি) শ্রীযুক্ত রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পক্ষে থাকিয়া দেখাইয়া দেন, কেহ কাহাকেও অপমান করিতে চাহেন নাই। [রাখাল বাবুর চেষ্টায় ২৫শে মে তারিখে কুটুম্ব ভোজনে সকলেই আসিয়া ছিলেন।]

* সৈয়দ আবদুল্লা বিলাত গিয়া সেখানে একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাকে বিবাহ করেন ভারতে আসিলে এ দেশীয়কে বিবাহ করার অপরাধে ঐ বিবির সহিত এদেশাগত কোন উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী সাক্ষাৎ করেন নাই; কিন্তু যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ঐ বিবির আত্মীয়দিগের সহিত পরিচয় থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ছিলেন। যুবরাজের এই উদারতা এদেশাগত ইংরাজের ও উহার সম্বন্ধে অনুসরণ করেন এবং মিঃ আবদুল্লা ২৫০৲ বেতনে বিশেষ ডেপুটী ইন্‌সেপেক্টর নিযুক্ত হয়েন।

* বিবাহরাত্রে গোলযোগ হইলেও এই কুটুম্বিতা বিশেষ সুখের হইয়াছিল। ৺কৈলাস বাবু সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ জামাতা—৺সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি এল মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুদিন কটক এবং রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা এবং কৃষ্ণনগরে ওকালতী করেন এবং পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুপুলে মহকুমার কার্য্য করিবার সময় কোন নীলকরের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া তাহার উপর ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দেন। তাহার পরই ১০০৲ টাকা অতিরিক্ত বৃত্তিসহ ভাগলপুরে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন অফিসরের পদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল বেদান্ত দর্শন পুস্তকে তাঁহার সংস্কৃত অনুরাগের এবং স্বধর্ম্ম ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার একমাত্র কন্যার শ্রীযুক্ত যোগনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ঐ কন্যার ২১ বৎসর মাত্র বয়সে দেহান্ত হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টো-

৩১।৩।৭৮—(দ্বারভাঙ্গায়) ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করিলাম। সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের রাজনীতির ও নীল করদিগের সম্বন্ধে সরলভাবে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন।

৫।৪।৭৮—দ্বারবঙ্গের মহারাজার ভ্রাতা নূতন ষ্ট্যাজুটারী সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শালগ্রাম তেওয়ারী বলিলেন যদি এডুকেশন গেজেটের হিন্দী সংস্করণ বাহির করা হয়, তাহা হইলে তিনি ৬০ৎ বেতনে চুঁচুড়ায় যাইতে সম্মত আছেন।

৭।৪।৭৮—গবর্ণমেণ্ট হিন্দী গেজেট প্রচারের আদেশ করায় আমার সঙ্কল্পিত এডুকেশন গেজেটের হিন্দী সংস্করণের আর আবশ্যকতা নাই।

৮।৪।৭৮—মিঃ গ্রাণ্ট গোবিকে মুন্সেফী দিবার জন্য জজ এন্‌স্লিকে ভাল করিয়া অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম। গ্রাণ্ট উহাকে প্রকৃতই ভাল বাসেন।

৯।৪।৭৮—সখাওয়াত হোসেন বি-এ কে দেখিলাম। উত্তমশালী, বুদ্ধিমান, যুবক মনে হইল।

১৪।৪।৭৮—গঙ্গাবিষ্ণু ঘোষাল ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা ৫০০০ৎ

পাধ্যায় এম বি এল বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নিতের অধ্যাপনা চারি বৎসর করিয়া এক্ষণে (১৯০৯) চব্বিশ পরগনায় ওকালতি করেন পিতার ন্যায় বিদ্যানুরাগী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। ১৯০৫ অব্দে সুরেশ বাবুর এবং ১৯০৮ অব্দে তৎপত্নীর দেহান্ত হয়। ভূদেব বাবুর এই কন্যা বলিতেন "আমার সহিত পরজন্মে মিলনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্যই তিনি আগে গিয়াছেন; আমাকে যে তাহার অপেক্ষা বয়সে অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর ছোট হইয়া জন্মিতে হইবে।" ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ কন্যার স্মরণশক্তি খুবই ভাল ছিল। তিনি ইংরাজী জানিতেন ও মুখেমুখে গল্প শুনিয়া মণ্টিক্রিষ্টলা প্রভৃতি ৩৫ খানি ইংরাজী পুস্তকের গল্পগুলি বাঁধান খাতায় তাহার কন্যার সাহায্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টাকা পর্য্যন্ত মূলধন দিয়া একটি কয়লার দোকান করা স্থির করিলাম। * মুকুকে স্পেন্সারের বাইওলজির খানিকটা পড়াইলাম।

২০।৪।৭৮—হিন্দী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতে পাটনা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ছোটুরাম তেওয়ারী সম্মত হইলেন।

২৩।৪।৭৮—গ্রাণ্টের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলাম (সার উইলিয়ম) হার্সেল পাদরী হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

২৬।৪।৭৮—ক্রফোর্ড গোবিকে এনস্লির সঙ্গে দেখা করিতে লিখিয়াছেন। আমার সারকেলের বাহিরে কোন স্বায়গায় গোবিকে যদি (মুন্সেফ হইয়া) যাইতে হয়, ত উমেশকে তাহার সঙ্গে পাঠাইব।

২৭।৪।৭৮—গোবি ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম আমি যত শীঘ্র তাহার মুন্সেফি চাকরী লইয়া তাহাকে যাইতে হইবে এই ভয় করিতে ছিলাম সেরূপ শীঘ্র ঐ চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

২৮।৪।৭৮—'শান্ত' ঘোড়ায় প্রায় এক মাইল দৌড় করিয়া গিয়াছিলাম। টেবিলের উপর হইতে ফরাশি ঘড়িটা সম্ভবতঃ বিহারী চাকর চুরি করিয়া লইয়া কাঁগাহারে গিয়াছে। গোবি তাহার শ্বশুরকে পত্র লিখিল।

৫।৫।৭৮—পূজাপাদ পিতৃদেবকে, স্বর্গীয়া পত্নীকে এবং হারান পুত্রদ্বয়কে স্বপ্নে দেখিলাম।

৭।৫।৭৮—দ্বারিক বাড়ীটার জন্য ·১৫ হাজারটাকা পর্য্যন্ত দিতে পারেন বলিয়া লিখিয়াছেন। [ভূদেববাবুর ৺ গঙ্গাতীরের বাড়ীর দক্ষিণ

* ৺গঙ্গাবিষ্ণু ঘোষাল নর্ম্মাল স্কুলে ছাত্র ছিলেন; ভূদেব বাবু চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরের বড় বাড়া ক্রয় করিলে তিনি উহার মেরামতে কড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেন তাহাতে বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। কয়লার কারবারে তিনি অর্দ্ধেক লাভে কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ভূদেব বাবু কাশীনাথ বাবুর নামে ২০০০৲ মূলধন দেন। মূলধন বা লাভ এক পয়সাও ঘরে আসে নাই।

পার্শ্বস্থ ৺ মাধব দত্তের বাড়ীটী বিক্রয় হইবে শুনিয়া প্রিয় ছাত্র বীরভূমের উকীল দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তীকে নিকটে পাইলে সুখী হইবেন বলিয়া উহা লওয়ার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সময়ে উহার মূল্য ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হইয়াছিল। পরে ৺ গোকুল দত্তকে ২২ হাজারে উহা বিক্রীত হয়।]

১৪।৫।৭৮—শিবদাস মালদহ হইতে আসিয়া বলিলেন যে ঈশ্বর ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন। [৺ ঈশ্বরচন্দ্র খাসনবিস নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং সুমিষ্ট প্রকৃতির জন্য ভূদেববাবুর প্রিয় ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। পৈতা ফেলাটা তাঁহার উন্মাদ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র *। পরে

* যুক্ত প্রদেশের সবজজ ৺ অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে পুত্রের একাদশ বৎসর বয়স হইলেই ইহাঁর মনে হয় "ছেলেটী তীক্ষ্ণধী ও সুবোধ, খুব ভালই হইবে; (এই বালকই সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট হইয়াছিলেন।) আমি সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া এমন ছেলের ক্ষতির কারণ হইতেছি!" পবিত্র ও গভীর পুত্রস্নেহ অবিনাশ বাবুর ভ্রম কাটাইয়া দিয়া উদ্ধার সাধন করিল! তিনি পুত্রের উপনয়ন দিলেন এবং নিজেরও মাথা মুড়াইয়া রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কেহ আপত্তি তুলিলে তিনি বলেন "সঙ্কল্পে বলুন আমি উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছিলাম নচেৎ পৈতা ফেলিব কেন? (বিরুদ্ধ দুষ্টাণ্ডচ ভোজনানি প্রধর্ষনং দেবগুরু দ্বিজানাং। যদোতদাবেত্যু লক্ষতেঽত্র উন্মাদ চিহ্নং চরকাভিধত্তে।) পাগল না হইলে মন্ত্রার্থ জানার জন্যই যত্ন করিতাম!" তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের সম্বাদ পাইয়া কোন ব্রাহ্মবন্ধু অনুযোগ করিলে বলিয়াছিলেন "ভাই! যৌবনকালে সব কথা না বুঝিয়া পৈতা ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তুমিও জানিয়াছ আর আমিও বুঝিয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চ হিন্দুয়ানির এক অংশের অসংযমদুষ্ট-ইউরোপীয়-সংস্করণ মাত্র। আরও দেখ ছেলেটার নৈসর্গিক অধিকার ছিল যে বৃহৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের যে কোন ভালঘরের মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইবে। সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্ম সমাজের আধুনিক ধরণের স্ত্রীশিক্ষার মধ্য হইতে কি ভাল বৌ পাওয়া যাইবে? সে পবিত্র ও গভীর পতিভক্তি যে সাবিত্রী ব্রতাদি দ্বারা সহস্র পুরুষে ভাল হিন্দু ঘরে উদ্বুদ্ধ!"

সুস্পষ্টরূপেই পাগল হইয়া গেলে ভূদেববাবু তাঁহাকে সপরিবারে চুঁচুড়ার নিজ বাটীতে আনাইয়া কয়েক মাস চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন। ভূদেব বাবুকে দেখিয়া এবং প্রত্যহ অনেকটা সময় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এরূপ বোধ হইয়াছিল যেন সহজেই আরোগ্য হইলেন। কিন্তু ভূদেববাবুকে মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শনে গিয়া একবার অনেকদিন বাহিরে থাকিতে হইলে পুনরায় রোগ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার পর ঈশ্বরবাবুকে তাঁহার আত্মীয়েরা অন্যত্র লইয়া গিয়াছিলেন।]

১৩।৫।৭৮—এডুকেশন গেজেটে এক ফর্ম্মা ইংরাজী দিবার বিষয়ে চিন্তা করিলাম। *

১৬।৫।৭৮—বৈদ্যনাথের কারু বেহারা ও অপর সাত জনে নাসিক ৫৲ হিসাবে মাহিনায় প্রত্যহ আমাকে ৮।১০ ক্রোশ লইয়া গিয়া স্কুল পরিদর্শন করাইতেছে।

২১।৫।৭৮—হুগলী ষ্টেশন হইতে চুঁচুড়ার বাড়ীতে হাঁটিয়া আসিলাম। গোবি একটু কাহিল হইয়া গিয়াছে।

২৫।৫।৭৮—কুটুম্বভোজন নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। বৃন্দাবনের ভার রামগতি লইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। †

২৬।৫।৭৮—কৈলাস বাবু আজ রহিয়াছেন।

২৭।৫।৭৮—কুটুম্বরা চলিয়া গেলেন।

* এডুকেশন গেজেটে ৩।১।৭৯ (২০শে পৌষ ১২৮৫) হইতে ১৪।৩।৭৯ (১লা চৈত্র ১২৮৫) পর্য্যন্ত এক ফর্ম্মা করিয়া ইংরাজী দেওয়া হইয়াছিল।

† ৬ই মার্চ্চ তারিখে ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় ভূদেব বাবুর বাতজ্বর হয়। তাঁহার অসাক্ষাতে বরযাত্রী পক্ষ অসম্মান করা হইয়াছে এইরূপ ভুল বুঝিয়া গোলমাল করেন এবং দুই চারিজন না খাইয়া চলিয়া যান। সেই অসন্তোষ পূর্ণভাবে মিটাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে কৈলাস বাবুর সমস্ত কুটুম্বকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আহার করাইয়া একটী করিয়া ঘড়া ও ধুতি উড়ানি দেওয়া হয়।

৩০।৫।৭৮—গোবি তাহার কার্য্যে (ওকালতী) দুই টাকা পাইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল সে রোজ দুই টাকা হিসাবে এখন বৎসরে গড়ে ৭৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করে ধরিতে হইবে! তাহার হৃদয়ের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চলিয়া যাইতেছে।

২০।৬।৭৮—সন্ধ্যা বেলায় দার্জ্জিলিঙ্‌ পঁহুছিলাম।

২১।৬।৭৮—ক্রফট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলাম যে ইউ-রেশীয়দের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে; উচ্চ এবং মধ্য শিক্ষার পরিচালনা সম্বন্ধে কমিশনার ও সবর্ডিবিজন্যাল কর্ম্ম-চারীদের আর কোন হাত রহিল না। মধ্য শিক্ষার জন্য ইন্স্‌পেক্টরগণ থাকিবেন ও তাঁহাদের অধীনে কয়েকজন সহকারী থাকিবেন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেরই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং সরকারী সাহায্যের মঞ্জুরিতে বা বন্ধ করাতে তাঁহাদের মত শুনা হইবে; জেলা কমিটিগুলি পুরাতন লোকাল কমিটির ন্যায় হইবে; মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনাবধি শিক্ষাবিভাগীয় সমস্ত কর্ম্মচারীই ক্রফটের নূতন ব্যবস্থানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইবে। প্রথম শ্রেণীতে ৬ জন ৪০০৲ হইতে ৫০০৲ বেতনে থাকিবেন; এখন দুই জন আছেন। সপ্তম শ্রেণীতে ১০০ জন ৫০৲ ৭৫৲ বেতনে থাকিবেন; এখন ৮৪ জন আছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ৩০০ জন ৩০৲—৫০৲ মাহিনার একটী নূতন (অষ্টম) শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহিয়া ছিলেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই।

২২।৬।৭৮—ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, নূতন বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। পরিবর্ত্তনগুলি ক্রমশঃ হইবে। কতক ইতিমধ্যেই হইয়াছে। চারি মাসের মধ্যেই সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইবে। হুগলী ও বৰ্দ্ধমানের খাল খনন সম্বন্ধে ও প্রেস অ্যাক্ট সম্বন্ধে লাট সাহেব কথা কহিলেন। গোবিকে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

কর্ম্মপ্রার্থী বলিয়া গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন যে শীঘ্রই তাহাকে কর্ম্ম দিবার জন্য তাহার নাম তালিকাভুক্ত করা হইবে। আবার সোমবারে আসিতে বলিলেন।

তারা প্রসাদকে হুগলীতে বদলী করা সম্বন্ধে ককরেল কোন স্বীকৃতি দিলেন না, তবে বলিলেন যে আমার কথা মনে রাখিবেন। ম্যাকেঞ্জি সাহে-বের শিক্ষাবিভাগের নূতন বন্দোবস্ত ভাল বোধ হইয়াছে। শিক্ষিত দিগের মধ্যে অসন্তোষ উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রফট সাহেবের সহিত কথা হইল। জানিলাম যে মধ্য ইংরাজী স্কুল—সম্বন্ধে ক্রফট সাহেবের প্রস্তাব প্রায় একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ছোটলাট সাহেব বাহাদুর বলিলেন 'বেনামী চিঠি'—দুই একখানা মাঝে মাঝে অনুসন্ধানের জন্য বাছিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করাই হইবে।

'রেলওয়ে স্কুল'—ইহাদের সংখ্যা আর বাড়ান হইবে না ও পার্ব্বত্য প্রদেশে স্থিত একটা বড় স্কুলের সহিত ইহাদের সংস্পৃষ্ট রাখা হইবে।

'মধ্যবৃত্তির সংখ্যা' বাড়ান হইবে না। ক্রফট বলিলেন যে লাট সাহেবের মতে এখনই ইহার সংখ্যা অধিক আছে।

'সেবিংস্ ব্যাঙ্কে'—স্কুলের টাকা জমা রাখায় এক্ষণে কি কি অসুবিধা তাহা বুঝানয়, সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

'ভাগলপুরে একজন সহকারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ' নূতন বন্দোবস্তের পরে হইবে।

রাধিকার পদোন্নতি হইলে ৪০০৲ টাকা পাইবেন। কিন্তু তিনি যে ভাগলপুরে যাইবেন এ বিষয়ের কোন স্থিরতা নাই।

রামগতির কথা মনে রাখা হইবে।"

কালীকুমারকে আপাততঃ বাসাবাটীর জন্য স্বতন্ত্র কোন ভাতা (অ্যালাউয়েন্স) দেওয়া হইবে না। নর্ম্মাল স্কুলে ভাল ফল দেখাইতে পারিলে তবে দেওয়া যাইবে।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই যোগ্য লোক আনা ক্রফট সাহেবের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিলাম।

২৩।৬।৭৮—ক্রফট সাহেব নূতন কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার চিঠি হইতে পড়িয়া শুনাইলেন। ডাইরেক্টরের প্রাধান্যই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষা বিভাগেরও ভাল হইবে। হিসাব পরিদর্শনের ক্ষমতা লওয়া হইবে ও রাধিকার্ট হিসাব পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন। ক্রফট সাহেব বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। ইহা তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির এবং বহুদিগ্‌দর্শী শিক্ষার এবং মোটের উপর সদিচ্ছার ফল।

২৪।৬।৭৮—গোবির চাকরী সম্বন্ধে ককরেলকে পত্র দিয়া আসিলাম। বেশ বন্ধুভাব দেখাইলেন। লেঃ গবর্ণর সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তাঁহার অসুখ করিয়াছে। বাতের জন্য প্রলেপ (বেলেস্তারা) লাগাইয়াছেন; এডুকেশন গেজেট একখানা ইংরাজী দিবার প্রস্তাবে তিনি সম্মত।

২৮।৬।৭৮—বেলা সাড়ে নয়টায় পূর্ণিয়ায় পৌঁছিয়া হপকিনসের সহিত দেখা করিলাম। আমার যাহাদের সহিত দেখা হয় সকলকেই কোন না কোন বিষয়ে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ কি? আমার নিজের বিনয়? অথবা আমি যে প্রকারে অপর লোকের ভাল গুণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক সেই জন্য? হপ্‌কিনসের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা নানাবিষয়ে গল্প করিলাম। জিলা স্কুলটী পরিদর্শন করিলাম। বাবু কালী মোহন চৌধুরী একজন ইংরাজ ভক্ত। আমার স্কুল সম্বন্ধীয় পরামর্শে বিশেষ কর্ণপাত করিলেন বলিয়া বোধ হইল না।

২৯।৬।৭৮—বাঁকীপুরে আসিলাম। মুঙ্গেরের বাবু কমলেশ্বরী প্রসাদের সহিত ট্রেণে আলাপ হইল। আদুরে ছেলে—তবে বুদ্ধিমান।

৩০।৬।৭৮—লেঃ গবর্ণরের নিকট চাকরীর জন্য পরিচিত হইবার সূচনা স্বরূপে শিবনাথকে কলিকাতা রিভিউ পত্রে একটি ভাল ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে বলিলাম। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে এডুকেশন গেজেটে একফর্ম্মা ইংরাজী বাহির হইলে শিবনাথ প্রতি সপ্তাহে তিন কলম লেখা পাঠাইবেন বলিলেন।

২।৭।৭৮—হুগলী পৌঁছিয়াই গোবির মুন্সেফি পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্বাদ পাইয়া তাহা ছোট লাটকে লিখিয়া পাঠাইলাম * ব্রহ্মমোহনের

* হুগলীর জজ গ্রাণ্ট সাহেব ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সুপুরুষ এবং উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার লক্ষ্য করিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আদর করেন এবং কথা বার্ত্তায় বিশেষ প্রীত হয়েন। হুগলী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিলে গ্রাণ্ট সাহেব গোবিন্দ বাবুকে হাইকোর্টে মুনসেফি পদ প্রার্থীদিগের তালিকাভুক্ত (এনরোল) হওয়ার সাহায্য করেন এবং ওকালতিতে মোকদ্দমা কমই পান দেখিয়া কতকটা সময় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কার্য্য করা ভাল বিবেচনা করিয়া তাঁহার সেই পদ লাভে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই সহায়তা করেন। ইহার পর গ্রাণ্ট সাহেব হুগলীর দেওয়ানি আদালতের অধীনস্থ উলুবেড়িয়ার মুনসেফি পদটী তিন মাসের জন্য খালি হইলে হাইকোর্টে লিখিয়া ঐ কার্য্যে গোবিন্দ বাবুকে নিয়োগের আদেশ আনাইয়া ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা চীফ সেক্রেটারির নিকট পাকা শুনিয়া আসিয়াও ভূদেব বাবু স্থির করিলেন যে, যে কার্য্যটী পুত্রের নিজের গুণে জজ সাহেব দিতেছেন, যাহার জন্য তাঁহাকে কাহাকেও কিছু বলিতে হয় নাই, পুত্রের সেই চাকরীই লওয়া ভাল ; উহা স্বোপার্জ্জিত। তিনি পুত্রের মুনসেফি পদ পাওয়ার সম্বাদ দিয়া অবিলম্বে ছোট লাট সাহেবকে লেখেন যে তাঁহার পুত্রের জন্য ডেপুটীগিরির আর প্রয়োজন নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই গোবিন্দ বাবুর হুগলীতেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তির নিয়োগ পত্র আসিয়া পৌঁছে। সেদিন ভূদেব বাবু বলেন যে কাহারও নিকট কিছু চাহিবার পর যদি বলিতে পারা যায় "আর তাহার প্রয়োজন নাই" তাহাতে বড়ই সুখ হয়। গোবিন্দ বাবু বলেন "মুনসেফি না লইলে গ্রাণ্ট সাহেব মনঃক্ষুন্ন হইবেন ; আর যে কার্য্যে ছুটী অধিক—বাড়ীতে অধিক আসিয়া আপনাদের দেখিতে পারিব তাহাতেই আমারও মনস্তাপ কম হইবে।" বস্তুতঃই তিনি সুদীর্ঘ পথ ঘোড়া চড়িয়া ডায়মণ্ড হারবার, ভাঙ্গা, উলুবেড়িয়া, প্রভৃতি হইতে দুই দিনের এমন কি এক দিনের ছুটীতেও বাড়ী আসিতেন!

জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু আমার বিশেষ সর্দ্দিবোধ হওয়াতে আজ তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিলাম না।

৪।৭।৭৮—গোবিন্দর সহিত হুগলী ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। তাহাকে ছাড়িয়া থাকা আমার বড়ই কষ্টকর। কিন্তু সে যদি এ কার্য্য উপলক্ষে আবার পরিশ্রমী হইয়া দাঁড়ায় তাহার বিশেষ মঙ্গল হইবে। সুতরাং ইহাতে আমার অসুখী হওয়া উচিত নয়।

৬।৭।৭৮—ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দবাবুকে লিখিয়াছিলেন —

ইহার সহিত তোমার শ্বশুরের ও তোমার পুরাতন চাকর বেহারীর চিঠি পাঠাইতেছি। * * বেহারী সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা এই যে তুমি তাহাকে পুনরায় তোমার কাছে রাখ—কারণ চাকর চোর হইলে মনিবকে স্বতঃই সাবধান হইতে হয় ও আমার ইচ্ছা যে তুমি সাবধানতা শিক্ষা কর। [সকল দিকেই পূর্ণতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে উৎসাহ দেওয়া ভূদেব বাবুর শিক্ষা প্রণালীর মূল সূত্র ছিল।— কোন দিকই কাঁচা না থাকে।]

৮।৭।৭৮—ভূদেব বাবু দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন আমি জানি মুনসেফের কার্য্যে পরিশ্রম অত্যধিক। কিন্তু শুনিয়াছি উলুবেড়িয়া চৌকিতে তেমন অধিক নহে। যদি স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি থাকে তাহা হইলে পরিশ্রমে ভয় কি? সেরূপ অবস্থায় কার্য্যই মানুষের মুক্তিপ্রদ ও সুখদ।

৯।৭।৭৮—গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আগামী আগষ্ট মাসে বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার মতে গোবি ধীর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট; কিন্তু আপনার শক্তি দেখাইতে পারে না ('নট্ সেলফ-অ্যাসারটিভ') সুতরাং তাহার পক্ষে বিচার বিভাগেই থাকা ভাল।

১২।৭।৭৮—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত দেখা হইল। তাঁহার প্রতিপক্ষেরা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছে। যদি এই অবস্থায় তিনি পশ্চাৎপদ হয়েন তবে ইহার ফলে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে।

১৪।৭।৭৮—কাল রাত্রি ১০টা ১১টার মধ্যে গোবি আসিয়াছে। কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত পথই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে। তাহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছে। কর্ম্মই মনুষ্যকে রক্ষা করে [ওকালতী কার্য্যটী গোবিন্দবাবুর একেবারেই ভাল লাগিত না। মোকদ্দমা পাওয়ার জন্য কোন বড় উকীলের জুনিয়র হইয়া লোকের নিকট আদালতে পরিচিত হওয়া; একজন চালাক চতুর মুহুরি রাখা প্রভৃতি তিনি কিছুই করেন নাই। হুগলী বাবুগঞ্জের ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রাখাল বাবুর কিছুমাত্র পসার ছিল না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতেন। এভাবে ক্রমেই মনে একটা নিরুৎসাহের ভাব আসিয়া পড়িতেছিল।]

২১।৭।৭৮—গোবির নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাসে বড়ই শুভ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কি আনন্দের বিষয়! সে উদ্যমশীল এবং আত্মমর্য্যাদাশালী হইতেছে।

২২।৭।৭৮—গোবির সহিত শ্রীরামপুরে গেলাম। তথা হইতে মাহেশ হইয়া কোন্নগর। সেখানকার তিনটী স্কুল দেখিলাম। পরে শিবচন্দ্র দেবের সহিত দেখা করিলাম। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহাঁর উৎসাহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে!

২৪।৭।৭৮—ককরেলের নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে গোবি হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে।

২৭।৭।৭৮—মুকুন্দকে (ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্র মুকুন্দবাবুকে তাঁহার

পিতামাতা শৈশবাবধি মুকুন্দ বলিয়াই ডাকিতেন) বলিলাম "বর্ত্তমান পুরুষে এবং পরে আরও এক পুরুষ ধরিয়া আমাদের স্বাস্থ্য, ধন, শিক্ষা এবং সকল বিষয়ে উচ্চাঙ্গের কার্য্য কুশলতা বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। এখন হইতেই রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টাতে তেমন ফল হইবে না।"

৬।৮।৭৮—হুগলী কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াট বিজ্ঞান সভা স্থাপন জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কথার ভাবে বুঝিলাম যে কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য আছে। [ইহার অল্পদিন পরেই কলেজের লিথোগ্রাফির যন্ত্রে ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপিবার সময় উভয়ে হঠাৎ বচসা হইলে গ্রিফিথ সাহেব ডাঃ ওয়াটকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন !]

৮।৮।৭৮—ছোটলাটের সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন "বৃহস্পতিবারে আমার দেখা করার দিন ; অনেকলোক আইসেন ; তুমি বুধবারে আসিও তোমার সহিত সেদিন কথাবার্ত্তার অধিক সুবিধা হইবে।" ধুতি চাদর পরিহিত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে বেলভিডিয়ারে দেখিয়া তৃপ্তি হইল। ৩৮ খানি গবর্ণমেণ্টলোনের কাগজে আমার ৬৪০০০৲ টাকা ছিল। বেঙ্গলব্যাঙ্কে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভাদুড়ির হস্তে একখানিতে পরিবর্ত্তিত করিতে দিয়া আসিলাম।

১০।৮।৭৮—গোবির প্রাপ্ত বেতনের টাকা (১৩৭৬৵৫) আসিল। ৶ পূজার জন্য তুলিয়া রাখা এবং ভৃত্যবর্গের মধ্যে বণ্টন করা হইল।

২০।৮।৭৮—মুঙ্গের যাত্রা করিলাম। রাজমহলের একজন প্লাণ্টারের সহিত সমস্ত পথই কথাবার্ত্তা হইল।

২১।৮।৭৮—মুঙ্গের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাঁশবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত অঘোর

নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় রহিলাম। তিনি প্রকৃতপক্ষেই জষ্টিস জ্যাকসনের প্রীতিলাভ করিয়াছেন। *

২২।৮।৭৮—ছোটলাট সাহেব বৈকাল পাঁচটায় মুঙ্গের স্কুলে আসিয়া সকল শ্রেণীর ছাত্রেরই কদর্য্য ইংরাজী উচ্চারণ দেখিয়া একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

২৫।৮।৭৮—রাত্রে বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। পরেশের বাসায় উঠিলাম [৺ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সবজজ; ভূদেববাবুর তৃতীয় জামাতা ৺ শিবনাথ বাবুর অগ্রজ। ঐ সময়ে ভূদেববাবুর তৃতীয়া কন্যাও ঐ বাসায় ছিলেন]। বাবু বলদেব পালিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান বোধ হইল।

২৬।৮।৭৮—পাটনা কলেজে ১৫টী পাঠশালা সমবেত হইয়াছিল। বাঙ্গালী বালকেরা দুইটা বাঙ্গালা পদ্যে ছোটলাট সাহেবকে অভিনন্দন করিল। পণ্ডিতেরা পুষ্পমালা দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সৈয়দ নবাব আহমদ কুলি খাঁ দেখা করিতে আসেন। রাত্রে কপালী বাবু মুনসেফ আসিলেন। তিনি সার দিনকর রাওয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছেন।

---

* ইঁহার প্রথম দুই পুত্র ৺ শরৎচন্দ্র এবং ৺ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সবজজ এবং সেসনজজ হইয়াছিলেন। অঘোর বাবুর কন্যার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত উত্তর কালে ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ গণদেব মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীমান ভৃগুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের একমাত্র পুত্র।

+ এই সময়ে (২২।৮।১৮৭৮) নিমতার অক্ষয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার সহিত গোবিন্দ বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং ইঁহার এক ভ্রাতার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়—পত্রদ্বারা জানাইয়া ছিলেন যে তাঁহার মুনসেফি চাকরী হইয়াছে কিন্তু দেড়-মাসের মধ্যে শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই ৩০০ খাজনার ৫০টা হকিয়তের এবং ৫০টা ছোট আদালতী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এই সংবাদ শুনিয়া শিবনাথ বাবু লেখেন "আশাকরি অক্ষয় নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহার ঠিকার কাজটা শেষ করিতে পারিবে।" গোবিন্দ বাবু লেখেন যে উহার দ্বিগুণ সময়েও উহার অর্দ্ধেক কার্য্য করিয়া তুলিতে তিনি

২৭।৮।৭৮—ডিকুইনসির 'কনফেসনস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার' পড়িলাম। স্যার অ্যাসলী ইডেনের নিকট পঠিত একটী বাঙ্গালা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ শিবনাথ বড়ই সুন্দররূপে করিয়াছিলেন।

২৮।৮।৭৮—বেহারের প্রশ্নপত্রগুলির অনুবাদ করিতেছি।

২৯।৮।৭৮—মুকুন্দকে আত্মপরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিলাম। ইহা অভ্যাসগত হইলে সুচারু ও সুভদ্ররূপে ভাব প্রকাশের এবং সৌন্দর্য্যবোধের শক্তি স্বতঃই পাওয়া যায়।

ভূদেব বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে উপযুক্তরূপ ব্যায়ামের চর্চ্চায় এবং আসন প্রাণায়ামাদির শিক্ষায় (শেষোক্ত বিষয়টী আগ্রহান্বিত অধিকারীরই প্রাপ্য) বাঙ্গালীর শরীরে এত বল এবং এত তেজ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে যে দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞাত বাঙ্গালীর সহিত দৈহিক বলে এবং ক্ষিপ্রকারিতাতেও ইউরোপীয়েরা পরাজিত হইতে পারেন। * তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে কলেজে শিক্ষার শেষাবস্থায় সদভ্যাস এবং শারীরিক বল অর্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল। পুত্রদিগকে তিনি ইংরাজীতে পত্র লিখিতেন এবং ইংরাজীতেই উত্তর লইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণের ও বানানের ভুল হইয়া গেলে তাহা দেখাইয়া দিয়া সাবধান করিয়া দিতেন।

(১) বাঁকিপুর ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৮ :—

প্রিয়তম মুকুন্দ—

অক্ষম। বাস্তবিক ঐ সময়ে মুনসেফদিগকে বড়ই হৃদয়হীনভাবে খাটান হইত এবং অন্যাবাভাবে মকদ্দমা খারিজ করিতে অসমর্থ সুভদ্র মুনসেফগণ অনেকেই অতিরিক্ত পরিশ্রমে প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন।

* তখন এই বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ বীর পুরুষদিগের অভাব ছিল না। কেনই বা থাকিবে? তখন তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।

—(বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ)

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই কয়দিন তোমাকে চিঠি লিখিতে বিরত ছিলাম। তুমি এইবার শীঘ্রই প্রাপ্ত বয়স্ক গৃহস্থের কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিবে। যদিও এখনও তুমি কলেজে পড়িতেছ তথাপি দূর হইতে কর্ম্মজীবনের দায়িত্বের প্রতিবিম্বও তোমার নয়নে পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। আত্ম-পরীক্ষা দ্বারাই প্রকৃত আত্ম সংযমের উপায় হইতে পারে; আর পরিবারের সুপালন জন্য আত্মশাসনই সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষনীয় বিষয়।

এই আত্মপরীক্ষা সময় সাপেক্ষ; সেই উদ্দেশ্যেই আমি আত্মপরীক্ষা সম্বন্ধে তোমার নিজের চেষ্টার বিকাশ জন্য তোমাকে সমগ্র গত সপ্তাহটা সুযোগ দিয়াছি। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই :—

(১) এই কয়দিন তুমি নিয়মমত তোমার দৈনন্দিন লিপি (ডায়েরী) রাখিয়াছ কি ?

(২) তোমার পাঠ সকল বিষয়েই নিয়ম মত ভাবে অগ্রসর হইয়াছে কি ?

(৩) তুমি প্রাত্যহিক ব্যায়াম করিতেছ কি না ?

(৪) পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের এবং সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছ কি না ?

(৫) প্রত্যহ তুমি সময় মত (নিত্য কর্ম্মের সময়ে) তোমার দূরপ্রবাসী ও স্বর্গবাসী স্বজনগণের কথা প্রীতির সহিত ভাবিয়াছিলে কি না ?

উক্ত পাঁচটী জিজ্ঞাস্য মধ্যেই তোমার বর্ত্তমান জীবনের কর্ত্তব্যের মৌলিক বীজগুলি নিহিত আছে।

সংক্ষেপতঃ সেগুলি এই

১। শারীরিক উৎকর্ষ সাধন।

২। নিয়ম পালন, কার্য্যে দৃঢ়তা ও সর্ব্বদিক দর্শন করার অভ্যাস।

৩। উচ্চ ভাবের এবং পরার্থপরতার অনুশীলন।

৪। ভক্তি এবং প্রীতির অনুশীলন।

উক্ত প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে যদি তোমার বোধ হয় যে এই সকল কর্ত্তব্যের পথে তোমার অগ্রসরণ অভ্যস্ত হইতেছে ; তাহা হইলে আমি আত্মসাধন সম্বন্ধে তোমায় আর একটি প্রধান অভ্যাসের উপদেশ দিব। কিন্তু যদি এই কর্ত্তব্য গুলির ভার তোমার পক্ষে সহজ হইয়া এখনও না দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

(২) বাঁকিপুর (১।৯।৭৮) : —

তোমার পত্রে আত্মশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কথা জ্ঞাত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম। জীবনের যে অবস্থায় তুমি এখন উপস্থিত, তাহাতে স্বচেষ্টা ও আত্মপরীক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। তবে উপদেশেরও উপায় প্রদর্শনের আবশ্যকতা আছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ গুলির প্রয়োজন কখনও শেষ হয় না।

নিয়মমত শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা অত্যন্ত আবশ্যক। তুমি ইতিহাসে পড়িয়াছ পুরাতন গ্রীক ও রোমকেরা তাহাদের দৈহিক ব্যায়াম দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছিলেন। এই ব্যায়াম চর্চ্চা তাঁহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের দর্শন চর্চ্চা অপেক্ষা কোন অংশেই কম আদরণীয় ছিল না। আধুনিক সকল ইউরোপীয় জাতিই শারীরিক ব্যায়ামকে খুব উচ্চ স্থানই দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট পদচারণ, অশ্বারোহণ, কুস্তি করা, তলোয়ার খেলা, ঘোঁড়দৌড় ও সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় ত' বটেই, উপরন্তু আনন্দের বিষয়ও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ তাঁহাদের এই ব্যায়াম শিক্ষাকে যোগশাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ দান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণায়াম অভ্যাস ও নানাপ্রকার আসন শুধু মাংসপেশীর শক্তির বর্দ্ধন করে না, পরন্তু দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রগুলির পক্ষে এবং দৃঢ় মনঃসংযোগের শক্তি বৃদ্ধি পক্ষে অসামান্য ভাবে উপকারী।

স্কুল কলেজে আজ কালকার শিক্ষা প্রণালী যে একান্তই অঙ্গহীন তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে ব্যায়াম শিক্ষার অবহেলা করাই ইহার সর্ব্ব প্রধান দোষ।

শ্রীভগবান তোমাকে স্বাস্থ্যপূর্ণ সুন্দর শরীর দিয়াছেন *। এই দানের অবহেলা ও অপব্যবহার করিও না। তোমার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার অপূর্ণতা সংযত ও পরিমিত ব্যায়াম অভ্যাস দ্বারা পূর্ণ করিয়া লও।—ইতি

(৩) ভাগলপুর ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ :—

* * "পরিমিত ব্যায়াম শারীর যন্ত্রাদির পোষণ করে এবং তাহাদিগকে অধিকতর ব্যায়াম অভ্যাস করিতে সক্ষম করে; তাহার ফলে শরীর অধিকতর সবল হয়।" এই বল সঞ্চয় এইরূপে অপরিসীম ভাবে হইতে না পারিলেও যে কতকটা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক উদাহরণ ও বিচার দ্বারায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে শারীরিক ব্যায়ামটাকে সকল মানব জাতিই শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া এবং জীবের শরীর রক্ষার অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর একটি কথা আলোচ্য। ব্যায়ামের ফল সম্পূর্ণ পাইতে হইলে তাহা পরিমিত ও সুখকর করা আবশ্যক। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে ইহা জীবনী শক্তির পোষক না হইয়া শোষক হইয়া পড়ে। এক্ষণে প্রধান

* মুকুন্দ বাবু দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট। তাঁহার ছাব্বিশ বৎসর বয়সে (এই পত্রের পাঁচ বৎসর পরে) একজন পেনসনপ্রাপ্ত ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি খাসা (এস্‌প্লেনডিড্) গ্রেণেডিয়ার হইতে পারিতে।" নানা কথার পর তিনি মুকুন্দ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালীকে সৈনিক বিভাগে না লওয়ার দুই কারণ। (১) উহাদের ড্রিল দ্বারা সবল করিয়া লইতে সময় লাগিবে। হিন্দুস্থানী শিখ পাঠান প্রভৃতিরা বাড়ীতেই কতকটা কসরৎ করিয়া আইসে। (২) সামরিক বিভাগ সৈনিকদিগের মাংসপেশীর বলই কেবল পছন্দ করেন, উহাদের মধ্যে মস্তিষ্কের বল পছন্দ করেন না।—রাইফেল হস্তে সৈনিকের "কেন যুদ্ধ করিতেছি"? ইত্যাদি চিন্তা ভালবাসেন না।

কথা আমরা এই অপ্রীতিকর বিষয়কে কি সুখকর করিয়া লইতে পারি। আমার বিশ্বাস যে তাহা পারি এবং এইজন্যই আমি শিক্ষার অপরিসীম —শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করি; মনে কর কোন বিশেষ কাজে আমার সুখবোধ হয় না, কিন্তু যদি বুঝিতে পারি যে তাহা আমার পক্ষে উপকারী তাহা হইলে আমি অভ্যাসদ্বারা তাহাকে প্রীতিকর করিয়া লইতে পারি।

সাধারণ জীবনে যে সাধারণ বিষয়গুলি দেখা যায়, তাহার আলোচনায় নিজেই অনুভব করিলে দেখিবে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস সম্বন্ধীয় যাহা পূর্ব্বে সুখকর ছিল না তাহা অভ্যাস বলে প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার মূল-সূত্র-অভ্যাস। *

* গোবিন্দদেব বাবু ঠিক সোজা হইয়া বসিতেন এবং ব্যায়ামে প্রকৃতই আনন্দানুভব করিতেন. তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অধিক উপদেশ দিতে হয় নাই। মুকুন্দ বাবুকে অভ্যাস দ্বারা অশ্বারোহণ এবং পাদচারণাদিতে আনন্দানুভব করাইতে হইয়াছিল। আরামবাগে থাকিতে তিনি একদিন ৩৬ মাইল ঘোড়ায় আসিয়া সমস্ত দিন কাছারীর কাজ করিয়াছিলেন এবং মেহেরপুরে থাকিতে মধ্যে মধ্যে ১৮ মাইল ঘোড়ায় চুয়াডাঙ্গা গিয়া ট্রেন ধরিতেন। ৬০ বৎসর বয়সের পরেও তিনি ৺ কাশীতে ৪।৫ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইতেন। রৌদ্র বৃষ্টিতে বাধা হইত না। এ সকলেরই মূল, পিতৃদত্ত উপরোক্ত শিক্ষা। ছেলেদের সোজা হইয়া বসার দিকে ৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মেরুদণ্ড সোজা রাখিলে বায়ুর চলাচল ঠিক হয়, রোগোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা কম হয়; প্রাণায়ামের এক অঙ্গ অবিরত হইতে থাকে। একদিন আট বৎসর বয়সে বক্রভাবে বসিয়া হাই তুলিতে দেখিয়া তিনি পৌত্র মুকুন্দ বাবুকে বলেন "রাত্রে ঘুমাইবি দিনে সজাগ সোজা থাকিবি; ও রকম আধমরা ভাব কেন? ঠিক সোজা হয়ে বোস্।" সকল বাড়ীতেই এই সোজা হইয়া বসার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক। উহা দীর্ঘ জীবন লাভের প্রধানতম উপায়। ছেলেদের জন্য প্রাচীনেরা একটী করিয়া "ডেস্ক" দিতেন। ভূদেব বাবু ঐ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন, ছেলেদের ও ভাগিনেয়কে তাহা দিয়াছিলেন। ঐ ডেস্কের উপর ছেলেরা বই রাখিয়া সোজা হইয়া আসন পিঁড়ি বসিয়া পাঠ করিত; উহার উপর কাগজ রাখিয়া লিখিত; নিজেদের কলম দোয়াত প্রভৃতি সুবিধামত নিজেরাই উহাতে রাখিত। টেবিল চেয়ারের অপেক্ষা ইহার সুবিধা এই যে তক্তাপোষের নীচে রাখিয়া দেওয়া যায়। সর্ব্বদা ঘর জোড়া রাখে না। দণ্ডায়মান

উপবেশন, দণ্ডায়মান থাকা, নিদ্রা, আহার গ্রহণ, কথাকহা, চিন্তা, প্রভৃতি সকল বিষয়েই সদ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে মনে রাখিও ; এবং ইহার দ্বারা কুঅভ্যাস ত্যাগ এবং সুঅভ্যাস গ্রহণের চেষ্টা আপনা হইতেই করিয়া লইও। যেমন অন্যের নিকট শিক্ষাগ্রহণ বশ্যতা ব্যতীত হইতে পারে না, সেইরূপ স্বচেষ্টার শিক্ষায় নিয়মানুগামিতা, (রেগুলারিটী), স্থৈর্য্য, সতর্কতা, এবং অধ্যবসায় না থাকিলে চলে না।

আমার প্রথম পত্রে তোমায় লিখিয়াছি তোমার জীবনের যে অংশে তুমি এখন উপস্থিত তাহাতে তোমার ধীর ও স্থির পদে স্বশিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন অন্যের নিকট হইতে উপদেশ রূপে শিক্ষা গ্রহণের অংশ কমাইয়া স্বোপার্জ্জিত শিক্ষার অংশ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এ বিষয়ে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাকুক। তাহার কারণ যাহা এপর্য্যন্ত বলিলাম তাহা তোমার মনের মধ্যে কি প্রবেশ করে ও কার্য্য করে তাহা দেখিয়া লইয়া তবে পুনরায়—নীতি বিষয়ক আরও কথা বলিব।

৩০।৮।৭৮—তিনু লিখিয়াছে যে তাহার পিতামহের—বৃদ্ধ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের—গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে, মঙ্গলবারে ৬ কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনুর সাংসারিক অসুবিধা এইবার অনেক বাড়িবে। মুকুন্দকে তিনুর নিকট ১০০৲ টাকা পাঠাইতে বলিলাম। আজকাল প্লেটোর ডায়ালগস্ পুনরায় পড়িতেছি।

থাকার সময়ে 'সমকায় শিরগ্রীব' সোজা থাকা সঙ্গত। সিপাহী কনেষ্টবলের মত—শক্তি-শালী সংযত সাধারণের রক্ষকদিগের মত—দাঁড়াইতে পারার লজ্জার কারণ নাই। "বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় সৌভাগ্যবান দেশে আবাল বৃদ্ধ সকলে 'ড্রিলের' গুণে বুক চওড়া দেখা যাইতেছে—সমগ্র জাতিরই মধ্যে বুকের রোগ কমিতেছে।"—ইহা ভূদেব বাবুর উক্তি।

৩১।৮।৭৮—তিনু সপরিবারে ৺ কাশী হইতে আসিয়াছে। তাহাকে কিছুমাত্র ঋণ না করিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে বলিলাম।

১।৯।৭৮—প্লেটোর পুস্তকখানি শেষ হইল। মানবীয় অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্ম্মপরায়ণতা—দেবগণের পক্ষে আনন্দদায়ক বলিয়াই কি ইহা সত্য, অথবা সত্য বলিয়াই আনন্দদায়ক?

সকল মনুষ্যকেই পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর করাই প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। * * ভাগলপুর আসিয়াছি।

৪।৯।৭৮—ভাগলপুর স্কুলে গেলাম। প্রথম শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য ভূমিওপাখি পুস্তক পড়িতেছি। ব্যাপটিসিয়া ও আগারিকাস্ অনেক নূতন ঔষধ।

১০।৯।৭৮—এডওয়ার্ড একজন সুভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বলিলেন যে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালীদিগকে পছন্দ করিতেন; পক্ষান্তরে স্যার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালী বিদ্বেষী ছিলেন।

১১।৯।৭৮—এডওয়ার্ড বলিতে চেষ্টা করিলেন যে আটকিন্‌সন সাহেবই স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের নিকট আমাকে বাড়াইতে গিয়া তাহার পুস্তক এবং রিপোর্ট পড়িয়া আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা জানাইয়া আমার অসুবিধার কারণ হইয়াছিলেন।

১২।৯।৭৮—সি, আই, ই, সনদ প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কমিশনারকে পত্র লিখিলাম।

* * ভূদেববাবু সক্রেটিসের এই আদর্শের দিকে—যাহা হিন্দু সমাজের শিক্ষক ব্রাহ্মণ জাতির একটী প্রধানতম লক্ষ্য হইবার কথা—অনেকটা লক্ষ্য রাখিয়া বরাবরই চলিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক মাঝারি ও নিরেশ লোক ভাল হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৩।৯।৭৮—শিবনাথের নিকট হইতে পত্র পাইয়া রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেণে বাঁকীপুর গিয়া তাহার ছেলেটীর অবস্থা খারাপ দেখিলাম।

১৪।৯।৭৮—ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের নাইট সাহেবকে পত্র লিখিলাম।

১৪।৯।৭৮—চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১৬।৯।৭৮—গোবির সহিত কলিকাতায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত দেখা করিয়া শিবনাথের ছেলের জন্য ব্যবস্থা লইলাম এবং তিনুকে বাঁকিপুরে পাঠাইলাম। টেলিগ্রামে ঔষধের নাম জানাইলাম ও চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম।

২০।৯।৭৮—স্যুইনবর্ণের কবিতার অনেক অংশ কৃষ্ণটের মুখস্থ আছে দেখিলাম।

২১।৯।৭৮—শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বারা প্রেরিত প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে। +

২৮।৯।৭৮ শ্রীমান বামাচরণ তাঁহার ছেলে-মেয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া গোবি হাইকোর্টে যায়। ফিরিয়া আসিয়া বলিল সম্ভবতঃ সে অস্থায়ীভাবে যশোহরের মুন্সেফ নিযুক্ত হইবে।

২।১০।৭৮—'আত্মসংযমের অভাব' সম্বন্ধে মুকুন্দকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলাম।

৮।১০।৭৮—তারাপ্রসাদের মাতা পুত্রকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ জন্য জিদ করিয়া ধরিয়াছেন, এবং তারাপ্রসাদ যেন একটু চিত্ত দৌর্ব্বল্যযুক্ত

+ এই তারিখের এডুকেশন গেজেটে ভাটপাড়ার "রমাবাই", প্রবন্ধটী প্রকাশিত দেখা যায়। উহাই তিনি ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকিবেন। ঐ প্রবন্ধে জানা যায় যে ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সমস্যা পূরণার্থ দিয়াছিলেন তাহা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকন্যা রমাবাই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকের চতুর্থ চরণ :—

হইতেছে। আমাদের উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও "প্রকৃত" কর্ত্তব্যজ্ঞানের কতটাই অভাব দেখাইয়া থাকেন!

পরিবার মধ্যে মাতার * কাহারও প্রতি একান্ত অন্যায়াচরণে বহু পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি করা উচিত ছিল। তাহা হইলে এরূপ হৃদয়হীন প্রস্তাব উঠিতেই পারিত না। দুঃখিনী কন্যা!

৯।১০।৭৮—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সোম, বরদা সোম এবং শ্রীপতি আসিয়াছিলেন। (শিবচন্দ্র সোম চুঁচুড়া নিবাসী। প্রথম বয়সে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে ইংরাজী পড়াইতেন, শেষ জীবনে চেতমপুর রামরঞ্জন বিদ্যালয়ের

নৈয়ায়িকঃ কোঽপি বিবাদ আহবে
স যোত্স্যতেঽস্তীতি বিপক্ষমাপ্তবাঁঃ।
ন্যায়ে কিলান্যোন্যমতে বিভাগশো
বেদ প্রয়োগে দ্বারকস্য কারতা॥

সূক্ষ্মদর্শী সুপণ্ডিত ৺ ন্যায়রত্ন মহাশয় ভূদেব বাবুকে এই সময় একদিন বলিয়াছিলেন, "মেয়েটী বড়ই বিদ্যাবতী এবং বুদ্ধিমতী; কিন্তু বিধবা হইয়া দিগ্বিজয় জন্য বাহির না হইয়া স্বগ্রামে বালিকাদিগকে শিক্ষা দানে এবং নিজের জপ পূজায় ব্যাপৃত থাকিলে ভাল হইত; এরূপে বাহিরে ঘোরায় যে স্বেচ্ছাচারের উদ্ভব হয় তাহাতে শেষ রক্ষা হওয়া কঠিন।" প্রকৃতই পণ্ডিতা রমাবাইয়ের বিষম পতন হইয়াছিল। তিনি বিপিন বিহারী দাস নামক একজন বাঙ্গালী শৌণ্ডিক উকিলকে বিবাহ করেন পরে আবার বিধবা হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

* ভূদেব বাবুর এই জ্যেষ্ঠা কন্যার একমাত্র কন্যাটীর বিবাহের পর মৃত্যু হইলে শোক সন্তপ্তা এবং পীড়িতা পুত্রবধূর দিকে একটুও না চাহিয়াই এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। পুত্রলাভ জন্য সকল অবস্থাতেই ইহা করিতে হয়, এরূপ বিশ্বাস প্রাচীনা গৃহিণী কাহার কাহার থাকে। প্রকৃত পক্ষে তারাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ ভূদেববাবুর উক্ত জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পরই ঘটে।' ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধে 'গৃহে ধর্ম্মাচরণ', প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা উচিত। উহার শেষে লিখিয়াছেন:—

"ফলকথা মাতৃভক্তিই বল, আর যাই বল, ন্যায়ানুগামীতার সহিত থাকিলেই সব রক্ষা পায়। উহাই ধর্ম্ম;—উহাই সকলকে ধারণ করে। অতএব পরিবারের মধ্যে ন্যায়পরতার একটী উচ্চতম আসন স্থাপন করিয়া রাখ।"

অধ্যক্ষ ছিলেন ; ভূদেব বাবুর সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। বরদাবাবু সবজজ ছিলেন ; কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি ছিল ; কিন্তু উহা যে বৃথা অপবাদ তাহা ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের টোলে পাঁচ হাজার টাকা দান করায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এদেশে যে ব্যক্তি খরচের হিসাব রাখে অমিতব্যয়ে ঋণগ্রস্ত হয় না তাহারই সম্বন্ধে যেন "কৃপণ" অপবাদ দিতে লোকে ব্যগ্র থাকে।)

১৮।১০।৭৮—যশোহরের সবজজ শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর রায় (ইনি চুঁচুড়ায় ৺ গঙ্গাতীরে একটী বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন) আসিয়াছিলেন।

২৩।১০।৭৮—আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে শ্রীশ্রীগঙ্গা-দেবী !

২৪।১০।৭৮—গোবি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল ; বিশেষ আঘাত লাগে নাই। স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি মুন্সেফ হইয়াছি এবং মুন্সেফ জীবনে অনেক দুঃখ !

২৬।১০।৭৮—৺ রাসুধনের (জ্যেষ্ঠা কন্যার একমাত্র কন্যার) দেহান্তের আজ বৎসর পূর্ণ হইল। তারাপ্রসাদ কল্য আসিয়াছিলেন। অদ্য আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া বনগ্রামে চলিয়া গেলেন। কন্যা বড়ই বিষাদ ক্লিষ্টা।

২।১১।৭৮—মুকুন্দ সুখচরে গেল*। তথায় তাহার অধ্যাপক ডাঃ ওয়াট ছাত্রদিগকে লইয়া উদ্ভিদ সংগ্রহে যাইবেন।

৩।১১।৭৮ মুকুন্দর সহিত বাগানে গোলাপের কলম করিলাম।

* এই সময়ে মুকুন্দ বাবু হুগলী কলেজে পড়িতেন ; ডাক্তার জর্জ ওয়াট উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক, মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে পল্লীগ্রামের মাঠ বিল প্রভৃতিতে গাছপালা দেখাইতে (বটানিকাল একস্কারসন) লইয়া যাইতেন। ঐ দিন নৈহাটী ষ্টেশনের প্লাটফরমে পৌছিয়া মুকুন্দ বাবু দেখিলেন যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। তিনি বেগে দৌড়িয়া গিয়া ব্রেকভানটীর হাতল ধরিয়া উহাতেই উঠিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব বলিলেন 'কে

১৫।১১।৭৮ লেকির লিখিত "হিষ্ট্রী অব্ র‍্যাশনালিজম ইন্ ইউরোপ" শেষ করিলাম। বইখানি সুন্দর! গ্রন্থকার সঙ্গতরূপেই বলিয়াছেন যে যুক্তিবাদ (র‍্যাশ্‌নালিজম) যতই সমাজের উন্নতির সম্বন্ধে সুবিধাজনক

তুমি?' উত্তর, 'আমি মদনপুরের যাত্রী।' সাহেব বলিলেন "আমি তোমাকে সত্বরেই 'ব্যারাকপুরে' প্রেরণ করিব।" (আই উইল সেণ্ড ইউ টু ব্যারাকপুর ইননোটাইম)। ব্যারাকপুর সবডিবিজানে চলন্ত ট্রেণে উঠা অপরাধের বিচার হইবে, সাহেব এই কথাই জানাইলেন। মুকুন্দ বাবু বলিলেন "ইতি মধ্যে?" (ইনদি মীন টাইম) হাসিয়া উত্তর, 'ঐ টুলখানিতে বসিয়া থাকিতে পার।' কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে গার্ড সাহেব মুকুন্দ বাবুকে পুলিশ সোপর্দ্দ করিলেন। ওয়াট সাহেব উহাঁকে দেখিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া গিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীকে বলিলেন 'ইহার নাম লিখিয়া লও; হুগলী কলেজের ষ্টুডেণ্ট; আমারও নাম লিখিয়া রাখ এবং আমার সঙ্গে এই ট্রেণেই যাইতে দাও।' তাহাই হইল। মদনপুর ষ্টেশনে নামিয়া সুখচরের খালে জেলে ডিঙ্গিতে দাঁড় টানিয়া গিয়া গাছপালা দেখা প্রভৃতি হইল। সাহেব প্রতিবারই আগে ব্রাহ্মণ চাপরাসী পাঠাইয়া ছেলেদের জন্য পাঁচ টাকার জল খাবার সংগ্রহ করাইয়া রাখিতেন। গাছপালা দেখার পর আনন্দে সকলের জলযোগ হইল। সন্ধ্যার পর বাটী পৌঁছিয়া মুকুন্দবাবু পিতাকে সব কথা বলিলে, ভূদেববাবু বলিলেন 'যাহা আইন বিরুদ্ধ তাহা করিতে নাই—তবে দৌড়িয়া ঐ ট্রেণ ধরিয়া যে উঠিতে পারিয়াছিলে সেই শক্তির জন্য সুখী হইলাম।' দশদিন পরে ব্যারাকপুর হইতে সমন আসিল। কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব শমন দেখাইয়া বলিলেন ইহাতে 'ষ্টুডেণ্ট' না লিখিয়া 'অ্যাসিষ্টাণ্ট' লিখিয়াছে—তুমি সমন না লইতে পার। মুকুন্দ বাবু সে সব বৃথা আপত্তি না করিয়া সমন লইলেন। পিতাকে জানাইলে তিনি বলিলেন "মোকদ্দমার পূর্ব্বদিন মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ২০, টাকা রাখিয়া আইস; তিনিই হাজির হইবেন এবং মক্কেল দোষী ইহা স্বীকার করিয়া জরিমানা দাখিল করিবেন।' মুকুন্দবাবু ব্যারাকপুর নবাবগঞ্জের কোন মোক্তারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন ইউরোপীয় অধ্যাপকের হুকুম অমান্য হইয়া যাওয়ার ভয়ে কলেজের ছেলে সবটা না ভাবিয়া ট্রেণে উঠিয়া পড়িয়াছিল বলিব এবং কম জরিমানাই হইবে। মোক্তারনামা এবং মোক্তার দ্বারা হাজির হইতে দেওয়ার প্রার্থনা জন্য দুইখানি কার্টিজ কাগজে সহি করার প্রয়োজন। কাগজ আনিতে লোক গেল; কিন্তু দেরী হইতে লাগিল। মোক্তারবাবু বলিলেন 'এই কাগজটায় একটা সহি করিয়া দিয়া যাও; আমি সব ঠিক করিয়া লইব।' মুকুন্দবাবু তাহা না করায় বলিলেন 'তবে বসিয়া থাক ট্রেণ বাহির হইয়া যাইবে।' বস্তুতঃই বসিয়া থাকিয়া কার্টিজ কাগজে সহি করিতে ট্রেণ বাহির হইয়া গেল এবং বৈদ্যবাটী দিয়া চুঁচুড়া ফিরিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। সহির নকল করিতে দিয়া না আসায় ভূদেববাবু সন্তোষ প্রকাশ করেন।

হউক না কেন বীর চরিত্র সম্বর্দ্ধনের পক্ষে অনুকূল নহে। গেটে এবং ফিক্‌টের জর্ম্মণ দার্শনিক তত্ত্বের যে আধুনিক প্রতিবাদ চলিতেছে তাহা জনবাদের (ডেমোক্র্যাসির) পোষকতা করিতেছে।

২১।১১।৭৮—ব্রহ্মমোহন বলিতেছিলেন যে কোন বিশেষ ঘটনায় আমি কি প্রকার পথ অনুসরণ করিব তাহা লোকেরা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করিতে পারে না এবং এই হেতুই তাহারা আমাকে ভয় এবং সন্দেহ করে।

মেডলিকট এবং ৺শরৎ (চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) উচ্চতর চিন্তায় অভ্যস্ত থাকায় কোন্ অবস্থায় আমি কি করিব তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতেন।

২।১২।৭৮—যোগেন্দ্র দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন যে আমার কথামত প্রাতঃস্মরণীয় চরিত লিখিতেছেন।

৭।১২।৭৮—আমি ও গোবি কলিকাতা যাই। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না যে বাঙ্গালীরা ক্ষিপ্রকারিতায় কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনি বলিলেন যে, মঠ প্রভৃতির যে সকল সম্পত্তি ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে দানার্থ উৎসর্গীকৃত আছে সে সকল এখন শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে গৃহীত হইবে।

তিনি শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বাবুকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার "মস্তক" শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলালকে উহার "জিহ্বা" এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসকে উহার "লেখনী" বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

১৩।১২।৭৮—জগদীশনাথ রায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মাথার সমস্ত চুলই ইতিমধ্যে সাদা হইয়া গিয়াছে।

১৬।১২।৭৮—কমিশনর পেল্ সাহেব টেলিগ্রাম দ্বারা তিনুকে

বাঁকুড়ার লাইসেন্স ট্যাকস অ্যাসেসরের কাজ দিতে চাহিলে তাহাতে স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল। *

• ১৭।১২।৭৮—তিনু রাত্রিকালেই রওয়ানা হইল। অনেক দিন হইতে ডায়রি রাখিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। লেখাপড়া স্কুলে অধিক না শিখিলেও উদ্যমে উন্নতি করিতে পারিবে।

এই সময়ের এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বাবুর লেখা কতকগুলি গান ও কবিতা বাহির হয়। তাহার মধ্যে একটী নিম্নে দেওয়া গেল।

কালী পূজা

ধ্যান।

মৃত্যুরূপ মহাকাল চরণে পূজিছে,
নিখিল অনন্ত বিশ্ব অঙ্কে ঘুমাইছে।
বিশ্বনাথ বিজ্ঞ মায়ের উপদেশ
উদ্ধে শিবময় ভাব অসীম অশেষ॥

পূজা।

মহাকাল পূজে মহাকালী
কোটি কোটি ভানুজবা পুরিয়া অঞ্জলি।
মহাকাশ সরোবরে ফুটে সদা থরে থরে
নীহারিকা তারাশশি ছোট বড় ফুল।

* শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবু বাঁকুড়ায় পৌঁছিলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন "দ্বিতীয় কেরাণী ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন ; তবে তুমি তিনমাসের জন্য দ্বিতীয় কেরাণীর কর্ম্ম করিতে পার।" অফিস হইতে অনেক সময়েই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপিতে পাঠাইবার পূর্ব্বেই অফিসের ভিতর হইতেই লোক ঠিক করিয়া ফেলা হয়। পরে ভুয়া বিজ্ঞাপন পত্র দেওয়া হয়।

মহাকাল ভক্তিভাবে চয়ন করিয়া সবে
নিত্যকালী পায়ে দেয় সাজাইয়া ডালি
মহাকাল পূজে মহাকালী।

অজ মেষ শত শত ভক্তিভাবে হয়ে নত
প্রতীক্ষা করিছে সবে সেই শুভক্ষণ।
মহাকাল আসি যবে, বাঁধিয়া লইবে সবে
কালীর চরণ প্রান্তে প্রদানিতে বলি
মহাকাল পূজে মহাকালী।

অশেষ ব্রহ্মাণ্ড কত বহুপোকরণ যুত
সুপবিত্র শোভাময় লক্ষীর ভাণ্ডার।
লয়ে যায় মহাকাল নৈবেদ্যের স্বর্ণ থাল,
মহাকালী পদপ্রান্তে নৈবেদ্য সকলি,
মহাকাল পূজে মহাকালী।

করিতে কালীর হোম, কুণ্ড সর কাটি ব্যোম
মহাকাল জ্বালি দেয় দ্বাদশ ভাস্করে।
গ্রহ উপগ্রহ চয় হুত ভুকে ভস্ম হয়
কালীর পরশে সবই লুপ্ত জ্বালামালী।
মহাকাল পূজে মহাকালী।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

অযোগ্য পুত্রদিগকে সমগ্র সম্পত্তির নিব্যূঢ় সত্ত্ব দেওয়া অনুচিত—গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হইতে সকল বিষয়েই যথাযথ অবধারণার চেষ্টা—তৃতীয় পুত্রের হুগলী নর্ম্মালে গণিত শিক্ষকের পদে নিয়োগ—ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যার কোন অংশকে ভয় করা অনুচিত—পিপীলিকার পদচিহ্ন—মেকেঞ্জি ওয়ালেসের রুসিয়া—৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিত পত্র—অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অতিরিক্ত কিছু করিতে পারা অসম্ভব—জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর—হিন্দু-দেব মন্দিরের ভিতর বিশ্বাত্মার স্থিতি এবং মন্দির গাত্রে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতিকৃতি দেখাইবার চেষ্টা—রাধানাথ রায়—শিল্প বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আবিষ্কর্ত্তাদিগের জীবনচরিত লিখাইবার কল্পনা—সংস্কৃত নীতিবাক্যগুলি বড়ই উপদেশপ্রদ—দেশীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সক্ষম দেশীয়দিগের প্রবেশ লর্ড লিটনের অনভিমত—মজফ্ফরপুরের কেদার বাবু—প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিং—ঝড়ের পথে ফেরী ষ্টীমার গঙ্গার চরে বদ্ধ হইলে, ইউরোপীয় যাত্রীদের অনুকরণে মাল্লাদিগকে সাহায্য করিতে পুত্রদিগের প্রতি আদেশ—ইংরাজ অধিকারে ধনসম্পত্তি এবং যাতায়াত নিরাপদ, এতটা সুবিধা সত্ত্বেও আমাদের উন্নতি সম্বন্ধে অলস জীবন—প্রথম শ্রেণীতে নিয়োগ—সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের জন্য তীব্র আকাঙ্খা সুবিচারকে সর্ব্বোচ্চ আসনে থাকিতে দেয় না—বীমস সাহেবের ব্যাকরণ—তৃতীয় পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া দেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দান—সমাজের সম্প্রদায় বিশেষে উচ্চপদ লাভের জন্য একটা আজীবন প্রতিযোগিতা চলে, সেই উদ্যমেই সুখ—ভারতবর্ষকে কূটনীতির দ্বারা চিরপরাধীন ও দুর্ব্বল রাখা সর্ব্বোচ্চ ইংরাজদিগের অনভিমত—উড়িষ্যা পরিদর্শনে যাত্রা—উলুবেড়িয়া হইতে খালে মেদিনীপুর গমন—খালের মধ্যে সূর্য্যাস্ত—টমটমে গমন—বালেশ্বর—বাবু দ্বিজদাস দত্ত—ময়ূরভঞ্জ—মহারাজার শিষ্টাচার—ভদ্রক

চতুর্ভুজ পট্ট নায়েক—মিতব্যয়িতা ও দানধর্ম্ম মাড়োয়ারীর—বিদ্যাধর দীঘি—যাজপুর—উচ্চঅঙ্গের হিন্দুস্থাপত্য কটক—ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি ও পুরীধাম কোণার্ক—হিন্দু দেবমূর্ত্তিতে স্নিগ্ধ আনন্দ—চাঁদবালি দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন—যাহা দশজন শিক্ষিত সাধুলোকের অনুমোদিত এবং নিজের বিবেক বুদ্ধির সহিত মিলে তাহাই ধর্ম্মপথ—রাধানাথ বাবুর পুত্র।

২০।১২।৭৮—পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি সম্বন্ধে রামগতির সঙ্গে কথা কহিতে হইবে। অযোগ্য সন্ততিগণকে সম্পত্তি প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারা খুব ভাল। উহাদের কেবলমাত্র সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দেওয়া সঙ্গত। সমুদয় সম্পত্তিরই নির্ব্যূঢ়স্বত্ব "তাহাদের" পাওয়া উচিত নয়।

২২।১২।৭৮—গোবির সহিত সাংসারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে কথা হইল। সম্ভব হইলে হুগলীর বাগানবাটী, বজরা, গাড়ী ও ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। গোবির সহিত হুগলীর বাটী পরিদর্শন করিলাম।

২।১।৭৯—দ্বারিক এবং শিবনাথ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত গেজেটের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১৭।১।৭৯—গণিতশাস্ত্রে বুৎপত্তি হইলে সকল বিষয়েই যথাযথ অবধারণার জন্য যে একটা চেষ্টার উদ্বোধন হয় তাহার কথা গোবি এবং মুকুন্দকে বলিলাম।

২৭।১।৭৯—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুপ্ত আসিলেন। রাত্রিটা তাঁহাদের রাখিয়া দিলাম। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা।

৩১।১।৭৯—বাঙ্গ[illegible]র রাইয়তদের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল এবং ইংলিসম্যান অমিতব্যয়ী এবং অদূরদর্শী বলিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেকেই ঐ

কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। এই অপবাদ মোচনের নিমিত্ত একটী প্রবন্ধ সম্বন্ধে শিবনাথের সহিত কথাবার্ত্তা হইল।

২।২।৭৯—গাড়ীওয়ালা গঙ্গার সহিত গয়া যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিলাম। [তখন বাঁকিপুর হইতে গয়ার রেলপথ হয় নাই] তাহাকে ৫৲ টাকা আগাম দিলাম। যাতায়াতের ভাড়া ২৫৲ এবং কিছু বখশিস দিতে হইবে স্থির করিলাম। চারিটী স্কুল পরিদর্শন হইল। জিলা স্কুলে ৪৫০, সোসাইটি স্কুলে ১২৫, মডেলে ৭০ ও সারস্বতটোলে ৫২ জন ছাত্র পাইলাম।

তৃতীয় পুত্র এই সময়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভূদেব বাবু বাঁকিপুর হইতে (২রা ফেব্রুয়ারী-৭৯) তাঁহাকে এইরূপ লেখেন—"তুমি ১ম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। অকৃতকার্য্য হইলে তোমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশের আর এক অমূল্য বৎসর নষ্ট হইয়া যাইত। এখন সংসার সাগরে ভাসমান হইতে চলিলে—জীবন সংগ্রামের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্রফ্‌ট সাহেব তোমায় একটী চাকরি দিয়াছেন। এই কার্য্যে তুমি যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিপক্ক (গণিত) তাহা শিক্ষার সুবিধা হইবে এবং আপনার আহার্য্য আপনি অর্জ্জন করিতেছ অনুভব করিতে পারিবে; এ অনুভব সত্য সত্যই সুখকর। আমার এই বিশ্বাস যে এই অনুভূতি জীবনে তোমার অধিকতর উৎসাহ, আশা ও সাফল্যের সহিত কার্য্য করিবার জন্য সতেজ করিবে।" *

৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে গয়া হইতে তিনি পুনরায় লিখিয়া

* ৺রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১লা ফেব্রুয়ারী মুকুন্দবাবুকে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলেন "তুমি নর্ম্মাল স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছ; আগামী কল্য হইতে কর্ম্মেব্রতী হও।" এই সম্বাদে মুকুন্দবাবুর মুখে একটু

ছিলেন। "তোমার জীবনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে তুমি অধ্যয়নে যেরূপভাবে মনোনিবেশ করিতে পারিবে তাহার উপরই তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কর্ম্ম করাই জীবনের মোক্ষ, কর্ম্মেই সুখ, কর্ম্মই জীবন (ওয়ার্ক ইজ্ স্যালভেশন, ওয়ার্ক ইজ হ্যাপিনেস, ওয়ার্ক ইজ্ লাইফ্) আপনার জন্য, আমার জন্য এবং দেশের জন্য কর্ম্মে মনঃসংযোগ কর।"

নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলে পুত্রকে লেখেন "পোষাক পরিচ্ছদ মলিন না হয়। (মষ্ট নট ড্রেস্ শ্যাবিলি)। ইজের, কোট ও টুপি ব্যবহার করিও। আবশ্যক হয় কোটের উপর চোগা পরিও। স্কুলে যাইবার সময় বাড়ীর গাড়ীতে যাইও। আসিবার সময় হাঁটিয়া আসিতে পার।"

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ ঐ পুত্রকে পুনরায় লেখেন—"ব্যায়াম সম্বন্ধে যে উপদেশগুলি তোমায় দিয়াছি—সেগুলি তুমি প্রত্যহ করিতেছ কিনা সে বিষয়ে ৮ই তারিখের পত্রে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমার পত্রে ভবিষ্যতে কখন ঐ বিষয়ে লিখিতে ভুলিও না। আজকাল তুমি কয়টী

ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন "বাড়ীতে দেখিয়া লইয়া বেশ পড়াইতে পারিবে। কিন্তু তুমি এই সম্বাদে কি বিশেষ সুখী হইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইলে না? তোমার পিতা ক্রফ্‌ট সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে তুমি যদি প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও তাহা হইলে যেন এই ৫০্ টাকার কার্য্যটী তোমাকে দেন ক্রফ্‌ট সাহেব পরীক্ষার ফল গেজেটে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সম্বাদ লইয়া তোমাকে নিয়োগ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন!" এই সম্বাদে মুকুন্দবাবু অবশ্যই সুখী হইলেন। তিনি ৺ ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের সাহায্য মধ্যে মধ্যে লইয়া প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া পড়াইতে যাইতেন এবং উচ্চ শ্রেণীতে পড়ানয় সুখ পাইতেন। কিছুদিন পরে ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় আসিয়া পুত্রকে বলেন "তুমি 'গণিতকে' ভয় করিয়া যখন উদ্‌ভিদ্ বিদ্যা (বটানি) বি-এ পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করিতে চাহিলে তখন হইতেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে নিজের মনোনীত বিষয়ে পাঠ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হও; কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান "বিদ্যার কোন অঙ্গকে ভয় করা" অসঙ্গত; পাঠ্যে গণিত পড়িতেই হইবে।"

ডন্ ফেল ও কতক্ষণ ঘোড়ায় চড় তাহা লিখিবে। শান্ত ঘোড়াটী যদি সুবিধাজনক না বোধ হয় তাহা হইলে তোমার জন্য আর একটি ঘোড়া কিনিব। আমাকে সব কথাই লিখিও।"

৬।২।৭৯—জওয়াহির লালের সহিত টিকারী যাত্রা করিলাম। স্কুল পরিদর্শন করিলাম; কিন্তু ছাত্রদিগের উত্তরে সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না। সেপ্টেম্বর মাসে রেল লাইন খুলিলে পুনরায় আসিব বলিলাম।

৯।২।৭৯—পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নকে লেখেন "সুহৃদ্বর; অপর পৃষ্ঠে গোপাল বাবু বাঙ্গালা অক্ষরে কি পিপীলিকার পদচিহ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।" ৺গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উল্লিখিত লেখা একান্তই ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং অস্পষ্ট। তিনজনেই বুধোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং অনেক সময় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চায় আনন্দে কাটাইতেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন "তোমার নিজের বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য—যত্ন এবং পরিশ্রম তুমি অবশ্যই করিবে এবং যত্ন এবং পরিশ্রমেই সুখ, তাহা ছাড়া আর সুখ কিসে?"

১২।২।৭৯—গণ্ডক অতিক্রম করিয়া কৌসামা আসি। মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে করিতে শিক্ষকদিগকে আগামী নর্ম্মাল পরীক্ষা প্রদানের আদেশ দিতে হইল।

১৩।২।৭৯—মতিহারী আসিয়া নর্ম্মাল স্কুল পরিদর্শন করিলাম। স্কুলটী যথাযথভাবেই চলিতেছে।

১৭।২।৭৯—ডাক্তার মেকেঞ্জি ওয়ালেস তাঁহার পুস্তকে রুসিয়ার বিস্তৃতির চারিটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) সংখ্যায় ক্রমশঃ

বর্দ্ধমান কৃষিজীবি ভূমির অভাব। (২) মৌলিক (শ্লাভ) জাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের এক ছত্রে সম্মিলন জন্য আন্দোলন। (৩) বাণিজ্যের বিস্তৃতি, (৪) ভূমণ্ডলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা। মধ্যবর্ত্তী ভূমভাগ সকল অধিকৃত হইয়া গিয়া রুসিয়ার এবং ইংলণ্ডের রাজ্য এসিয়ায় সংলগ্ন হইয়া যাইবে। আমারও ইহাই ধারণা।

২২।২।৭৯—রেণ্টবিল সম্বন্ধে হ্যালিডের সহিত অনেক কথা হইল। রেণ্ট কমিশনের নীলকরগণ প্রজার দখলী স্বত্বের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিল। হ্যালিডে সাহেব এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের পক্ষে নহেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

মুকুর বিষয়ে যতগুলি কথা লিখিয়াছ তাহার প্রায় কোনটাতেই তোমার নিজের বড় 'একটা বুদ্ধি শুদ্ধি প্রকাশিত হয় নাই। 'ছাত্রেরা তুষ্ট হইতেছে' এই কথাটী মাত্র কাজের ; বাকি সবগুলি ভূষি। 'বিজ্ঞের মত কথা কহে'—বাবা! তবেই ত গেলাম। এক রামগতির বিজ্ঞতাতেই হাড় ভাজা ভাজা, তাতে আবার—ছেলে—সেও ছোট ছেলে—'বিজ্ঞ' হইতে চলিল!

বিজ্ঞ লোকগুলা আমার দুই চক্ষের বিষ!—তাহার পর 'করায় পুণ্য নাই না করিলেই প্রত্যবায় জন্মে' এটী কেমন কথা? বুড় নৈয়ায়িকতা নয়?—ঐ কথাটীতে একপক্ষে অতিব্যাপ্তি পক্ষান্তরে অব্যাপ্তি দোষ দেখা যাইতেছে। মানুষ কি কখন আপনার অবশ্য কর্ত্তব্যের (ডিউটীর) অতিরিক্ত কিছুমাত্র করিতে পারে?—মানুষ যত ভাল কাজই করুক না কেন, সে সমুদায়ই তাহার 'অবশ্য কর্ত্তব্যের' অন্তর্ভূত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সিদ্ধ করিলে যদি 'পুণ্যসঞ্চয়' না হয় তবে 'পুণ্য' বলিয়া যে পদার্থকে বলা যায় তাহা 'কূর্ম্মলোমাদি' বৎ অলীক হইয়া যায়। তোমার উদাহরণ

('বিধবার একাদশীর ন্যায়') একান্ত অগ্রাহ্য। বিধবারা একাদশী করে; তাহাতে কি তাহাদের শরীর দৃঢ়, ইন্দ্রিয়োপদ্রব উপশান্ত, সদিচ্ছার লবণ্যা প্রভৃতি গুণ সঞ্চিত এবং সম্বর্দ্ধিত হয় না? যদি তাহা না হইত তবে একাদশীর ব্রত পালনে 'পুণ্য নাই' অপালনে প্রত্যবায় আছে এ কথা বলিতে পারিতে। যাহাহউক এখন জিজ্ঞাসা করি—

(১) মুকু—তাহার বাবার চেয়ে অধিক পরিশ্রম করে কি না?

(২) মুকু—তাহার বাবার চেয়ে বড় আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখে কি না?

(৩) মুকু—তাহার বাবার চেয়ে তাহার ছাত্রদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে কি না?

(৪) মুকু—তাহার বাবার চেয়ে আপনার মনিবকে কার্য্য দ্বারা বশীভূত করিতে পারে কি না?

৩।৩।৭৯—ভাগলপুরে দ্বারিকের (৺ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী উকীল—ভূদেববাবুর ছাত্র) বাসায় আসিলাম। নিবারণ [শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম উকিল] দেখা করেন। "আমি কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা।" [অ্যাম আই এন্ ইনস্‌পায়ার্ড প্রফেট?] নামক শ্রীযুক্ত কেশব সেনের বক্তৃতা সম্বন্ধে কথা হইল। বাল্যসুহৃদ কৈলাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, ক্ষেত্র, সম্প্রতি শশী মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। দুই মাস মাত্র পূর্ব্বে ক্ষেত্রের প্রথমা পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। 'সংস্কারকেরা' কি মনুষ্যোচিত সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি হারাইয়া থাকেন? এত তাড়াতাড়ি কেন?

সন্ধ্যা ৭৷৷৹ টায় কলিকাতায় পৌছিয়া রাত্রিটা 'সার জন লরেন্স' জাহাজের উপরের ডেকেই কাটাই। প্রত্যূষে ষ্টীমার ছাড়ে।

১১।৩।৭৯—বেলা দেড়টায় চাঁদবালি পৌছিলাম। বৈতরণীর ডামরা নামক শাখার উপর সমুদ্রতীর হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

চাঁদবালির রাজা মিঃ ক্লার্কের সহিত আলাপ হইল। ইনি একজন যথার্থ উদামশীল ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় হইল।

[কটকের পথে 'পাইওনিয়ার' নামক ষ্টীমারে বসিয়া] (১৪ই মার্চ্চ ১৮৭৯) নিম্নলিখিত পত্র তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"এখন ষ্টীমারখানি কটকের খালের স্বচ্ছ জলের উপর দিয়া শান্তভাবে চলিয়াছে। উত্তাল সমুদ্র যাহা পরশ্ব রাত্রে খুব উদ্বেলিত ছিল—তাহা হইতে এই ক্ষুদ্র লহরীময় খালে আসাতে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ পরিবর্ত্তন দ্বন্দ্বের পর শান্তি, প্রভৃত প্রয়াসান্তে সিদ্ধির সহিত তুলনীয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা মানুষকে শীঘ্র অবসন্ন করে? আমার ধারণা এই যে প্রথমটা করে না। (কল্য বৈকাল হইতে এই শান্তভাবে গতি আরম্ভ হইয়াছে ; ইতিমধ্যেই আমার আর ভাল লাগিতেছে না।) দোলয়মান ক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে সার জন লরেন্স জাহাজের ফেনীল তরঙ্গের উপর উর্দ্ধাধ গতি ও আন্দোলন যেন বাঞ্ছনীয়। সমুদ্র বক্ষে এরূপ প্রচণ্ড কিছুই হয় নাই যাহাতে মৃত্যুভয় হওয়া সম্ভব।"

১৪।৩।৭৯—কটক কলেজ পরিদর্শন করিলাম। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শশিভূষণ দত্ত এবং অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খুব ভাল শিক্ষক বলিয়া বোধ হইল।

১৫।৩।৭৯—ভুবনেশ্বর আসিয়াছি। এখানকার সুন্দর শিবমন্দির দেখিয়া ব্রহ্মদেশে দৃষ্ট প্যাগোডার কথা মনে আসিল। রাধানাথ রায় একজন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি, স্থানীয় উড়িয়া কাহিনী এডুকেশন গেজেটের জন্য কবিতায় লিপিবদ্ধ করার কথা তাঁহাকে বলিলাম।

১৬।৩।৭৯—আমার মনে হইয়াছে যে হিন্দু দেবমন্দিরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

নিদর্শন-স্বরূপে প্রস্তুত এবং সজ্জিত করার দিকে লক্ষ্য থাকিত এবং শ্রীভগবানকে বা বিশ্বাত্মাকে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবমূর্ত্তিতে রাখা হইত। সেইজন্যই মন্দির-পৃষ্ঠের নিম্নস্তরে সর্পমূর্ত্তি (মৃত্তিকাভ্যন্তরবাসী জীবের) অথবা জন্তুর মূর্ত্তি অথবা বরুণ কুবের অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মূর্ত্তি দেওয়া হইত। তদুপরি সজীব ও স্রষ্ট্রী প্রকৃতির নিদর্শন—ফল ফুল এবং পুরুষ এবং স্ত্রী সঙ্গম। সর্ব্বোপরি শূন্যমার্গীয় গ্রহ-নক্ষত্রগণ অথবা তৎ তৎ স্থানীয় শক্তিপুঞ্জ বা দৈবতাবর্গ। এই অনুমান আপাততঃ প্রকৃত বলিয়া মনে হইলেও এ বিষয়ে সযত্নে অনেক অনুসন্ধানের আবশ্যক।

১৭।৩।৭৯—রাধানাথ রায়ের রচনার পাণ্ডুলিপি দেখিলাম। তাঁহার দুইটী রচনা নূতন করিয়া লেখার জন্য আমার মত তাঁহাকে জানাইলাম। ইংরাজী তিনি আমার মতই অনেক পড়িয়াছেন। এইরূপই চাই। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নয়; সুস্থ থাকিতে পারিলে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন। রাত্রিতে ৺ পুরী আসিলাম।

১৮।৩।৭৯—৺ পুরীর মন্দিরের বহির্ভাগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মন্দির সকল যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনরূপে নির্ম্মিত হইত আমার এই মত এই মন্দির দেখিয়া আরও দৃঢ় হইল। নিম্নস্তরে ব্রহ্মপদ্ম অথবা সর্পমুণ্ড-সঙ্কুল পাতাল। শাক্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিতে তিব্বত ও সিকিমের বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত (এডগার উঁহাদের ছবি দেখাইয়াছিলেন) অনেক সাদৃশ্য আছে। ঘোর অন্ধকারে দেব প্রদক্ষিণ করিলাম।

২০।৩।৭৯—শ্রীমৎ নারায়ণ দাস মোহান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সপ্তপঞ্চাশৎ প্রকার ভোজ্য-সংযুক্ত মহা-প্রসাদ খাওয়াইলেন। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং নর্ম্ম্যাল স্কুল পরিদর্শন করিলাম।

২১।৩।৭৯—সত্যবাদীতে পাঠশালা পরিদর্শন করিলাম।

২২।৩।৭৯—চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে বাসা পাইলাম। উড়িষ্যায় লিখিবার উপকরণ বড়ই দুষ্প্রাপ্য। [ডায়ারির এই অংশ জল-কালিতে একান্ত অস্পষ্ট লেখা।] এ প্রদেশে তাল্‌-পত্রে লৌহ দ্বারা লেখা প্রচলিত।

২৩।৩।৭৯—কটকের রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য ৩৯টি ১৪৪৲ টাকায় ক্রয় করিলাম। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ, বরদাকান্ত মজুমদার, নন্দকিশোর দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ, কাশীনাথ, হরেকৃষ্ণ এবং নগেন্দ্র মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

২৬।৩।৭৯—সন্ধ্যাবেলা বালেশ্বরে আসিলাম। কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে স্বীয় বাগান-বাড়ীতে সযত্নে অভ্যর্থনা করিলেন।

৩১।৩।৭৯—ম্যাজিষ্ট্রেট হুইটমোর সাহেব একজন বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ব্যক্তি। তাঁহার সহিত মুদ্রাযন্ত্রের আইন, লবণকর, ও পণ্যশুল্ক (কষ্টম্‌স্ ডিউটী) সম্বন্ধে কথা হইল। কটকে লবণের দুর্ম্মূল্যতা জন্য দরিদ্রের গো-পালনে কষ্ট হইতেছে। বুঝিলাম যে ইংরাজদিগের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস প্রসার লাভ করিতেছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ অপেক্ষা দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগে প্রকৃতপক্ষে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে না।

১।৪।৭৯—অনেকগুলি উড়িয়া ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে সাধারণতঃ বাঙ্গালীরা উৎকলবাসীদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন!

২১।৪।৭৯—আরায় এডগার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। নসিরগঞ্জ স্কুল সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিচার করিলাম। ধর্ম্মার্থে অর্পিত সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপ—(১) কোর্ট অব ওয়ার্ডের মতন কোনও সঙ্ঘের হস্তে তাহা ন্যস্ত রাখা। (২) এক একটি দেশীয় সমিতির দ্বারায় প্রত্যেকের কার্য্য পরিচালিত করা। এ ভাবের ব্যবস্থা হইলে খুবই

ভাল হয়। এডগার মনে করেন ঐভাবে কার্য্য চলিলে সাসিরামের ওয়াকৃফ বা পীরোত্তর সম্পত্তি হইতে পাটনা কলেজে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দেওয়া যায়।

১৭।৫।৭৯—রাধিকা কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বড় বড় ইউরোপীয় আবিষ্কর্ত্তাদের জীবন-চরিত লিখিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলাম। ১৫টী জীবনে, ১৫০ পাতায় বইখানি সম্পূর্ণ হইবে।

২০।৫।৭৯—রাধিকা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইতে পারেন :—

স্মাইল লিখিত—শিল্প-ব্যবসায়ীদের জীবন-চরিত (ইন্‌ড্রসট্রিয়েল বায়োগ্রাফি)।

,, ষ্টিফেনসনের জীবন চরিত।

,, এঞ্জিনিয়ারগণ।

,, ওয়াটের জীবন-চরিত।

মেটিয়ার্ড লিখিত যোশুয়া ওয়েজউডের জীবন-চরিত।

ডেভেনপোর্ট লিখিত—অধ্যাবসায়ে কৃতকৃত্যদিগের চরিত [লাইভ্‌স্‌ অফ ইনডিভিজুয়াল্‌স্‌ হু রেজ্‌ড্‌ দেমসেলভস্‌]।

ক্রুষ্টার লিখিত—বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মোৎসর্গীগণ। [মারটার্‌স্‌ অফ সায়েন্স]।

২৩।৫।৭৯ আমার কারুকার্য্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় ইতিহাস

১। ইংরাজি ও হিন্দু শিষ্টাচার
২। নেচার=প্রকৃতি পুস্তক
৩। নীতি পুস্তক
৪। সমাজ-তত্ত্ব (সোসিয়োলজি)

} বঙ্গভাষায় লিখিবার ইচ্ছা আছে।*

১৭।৬।৭৯—একটি ঘড়িতে দম দিতে গিয়া দেখিলাম যে তাহাতে দম

* সামাজিক প্রবন্ধে চতুর্থ ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। প্রথমটী সর্ব্বশেষে আরম্ভ মাত্র

দেওয়া রহিয়াছে। আমি কি নিজেই দম দিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম!

শ্রীরামপুর লাহিড়ীপাড়া-নিবাসী দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া বলিলেন যে চুঁচুড়ায় তাঁহার পিতার বাটীর দাম আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আমি রামগতির জন্য ঐ বাড়িটী লওয়ার কথাই ভাবিতেছিলাম।

২৩।৬।৭৯—গোপাল ও মুকুন্দকে লেটারনোর প্রাণীবিদ্যা (বায়োলজি) এক অধ্যায় পড়িয়া শুনাইলাম।

২৯।৬।৭৯—মনে হইল যে আমি সময়ের অপব্যয় করিতেছি। হিতকর পড়াশুনা অধিক করিতে পারিতেছি না; লেখাও যেমন ইচ্ছা ছিল সেরূপ হইতেছে না; আমার ধন সম্বন্ধেও যেরূপ মিতব্যয়িতা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না!

জুলাই ও আগষ্ট ৩।১৮।৭৯—নিজে অনেক পড়িলাম তাহার পর মুকুন্দর সহিত তাহার এম, এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক সকল পড়িলাম। এখন তাহার সহিত (১) অটোক্রাট (২) কিং জন্ (৩) দ্বিতীয় রিচার্ড (৪) চতুর্থ হেনেরী দুই খণ্ডই পড়িতেছি। মুকুন্দ নর্ম্মাল স্কুলে তাহার কার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছে ও তাহার পরীক্ষার পুস্তক পাঠ করিতেছে। [মুকুন্দ বাবুর বিনা মাহিনায় ছুটী তাহার পরবর্ষে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরীতে ভর্ত্তি হওয়া পর্য্যন্ত ছিল।]

২৫।৯।৭৯—দরবারে সান্ধ্য সমিতিতে (ইভনিং পার্টি) গিয়াছিলাম। এ সমিতিতে এদেশীয়দিগকে নিয়মিত সময়ের পর পঁয়ত্রিশ মিনিট বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল! হেনেরী সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারীর

করিয়াছিলেন। তৃতীয়টীর জন্য কতক সংস্কৃত শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা "হিন্দু-কণ্ঠহার" নামে বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড সমিতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

সহিত আলাপ করিলাম। বেলী সাহেবকে বলিলাম তাঁহার বক্তৃতা উর্দ্দূতে অনুবাদিত না করিয়া হিন্দিতে হওয়া উচিত ছিল।

১০।১১।৭৯—নীতি-বিষয়ক বচন বড়ই উপদেশপ্রদ। অপরের সাহায্য লওয়া বড়ই লজ্জাকর, বিশেষতঃ অর্থ-সাহায্য। † মুকুন্দু বলে যে বেকন 'কার্য্যকারিতার' দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন; ধর্ম্মানুগত বা ভদ্র কিনা সেদিকে ততটা মন দেন নাই। এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। রজনীকান্ত গুপ্ত এডুকেশন গেজেটের প্রত্যেক স্তম্ভের জন্য ॥৹ লইয়া লিখিতে পারেন এইরূপ বলিয়া গেলেন।

১১।১১।৭৯—আমার ৯ তারিখের পত্র সময়মত ডাকে না দেওয়ায় ছেলেদের কিছু বকিলাম।

১২।১১।৭৯—যদি লর্ড লিটন কোন বাধাপ্রাপ্ত না হন তাহা হইলে দেশীয় (নেটিভ) সিভিল সারভিস পরীক্ষাটী, ভাণ মাত্র হইবে। তিনি এ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক।

১৫।১১।৭৯—শীতকালে আমার যেরূপ জ্বর হয় অদ্য তাহা হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টার জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া আছি।

১৮।১১।৭৯—আরায় গিয়া ইংরাজী স্কুল পরিদর্শন ও এডগারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অপরাহ্নে বাঢ় যাত্রা করিলাম। বাঁকিপুর ষ্টেশন হইতে গোবি ও মুকুন্দু আমার সঙ্গে কয়েকদিন বেড়াইয়া আসিবার জন্য উঠিল।

১৯।১১।৭৯—বাঢ় হইতে মজঃফরপুরে আসিয়া কেদারের * বাগান বাড়ীতে রহিলাম।

---

† বেপথুর্মলিনং বক্ত্রং দীনবাক্ গদ্গদ স্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

* ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামা উকিল। ভবানীপুরে বাড়ী ছিল। ইনি অনেক বড় বড় ঘরের মোকদ্দমা মিটাইয়া প্লাণ্টারদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদের কৃত

২০।১১।৭৯—দরভাঙ্গায় আসিলাম। প্যারী § এবং মহারাজা দরভাঙ্গার সহিত (৺লছমীশ্বর সিং) ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইল। প্যারীর বাসায় উঠিলাম। মহারাজা হরিহর ছত্রে যাইতেছিলেন। *

ব্যক্তিগত অত্যাচার অপনোদন করিয়া সকল বাঙ্গালীকে অবারিত আতিথ্য-সৎকার দ্বারা প্রীত করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

§ বারাসতের ৺প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বড়ই মধুর প্রকৃতির উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন এবং সর্ব্বত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উঁহাকে ফরডাইস্ নামক ইউরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য কমিসনে মিঃ বোলটনের সহযোগী নিযুক্ত করেন। বহুকাল পরে যখন হুগলীতে ছিলেন তখন মুকুন্দবাবু অনেক নিম্নশ্রেণীতে তথায় ডেপুটীর কার্য্য করিতেন। একদিন পাঁচটার অনেক পূর্ব্বে কার্য্য শেষ হওয়ায় মুকুন্দবাবু বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হইয়া দেখিলেন যে প্যারীবাবুর আদালতের নিকটে খুব ভিড়। শুনিলেন যে তখন একটা বড় মোকদ্দমা আরম্ভ হইতেছে। ভিতরে গিয়া বলিলেন "আমার কাজ শেষ হইয়া গেল; মোকদ্দমাটা আমাকেই দিতে পারিতেন—অবেলায় খাটুনি এ বয়সে করেন কেন?" প্যারীবাবু মধুর হাসিয়া বলিলেন "দুইটী করিয়া মোকদ্দমা আমাদের সকলেরই ছিল। তোমাদের বেলা একটু সহজ ছিল। যে পরিবেশন করে সে নিজের জন্য কাঁটা-নেজাই রাখে। ভাগ করিয়া দেওয়ার ভার যে আমার উপর'।'

* এই মহারাজার সম্পত্তি যখন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার নাবালক অবস্থায় যায়, তখন বিস্তর দেনা ছিল। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে জরিফ জমাবন্দী হইয়া আয় বৃদ্ধি হয় এবং বহুলক্ষ টাকা জমা হয়। তখন ঐদিকে বিশেষ দৃষ্টি হইয়াছিল। হয়ত অত্যধিক টাকা জমা দেখিয়া এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তির হস্তে অপব্যয় সম্ভাবনা বোধ করিয়া একটী বিশেষ আইন দ্বারা ইঁহার সাবালক হওয়ার বয়স ২৩ বৎসর করা হইয়াছিল এবং সঞ্চিত টাকাটা রাস্তায় এবং খালে ব্যয় করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে খড়্গপুরের বাঁধের দ্বারা অনেক পতিত জমির আবাদে দেশের এবং মহারাজার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। সে যাহা হউক, কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস বহুসংখ্যক মোটা মাহিনার ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উঁহাদের আরও দুই বৎসর খাওয়াইবার জন্যই ঐ বিশেষ আইন করা হইয়াছিল—এরূপ একটা সন্দেহ সম্ভবতঃ মহারাজার মনেও ঢুকিয়াছিল। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হস্তে পাইবামাত্র সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কেবল ইংরাজ কোচম্যান এবং শিকারী কুকুরগুলির তত্ত্বাবধায়ক এই দুইটী ইংরাজকে রাখিয়াছিলেন। স্থানীয় উচ্চ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহাকে প্রজাপীড়ক এবং কৃপণ বলিয়া রিপোর্ট করিয়া পুনরায় সম্পত্তিটী কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীন করার কথা তুলিলে মহারাজা ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে লর্ড লীটনকে

২১।১১।৭৯—দরভাঙ্গা হইতে ভাগলপুরের পথে ষ্টিমার চড়ায় লাগিয়া যাওয়ায় সমস্ত রাত্রি তাহাতেই থাকিলাম।

২২।১১।৭৯—দুই প্রহরের সময় বাঢ়ে পৌঁছিয়া তখনই ট্রেনে মোকামায় গেলাম। ষ্টেশনে বসিবার ঘরে সিভিলিয়ান মিঃ ফল্‌ডার্ বাইরণ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজী কবিতা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। নিকটবর্ত্তী বাজারে অন্নপাক হইয়া খাইতে প্রায় ৪টা বাজিল। +

৬।১১।৭৯—ভূদেববাবু বাঁকুড়া হইতে তাঁহার ৩য় পুত্রকে লেখেন—"রাত্রি একটার সময় চুঁচুড়া হইতে যাত্রা করিবার ১৫ ঘণ্টা পরে এখানে পৌছিলাম। শুনিয়া থাকিবে এক সময়ে আমার পিতা ঠাকুর এই জিলার জজ আদালতের হিন্দু আইনের পণ্ডিত ছিলেন। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন এখানে আইসেন তখন প্রায় তিন সপ্তাহকাল লাগিয়াছিল। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা কি উন্নতির সূচনা নহে? আজকাল যাতায়াতের এই যে সুবিধা হইয়াছে আমাদের পিতৃপুরুষগণ তাহার চিন্তা করিতে পারিতেন না। যে রাস্তায় আমি রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া আসিলাম তাহাতে সে সময়ে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয় ছিল—এবং দামোদরের নিকটে ঐ রাস্তায় ডাকাতদের উপদ্রব বন্য জন্তুর অপেক্ষাও

এবং বহু ইউরোপীয়কে কলিকাতার টাউনহলে একটী ভোজ দেন এবং ইউরোপ হইতে আগত খুব বড় বড় লোকদিগের আতিথ্য এবং শিকার জন্য এবং চাঁদা প্রভৃতির জন্য এবং একজন ইউরোপীয় ম্যানেজারের জন্য বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখেন। ইহার পরই বিপদ সম্ভাবনা কাটিয়া গেল এবং দুইজন কলেক্টর বদলি হইলেন। সে সময়ে এই বিষয়ে সাধারণের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল।

মহারাজা উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয়; নিখুঁত হিন্দু আচার রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজ শিক্ষকের সংসর্গে যে কোন প্রকার সাহেবী চাল গ্রহণ করেন নাই, এজন্য ভূদেববাবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

+ মুকুন্দবাবু বলেন "নিগ্রো এবং ইংরাজের" মিশ্রণে জাত ষ্টীমারের কাপ্তেন মদ খাইয়া হঠাৎ 'পুরা তেজে চালাও' বলিয়া হুকুম দেওয়াতে ষ্টীমারটা চড়ায় শুধু ঠেকে নাই, উহা কাটিয়া অনেকটা ঢুকিয়া পড়ে। জালিবোটে করিয়া একবার লোঙ্গরটা দূরে লইয়া

ভয়প্রদ ছিল। পিতা ঠাকুরকে চারিজন তীরন্দাজকে বেতন দিয়া ঐ পথটায় তাঁহার পাল্কীর রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিতে হয়। কল্য রাত্রে আমি সেই পথ নিঃশঙ্ক চিত্তে আসিলাম। ইহাও কি উন্নতির সূচক নয়?—ভারতবর্ষে ইংরাজাধীনে সম্পত্তি ও জীবন অধিকতর নিরাপদ। আরও দেখ—মোকদ্দমায় যে সকল হিন্দু আইনের কথা উঠিত পিতা ঠাকুর জেলার জজকে—তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন—আর বঙ্গবাসী শিক্ষকেরা—বঙ্গ সন্তানদিগকে ইংরাজী ভাষা কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন তাহারই পরিদর্শন জন্য আমার আগমন। এখন আর জজকে হিন্দু আইন ব্যাখ্যা করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। জজ সাহেব এখন ইংরাজীতে অনূদিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া হিন্দু আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জজের নিজের আইন জ্ঞান থাকা উন্নতিই বলিতে হইবে—যাহাদের সকল স্বার্থ এই উন্নতির সংসৃষ্ট সেই আমার এই উন্নতিকল্পে কতটুকু করিয়াছি! যে কর আমাদিগকে অনিচ্ছার সহিত দিতে হইয়াছে—তাহা ভিন্ন এ উন্নতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই করি নাই বলিলে চলে। বৈদেশিকেরা—আমাদের ও তাহাদের জন্য সবই করিয়া

গিয়া ফেলে, আবার "ক্যাপষ্টান" ঘুরাইয়া ষ্টীমারকে সেখানে লইয়া যায়; এইরূপে সমস্ত প্রাতঃকাল ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ষ্টীমার গভীর জলে নামিয়া আসে। ইংরাজ আরোহীরা মাল্লাদিগের মোটা রাঙ্গা চাউলের অন্ন কিনিয়া লইয়া খাইলেন। আমরা সন্ধ্যার সময় বাঢ়ে পৌছিব মনে করিয়া সঙ্গে কোন আহার্য্য দ্রব্য লই নাই। ক্ষুধা কাহাকে বলে সেই দিন বুঝিয়াছিলাম। ইউরোপীয় আরোহীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাল্লাদিগের সহিত "ক্যাপষ্টান" (দুদিকে হাতল দেওয়া একটা কড়ি-কাঠের টুকরা—উহা ঘুরাইয়া লোঙ্গরের শিকল যেমন জড়াইয়া ফেলা হয় অমনি উল্টা দিকে ঘুরিবার পথ একটা লোহায় আটক পড়ে) ঘুরাইতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলিলেন, "কাজটা শুধু মাল্লাদিগের নয়, আমাদের সকলের; ইঁহাদের উদাহরণও দেখিতেছ; শুধু আমাদের দেশীয় ভদ্রলোকে হাত দিতেছেন না বলিয়া চক্ষুলজ্জায় কার্য্য হইতে বিরত হইও না। উহাঁদের এবং তোমাদের দেখিয়া অপরে কর্ত্তব্য বুঝিবেন।" আমরা দুই ভাই অনেকক্ষণ ঐ কার্য্য করিলাম।

দিতেছে—আর আমরা আমাদের যাহা করা উচিত তাহা না করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে দোষ ধরিয়া অলস জীবন যাপন করিতেছি—এই কথাটী যেমন আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি—সেইরূপ তোমার মনে দৃঢ় করিয়া দিবার জন্যই এই পত্রখানি লিখিলাম।"

১০।১২।৭৯—লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি বলিলেন, আমায় তিনি ১ম বিভাগে—(গ্রেডে) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২০।১২।৭৯—সুবিচারকে যথাস্থানে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মের আসনে স্থাপন ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মহৎ কার্য্য। কিন্তু সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের জন্য ব্যগ্রতা (ইম্পিরিয়ালিজম্) তাহা থাকিতে দিবে কি?—না!

কিন্তু জিগীষুর কথা—"শক্তিতেই স্বত্ব স্থিরীকৃত হয় (মাইট ইজ রাইট) তবে সে কথাতেও যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নাই।

২৪।১২।৭৯—বীমসের কম্পারেটিভ গ্রামার সুলিখিত পুস্তক। তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের (ফাইলোলজি) নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈদেশিক সকল লেথকদিগের ন্যায় সংস্কৃত হইতে উহাদের বৃদ্ধির অনুকূল নহেন। অপভ্রষ্ট ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণের (ডায়ালেকটিক গ্রোথ) পক্ষে। কিন্তু গ্রীক ও লাটিন ইউরোপীয় ভাষার জন্য যাহা করিয়াছে ভারতের ভাষার জন্য সংস্কৃত তাহা কেন করিবে না!

তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে—২৯।১২।৭৯—লেথেন—"ইংলিশম্যান সংবাদ-পত্রে দেখিয়া থাকিবে—ভারত গবর্ণমেণ্ট যে দুইজন বাঙ্গালীকে কভেনে-ণ্টেড সিভিল সার্ভিস পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পাটনা কলেজের অধ্যাপক বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু একজন। ইনি প্রেমচাঁদ পরীক্ষোত্তীর্ণ ও শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের আত্মীয়। আমার মনে

হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছেলেরাই ক্রমে ক্রমে এই পদ পাইবে। তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকল ভাল করিয়া পাশ করিতে পার— আর পারিবে নাই বা কেন, তাহা হইলে তুমিও এই পদ পাইতে পার। ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশে যাহাই হউক, বাঙ্গালায় শুধু এণ্ট্রান্স পাস করিয়াই বড় ঘরের ছেলেরা অধিক সংখ্যায় এ পদ পাইতে পারিবে না। ভাল করিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য মন দিয়া পড়াশুনা করিলে হয়ত এই পদ পাইবে। সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে যেমন আহার্য্য-সংস্থান-চেষ্টায় একটা প্রতিযোগিতা অনুক্ষণ চলিতেছে, উচ্চপদ-লাভ জন্য তদ্রূপ প্রতিযোগিতা সম্প্রদায়বিশেষ মধ্যে আজীবন চলিতেছে। উহাদের আহার-সংগ্রহ সম্বন্ধে-জীবন সংগ্রামে জয়লাভ হইবার পরও সংগ্রামের শেষ হয় না; প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্র মাত্র পরিবর্ত্তিত হয়। এই উদ্যমেই সুখ। ইহা হইতে পরাঙ্মুখতা যদিও সম্ভব হয়, তাহাতে সুখ নাই।”

১।১।৮০—গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যনীতি (প্রিন্সিপল্‌স) পরিবর্ত্তিত করিতেছেন কি? কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য প্রস্তুত করাই আদর্শ রাখা হইয়াছিল। এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটী অংশ হইয়াছে, সুতরাং সেই সাম্রাজ্যের পূর্ণতা (ইনটেগ্রিটী) অক্ষুণ্ণ রাখাই এখনকার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ভারত-বাসীকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলার সহিত এই সাম্রাজ্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখার সামঞ্জস্য হয় কি? যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবে। মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন ও অস্ত্র আইনের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা; রাজভক্তির স্বীকারোক্তি সময়ে-অসময়ে আহ্বান করা, কিন্তু সে উক্তিতে বিশ্বাস না করা—কোথাও কোথাও ভারতবাসীর মধ্যে দলাদলি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা; এতদ্দেশীয়

ধনীবংশের অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণকে উচ্চ কার্য্যে নিয়োগ জন্য "নেটিভ কভেনাণ্টেড সারভিস" রূপ ভাণের আবির্ভাব; সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সোৎসাহি বিলাত গিয়া পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করার দ্বারবন্ধ প্রয়াসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়ঃকাল কম করা, দেশে উচ্চ শিক্ষা হ্রাস করিবার জন্য উপায় অবলম্বন; এদেশে ও ইংলণ্ডে সরকারী ঋণের (পবলিক ডেট)—পরিমাণ বৃদ্ধি; ভারতবর্ষকে দরিদ্র দুর্ব্বল এবং শিক্ষা-বিহীন রাখার জন্য কোন্ কোন্ চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক;—যদি এরূপ কোন মন্দ উদ্দেশ্য কখন অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে সরকারী কাজকর্ম্মে ইউরেশীয় ও এদেশ প্রবাসী বে-সরকারী ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা ক্রমেই অত্যধিক বাড়িতে থাকিবে। এরূপ রাজনীতি যদি প্রকৃতই অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞ নীতিজ্ঞ ও লোকহিত-প্রয়াসী ভাল ভাল ইংরাজের চক্ষে সেই নীতি অপরিণামদর্শী বলিয়া বোধ হইলেও—প্রবল বৈদেশিক হস্তক্ষেপ অথবা ইংরাজ জাতির আভ্যন্তরিক অধঃপতন ব্যতীত একতাবিহীন ভারতবাসীর রক্ষা হইবে না। *

ভূদেববাবুর তৃতীয় পুত্র ইংরাজী সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা (২।২।৮০—৭।২।৮০) দিয়া কলিকাতা হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিলে, তাঁহার অগ্রজ গোবিন্দ বাবুর সহিত পরীক্ষা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। গোবিন্দবাবু বলেন "তুমি এখন বই দেখিয়া বুঝিয়া লইয়া নিজের উত্তরে যেরূপ সন্তোষ

---

* বিগত চল্লিশ বৎসর ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল এবং চিরপরাধীন রাখিয়া কূটনীতির উক্তরূপ কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে একাদশ লক্ষ ভারতীয় সিপাহীর এবং দরিদ্র ভারত হইতে বহুকোটী টাকা অর্থ সাহায্য এবং সমগ্র ভারতে শান্তি দেখিয়া, উচ্চ ইংরাজ রাজনৈতিকগণের দ্বারা প্যারিসের সন্ধি-সমিতিতে ভারতকে সম্মিলিত মিত্রশক্তির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ও কানেডার সহিত স্থান দেওয়া হয় এবং ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু এবং মহারাজা বিকানীর ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। যদিও সন্ধি-সমিতিতে এতদ্বারা ইংরাজেরা একটী "ভোট" বেশী পাওয়ার জন্য ইহা করিয়াছিলেন কেহ কেহ এরূপ বলেন; এবং যদিও "ইংলণ্ডের" পার্লিয়ামেণ্টের অধীন

হওয়া উচিত মনে করিতেছ তাহা ঠিক ; কিন্তু সেরূপ নম্বর দিলে অধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে না ; সুতরাং পরীক্ষকদিগেকে একটু বেশী বেশী নম্বর দিতে হইবে। প্রতিবারেই ত বল যে পাস হইবে না।" ভূদেববাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলেন "যে সকল ছেলে পরীক্ষা দিয়া আসিয়াই বলে যে 'একরকম বেশ লেখা হইয়াছে' তাহারা প্রায়ই বাড়ী আসিয়া বই দেখিয়া মিলাইয়া ভুল কি হইয়াছে তাহা ধরিবার চেষ্টাও করে না ; সেই জন্য তাহাদের অনেককে অনুত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়।" মুকুন্দবাবু পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(২৫।২।৮০) ভূদেববাবু উড়িষ্যা পরিদর্শন জন্য বাহির হন। মুকুন্দবাবু এবারে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ষ্টীমারে উলুবেড়িয়ায় পৌঁছিয়া খাল দিয়া গিয়া নৌকাযোগে রূপনারায়ণ পার হইয়া আবার খাল দিয়া মদিনীপুরে পৌঁছিয়া ছিলেন। পথে একস্থলে খালটী এতদূর পর্য্যন্ত ঠিক সোজা ছিল এবং সেই দিন সূর্য্যের অবস্থান উহার এরূপ উপরে ছিল যে সূর্য্যাস্তের সময় ঐ খালের প্রশান্ত জলের মধ্যেই অল্পে অল্পে সূর্য্যদেব নামিয়া গেলেন। সমুদ্র বা পর্ব্বত অল্লাধিক কুয়াশা বা বাষ্প যেরূপ সর্ব্বদাই থাকে তাহা না থাকায় উহা বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। অন্য কোথাও পূর্ব্বে বা পরে ভূদেববাবু ওরূপ সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেখেন নাই। এই যাত্রায় মহাদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ মাত্র সঙ্গে ছিল। পুত্র সঙ্গে থাকায় পরিচর্য্যার অভাব হয় নাই নৌকার উপরই রন্ধন হইত।

একটী বিভাগ হইতে নিযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটারী এবং গবর্ণর দ্বারা শাসিত ভারতের শাসনপ্রণালীতে প্রজার প্রতিনিধিত্বের লেশমাত্র নাই তথাপি রিফরম বিল (১৯১৯) যেন কতকটা আদর্শ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতেছে। সরল মনে অষ্ট্রেলিয়ার আদর্শে শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্ট বা প্রতিনিধি সভায় শাসন-শক্তি আসলে অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন-প্রাপ্তি ভারতেরও হইতে পারে।

প্রথম দিনে পিতার ও নিজের উচ্ছিষ্ট বাসন পুত্রই মার্জ্জনা করিতে গেলে মহাদেব বলিল "আমিও বাবুর এক পুত্র, এবং আপনার কনিষ্ঠ ; আমাকে করিতে দিন ; আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন দোষ হইবে না। আপনিত বলেন নাই—আমিই চাহিতেছি।"

ভূদেববাবুর সন্নিকর্ষে সকলেরই মনে অপরকে সহয়তা করিতে এতই উন্মুখতা জন্মিত এবং সকলে এতই তাঁহার "আপনার" হইয়া যাইত! কখন কখন খালধারে গিয়া ভূদেববাবু নৌকা বাঁধিয়া পালকী করিয়া কতকগুলি স্কুল পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। প্রায়ই নৌকা অগ্রসর হইয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিত ; স্কুল পরিদর্শন করিয়া সেখানে গিয়া উঠিতেন। মেদিনীপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺ হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে একটী ছোট ঘোড়া এবং টমটম সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজা সুখময়ের রাস্তা (এক্ষণে নাম হইয়াছে পূরী ট্রঙ্ক রোড) ধরিয়া স্থল-পথেই পূরী যাত্রা আরম্ভ হইল। ৫।৬ ক্রোশ বাদে এক একটী ইনস্পেকশন বাঙ্গালা। প্রাতে বাহির হইয়া একটীতে গিয়া পৌছিয়া মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া বৈকালে অপর একটীতে গিয়া থাকিতেন। মধ্যে, মধ্যে পূর্ব্বাহ্নের নির্দ্দেশ-মত রাস্তা হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের স্কুল পরিদর্শন জন্য পালকী বেহারা থাকিত। এইরূপে দাতন, জলেশ্বর হইয়া ৬ই মার্চ্চ বালেশ্বরে পৌঁছিয়া, তথায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মহান্তির (মাইতি) বাটীতে গিয়া উঠেন। বালেশ্বরে সমুদ্রতীরে উচ্চ বালুকা স্তূপের উপর একটী বাঙ্গালায় শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, * হেড মাষ্টারের বাসা ছিল। বিদ্যা এবং চরিত্রের গুণে ভূদেববাবু তাঁহাতে ভাল বাসিতেন এবং সেজন্য পুত্রের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিয়া দেন এবং উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার থাকে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই সময়ের একটী কথা বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট আছে—

"উড়িষ্যা প্রদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মাইতির বাটীতে কতকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি ভৃত্য দেখিয়া, তাহাদিগের জাতি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম "পা-তলি-পুয়া" (পদতলাশ্রিতার পুত্র) বা দাসী-গর্ভজাত সন্তান। * উহারা পরিচয় দেয় "শ্রীকরণ," সমাজেও চলে।" বালেশ্বরে রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার মূর্ত্তি ও ছবিগুলি এবং ধূপধূনা জ্বালাইবার ব্যবস্থা ভূদেব বাবুর ভাল লাগিয়াছিল।

৮।৩।৮০ তারিখে ভোর ২টার সময় ময়ূরভঞ্জের মহারাজার প্রেরিত ফিটনে ভূদেব বাবু বালেশ্বর হইতে রওয়ানা হন। ১৭ ক্রোশ রাস্তা সে বৎসর লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মহারাজা পাকা করাইয়া দিয়াছিলেন। তিন ক্রোশ অন্তর ঘোড়ার ডাক ছিল। শালবনের ভিতর দিয়া পথের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। ভূদেব বাবু বালেশ্বরে শুনিয়াছিলেন, "রাজা বড়ই খোসামুদে; স্বহস্তে কালেক্টর সাহেবকে পাখার বাতাস করেন; হীনতার এবং পৈতৃক পদ-গৌরব নাশের কোন একটা সীমা ত থাকা উচিত!" ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় গিয়া দেখিলেন যে রাজা নগ্নপদে পাখা হস্তে আসিয়া তাঁহাকেও গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন! আদর করিয়া বৈঠকখানায় নিজে লইয়া গিয়া পাখার বাতাস করিলেন। "আপনি কেন? টানা পাখা সকলের জন্যই টানুক" বলিলে তবে দড়ি হস্তে দণ্ডায়মান ভৃত্য পাখা টানিতে আদিষ্ট হইল এবং রাজা হাতপাখা নামাইলেন। ভূদেব বাবুকে কিছু পরে ভোজনে বসাইয়া তাঁহার আদেশ লইয়া তবে রাজা নিজে খাইতে গেলেন। ভূদেব বাবু তখন আক্ষেপ করিয়া বলেন, "হায় আধুনিক ইংরাজি শিক্ষা! তুমি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি ভদ্রতা দেখিতে দাও না আর অপরদিকে 'ইংরাজের বাড়ী তাহার নিজ দুর্গ' (অ্যান্ ইংলিশম্যান্‌স্ হাউস্ ইজ

* ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

হিজ ক্যাস্‌ল্‌) 'ভিক্ষুককে শ্রমাগারে পাঠাও' (সেন্‌ড দি বেগার টু দি ওয়ার্ক হাউস) 'কর্ত্তা নিজে উচ্চাসনে খানার টেবিলের শিরোদেশে বসিবেন' (দি মাষ্টার টেক্‌স্‌ হিজ সিট্‌ অ্যাট্‌ দি হেড অফ হিজ ওন্‌ টেবল্‌) ইত্যাদি ইংরাজী গৎ দ্বারা হিন্দু সন্তানের মাথা খারাপ করিয়া দিয়া এই হিন্দু রাজার এই আদর্শ হিন্দু-আতিথ্য বুঝিতেও অক্ষম করিতেছি! অতিথি কালেক্টরকে পাখার বাতাস করা ইঁহার উচ্চ অঙ্গের আতিথ্য ধর্ম্মপালন—উহা হীনতা-প্রসূত কার্য্য নহে।"

মহারাজার তৃতীয় ভ্রাতা সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; ভাটপাড়া, নবদ্বীপ এবং ৺ কাশীতে গিয়া পাঠ করার কথা ভূদেব বাবুকে বলিলেন। মহারাজের দ্বিতীয় ভ্রাতার সহিত বালেশ্বরের ৺বৈকুণ্ঠনাথ দের 'মিতা' সম্বন্ধ হইয়াছিল, ১৮ বৎসর পূর্ব্বে উহারা পরস্পরকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। স্কুল, কাছারী, গোলাপবাগ, সাঁওতাল নাচ, মুখোস পরিয়া নাচ প্রভৃতি দেখা হয়। পরদিন ভূদেব বাবু বালেশ্বরে বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে আসিলে বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার নিজের রচিত "কি হেরিলাম ভঞ্জ বনমাঝে"—গীত গাহিয়াছিলেন।

১১।৩।১৮৮০ ভদ্রকে গিয়া অনেকগুলি পাঠশালার ছাত্র একস্থানে পরিদর্শন করেন। বালেশ্বরের ডেপুটী ইন্সপেক্টর চতুর্ভুজ পাটনায়েক এরূপ সরল ব্যক্তি ছিলেন যে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় গিয়া আড়কাঠির হাতে ডেমিরার কুলীরূপে প্রেরিত হইতেছিলেন! আড়কাঠিরা বলিয়া দিয়াছিল যে সমুদ্র-পারে যাইতে স্বীকৃত কি না জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতে হইবে যে 'যাইতে সম্মত'—চাকরী অবশ্য কলিকাতায় হইবে কিন্তু "যেখানে বলিবেন সেইখানেই যাইব"—এই ভাব না দেখাইলে চাকরী হইবে কেন?" শেষে জাহাজে উঠাইবার সময় ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহায় কাপ্তেন

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা সব জানিতে পারেন এবং "এমিগ্রেশন আফিসের" নিকট উহাঁকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন! এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু মৃদু হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এতটা বোকামি প্রকাশিত হইয়া যখন পড়িল, তখন নিজের নামটা ইংরাজীতে কিরূপ অনুবাদ করিলে"? চতুর্ভুজ বাবু হাসিয়া আকুল হইয়া বলিলেন "তখন করি নাই, কিন্তু এখন করিতেছি—কোয়াড্রুমেনস (চতুর্হস্ত)"! বালশ্বরে ঐ দিন তৃতীয় পুত্রকে বলেন "মিতব্যয়িতার * দ্বারা ধনসঞ্চয় শ্রেয়ঃ এবং দেশের লোকের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতিপোষণ করিয়া আমাদের সম্মিলন এবং উদ্যম করা উচিত। তদ্ভিন্ন সিবিলিয়ানদিগের সহিত সংশ্রব রাখা আবশ্যক। অন্য উপায়ে কার্য্য-শৃঙ্খলার শিক্ষা এবং দেশের সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার বা বুঝিবার সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না।

১২।৩।১৮৮০ প্রকাণ্ড বিদ্যাধর দীঘি ৺পুরীর রাস্তা হইতেই দেখা গেল। স্থানীয় লোকেরা বলিল, ইহা 'অসুরখাদ' মনুষ্যের প্রস্তুত নহে। ভূদেব বাবু একটু ক্ষুব্ধভাবে পুত্রকে বলিলেন "আমরা পূর্ব্ব-

* "দান-ধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায় তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়। আত্মসংযম, ভবিষ্যদর্শন, উপায়োদ্ভাবন, প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ ঘটে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাঙনিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে 'খরচে' লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ভাল; খরচে সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি সমাজের কথা আমি জানি তাহার মধ্যে মাড়োয়ারী জৈনদিগের প্রণালীই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহাঁরা সচরাচর অতি দীন দরিদ্রের ভাবেই থাকেন—উহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। * * * ইহাঁরা দান-ধর্ম্ম এবং সঞ্চয়শীলতা দুইটাকে মিলাইতে জানেন, ইহাঁদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমিক থাকেন। (পারিবারিক প্রবন্ধ, অর্থ-সঞ্চয়)

পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেকটা হীন হইয়াছি বটে কিন্তু সেই হীনতা যেন চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই সকল প্রবাদের উৎপত্তি। মানুষেই যে এ সকল কার্য্য করিয়াছিল এবং করিতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতেও অক্ষম হইবার প্রয়োজন কি? অসুরের ন্যায় শক্তিতে অথবা বিশ্বকর্ম্মার কৃপাতে বড় কার্য্যের কল্পনা ও তাহার সমাপন উদ্যমশীল মনুষ্যের দ্বারাই হয়।"

বৈতরণী নদী পার হইয়া (১৩।৩।১৮৮০) যাজপুর গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীসপ্ত-মাতৃকার মূর্ত্তি (অস্থি এবং শিরা বাহির করা এই ভীষণ মূর্ত্তিগুলি দেখাইয়া পাণ্ডা বলিলেন—"ইহাঁরা যমের মা এবং মাসী)— বিরজা মন্দির (যাজপুরের শাস্ত্রীয় নাম "বিরজা ক্ষেত্র), এবং গরুড় স্তম্ভ দর্শন করিলেন। * সবডিবিজন্যাল অফিসারের কুঠীর সংসৃষ্ট জমিতে

*(১) পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; বিশেষতঃ যে ভাগে চিত্র-ভাস্কর্য্য-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অধিকার অতি প্রবল হয় নাই, সেই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবমন্দির প্রভৃতিতে অতি জাজ্বল্যমানরূপেই আছে। উড়িষ্যার কোনার্ক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এমন দিব্য গঠন মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি সকল আছে যে তাহা দেখিয়া অনেকানেক ইংরাজ বলিয়াছেন যে সেগুলি গ্রীক্ কারিকর ভিন্ন আর কাহারও হস্তে বিনির্ম্মিত হইতে পারে না! কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমার কাছে ঐ কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে কুমারসম্ভবাদি যে সকল কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে সেগুলি কোন্ কোন্ গ্রীক কবি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়। কারণ এগুলির নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি পরিপাটী এবং সমীচীন সহৃদয়তার ও সুরুচির ব্যঞ্জক। যাজপুর নগরের শৈল স্তম্ভটীর কথা মনে উঠিয়াছিল। বাস্তবিক ঐ সকল কীর্ত্তি নব্য ইউরোপীয় কারিগরদিগেরও অনায়াস-সাধ্য এবং উৎকর্ষ সাধ্য নয়। মদুরা ত্রিমল নায়কের প্রাসাদ বলিয়া যে সুন্দর ভবনটী বিদ্যমান আছে তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক ইংরাজ এঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুনাসান্নহিত গণেশ খণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হৌস এবং ইন্দোরের নবরাজ ভবন অপকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়। (সামাজিক প্রবন্ধ—পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।)

(২) কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের নিকট সৌন্দর্য্য-বোধটাও শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকেও বলি, একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আইস।

অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি একত্রে কুড়াইয়া রাখা আছে। স্কুল পরিদর্শন হইল এখানে হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মুনসেফের সহিত দেখা হইয়াছিল।

ভূদেব বাবু কটকে আসিয়া চুঁচুড়ার মণ্ডলদিগের বাঙ্গলাতে বাসা পাইয়াছিলেন। উহা কাটজুড়ী নদীর বাঁধের উপরে স্থিত। হিন্দু রাজারা যে পূজা বুদ্ধিতে মন্দির প্রস্তুত করিতেন, সেই পূজা বুদ্ধিতেই যে বন্যা হইতে প্রজার রক্ষার জন্য প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের পূর্ত্ত কার্য্যে শক্তি বিনিয়োগ করিতেন, তাহা এই বাঁধটী দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাঁধটি কয়েক মাইল লম্বা এবং কাটজুড়ী নদীর খাত হইতে স্থানে স্থানে ২৫ ফুট উচ্চ; সুন্দর রূপে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা সহরের একতলা বাড়ীর ছাদ-সমান উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত। ঐ বাঁধের স্থানে স্থানে উহার উপরে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত মাটীর বাঁধ বড়ই কদর্য্য দেখায়।

কটকের এবং ৺পুরীর পথের স্কুল পরিদর্শনাদি করিয়া ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সত্যবাদী প্রভৃতি দেখিয়া ভূদেব বাবু ২১শে মার্চ্চ তারিখে ৺পুরী ধামে ৺সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উঠেন। ইনি অধ্যাপক ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। সুসমৃদ্ধ রাজগোপাল মঠে সে সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠশালা না থাকায় ভূদেব বাবু মোহান্ত মহারাজের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিলে, তিনি উহা স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হন। ২৩শে মার্চ্চ ১৮৮০ তারিখে ভূদেব বাবু ৺পুরীধাম হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরে কোনার্ক মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। পথে একপাল হরিণ এবং অনেক পরে একটী ব্যাঘ্র দেখিতে পান। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা বালির উপর পথ ভুলিয়া

কুম্ভকোণম, চিদাম্বরম, মদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভাস্করীয় মূর্ত্তি এখন বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ব স্ব চক্ষে দেখ। বুঝিতে পারিবে, কিজন্য ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী ইউরোপীয়রা ঐ সকল কীর্ত্তিকে গ্রীক কারিকরের কীর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

যাওয়ায় মধ্যপথে রাত্রি যাপন করেন। পর দিন বেলা দশটার সময় অর্ক বা সূর্য্যক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ কোনার্ক মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দর্শন করেন। মন্দিরের গঠন এবং ভাস্কর মূর্ত্তিসকল এরূপ সুন্দর যে উহা রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা হইতেছে না দেখিয়া ভূদেব বাবু বড়ই ক্ষুব্ধ হন।

মনের সেই ভাব দশ বৎসর পরে লিখিত সামাজিক প্রবন্ধের 'ইংরাজের বৈদেশিক ভাব' প্রবন্ধে প্রকাশিত আছে।

"শুল্ক বা বাণিজ্য কর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে, যাহাতে ইংরাজী শিল্পজাত পণ্যগুলি ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা দেশীয় শিল্পের বিলোপ সাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বায়ত্ত শাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত। সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না। ভারতবাসীর ধর্ম্ম-কীর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ হয় নাই। কিন্তু-রক্ষণ অভাবে সমুদায় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে।* সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন। এইরূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে সর্ব্বত্রই কতকটা ন্যায়ানুগামিতা সত্ত্বেও প্রজার প্রতি সহানুভূতি না থাকিবার অশুভ লক্ষণ একটা না একটা দেখা যাইবে; যাহা কিছুর সংস্কার প্রতিকার বা সৎকার করিতে হইবে, ইংরাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান তাঁহার স্বজাতীয় লোকের নিয়োগ অথবা তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি।"

* মার্কিণ পর্য্যটকদিগের তীব্র সমালোচনায় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে লর্ড কর্জ্জনের সময় হইতে ভারতের প্রাচীন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির অনেকটা রীতিমত ভাবে রক্ষার চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কোণার্কের মন্দিরের সংস্কারও একরূপ জোড়া-তাড়া দিয়া করা হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুস্বরূপ লিখিত এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ১৯০১ অব্দে প্রকাশিত "কোণার্ক" নামক ইংরাজী পুস্তকে অনেকগুলি চিত্র এবং এই স্থলের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্দির দেখিতে দেখিতে ৺রাধানাথ রায় মহাশয় বলিলেন, "এরূপ বৃহৎ প্রস্তর সকল অত উচ্চে কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।" ভূদেব বাবু বলেন "আমার মনে হয় যে বুনিয়াদ গাঁথার পর হইতেই মন্দিরের ভিতর বাহির পিঠে মাটি এবং বালি ঢালা হইত এবং বাহিরের মাটির স্তূপের ঢালুর উপর দিয়া উপরে প্রস্তর টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। এইরূপে উচ্চ মন্দির প্রস্তুত হইতে হইতে ক্রমশঃ বাহিরের বালি ও মাটী প্রকৃতই পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া ভিতরে মন্দিরটীকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিত বটে কিন্তু যাহারা ঐ ভাবে মন্দির প্রস্তুত করিত তাহারা সেই মাটীও টানিয়া সরাইয়া ফেলিয়া দিত।

গ্রীক শিল্পীরা যেরূপ মনুষ্যোচিত মনোভাব তাহাদের দেবদেবীর মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেন তাহা হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তিতে দেখিতে না পাইয়া অধিকাংশ ইউরোপীয়েরা হিন্দু শিল্পের দোষ ধরেন। তাঁহাদের গ্রীক আদর্শেই ভক্তি। এ বিষয়ে ভূদেব বাবু বলিতেন "হিন্দুর দেবদেবী সমস্তই সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দের প্রতিরূপ—তাহাতে রাগ বিরাগের স্থান কোথায়?—স্নিগ্ধ প্রশান্ত আনন্দ মাত্র থাকাই সঙ্গত। সংহার-কর্ত্তা শিব মহাযোগী ও মঙ্গলময়;—মহিষমর্দ্দিনী জগজ্জননী অসুর দমন উপলক্ষ্যেও অসুরেরই উদ্ধার করিতেছেন। সর্ব্বদাই প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস যে নাই—রূপান্তর বা নবজীবন। ভারতের দেবমূর্ত্তি যাঁহারা গঠন করেন তাঁহারা শুধুই কারিকর নহেন—একটু ভক্ত সাধকও বটেন এই ভাবই তাঁহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

"কোণার্ক" পুস্তকে সীতার বিবাহ সম্বন্ধীয় ভাস্করমূর্ত্তিতে সীতার সলজ্জ স্মিত মুখ, সখীগণের আহ্লাদ, শিষ্যদিগের গুরুর কথার দিকে সভক্তিক মনোযোগ প্রকাশিত আছে বলিয়া লিখিত। সম্ভবতঃ ঐ মূর্ত্তি তখন প্রোথিত থাকার ভূদেববাবু মনুষ্যোচিত ভাব যে "সামাজিক" চিত্রে অঙ্কিত হইত তাহা ঐ সময়ে দেখাইতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীদোলযাত্রার দিন (২৬৷৩৷৮০) শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিতে স্বর্ণ নির্ম্মিত হস্ত লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ফুলের মালায় সাজান হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ভক্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে দণ্ডী কাটিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করিতেছিল। দূরদেশ হইতে কয়েক জন ঐরকম করিতে করিতে সমস্ত পথই আসিয়াছিল। মন্দির মধ্যে কাহার কাহার মুখে গভীর ভক্তির স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা গেল! একজন প্রৌঢ়বয়স্কা বিধবা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পায়ে হাত দিয়া নিজের বুকের বুলাইবার সময় তাহার মুখমণ্ডল এরূপ উজ্জ্বল ও আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে তাহার তুলনা হয় না—যেন পতি-পুত্র-বিয়োগ এবং সর্ব্বপ্রকার পার্থিব কষ্ট মুহূর্ত্তমধ্যে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

২৭৷৩৷৮০ প্রাতে সত্যবাদীতে আসিয়া শ্রীযুক্ত লোকনাথ মহাপাত্র নামক এক সুপণ্ডিত সাধকের সহিত দেখা হইল। শক্তি সাধনে কোন প্রকার ভ্রান্ত পথে গিয়া পড়ায় তাঁহার মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ইংরাজেরা শক্তি-পূজক এবং সূর্য্যোপাসক—তাহারা 'গিরিজা' (গির্জ্জা) এবং 'রবিবার' মানে!" তাঁহার খেয়াল হইয়াছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত এবং সেজন্য তিনি কয়েকজন রাজার নিকট আন্দোলন করিতে গিয়াছিলেন! এই সংবাদ দিলে ভূদেব বাবু বলিলেন, "৺পূরীতে শ্রীশ্রীবিমলা দেবীর শ্রীশ্রীজগন্নাথই তন্ত্রোক্ত ভৈরব; তথায় কোন পরিবর্ত্তন কি ঠিক কাজ হইবে?" এই কথায় পাগলের যেন মোহ একটু অপসৃত হইল এবং তিনি অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন।

২৯৷৩৷১৮৮০ ভূদেব বাবু কটক পৌছিয়াছিলেন। তিনি চাঁদবালি হইয়া ৪৷৪৷১৮৮০ কলিকাতা পৌছেন।

চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরের বাটীতে এই সময়ে প্রত্যেক বারান্দায় স্তম্ভ এবং

বাগানের রাস্তাগুলির উপর লোহার শিক এবং তার দিয়া প্রস্তুত বহু সংখ্যক কটক নানাজাতীয় লতায় সুশোভিত ছিল। পথে এবং বাগানে নানা প্রকারের ফুল গাছ এবং কাকটস সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদ্ বিদ্যা পাঠকালে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বটানিক্যাল গার্ডেন, সাতপুকুরের বাগান ও মাণিকতলার মালিদের বিক্রয়ার্থ রক্ষিত গাছপালা দেখিয়া গাছপালা পুঁতিবার সাধ জন্মিয়াছিল, এবং ভূদেব বাবু সেই সাধ পূর্ণ করার জন্য কিছু খরচ করার অনুমোদন করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ৺রামেশ্বর সেন মহাশয় বিষ্ণুপুর হইতে দুইটি ময়ূর এবং একটী হরিণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ বাটীর বাগানে উহাদের থাকার ঘর লোহার শিক দিয়া প্রস্তুত করা হয়। ফলে ঐ সুন্দর বাড়িটী ঐ সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশোভিত হইয়াছিল। ৺চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয় দেখা করিতে আসিয়া একদিন ভূদেব বাবুকে বলেন, "এই বাড়ী এবং ছেলেদের বিবাহিত এবং কৃতবিদ্য দেখিতে এ পর্য্যন্ত যদি আপনার পত্নী থাকিতেন এবং আমাদের অদ্যকার এই একত্রে ভোজন তিনিই ব্যবস্থা করিতেন—তাহা হইলে কতই সুখী হইতেন!" ভূদেব বাবু বলেন, "ঠিক ঐ কথাই এইমাত্র আমার মনে হইতেছিল।"

ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর কিরূপ সুমিষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রফ্ট সাহেবের ১৮।৪।১৮৮০ তারিখের পত্রে সুস্পষ্ট জানা যায়। ঐ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কলিকাতা 'ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনের' অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা উঠিলে সেই কার্য্যটী কাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ভাবিতে গিয়া ক্রফ্ট সাহেব ভূদেববাবুকে লেখেন "আমি দুই তিন জন ব্যক্তির নাম মনে করিতেছি। তুমিও ২।৩ জনের নাম লিখিয়া আমাকে পাঠাইও। যাহার সম্বন্ধে আমাদের উভয়েরই মত ঠিক মিলিবে তাহাকেই ঠিক

উপযুক্ত স্থির করিয়া নিয়োগ করা হইবে।”—মনুসংহিতায় আছে—যাহা নিজের হৃদয়ে অভ্যনুজ্ঞাত এবং বিদ্বান অপক্ষপাতী সৎলোকের অনুমোদিত তাহাই ঠিক।

১৯।৪।১৮৮০ বাবু রাধানাথ রায় কটক হইতে পত্র লেখেন, “আমারে আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফিরিবার সময় আমার একান্ত প্রতিকূল এক ব্যক্তি উপস্থিত থাকায় আমি মন খুলিয়া আপনাকে তখন কোন কথা বলিতে পারি নাই। সাধারণ ভাবেই বিদায় লইয়াছিলাম।

“উড়িষ্যার ইতিহাস” নামক পুস্তকের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্কুল কমিটির নিকট ঐ পুস্তকের বিরোধীরা কোন ফল পায় নাই। এক্ষণে ‘জগন্নাথী’ নাম দিয়া এক পুস্তিকা ছাপাইয়াছে। “জমিদার কালী বাবুর” অহিন্দু ভোজের নিমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ না করার কথা এখন সকলের মুখে। উড়িষ্যাবাসী সাধারণতঃ সকলেই আপনার প্রতি ভক্তিমান্। তাঁহার নামের কথঞ্চিৎ অনুকরণে উক্ত বাবুটীকে কালাপাহাড় উপাধি দিয়া উৎকল দীপিকায় তীব্র ব্যঙ্গোক্তি-পূর্ণ একটী কবিতা প্রকাশ করিয়াছে। সেজন্য কালীবাবু ২০০০০৲ টাকা দাবী দিয়া মানহানির মোকর্দ্দমা আনিবেন বলিয়া শাসাইতেছেন।*

* ঐ কবিতাটীর মধ্যে এই দুইটী চরণ ছিল।
“জগন্নাথ ভক্তে নাই জাতির বিচার। * * *
পঠন রান্ধন মাংস বিবিধ ব্যঞ্জন।।”

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টাই মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য---স্বার্থের এবং পরার্থের সামঞ্জস্যই জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য—জীবনের লক্ষ্য অনাবধানতায় পরিহার—ইডেন সাহেবের কৃষক প্রজাদিগের উপর গভীর প্রীতি—তৃতীয় পুত্রের নোয়াখালিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে নিয়োগ—তাঁহাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ—তৃতীয় পুত্রকে বঙ্কিম বাবুর এজলাসে প্রেরণ—জ্যেষ্ঠ কন্যার চিকিৎসার জন্য তিন মাসের অবসর গ্রহণ—চাকরীস্থানে সামাজিকতা সম্বন্ধে উপদেশ—ক্রফ্‌ট সাহেবকে লিখিত দুই সরকারী চিঠি—দ্বিতীয় পুত্রের ডায়মণ্ডহারবারে পাকা মুনসেফি ও পরে বুদবুদে বদলি, তাঁহার ইন্‌সপেকসন্ বাঙ্গালার একটী মাত্র ঘরে গুছাইয়া লওয়ার গুণে সকল অসুবিধার নিরাকরণ—বক্তৃতা সম্বন্ধে তৃতীয় পুত্রকে পত্র, যে হুকুম মানে সেই মানাতে পারে---চাকরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষ্টকর ব্যাপারে সকলের প্রতি উপেক্ষা—সন্তোষজনক কার্য্য করিবার কৌশল—আহার্য্যে ভেজাল সম্বন্ধে সাবধানতা—জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সকল সরকারী হুকুম নিজের জেলার উপযোগী করিয়া লইতে পারেন—শ্রীভগবানের প্রকৃষ্ট পূজা—নিঁখুত সরল সত্য—বিহারের বাঙ্গালা-ভাষা জিলাগুলিকে হিন্দী ভাষা জেলা হইতে পৃথক করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব---সঞ্চয় সম্বন্ধে উপদেশ—পূর্ব্ববঙ্গে লঙ্কা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাচুর্য্য—প্রাচীন ভারতে গুপ্তচর—মুদ্রারাক্ষস—সর্ব্বত্র সকল সময়েই কথাবার্ত্তার সংযম—নোয়াখালিতে আদমসুমারী উপলক্ষে জনরব—দ্বিতীয় পুত্রকে সন্দীপে বদলির হুকুম—মিতব্যয়িতা সুচরিত্রের সংসর্গ---বন্ধুত্ব ও কর্ম্মদান—পতিব্রতার কর্ত্তব্য—জ্যেষ্ঠা কন্যার দেহান্ত—শ্যালকের দেহান্ত—অক্ষুন্ন ন্যায়পরতা—নোয়াখালির মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কথা।

ভূদেব বাবু বাঁকিপুর হইতে তাঁহার ১২ই এবং ১৭ই আগষ্টের (১৮৮০) পত্রে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"সকল চেতন পদার্থের মধ্যে মানুষের স্বানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বীয় ভবিষ্যৎ যে অনেকটা নিজের উপরই নির্ভর করে ইহা কেবল মানুষই বুঝিতে সক্ষম। এই সামর্থ্যের অনুভূতি হইলে সে সম্বন্ধে একটা কর্ত্তব্যের জ্ঞান স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত হয়। কারণ উক্ত সামর্থ্য চিত্রখানির এক দেশ মাত্র, চিত্রখানির অপর অংশ কর্ত্তব্যজ্ঞান। একের সহিত অপরের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সদা বর্ত্তমান। অতএব নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে তাহাদের শরীর, প্রকৃতি, শিক্ষা জাতীয় ও সামাজিক পরিবৃতির পার্থক্য অনুসারে সকল লোকের পক্ষে ঠিক এক অভিন্নরূপে এক লক্ষ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বিষয়গুলিতেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও সকল মানুষের অধিকাংশ বিষয়েই বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একেবারে বিপরীত মুখীও হইতে পারে না।

মনুষ্যমধ্যে দুইটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সাধারণ- একটী স্বার্থ অপরটী সামাজিক। সাধারণতঃ তাহাদিগের বল বিপরীত মুখে প্রযুক্ত হয়। উক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিকাশে সাম্য সংস্থাপন (ডাইনামিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ম অব লিভিং ইনষ্টিংক্টস) প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের লক্ষ্য। এই সাম্যভাবকে দার্শনিকগণ চরম মঙ্গল (সমম্ বোনম্) বিকার রাহিত্য ষ্টোইকেরা (ইকোয়ামিনিটী) ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল শান্তি (পীস) বৈদিক হিন্দুগণ তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, তান্ত্রিক সম্প্রদায় সিদ্ধি, বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ, সামান্য মনুষ্য বোধের অতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তায় পরাঙ্মুখ আধুনিকগণ উৎকর্ষ সাধনার্থ অনুশীলন (কলচারিং) নামে অভিহিত করেন। দেখা যাইবে উপরোক্ত নামকরণে প্রথম তিনটীতে সুখের প্রাধান্য ও পরের চারিটীতে জ্ঞানের প্রাধান্য এবং শেষেরটীতে ঐ সকল প্রাপ্তির জন্য সাধনার প্রাধান্য। কর্ম্মীদিগের (প্রডকটীক্যাল) চক্ষে চরম লক্ষ্য অপেক্ষা তাহা প্রাপ্তির উপায়ই প্রাধান্য পায়। এইজন্য আমি বলিতেছি যে প্রীতির পূর্ণ বিস্তৃতি বা অস্মিতার পূর্ণ প্রসারই (একসপ্যানসন অফ সেল্‌ফ্) জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। উক্ত আত্ম-প্রসারণ শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষে স্বাস্থ্য শক্তি জ্ঞান ও সার্ব্বজনীন প্রীতির দ্বারা ঘটা সম্ভব।

তুমি যদি জীবনের আদর্শে ও কার্য্যে এই মত গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে।”

বাঁকিপুর হইতে ২৪।৮।১৮৮০ তারিখে ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“তুমি কিরূপ অসাবধানতার সহিত চিঠি লিখিয়া থাক তাহা দেখাইবার জন্য কয়েকটী স্থলে সংশোধন করিয়া তোমার চিঠি ফেরৎ দিলাম। এরূপ হওয়া ঠিক নহে। মনুষ্যের কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্বেও ভিতরে একটু স্বাভাবিকী আলস্য-প্রবণতা থাকে; সেই জন্যই সমস্ত দোষ ঘটে—আর অসাবধানতা বড়ই গুরুতর দোষ। উহা মানুষের মনের ভিতর ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়।” *

ভূদেব বাবু ছোট লাট সাহেবের সহিত (২৩।৮।১৮৮০) তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ দিবার জন্য কথাবার্ত্তা কহিয়া পরদিন চীফ সেক্রেটারী ককরেল সাহেবকে পত্র লিখিলে তিনি একখানি ছাপান “ফারম” পাঠাইয়া তাহাতে দরখাস্ত করিতে বলেন। ঐ দরখাস্তে হুগলীর জজ গ্রাণ্ট সাহেব এবং হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব চরিত্রাদি সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহা বেঙ্গল অফিসে পাঠাইয়া দিবার পর ভূদেব বাবু পুত্রকে ইডেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন “ইডেন সাহেবের একান্তই বাসনা আছে যে তাঁহার আমলে ভাল শস্যোৎপত্তি হয় এবং প্রজা সুখে থাকে; যেন তাঁহার কর্ত্তৃত্বে ৫ বৎসর লোকে স্মরণে রাখিয়া বলে ‘ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।” বস্তুতঃ ইডেন সাহেব অনেকেরই নিকট বলিতেন যে অক্টোবর মাসে এক পশলা বৃষ্টি জনগণের যে উপকার করিতে পারে পঁচিশ বৎসরে ৫ জন ভাল লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সে উপকার করিতে পারেন না।

* পুত্রের এই পত্রের তারিখ লিখিত হয় নাই এবং একটি বানান ভুল ও দুইটি ব্যাকরণের ভুল ছিল।

এ বিষয়টী তাঁহার অন্তঃকরণকে এরূপ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল যে যাহারই সহিত যে বিষয়ে কথাবার্ত্তা হউক না কেন শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে ইডেন সাহেব কিছু না কিছু প্রশ্ন অবশেষে করিয়া ফেলিতেন। ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রকে প্রজা-সাধারণের সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের এই মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া দিয়া বলেন "ট্রেণে যাইবার সময় দুই দিকে চাষবাস কিরূপ হইতেছে দেখিতে দেখিতে যাইও।" অল্প কিছু কথাবার্ত্তার পর প্রকৃত প্রস্তাবেই ইডেন সাহেব শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে সেই দিনের দৃষ্ট কতকটা প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিয়া ইডেন সাহেব বলিলেন, "আমি দেখিতেছি তুমি চক্ষুর সদ্ব্যবহার করিয়া থাক"—(আই সি ইউ মেক্ এ প্রপার ইউজ অফ ইয়োর আইজ)।

তাহার পর একখানি কাগজে চীফ সেক্রেটারীকে লিখিলেন—"প্রথম খালি চাকরিটী ভূদেবের পুত্রকে দাও। (গিভ দি ফাষ্ট ভেকান্সি টু ভূদেবস্ সন্) এবং ঐ কাগজটী দেখিতে দিয়া বলিলেন, "তোমার পিতাকে জানাইও"। ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্রের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অস্থায়ীভাবে নওয়াখালিতে নিয়োগের আদেশ ৫।১০।৮০ তারিখে চুঁচুড়ায় পৌছিলে ভূদেব বাবু পুত্রকে বলিলেন—"তোমার চাকরী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাট সাহেবের আদেশে হইল—সেইজন্যই সুদূর নোয়াখালি। চীফ সেক্রেটারীর উপর নির্ভর করিলে চাকরী পাইতে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু পাইলে হয়ত হইত হুগলী।" বাস্তবিকই দেখা গিয়াছিল যে ইডেন সাহেবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত ৺কালীপ্রসন্ন সরকার এবং ৺মহিমচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল ঐ বৎসরেই নওয়াখালিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এক বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর নওয়াখালিতে জ্বর হইতে থাকায় ভূদেব বাবু ককরেল সাহেবকে পুত্রের বদলীর জন্য অনুরোধ করেন, তখনই হাবড়াতে বদলি হয় এবং ককরেল

সাহেব বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে ডেপুটী কলেক্টরের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য শিক্ষা করার সুবিধা অধিক, সেইজন্য তোমার পুত্রকে নওয়াখালি পাঠাইয়াছিলাম।

সে যাহা হউক কয়েকদিন পরেই ৺বঙ্কিম বাবু শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে ডাকিয়া হুগলী কাছারীতে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং সমস্তদিন ফৌজদারী ও কালেক্টরির অনেক কার্য্য নিকটে বসাইয়া দেখাইলেন এবং কাছারী হইতে ফিরিবার সময় বলিলেন, "তোমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন,—'অপরিচিত স্থানে অজ্ঞাত কার্য্য করিতে যাইতে ভিতরে একটু ভয় পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি একটু কাছারীর কার্য্য দেখাইয়া সাহস দিও'—এখন সাহস পাইতেছ কি? গিয়া কিছু পুরাতন নথি পড়িও; কিছু পুরাতন চিঠিপত্র আফিসে পড়িও। সহজেই কার্য্য প্রণালী বুঝিতে পারিবে।" ভূদেব বাবু পুত্রকে বলিলেন, "এই চাকরীর প্রধান অলঙ্কারের কাছে তোমার নূতন কার্য্যে হাতে খড়ি দেওয়াইলাম।" পুত্র নোয়াখালির জন্য রওয়ানা হইবার পূর্ব্বক্ষণে ভূদেব বাবু বলিলেন "এই বংশে চিরকালই অধ্যাপনা কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। আমি শিক্ষকতা এবং শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত। তুমিও প্রথমে শিক্ষা কার্য্যই নর্ম্মাল স্কুলে গ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার জ্যেষ্ঠ মুনসেফ, ধর্ম্মাধিকারের কার্য্যও ব্রাহ্মণের কার্য্য। তোমার এই নূতন কার্য্যে একটু কোতোয়ালি বা একজিকিউটিভ কার্য্য মিশ্রিত আছে। উহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই ধরিতে হইবে। ও সম্বন্ধে আদেশ পালন করিতে হইবে কিন্তু তাহার ভিতরও—বিচারের কার্য্যে ত বটেই—যেখানে তোমার উপর একটুও নির্ভর থাকিবে তাহা একটা পেয়াদার নিয়োগই হউক আর খুনি মোকর্দ্দমার বিচারই হউক তাহা তোমার ও শ্রীভগবানের মধ্যের কথা—তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই (বট্ হোয়ার দি শ্লাইটেষ্ট ডিসক্রিসন ইজ গিভিন্ টু ইউ—বি ইট দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ এ পিয়ন অর দি

ট্রায়াল অফ এ মার্ডার কেস; ইট ইজ বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড ইয়োর গড অ্যাণ্ড নো থার্ড পার্টি হ্যাজ এ ভয়েস ইন দি ম্যাটার]। তবে ধরণ ধারণে এবং কথায় যেন বিনয়ের এবং উচ্চতর কর্ম্মচারীর প্রতি বিহিত শিষ্টাচারের অণুমাত্র ত্রুটি না হয়।*

৺বঙ্কিম বাবুর শিশু দৌহিত্রেরা তাঁহার নিকট চুঁচুড়া জোড়াঘাটের নিকট বাসা বাড়ীতে ছিলেন। ভূদেব বাবুর সহিত উহাদের চিকিৎসাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদা পরামর্শ হইত। স্কুল পরিদর্শন জন্য বাঁকিপুরে গিয়া [১২।৮।৮০ এবং ১৭।৮।৮০] ভূদেব বাবু ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে বাঙ্গালা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু একটু উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

(১) "যখন যখন পত্র লিখিবে বঙ্কিমের দৌহিত্রেরা কেমন থাকে সংবাদ দিবে। তাহাদিগের বিষয় এত ভাবিয়াছি যে এখানে আসিয়া নিজ-বাটীর ছেলেদের সহিত তাহাদের মনে পড়ে।

* শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু বলিয়াছেন, "আমি যে অতুল্য সর্ব্ব দিগ দর্শী পিতৃ-স্নেহ পাইয়াছিলাম তাহাতে আমার জীবনের সকল সমস্যারই নিষ্পত্তি পূর্ব্ব হইতেই করা থাকিত। নোয়াখালীতে এবং হাবড়াতে মোকদ্দমা সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের বিশেষ বা সাধারণ আদেশ উপলক্ষে পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব উপরোক্ত সূত্রের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা যখন বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন তখন মনে করিতে হইবে যে সরকারী উকীলের এবং পুলিশের কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার কথা "বিবেচনা করিতে" বলিতেছেন—যেন সরকারী উকীলই ম্যাজিষ্ট্রেট রূপ ধারণ করিয়া উদিত। বস্তুতঃ যেখানে "আদেশ" অসঙ্গত হইবে—সেখানে ধরিতে হইবে যেন আদেশ হয় নাই। কথাগুলি শুনিয়া তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলা হইতেছে মাত্র! ভাগলপুরে একটী মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে তদন্তে লিপ্ত হইয়া আসামী চালান দেওয়াইয়া আদেশ করেন যে, সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি ঐ মোকদ্দমাটী সেদিন ধরিতে হইবে—যেন আসামী-পক্ষ-মুলতুবির দরখাস্ত দিয়া অন্য জিলায় মোকদ্দমাটী ট্রান্সফার করাইতে না পারে। আমি সকল দিনের মতই দরখাস্ত লওয়া পুলিস রিপোর্ট শোনা প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্যগুলি নিয়মিতভাবে করিয়া তাহার পর মোকদ্দমাটী ধরি। উহা ধরার পূর্ব্বে মুলতুবির দরখাস্ত পড়িতে পারে নাই বটে;

[ইঁহাদেরই একজন হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম জামাতা হইয়াছিলেন।]

(২) "বঙ্কিম বাবু তাঁহার বড় দৌহিত্রটীর বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্রে"আমাকে চিন্তাশূন্য হইতে যেরূপে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি সত্য সত্যই ম্যালেরিয়ার দোষ শিশুটীর শরীরে প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে ম্যালেরিয়ার দোষশূন্য স্থানে সেটীকে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দূরে লইয়া যাওয়ার সুবিধা না হয় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয় করিয়া পরিশেষে নিরুৎসাহ হইতে নাই। * *

কিন্তু দরখাস্ত পড়িলে মোকদ্দমা মুলতুবি করিয়া লিখি যে দরখাস্ত পড়ার পূর্ব্বে একজন মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দির এত কম অংশ লেখা হইয়াছে যে—মুলতুবি করাই এক্ষেত্রে সঙ্গত। সাহেব চটিলেন; কিন্তু যখন হাইকোর্ট ট্রান্সফারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন যে—এ ক্ষেত্রে সুবিচার না পাওয়ার আশঙ্কা একান্তই ভিত্তিহীন, তখন আবার তুষ্ট হইলেন। তাহার পর যখন সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলেন যে সম্ভবতঃ সাজা হইবে না, তখন হাসপাতালে বেশী মোটা চাঁদা লইয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে সরকারী উকীলকে আদেশ করিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কার্য্যে আমার প্রতি বিরক্তি এবং বিরূপতা লক্ষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই। পাটনায় যখন নামজারির মোকদ্দমায় জরিমানা কম করিতেছি এরূপ কথা কালেক্টর সাহেব বলিলেন এবং আমি চাকরীতে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে প্রাপ্ত পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপরোক্ত উপদেশের উল্লেখ করিলাম, তখন তিনি কোনরূপ বিরূপতা প্রকাশ না করিয়া অপরকে সেই কার্য্যের ভার দিলেন। কাহার নিকট কিরূপ কার্য্য সহজে পাওয়া যায় তাহা ইঁহারা বেশ বুঝেন! যখন ঐ পাটনাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট লি সাহেব আমার অধীনে একটী মোকদ্দমার রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, তখন আমি পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের উক্তির কথা বলিবা মাত্র সদাশয় সাহেব বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়াই নথিটী আমার নিকট হইতে টানিয়া লইয়া সে বিষয়ের কথা বন্ধ করিলেন এবং পরে বরাবর শ্রদ্ধা প্রকাশই করিয়াছিলেন। অপর এক ম্যাজিষ্ট্রেট আমার নিকট আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট দিগের মোকদ্দমার যে আপীল হইত তাহাতে শুনানির পূর্ব্বে জামিন দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করেন। আমি পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের উক্তির উল্লেখ করিলে বলেন তোমার বিচারকের স্বাধীনতার উপর কে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছে! কিন্তু সিবিলিয়ানদিগের দ্বারা কৃত বিচারগুলি ঠিক বলিয়াই সাধারণতঃ ধরিতে হয়; এই জন্য জামিন

স্থান পরিবর্ত্তনে তাহার রোগের উপশম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে, যে চিন্তার পরিণামে দুঃখ, এমন চিন্তার সংখ্যা ন্যূন করিয়া লওয়াই ভাল। কিন্তু * * * * নিজের ভাবী সুখ-দুঃখ ভাবিয়াই সকল কাজ করিতে হয় এমত নহে।"

২১।১০।১৮৮০ ভ্রাতার সহিত চুঁচুড়ার বাটী হইতে রওয়ানা হইয়া ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নারায়ণ-গঞ্জ হইয়া ধনাগোদা খালের মুখে (২৪।১০।১৮৮০) পৌঁছেন এবং সেখানে ছোট ডিঙ্গিতে ভ্রাতাকে চড়াইয়া দিয়া ফেরেন। তথা হইতে খালে খালে নোয়াখালিতে পৌঁছিতে তিন দিন লাগে। ২৭ তারিখে কর্ম্মে ভর্ত্তি হন। সঙ্গে ৺ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভূদেব বাবু (৬।১১।১৮৮০ হইতে) তিন মাসের ছুটি (প্রিভিলেজ) লিভ লইয়াছিলেন। [ডাঃ জি, এ গ্রীয়ার্সন (সিভিলিয়ান) একটিং নিযুক্ত হন।] জ্যেষ্ঠা কন্যার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়াছিল। তাঁহাকে লইয়া স্থান পরিবর্ত্তনের এবং সযত্নে চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল।

না দেওয়াই ভাল।" আমি বলি যে "বিদেশী বা দেশীয় অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে ভুল হওয়াই সম্ভব বলিযাই তাঁহাদের এক টাকা জরিমানার উপরও আপীলের অধিকার আইনে দিয়াছে। বহুদর্শী বিচারক দেশীয় বা ইউরোপীয় যাহাই হউন না - যখন সরাসরি বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার দেওয়া তিনমাস কয়েদের সাজা পর্য্যন্ত আপীলের অধিকার থাকে না—যে স্থানে মোটামুটি ধরার ব্যবস্থা আইনজ্ঞ করিয়াছেন, যে ভুলের সম্ভাবনা কম, সেখানে হাইকোর্টে মোশন মাত্র হইতে পারে।" সাহেব তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া বলিলাম, "সব আপীল বা আমাকে দেন কেন? কোন কোনগুলি না দিলেই আর কোন অসুবিধা হইবে না। সেজন্য যতটা কার্য্য আমার কমিবে, তাহা আমাকে অন্য কার্য্য দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন।" তখন আমার বয়স অনেক—সাহেব অল্পবয়স্ক এবং অনেকটা ভাল—কোনরূপ বিরূপতা পোষণ করেন নাই। ফলতঃ পূজ্যপাদ পিতৃদেবের এই উপদেশে হৃদয়ে এমন একটা স্নিগ্ধ সরল দৃঢ়তা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে এরূপ সকল দুরূহ ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা বোধই

চাকুরীর স্থানে সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তৃতীয় পুত্রকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রকৃত হিন্দু ভাবের ভোজে সহযোগীদিগের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে তাহাতে তোমার যোগ দেওয়াই উচিত, কিন্তু জানাইও যে অধিকরাত্রে আহার তোমার সহ্য হয় না। তোমারও সযত্নে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান আবশ্যক। * * * সকল হাকিমের সহিত বাড়ী গিয়া দেখা করা হইয়া গেলে সেরেস্তাদারের এবং হেড কেরাণীদিগের বাড়ী প্রাতঃকালে গিয়া একদিন দেখা করিও। উকিল-মোক্তারদিগের বাড়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে গিয়া কাজ নাই।"

প্রাচীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যদুনাথ বসু পূর্ব্বে নোয়াখালিতে ছিলেন; পুত্র যে জিলার প্রেরিত তথাকার সকল কথা জানিয়া লইবার জন্য ভূদেব বাবু চুয়াডাঙ্গায় তাঁহাকে পত্র লেখায় যদুবাবু জানান যে যে অনেক সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে হাতিয়া সন্দীপে যাইতে হয় বলিয়া তিনি একটী "লাইফ বেল্ট" লইয়া গিয়াছিলেন এবং অপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সময়ে সময়ে তাঁহার সেইটী লইয়া নৌকাযাত্রা করিতেন। এই সংবাদ পাইয়া ভূদেব বাবু নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরের মুনসেফ (জ্যেষ্ঠ পুত্রের বন্ধু) বাবু বিমলাচরণ মজুমদারের সঙ্গে তখনই একটী সন্তরণ-

---

হইত না। পূজাপাদ ৺ পিতৃদেবের উপদেশটী যেন অক্ষরে অক্ষরে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পাটনায় 'পিয়াদা ভর্ত্তির সমস্যা'ও উঠিয়াছিল। আমার নিকট তখন 'নেজারতের' ভার ছিল। একটী চাকরি খালি হয় এবং অনেকগুলি আবেদন-পত্র আইসে; তন্মধ্যে একটী কালেক্টর সাহেবের আরদালির পুত্রের; সেই আবেদন-পত্রের উপর কলেক্টর সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন—"ইহাকে জানি—সুযোগ্য। ডেপুটী কালেক্টরের নিকট প্রেরিত (টু ডেপুটী কালেক্টর)।" যখন নিজেই নিয়োগ করিলেন না এবং ভার আমার উপর রহিল, তখন সকল আবেদনকারীর হাতের লেখার এবং দৌড়ের পরীক্ষা লইলাম, তাহাতে যে ব্যক্তি উভয় বিষয়েই প্রথম চারিজনের মধ্যে হইল তাহাকেই চাকরিটী দিয়া কাগজ-পত্র কলেক্টর সাহেবের অনুমোদন জন্য পাঠাইয়া দিলাম এবং আরদালি-পুত্রের স্থান অনেকের নিম্নে দেখিয়া তিনিও আর কোন আপত্তি না করিয়া আমার কার্য্যই অনুমোদন করিলেন।

সহায়ক "লাইফ বেল্ট" পাঠাইয়া দেন এবং তাহা যেন আরসুলা প্রভৃতি কীট-দষ্ট না হয় এরূপ ভাবে রাখিয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহার অল্প পূর্ব্বেই ভূদেব বাবু ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেবকে অফিসের কার্য্যসম্বন্ধে দুইখানি বেসরকারী চিঠি লেখেন। তাহাতে ডিরেক্টর অফিস হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে না জানাইয়া তাঁহার অধীনস্থ সার্কেলে লোক নিয়োগ করিয়া পাঠান সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে ওরূপ হইতে দিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কার্য্যের দ্বারা "তাঁহাকে" তুষ্ট করাইতে লাভ এবং কার্য্যে "তাঁহাকে" অসন্তুষ্ট করিলেই লোকসান—এরূপ ভাব মনে রাখিবেন। এরূপভাবে কার্য্য তাঁহার সার্কেলে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ডিরেক্টর করেন নাই এবং তাহাতেই তিনি অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সুপরিচালিত করিয়া বরাবরই ভাল কাজ করাইতে পারিয়াছেন। এক্ষণে হাবড়ার একজন সবইনস্পেক্টর তাঁহার সার্কেলে অন্যত্র হইতে আসিলেন এবং চম্পারণের স্কুল সবইনস্পেক্টর পদে নূতন একজন বাঙ্গালীকে ঐ ভাবে ডিরেক্টর অফিস হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। শেষোক্ত কার্য্য তিনিই করিয়াছেন মনে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সবডিভিজনাল অফিসার একটু অনুযোগ করিতেছেন।—এইভাবে ভূদেব বাবু সকল অসঙ্গত কার্য্যেরই নম্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া ঠিক পথে চলিতেন এবং চালাইতেন। কখনও অফিসের কেরাণীদের জানাইয়া প্রকাশ্যভাবে উচ্চতর কর্ম্মচারীর দোষ ধরিতে যাইতেন না।

১।১১।৮০ তারিখের পত্রে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন— "যে সকল কার্য্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত হইবে তাহা খুব সাবধানে এবং পরিশ্রমের সহিত সম্পাদন করিবে। তোমাকে নূতন লোক দেখিয়া আমলারা যাহাতে কার্য্যে অবহেলা বা ভ্রম না করে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। দৃঢ়, ধীর এবং সুমিষ্ট ভাবে সকল কার্য্য সম্পূর্ণ

রূপে ও ভালরূপে সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।—প্রয়োজনমত স্থানীয় অভিজ্ঞ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পরামর্শ লইয়া কাজ শিখিয়া ফেলিবে।”

এই সময়ে ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদেব বাবু ডায়মণ্ড হারবারে মুন্সেফিতে পাকা হন। সেখানে বাসা পাওয়ার অসুবিধা হইলে তিনি চুঁচুড়া হইতে বজরাখানি লইয়া গিয়া তাহাতেই কিছু দিন বাস করিবার কল্পনা করেন। পিতার শিক্ষায় ৺গোবিন্দদেব বাবু সকল প্রকার অবস্থাতেই এরূপ গুছাইয়া চলিতে পারিতেন যাহা অপরের পক্ষে অভাবনীয়। যখন বুদ্‌বুদে মুনসেফ ছিলেন সে সময় তিনি ইন্‌স্পেক্‌শন বাঙ্গালার একটী মাত্র ছোট ঘরের মধ্যে সমস্ত জিনিস-পত্র লইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু উপরের কড়ি হইতে মাচা ঝুলাইয়া তাহাতে বাক্স তোরঙ্গ বিছানা প্রভৃতি দিনের বেলায় গুছাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরের মধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের স্বচ্ছন্দে বসিবার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। *

ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র নোয়াখালির জজ ম্যাকলফ্‌লীন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলে সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেশীয় যুবকদিগের মধ্যে অবাধ্যতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে মন্তব্য প্রকাশ করায় একটু ক্ষুব্ধ হইয়া সে কথা ভূদেব বাবুকে জানানয় তিনি পুত্রকে ১৪।১১।৮০ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

“স্মরণে রাখিও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহাদের সহিত কার্য্য করা দুরূহ।—‘পরকে আদেশ’

* বুদবুদে একদিন কোন বন্ধু তথায় নবাগত কোন ভদ্রলোকের সহিত গোবিন্দ বাবুর পরিচয় করিয়া দিতে গিয়া “ইনি এখানকার মুন্‌সেফ” এই কথা বলিলে গোবিন্দ বাবু বলেন “আমায় ছোট করিয়া পরচিয় করিয়া দিতেছেন কেন?” তাহাতে তিনি “ইনি ভূদেব বাবুর পুত্র” এই কথা বলিলে নবাগত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন “তাই বলুন মুন্‌সেফ’ত চার পাঁচ শত আছে।”

দিবার উপযুক্ত হইতে হইলে যে অগ্রে নিজেকে আদেশ প্রতিপালনে অভ্যস্ত করিতে হয়, হুকুম মানাইতে শিক্ষা করার পূর্ব্বে নিজে হুকুম মানিতে শিক্ষা করিতে হয় এবং তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে এবং সুগম করিয়া হুকুম দিবার অভ্যাস করিয়া লইতে হয়'—এ শিক্ষা তাঁহাদের হয় নাই। ব্যবহারিক জীবনের সকল প্রকার কার্য্যেই বশ্যতা একান্তই প্রয়োজনীয়। উহাতেই সমাজের জীবনী-শক্তি; উহার অভাবেই সমাজের ছত্রভঙ্গ এবং মৃত্যু। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বশ্যতার অভাব এবং অবাধ্যতার দোষ আছে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে।*

---

* "বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটী গল্প বলি। একখানি জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল. "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর একজন বলিল "তবে একথা কাপ্তেনকে বল না কেন?" সে উত্তর করিল "সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতি কালে ঐরূপ পাগলামি ছিল; রামায়ণ ও মহাভারত পাঠিদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন।"

(২) বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এইজন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতিয়েরা বশ হয় এবং তাহাই হইয়া আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে রক্ষনীয় এবং পিতামাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটাকে অঙ্কুরিত এবং সংবর্দ্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতামাতাকে ভয় ভক্তি করিতে শিখিয়াছে সে বাঙ্গালী স্বদেশীয় নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতা মাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারিখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লেকের মুখে দুই একটী ইংরাজী মতবাদ শুনিয়া বাবাকে মুর্খজ্ঞান করিবে এবং বাবার স্বজাতীয়

৮ই ডিসেম্বর ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "চাকরীর সামান্য কষ্টকর ব্যাপার গুলিকে অগ্রাহ্য করিও না (ডু নট মচ মাইণ্ড দীজ স্মল ডিসেগ্রিয়েবলস অফ সার্ভিস।") *

ভূদেব বাবু ২৫।১২।৮০ তারিখে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবির ও আমার মনে হইতেছে, তোমার মানসিক অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে তাহা তোমার বর্ত্তমান উপরিস্থন কর্ম্মচারীর অধীনে সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিবার উপযোগী নহে। সন্তোষজনক কার্য্য করিতে হইলে যুবকদিগের নিকট হইতে কথোপকথন বা সাধারণ জনশ্রুতি-প্রসূত যে বিদ্বেষভাব তাহার বিরুদ্ধে তোমার ভিতরে জন্মিয়াছে তাহা হইতে মন অপসারিত করিতে হইবে।

ভবিষ্যতে কোন দিন তুমি দেখিতে পাইবে যে শিক্ষিত কর্ম্মকুশল বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছিল্য করিয়া একটা প্রকাণ্ড বিচারু হইয়া উঠিবে।—(সন্তানের শিক্ষা-পারিবারিক প্রবন্ধ)

* ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে রামগঞ্জ থানায় গিয়া কতকগুলি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। অফিস হইতে তদ্বিষয়ের পুরাতন কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া একটা তাঁবু পাইবার জন্য এবং মফস্বলে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব লেখেন :—

"ডেপুটী কলেক্টর ২৩শে নভেম্বর তারিখে সদর ছাড়িয়া যাত্রা করিবার আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও আজ ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কেন তিনি সদরে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন; তাহার কারণ তিনি দর্শাইবেন। আজ সন্ধ্যার পর যদি তাঁহাকে সদরে দেখা যায় ত, তাঁহার নামে আদেশ অমান্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করা হইবে।"—দি ডেপুটী কলেক্টর ইজ রিকোয়েষ্টেড টু এক্স্‌প্লেন হোয়াই আই ফাইণ্ড হিম ষ্টিল ডডলিং অ্যাট হেড কোয়ার্টারস্ অন নবেম্বর থার্টিয়েথ আফটার রিসিভিং মারচিং অর্ডারস্ অন টোয়েণ্টি থার্ড। ইফ হি ইজ ইন দি ষ্টেশন টুনাইট আই শ্যাল রিপোর্ট হিম টু গবর্ণমেণ্ট ফর ডিসওবিডিয়েন্স অফ অর্ডারস্। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পুত্র পিতাকে সংবাদ দিলে তিনি উপরিউক্ত উপদেশ দেন। পরে সাধারণভাব পুত্রের সহিত দেখা হইলে অনেক সময়ই বলিয়াছিলেন "নিজে সুভদ্র এবং কাজে নিখুঁত থাকার দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। সকল লোক, দেশীয় বা বিদেশীয়, সুসঙ্গত ও সুভদ্র আচরণ করিবে এ আশা পোষণ বৃথা।"

ইংরাজগণ বিষয়কার্য্য আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক জানেন এবং ঐবিষয়ে অনেক বেশী চিন্তাশীল।—যদি তোমার ইবেন হার্শেল এডগার প্রভৃতির ন্যায় উচ্চমনা ইয়ুরোপীয় সিভিলিয়ানের সংস্পর্শে আসিবার কখনও সৌভাগ্য হয় এবং তাঁহারা তোমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া তোমার অজ্ঞাত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিজেদের মতামতের মূল কারণ তোমাকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সকল সিভিলিয়ান সম্বন্ধে সাধারণ ভাবের সমালোচনা কত স্থূল ও অপরিণামদর্শী।”

৫।১।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন “উৎকৃষ্ট গমের আটা যাহাতে পাও সেদিকে বিশেষ চেষ্টা করিও। তোমার দুইবেলা ভাত খাওয়ার অভ্যাস নাই। সাহেবেরা কোথা হইতে আটা লন সে বিষয়ে সংবাদ লইও। তাঁহারা অবশ্য খাঁটী ভেজালহীন আটা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে রুটী প্রস্তুত করান—ভাত ও কাচকলার উপর নির্ভর করেন না। তোমার ‘চাপাটী’ প্রস্তুতের জন্য জেলের আটা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিতে পার। অপর কোন ভাল ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আমি হইলে বাড়ীতে যাঁতা বসাইয়া ঢাকা হইতে গম আনাইতাম ও নিজের বাসায় আটা তৈয়ারী করাইয়া লইতাম।”

১০।১।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখেন:—

“তহশীল কাছারী সম্বন্ধে তোমার রিপোর্টের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রশংসাসূচক বাক্য কয়টী আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করিয়াছে। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সহজে কাহাকেও প্রশংসা করেন না। আদম-সুমারীর (সেন্‌সস্) বন্দোবস্ত তিনি যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা ঠিক যেন সেইরূপ হয়; সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

গবর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে আদেশ দেন—তাহাকে নিজের জেলার উপযোগী রূপান্তরিত করিয়া লইবার অধিকার প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটেরই থাকে। ইহাই এদেশের শাসনের মূল মন্ত্র।—*

১৯।১।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন ঃ—রাস্তা সম্বন্ধে তোমার রিপোর্টের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। এই রাস্তা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কেন যে বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়াছে তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

সাধারণের কার্য্য নির্ব্বাহকালে স্বীয় ব্যক্তিগত কোন প্রকার সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবে না, সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে সদা অপ্রচ্ছন্ন সরল সত্য বলিতে হইবে * সয়তানকে ক্ষুব্ধ করিবার জন্য নহে—শ্রীভগবানের প্রকৃষ্ট পূজার জন্য। (দি বেয়ার ষ্টার্ক এণ্ড নেকেট ট্রুথ বি টোল্ড নট টু শেম দি ডেভিল বট্ ফর দি ওয়ারশিপ অফ দি ডিটী)।

২১।১।১৮৮১ ভূদেব বাবু ডায়েরীতে লিখিয়াছেন ক্রফ্‌ট সাহেবের সহিত দেখা করিলে বিহারের বাঙ্গালা ভাষী জেলাগুলিকে হিন্দীভাষী জেলা হইতে পৃথক করিয়া দেওয়ার কথা হইল। [—বিহারকে রাজ-

---

* গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেক গ্রামে কয়জন লোক আছে, তাহার নিরূপণের আদেশ হয় এবং সেনসস অফিস হইতে যে সকল নিয়মাবলী প্রচারিত হয় তাহাতে চৌকিদার বা তাহার মহল্লার কোন উল্লেখই ছিল না। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হুকুম দিলেন যে প্রত্যেক চৌকীদারী মহল্লার জন্য এক এক ইনিউমারেটর (গণনাকারী) নিযুক্ত হইবে। আদমস্থমারীর রাত্রে চৌকিদার লাঠি এবং লণ্ঠন সহিত গণনাকারীর সহিত ঘুরিবে। ইহাতে গণনা ভালই হইয়াছিল।

* শ্রীযুক্ত ভবতারা ঘোষ তখন নোয়াখালির ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ইহাঁর সহিত মুকুন্দ বাবুর চুচুঁড়ায় আলাপ হয় এবং ইহারই বাসায় তিনি গিয়া নোয়াখালিতে প্রথম উঠেন। ইহাঁর প্রতি ওয়েষ্ট ম্যাক সাহেব বিরূপ এবং তাঁহার দোষ ধরিবার চেষ্টাতেই রাস্তা সম্বন্ধে একজন ডিপুটী কলেক্টরের নিকট রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছিলেন এবং সে কথা মুকুন্দ বাবুর পত্রে ভূদেব বাবু জানিতে পারেন।

নৈতিক চালে বাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা সৌকর্য্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ঐ কার্য্যটী এখনও করা হয় নাই।]

২৭।১।৮১ তারিখে লিখিয়াছেন ছোট লাট (ঈডেন) সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি গোবি, মুকুন্দ ও আমার পীড়িতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ছেলে পিলেদের সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ আকর্ষণ কোথা হইতে আসিল?—নিজের ছেলেটীকে হারাণয় কি?—[ইহার অতি অল্পকাল পূর্ব্বে ঈডেন সাহেবের পুত্র হঠাৎ বন্দুক ছুটীয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।]

ভূদেব বাবু (১।২।১৮৮১) তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি তোমার আয় হইতে বাসা খরচ করিয়া মাসিক ১০০৲ টাকা জমাইতে চেষ্টা করিও। তোমার তরকারিতে লঙ্কার পরিমাণ বাড়াইবে; নোয়াখালির জলীয় বায়ুতে উহার প্রয়োজন হইতে পারে।"

৫।২।৮১ লিখিয়াছিলেন—"মনুষ্য ও বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সে সকল নিজের চক্ষে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে দলিল প্রমাণাদি হইতে তুমি যে সিদ্ধান্ত কর তাহা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু তোমায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক বিষয়েরই দুই দিক আছে—আর তুমি হয় ত কেবল একদিকই দেখিতে পাইতেছ। বিদেশীয় লোকের ভিন্ন জাতীয়কে শাসনে রাখিতে চর নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি সম্প্রতি সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটক পড়িতেছিলাম। তাহাতে আমাদের দেশীয় শাসনাধীনে চর নিয়োগের কিরূপ প্রসার ছিল তাহা বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অবারিত দ্বার

অনেক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আত্মসম্মান ও জাতীয়তার অনুরো
বিস্মরণ করিয়া গুপ্তচরের কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না ! ‹
বিষয়টা পূর্ব্বাহ্লেই জানিয়া তুমি সর্ব্বস্থলে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখিও
তোমাকে বলা বাহুল্য যে সত্যই শ্রীভগবান এবং একাগ্রতাই তাঁহা
প্রকৃত পূজা। কিন্তু স্মরণে রাখিও যে দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশে
অসঙ্গতভাবে হৃদয়ের সকল কথা বলিয়া বেড়ানর কোনই প্রয়োজন নাই
(ট্রুথ ডজ নট রিকয়ার ওয়ান টু উয়ার হিজ হার্ট অন হিজ শা
শ্লীভস্)। কথা কওয়া ভাল, কিন্তু চুপ করিয়া থাকা আরও ভা
(স্পিচ ইজ সিলভারী, বট্ সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন)। লোকের সহি
কথাবার্ত্তা কহিবে; যেহেতু তোমার কথা কহিবার শক্তি বৃদ্ধি করা
বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তার বিষয় যেন দর্শ
বিজ্ঞান, ইতিহাস, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও
স্থানীয় গল্প গুজকের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া কোন লাভ নাই।

"আমি শুনিলাম তোমার চুল উঠিয়া যাইতেছে; আমার ভাল লাগি
না। জানিও যে অসাময়িক টাক কেবল যে মস্তকের বিরূপতা আনয়
করে তাহা নহে, ইহাতে শারীরিক অনেক দোষ সূচিত করে। তু
খাঁটী নারিকেল তৈল ব্যবহার করিবে। নারিকেল কুরিয়া দুধ বাহি
করিবে ও তাহা জাল দিয়া টাটকা নারিকেল তৈল করিয়া লইবে।
হোমিওপ্যাথি ক্যালকারিয়া, লাইকোপোডিয়ম ও সলফার ব্যবহার করিও।"

৫।২।৮১ তারিখে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বপত্রে
আমি ছোট মেয়েদের সকলের কাশি ও জ্বর দেখিয়া হাম হইবে মনে
করিয়াছিলাম। পরে জানিলাম তাহারা সকলে অনেক পরিমাণে কুল
চুরি করিয়া খাইয়াছিল। তাহারা সকলে দু-পাঁচ দিনে সারিয়া উঠিয়াছে।
সুরেশ রাজসাহী কলেজে গণিতের অধ্যাপক হইয়া যাইতেছে।

ঐ তারিখের ডায়েরিতে লিখিত আছে যে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ, বাবু রাজকুমার সরকার ও বাবু সারদাচরন মিত্র (পরে জষ্টিস্) দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ২৩।২।৮১ তারিখে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—"শুনিয়া সুখী হইলাম যে ইমাম মেহেদীর আগমনের প্রত্যাশী নোয়াখালির ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণ তাঁহার রক্ষার্থ নিজেদের সজ্জিত ও প্রস্তুত করা সত্ত্বেও তোমার এলাকার ভিতর আদমসুমারীর ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। *

কি লজ্জার কথা! জগতে এত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য থাকিতে বঙ্গদেশের এক কোণে স্থিত নোয়াখালিতে ইমাম আবির্ভূত হইতে চলিলেন! অতঃপর স্বয়ং মহাত্মা মহম্মদের জন্মস্থান আরবদেশ—মহাত্মা ওঁথমানের আবির্ভাবের স্থান তুর্কীস্থান, রুস্তম ও নৌশেরোঁয়ার লীলা-ক্ষেত্র তাঁহাদের মাতৃভূমি পারস্য দেশ প্রভৃতিকে নোয়াখালির নিকট—

---

*নোয়াখালির নিরক্ষর মুসলমানদিগের মধ্যে এই সময়ে একটা গুজব উঠে যে দৈব-বাণী হইয়াছে যে তাহাদের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ইমাম মেহেদী সম্প্রতি নোয়াখালি অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই আদমসুমারী দ্বারা তাঁহাকে নির্ণয় করিয়া লইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হইবে। হয়ত ইহুদীদের রাজা হিরডের ও মথুরার রাজা কংসের শিশু-হত্যা জন্য চেষ্টার আভাষ ব্রিটিশ রাজ্যের উপর আরোপিত হইয়াছিল; তখনও আদমসুমারী এদেশে অভ্যস্ত হয় নাই; ১৮৭১ অব্দে মাত্র ইহা পূর্ব্বে একবার হইয়াছিল।

নোয়াখালির মুসলমানদিগের মধ্যে গোলমালের আর একটী কারণ ছিল। আদমসুমারীতে অন্ধ বধির কুষ্ঠী প্রভৃতির বিষয় লিখিবার ব্যবস্থা ছিল; তন্মধ্যে বধিরকে পশ্চিম বঙ্গে 'কালা' বলে; ঐ অর্থে নোয়াখালিতে 'কালা' শব্দ প্রচালিত নাই। সেখানকার চলিত কথা "দৈঁদা"। এক্ষণে কাহার বয়স কত এবং তাহার মধ্যে কেহ কালা কিনা এই প্রশ্নে মুসলমানেরা অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে মেয়ে-ছেলে কাহার বয়স কত এবং সে 'কালা' (=কৃষ্ণবর্ণ) কি 'গোরা' এ সকল সংবাদ কেন দিব?

যাহা বঙ্গীয় উপসাগর হইতে মেঘনা সম্প্রতি 'উদ্ধার করিয়াছেন—সেই জলা জঙ্গলী স্থানের নিকট—তাঁহাদের গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিতে হইবে। কিন্তু স্বদেশ-গর্ব্ব ও অজ্ঞানতা – দুই বস্তু যাহা কখনও কখনও একত্র দেখা যায়—মানুষকে অনেক হাস্যাস্পদ ও অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি দেয়!

ঐ তারিখে ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন যে বাক্সে তোমার জন্য জীন লাগাম কাপড় ঔষধ প্রভৃতি পাঠান হইল, তাহাতে একটী মণ্টিক্রষ্টো গোলাপ আছে তাহা একডালে ফোটা চারিটী ফুলের একটী। ইহার পূর্ব্বে একটী ডালে যে একটী ফুল ফুটিয়াছিল তাহা উহার তিনগুণ আকারের। বড়ই সুন্দর ও সুগন্ধ! [প্রবাসী পুত্রের স্বহস্ত-রোপিত গাছের ফুল তাহাকে পাঠাইয়া তৃপ্তি দিয়াছিলেন।]

২৫।৩।৮১ ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ৺গোবিন্দ বাবু শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে লেখেন :—

"গত সপ্তাহের গেজেটে তুমি দেখিয়া থাকিবে যে আমি সন্দ্বীপে বদলী হইয়াছি। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেব আমাকে পত্র পাইবা মাত্র তথায় যাইবার জন্য তাগিদ দিয়াছেন। খাস নোয়াখালিতে হইলে আমি খুবই সুখী হইতাম; কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি সন্দ্বীপে গেলে যে এখানের অপেক্ষা আমাদের বেশী দেখা-সাক্ষাৎ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সেখানে আমি কোথায় বাসা লইব এবং আমাকে কি কি জিনিষ লইয়া যাইতে হইবে তাহা লিখিও। আমি কুমিল্লা হইয়া নোয়াখালিতে "রাস্তা" দিয়াই যাইব।" পরবর্ত্তী পত্রে (৫।৪।৮১) লেখেন, "আমার সন্দ্বীপে বদলী যাহাতে পরিবর্ত্তন হইয়া যায় সেজন্য জজ গ্রাণ্ট সাহেবকে বলিয়াছিলাম। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমরা দুই ভাইই দূরে থাকিয়া বাবার উপর সংসারের সকল

ভার ফেলা সঙ্গত নহে। ওদিকে আবার আমার যে হুগলীতে ওকালতীর সুবিধা হইবে না, তাহাও জানা কথা।”

১২।৪।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্র লিখিয়াছিলেন :— “গোবির সন্দ্বীপে বদলী হইবার হুকুমে আমার ভিন্ন অপর সকলের মনে একটা চিন্তার ভাব কয়দিন হইতে রহিয়াছে। ‘সে কোনমতেই সন্দ্বীপে যাইবে না’ ইহা স্থির করিতে আমার এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে নাই। গোবিকে গবর্ণমেণ্টের চাকরি হইতে সরাইয়া লইবার সুবিধা দিল বলিয়া এই সন্দ্বীপে বদলীর ঘটনাটীকে আমি ভগবৎদত্ত আশীর্ব্বাদরূপেই মনে করি। তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মতামত জিজ্ঞাসা করা এবং প্রয়োজন হইলে বিচার দ্বারা তাঁহাদিগকে নিজ মতে আনয়ন করা আবশ্যক। গোবিন্দ মুন্সেফিতে একটু কাজে লাগিতেছে মনে করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছে, এজন্য সন্দ্বীপে বদলী যাহাতে না হয় সে বিষয়ে একটা চেষ্টা করা তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য ছিল। সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাহার চাকরী পরিত্যাগের চিঠি গবর্ণমেণ্টে চলিয়া গিয়াছে। কর্ম্মত্যাগের অনুমতি পাইলে গোবি বাটীতে আসিবে। *** শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য গোবিকে ব্যবসায় করিতে বলেন। কিন্তু গোবি তাহা করিতে ইচ্ছা করে না; সে বিষয়ে তাহার আপত্তিও ভিত্তিহীন নয়। সেদিকে তাহার প্রবৃত্তিও নাই, শিক্ষাও হয় নাই। তাহার ইচ্ছা যে কিছু দিন হুগলীতে ওকালতী করে ও এখানে উপযুক্ত সফলতা লাভ না করিলে গয়ার জিলা কোর্টে ওকালতী করে। গয়ার জল-বায়ু তাহার শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।”

২৩।৪।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :— “তাহার চাকরি পরিত্যাগের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল কি না জানিবার জন্য গোবি কাল জজ ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের সহিত দেখা করে।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব বলেন যে সন্দ্বীপে যাওয়ার আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ডায়মণ্ড হার্ব্বারেই পুনরায় চাকরী কিম্বা বর্দ্ধমান জেলার বুদ্‌বুদে বদলী ইহার মধ্যে কি ইচ্ছা। গোবি কতটা উৎসাহের সহিত পুনরায় মুন্সেফি কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছে তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ! শীঘ্রই তাহার বুদবুদে বদলী গেজেটে ছাপা হইবে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব একজন অভ্যাগত ব্যক্তিকে গোবির সম্বন্ধে বলেন, "এরূপ ভদ্রলোককে তিনি সরকারী কার্য্যে রাখিতে বিশেষ ইচ্ছুক"—ইহা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি হইল।"

১।৫।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন ঃ— গোবি গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছিল,—"আমার ছোট ভাই সুদূর নোয়াখালিতে থাকার জন্য আমার বুদবুদে বদলী হইল। সন্দ্বীপে যাইতে হইল না। আমার ভাইয়ের যাহাতে নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকের স্থানে বদলী হয় তাহার জন্য একটু চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রাণ্ট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়া কমিশনর সাহেবের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন।

২।৫।৮১ তারিখে ৺গোবিন্দ বাবু শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"বাবা তোমার বিগত ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্র পাইয়াছেন এবং ভবতারা বাবুর হঠাৎ চাকরী যাওয়ায় তাঁহার সাহায্যের চাঁদা তুলিবার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। যদি সেরূপ কিছু প্রকৃত পক্ষে করা হয়, তাহা হইলে বাবার ইচ্ছা যে চাঁদাটা তোমার নামে না দিয়া তাঁহার নামেই দেওয়া হয়।"

১৩।৫।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন ঃ— "নোয়াখালিতে তোমার স্বাস্থ্য, দৈনিক জীবন ও অন্য লোকের সহিত

পরিচয় ও বাক্যালাপ সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক আছি। আমি আশা করি যে কঠোর নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত লোকদেরই সহিত তুমি বন্ধুত্ব করিয়াছ এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর ন্যায় উচ্চ ও গৌরবের পদের অবমাননাকারী নীতি-জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতেছ না। পুরুষানুক্রমিক কঠোর পবিত্র (পিউরিট্যানিক) জীবনে অভ্যস্ত বংশে তোমার জন্ম। তোমার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, ভ্রাতা সকলেই কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করিয়াছে—তুমি এ কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে এবং নিজের হৃদয়ের অন্তস্তলে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবে যে তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি তোমার কঠোর দৃঢ় সচ্চরিত্র ও মিতব্যয়িতার অভ্যাসের উপরই নির্ভর করিবে - মিতব্যয়িতা ঘৃণার বিষয় নহে। সংসারেই মিতব্যয়িতার উৎপত্তি এবং এই মিতব্যয়িতাই পরোপকার প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণের আকর।*

আমার ইচ্ছা করে যে আমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তুমিও আত্মপরীক্ষার দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হও। প্রকৃত কথা এই যে তুমি এখন আমার ও গোবির নিকটে নাই। এখন সকল বিষয়েই তোমার নিজেরই চিন্তার, বুদ্ধির এবং চরিত্রবলের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

এই কঠোর পরীক্ষায় তোমায় চরিত্রবলের পরিমাণ জানিতে পারা

* "দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়; আত্মসংযম ভবিষ্য দর্শন উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ ঘটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী অবিলাসী এবং বাঙনিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খরচে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে; যে সমাজে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ভাল। খরচে লোকের বৃদ্ধি ভাল নয়"—(পারিবারিক প্রবন্ধ, অর্থ-সঞ্চয়)।

যাইবে। আমার প্রিয়তম মুকুন্দ! তুমি যদি এই কঠোর নৈতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার ত তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নিজের পক্ষে সুখের এবং অপরের পক্ষে উপকারী হইবে—বিপদাপদ আসিবে বটে, কিন্তু তাহা কাটাইবার শক্তিও তোমাতে থাকিবে।"

বৎস! তুমি সতীপুত্র। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সাধু সুচরিত্র জীবন যাপন করিতে পার। *

২১।৫।৮১ তারিখে ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—নোয়াখালিতে তোমার প্রতিবাসী ভদ্রলোকগণ নৈতিক চরিত্রবান লোক জানিয়া প্রকৃতই বিশেষ সুখী হইলাম। যাহা হউক মানুষ নিজেই নিজের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রক্ষক ও তত্ত্বাবধারক। যাহাতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সাধুভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিতে পার সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তোমার গুরু গোবিন্দকে পূর্ণ নৈতিক উৎকর্ষের আদর্শ স্বরূপে প্রত্যহ স্মরণ করিবে।

তোমার যে হিসাব দেখিলাম সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—

* শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু বলিয়াছেন:—

(১) নোয়াখালিতে গিয়া দেখিলাম যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুনসেফদিগের বাসা পরস্পরের নিকটে এবং প্রায়ই কোন না কোন বাসায় প্রীতি-ভোজন হয়। উহাতে অবাধে কুক্কুট-ভোজন চলিত। এজন্য আমি নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রণ হইতে বাদ পড়িতাম। এই পত্র-প্রাপ্তির পরে একদিন বিনা-নিমন্ত্রণেই একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে গিয়া নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে গিয়া বসিয়া বলিলাম, "আমাকে তোমরা এরূপে বাদ দাও কেন? আমি সঙ্গে ব্রাহ্মণ ময়দা প্রভৃতি আনিয়াছি। উঠানের এক কোণে আমার লুচি ও ভাজা প্রস্তুত হইবে। আমি তোমাদের পংক্তি হইতে দূরে বসিয়া খাইব এবং কথাবার্ত্তা হাসি-তামাসায় গান-বাজনা আলোচনায় যোগ দিব।" বন্ধুগণ সকলেই একান্ত লজ্জিত হইলেন দেখিয়া বলিলাম—"আমার এই খাবারের জিনিষের দাম ধরিয়া দিও; আমি লইব। অখাদ্যগুলার জন্য আমি বাদ পড়ি কেন? সেগুলার চেয়েও কি আমি নিরেশ? সেই দিন হইতে এরূপ প্রীতি-ভোজে কুক্কুটের ব্যবহার উঠিয়া গেল।

(২) ইহার কিছুদিন পরে কোন পূর্ত্তবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী চট্টগ্রাম হইতে আসিলে,

[১] ৭ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হিসাব দিন দিন কৈফিয়ৎ কাটিয়া লেখা হয় নাই।

[২] তুমি ৪৩৲ টাকা ধার দিয়াছ। তোমার নিজের আয় নিজে খরচ করিবার কোন অধিকার নাই—তুমি সে সম্বন্ধে কর্ত্তা নহ, এই ভাব ভিতর হইতে রাখাই সঙ্গত। তুমি যৌথ পরিবারের একাংশ মাত্র এবং তাহার কর্ত্তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ঋণদান করিতে পার না।*

আমি তাঁহাকে এবং আমাদের দলের সকলকে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার আহারের পূর্ব্বে একটু 'ঔষধ খাওয়া' [মদ্যপান] অভ্যাস, নচেৎ হজম হয় না। একটু আনাইয়া রাখিও।"—আমি বলিলাম, "আমাকে সকল কথাই অকপটে পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে জানাইতে হয় এবং সকল খরচের কথাই খাতায় লিখিয়া মাসান্তে তাহার অবিকল নকল বাটীতে হিসাবের খাতায় আঁটিবার জন্য পাঠাইতে হয়। যেমন সদর ট্রেজরিতে সবট্রেজরির হিসাব! আমি মদ্য ক্রয় করিতে পারিব না এবং বাসাতেও তাহা পান করাইতে পারিব না। তথাপি আমার একান্ত বিনীত এবং সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা যে আপনাকে খাইয়া যাইতেই হইবে।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি এখনও কচি খোকা? নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই?" আমি বলিলাম, "যাহারা পিতৃহীন অথবা প্রায় প্রত্যহই প্রগাঢ় পিতৃস্নেহ পত্রদ্বারা পায় না, তাহাদের অপেক্ষা আমি লক্ষ গুণে ভাগ্যবান।" তখন বলিলেন 'তবে আমি ঔষধ লইয়া যাইব।' আমি বলিলাম, "উহা পান করিয়াই আসিবেন; আ'সার পর খাইতে বসাইতে একটুও বিলম্ব হইবে না।" তিনি আমার বাসার সম্মুখে আসিয়া দ্বারের ভিতরে এক পা দিয়া এবং শিশি বাহির করিয়া মদ্যপান করিলেন এবং বলিলেন, "এই ত মুখে পেটে উহা লইয়া তোমার বাসায় ঢুকিলাম।" আমি বলিলাম, "পেটে কত কি থাকে!" তিনি আমার আচরণে কৌতুক অনুভব করিতে ছিলেন; এবং চট্টগ্রামে ফিরিয়া গিয়া কয়েক বার 'বিশেষ প্রীতির' সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।

* শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু বলিয়াছিলেন যে এই পত্রের পর আর তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই। চক্ষুলজ্জায় পাড়িয়া নোয়াখালিতে একবার কোন বন্ধুকে যে ৪৩৲ ধার দিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ হয় নাই। পরে "পিতার অনুমতি ব্যতীত দিতে পারিব না, তিনিই কর্ত্তা" ইহা বলিলে আর কেহ টাকার জন্য জিদ করিয়া ধরেন নাই। উত্তরকালেও বন্ধুর সহিত অর্থ-সম্বন্ধ করিতে নাই—পিতার এই উপদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না; এই কথাতেই ওরূপ অনুরোধের শেষ হইয়া যাইত।

[৩] চাকরদের মাহিনা অনিয়মিত ভারে দেওয়া উচিত নয়। একটী নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা বাকি রাখিয়া বেতন ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে দিবে।

[৪] তোমার আসবাব কেনা অনুমোদন করিলাম।

১।৬।৮১ তারিখে ভূদেববাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে চুঁচুড়া হইতে লখিয়াছিলেন :—

নোয়াখালিতে তোমার পরিচিত এক ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দেওয়া সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার যতদূর সম্ভব সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তুমি দিয়াছ। "যতদূর সম্ভব" বলিয়াছি এই জন্য যে এ ব্যাপারটী তোমাকে শিক্ষা দিল 'কত সহজে লোকে (আমার ছেলেদের অপেক্ষা যাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান কম) পরের টাকা লইয়া নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করে না।' ভবিষ্যতে এ অবস্থায় কিরূপে চলিতে হইবে তাহা তোমার প্রকৃষ্টরূপেই শিক্ষা হইল। আত্মীয় এবং বিশেষ পরিচিতদিগকে ধার দিতে নাই—তাহাদের নিকট লইতেও নাই। উহা বহুস্থলে মনোমালিন্যের কারণ হয়। ব্যাঙ্ক হইতেই কাজ সারা ভাল। খুব অল্পের উপর দিয়াই সুশিক্ষা পাইলে!

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে এখনও বঙ্গদেশের ঐ অংশের লোকে-দের চাকরীর জন্য লালায়িত হইতে হয় না; একথা বঙ্গদেশের এ অংশ সম্বন্ধে খাটে না; দারিদ্র্যপূর্ণ জনসমাকীর্ণ বিহার প্রদেশ সম্বন্ধে ত একে-বারেই প্রযোজ্য নহে!

কোন সুশীলা পতিব্রতা পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যার ইংরাজী-শিক্ষিত পতি পরদার-রতি হইতে উপদংশ রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই রোগ পত্নীতে সংক্রামিত করিয়াছিল। ধৈর্য্যশীলা এবং লজ্জাশীলা ব্রাহ্মণ কন্যা ঐ প্রকৃত রোগের কথা কখন কাহাকেও বলেন নাই; পতির কুচরিত্র গোপনে রাখার জন্য নিজে অসহ্য যন্ত্রণা বৎসরের পর বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ শুনিলে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে বিশেষ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—"পরদার-রত স্বামীর সহবাস না করিয়া পতির কুপথ পরিত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য হিন্দুনারীর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক দেবারাধনায় রত থাকাই ধর্ম্ম। কোন ইয়ুরোপীয় রাজকুমারের দেশ-ভ্রমণকালে বাইজী-সংশ্রব প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাঁহার রাজ-বংশীয়া পত্নী দীর্ঘকাল পৃথক্ আবাসে বাস করিয়া নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।"

২৬।৬।৮১ ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ বাবু শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুকে লেখেন :—

"আজ দ্বিপ্রহরে দিদির (ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার) দেহান্ত হইয়াছে। তুমি অতদূরে আটকাইয়া পড়ায় তাঁহার শেষ সেবা করিতে পারিলে না এ দুঃখ তোমার বরাবরই থাকিবে। তবে এই সান্ত্বনা যে বাবা তাঁহার কাছে থাকিতে পারিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার চেষ্টারই অবসর পাওয়া গিয়াছিল। পাছে অকস্মাৎ অন্য কোন লোকের নিকট হইতে দুঃসংবাদ পাও সেইজন্য আজই আমি তোমাকে চিঠি লিখিতেছি। বিধি-পালনে অভ্যস্ত তোমার মন শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল অপরিহার্য্য বিপদ সহ্য করিতে পারিবে। তথাপি পত্র প্রাপ্তির পর তোমার কুশল সংবাদ বাবাকে ও আমাকে না জানান পর্য্যন্ত একটু উদ্বিগ্ন রহিলাম।*

* ভূদেববাবুর আদেশ-মত এই পত্র নোয়াখালীর মুনসেফ ৺করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠান হইয়াছিল। তৎসহ গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অনুরোধ করা হইয়াছিল যে দুঃসংবাদ-সংযুক্ত পত্রটী দিবার পূর্ব্বে তিনি মুকুন্দবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা নিম্নলিখিত ভাবে করেন—"বাড়ীর খবর কিরূপ পাইতেছ? বাড়ীর সংবাদ ভাল? তাইত তোমার ভগিনীর এত ব্যারাম। পুরাতন রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন; অথচ পাঁচ ছয় দিন পত্রই পাও নাই!—বিশেষ ভাবনার কারণ বই কি!"

তিন সপ্তাহ পরে আবার লেখেন:—"আমাদের মাতুলের গত শনিবার ১৩ই জুলাই ১৮৮১ তারিখে রাত্রি ৭ টার সময় মৃত্যু হইয়াছে।*"

১৫।৬।৮১ ম্যাকবেথের স্বগত উক্তি—"আমার সম্মুখে এটা একটা ছোরা নাকি! ইহার হাতল আমার হাতের দিকে ইত্যাদি [ইজ দিস এ ড্যাগার বিফোর মি! দি হ্যাণ্ডেল টুওয়ার্ডস মাই হ্যাণ্ড ইত্যাদি]" এই উক্তির অর্থ যে—"কোন সঙ্কল্প করিলে ঘটনা-চক্র সেই সঙ্কল্পের সহায়তা করে—খুনীর হাতের দিকেই ছোরার হাতল রহিয়াছে—সে দেখিতে পায়!

১৬।৭।৮১ বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। পুনরায় মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।

১৮।৭।৮১ বেলা ১০॥০ টার সময় বাঁকিপুর হইতে রওনা হইয়া বিকাল ৪টার সময় সমস্তিপুর পৌঁছিলাম। সাঁতরাগাছির কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে থাকিলাম।

২০।৭।৮১ জজ বক্সওয়েল সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। বক্সওয়েল সাহেব আকৃতিতে দীর্ঘ ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোক—সাদাসিধা ধরণের, আমাকে তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দুইটী ঘর ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। কর্ণেল মনি আমার মধুবাণী যাইবার ডাকের

করুণা বাবু এইভাবেই কথাবার্ত্তা কহিয়া পত্রখানি দিয়াছিলেন। মুকুন্দবাবুর প্রতি ঐ ভগিনীর বড়ই প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। বিদেশে বিশেষ মনোকষ্ট হইবে বুঝিয়া ভূদেববাবু পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—কোন বিষয়েই অণুমাত্র কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয় এই দিকেই দৃষ্টি ছিল—এবং প্রীতির প্রসার জন্য কর্ত্তব্যেরও সীমা ছিল না!

* ৬০ নং বেচু চাটুয্যে ষ্ট্রীট নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূদেববাবুর একমাত্র শ্যালক। ইনি ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন এবং নিজের পুত্রকন্যা না থাকায় ভাগিনেয়দিগকে বড় স্নেহ করিতেন। শারীরিক বলও অনন্য-সাধারণ ছিল।

বন্দোবস্ত করিবেন লিখিয়াছেন। মহারাজা লছমীশ্বর সিংহ পত্রোত্তরে লিখিলেন—কাল প্রাতে সাক্ষাৎ করিবেন।

২১।৭।৮১ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

২৬।৭।৮১ ওয়ারসলী সাহেব কলেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। জানিলাম যে—বিগত ১০ বৎসরে মজঃফরপুর জিলার লোক-সংখ্যা শতকরা ১৫ ও দরভাঙ্গার শতকরা ১৭ জন বাড়িয়াছে। ১৮৮২ অব্দে হিসাবে স্থির হইয়াছিল যে তিরহুতে লোক-সংখ্যা ৭০ বৎসরে দ্বিগুণ হয়—সেই কথা সমর্থিত হইল।

২৭।৭।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু মুকুন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার ১৯শে তারিখের চিঠি পাইলাম। * * * তুমি যদি গোবির পরামর্শ-মত নির্দ্দোষ কার্য্য করিয়া থাক তাহা হইলে সব ঠিকই করিয়াছ। আমি বেশ বুঝিতে পারি যে এরূপ সময় তোমাকে সুপরামর্শ দিতে পারে রূপ লোকের অভাব তুমি কত অনুভব কর। কিন্তু তোমার একজন ন্ধু তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই রহিয়াছেন ; লইতে জানিলে ইঁহার পরামর্শ তুমি সর্ব্বদাই পাইতে পার, ইনি তোমার আভ্যন্তরিক ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুভূতি। ইঁহার আদেশের অপালনই ভারতের যত দৌর্ব্বল্য ও অবনতির কারণ। জনপ্রিয়তা নষ্ট হইবার বা সাধারণের তিরস্কার-ভাজন হইবার ভয় করিও না। অজ্ঞান অদূরদৃষ্টি মৌখিক স্বদেশ-ভক্তির নামে বিচলিত হইও না। নিজের আভ্যন্তরিক পূর্ণ এবং পবিত্র ন্যায়ধর্ম্ম-প্রণোদিত বিবেক-বুদ্ধি যাহা বলিবেন ধীরভাবে মনোযোগের সহিত তাহাই শুনিবে। তবে ঐ বিষয়ে ভুল না হয় এজন্য দশ জন ভাল লোকের নিকট বা দশ জন ভাল লোককে মানস-চক্ষে আনিয়া তাহাদের মতও ভাবিতে বুঝিতে হয় এবং শাস্ত্রাদেশ স্মরণ রাখিতে হয়"। উপরি-উক্ত উপদেশ

মত কার্য্য করিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে অবশেষে তুমি জনপ্রিয়তাও লাভ করিবে এবং সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া স্বদেশের প্রকৃত উপকারে লাগিবে। সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও উচ্চ আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের অনুভূতি—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিই যাহার প্রকৃষ্ট পরিণতি, যাহাকে আমরা অক্ষুণ্ণ ন্যায়পরতা নামে অভিহিত করি—ইহাই আজ ইংরাজকে ভারতের এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রাধান্য দান করিয়াছে। আমি দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি—আজকাল ইংরাজগণ সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ন্যায়পরতার প্রতি ভক্তি হারাইতেছেন ; এবং আমাদের যুবকবৃন্দকে হীন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের দেশের বড়ই ক্ষতি করিতেছেন। সাধারণ ইংরাজ আজকাল অদূরদর্শী স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের জন্য "রাজ-ভক্তির" নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিজেরা স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য চালাইতে চাহিতেছেন ; সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপনকারী ও স্থিতি-বিধায়ক সেই অত্যুচ্চ ন্যায়ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইতেছেন। ইহা অনুচিত। আমাদের ইংরাজ-দিগের অপেক্ষা সহজাত রাজ-ভক্তি অনেক অধিক। ইংরাজদিগের উচিত—যে বিষয়ে তাঁহারা এখনও আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত রহিয়াছেন, সেই পূর্ব্ববৎ ন্যায়-বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই চলেন।

২৭।৭।৮১ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"মুকুন্দকে আমি এই মাত্র লিখিলাম নোয়াখালির ছাত্রদিগের মোকদ্দমায় তোমার ইচ্ছামত কাজ করিয়া থাকিলে সেও উচিত মত কাজ করিয়াছে। আমার মনে হয় মুকুন্দর স্বজাতি সম্বন্ধে আবেগ অত্যন্ত প্রবল—সকল বিষয়েই তাহার হৃদয়ে আবেগ প্রবল (অ্যাজ অল হিজ ফীলিংস আর ষ্ট্রং) হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ আবেগগুলি নষ্ট করিতে নাই, তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষিত করিতে হয় ; কিন্তু সর্ব্বোচ্চ ঔচিত্য-বোধের

দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণভাবে তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়াই রাখিতে হয়। (কন্‌ট্রোল অফ দি সুপ্রিম ফিলিং অফ দি সেন্‌স্ অফ রাইট)। * * * তোমার মাতুলের দেহান্তের সম্বন্ধে কিছু দিন হইতে আমার আশঙ্কা হইতেছিল; এক্ষণে তোমার মামীর সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। আমার স্বর্গীয় কন্যার অসুখের সময় যে কয় দিন তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম তৎকালে তিনি যেরূপ সহৃদয়তা প্রদর্শন এবং সযত্নে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি আমার কন্যার তুল্যা হইয়া পড়িয়াছেন।”

২৮।৭।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু মুকুন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—“তুমি গোবিন্দকে লিখিয়াছ যে তোমাকে কোন অধিক স্বাস্থ্যকর ও বাড়ীর নিকটবর্ত্তী জেলায় বদলীর জন্য যেন সাহেবদের আমি অনুরোধ না করি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ যেখানে অনুরোধ রক্ষিত হইবে না বলিয়াই পূর্ব্বাহ্ণেই জানা আছে সেস্থলে বৃথা অনুরোধ করিতে নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা নীচতা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে তাহাদের নিকট অনুরোধ করিতে বাধ্য করিতেছে। তাহারা যেটাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন মনে করে আমার মতে তাহা আমার জীবনব্যাপী কর্ত্তব্যপরায়ণতার ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার মাত্র। রাজকার্য্যে নিখুঁত ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অপেক্ষা যাহারা লম্বা সেলাম ও সুমিষ্ট তোষামোদের কথাকে অধিকতর আদরণীয় মনে করে তাহারা কত হীন! সে কথা যাউক। যাহারা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলের সর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্থানে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের উপর বৃথা দুঃখ করার প্রয়োজন নাই। আমাদের উভয়েরই পক্ষেই বিরক্তিকর এই সকল ব্যাপার ঘটিবে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া তোমরা সরকারী চাকরী অপেক্ষা কোন স্বাধীনতর কার্য্য কর ইহা আমার ইচ্ছা হইয়াছিল।—যাহা

হউক তোমরা উভয়েই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া লইয়াছ। সেই পথেই অগ্রসর হও—যদি কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কয়েকজন ভাল ইংরাজকে বন্ধুভাবে লাভ করিতে পার—এবং আমি যতদূর তোমাদিগকে দেখিয়াছি তাহাতে তোমরা পারিবে বলিয়া মনে হয়—তাহা হইলে তোমাদের পথ অনেক সুগম হইবে। কিন্তু তোমাদের জীবনপথ সুগম হউক বা কঠোর হউক—আনন্দজনক হউক বা কষ্টকর হউক যেদিন আমার এই নশ্বর দেহত্যাগের সময় আসিবে সে সময়ে তোমরা নিজেদের শরীর ও হৃদয় পবিত্র রাখিয়া ন্যায়পর পরিশ্রম ও কার্য্যকর জীবন যাপন করিতেছ ও নিজেদের সকল কর্ত্তব্য—সাধারণ এবং ব্যক্তিগত সরকারী এবং গৃহস্বামীর—সকল কর্ত্তব্যই ধর্ম্মভীরুতার সহিত সম্পূর্ণভাবে করিতেছ এই বিশ্বাসে আমি সুখে মরিতে পারিব ইহা আশা করি।

২।৮।৮১ ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ বাবু—ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি ইহার সহিত প্রেরিত মুকুন্দর পত্র এই মাত্র পাইলাম। আমি তাহাকে লিখিলাম যে বালকটীকে নিরপরাধ বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস হওয়ায় সে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছে। তবে এ অবস্থায় 'অবাধে একজন ভদ্রলোক অপমানিত হইল; দোষী নির্ণয় হইল না!' ইহার জন্য একটু দুঃখ বোধ প্রকাশিত থাকিলেই উহার পত্রখানি নিখুঁত হইত।* [ভূদেব বাবু এই খতের

* চট্টগ্রাম বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার লিলিভার সাহেব একদিন চট্টগ্রাম হইতে নোয়াখালির কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া একদিন খালে নৌকা রাখিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী বাজারে একটু পায়চারি করিতে উঠিয়াছিলেন। বাজারের অজ্ঞ লোক এবং ছেলে-ছোকরা অনেকে চারিদিকে আসিয়া তাঁহার বেশভূষা চুলের এবং চক্ষের রং দেখিতে থাকে। সাহেব একটু পথ পরিষ্কার করার জন্য হাতের ছাতাটা ঘোরান; উহা একটি স্কুলের ছেলের গায় লাগে। সে 'হোয়াট ডু ইউ বিট সার? (মহাশয় মারলেন কেন?) বলিলে সাহেব নিজের নৌকার দিকে চলিয়া যান। সাহেবকে সরিয়া যাইতে

মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—'সকল ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও তোমার বিচার সম্পূর্ণরূপে ন্যায়-সঙ্গত "এখন মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার কি উচিত নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করে এবং মোকর্দ্দমাটীর প্রমাণ সম্বন্ধে কি কি ত্রুটি ছিল তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় ?"]

[এখানে ভূদেব বাবু মন্তব্য লিখিয়াছেন—হাঁ (ইয়েস)। যদি সে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত রাখিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। মোকর্দ্দমা বিচার-জন্য প্রেরণ করার পূর্ব্বে সাহেব যে সাজার পরিমাণ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে।]

ভূদেব বাবু এক সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"মনে

দেখিয়া দর্শকেরা এবং ছেলেরা চেঁচায় যে নালিশ করিবে এবং কোন কোন ছেলে মাটির ঢেলা সাহেবের দিকে নিক্ষেপ করে। সাহেবকে তাহা লাগে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া নিজে গিয়া পুলিস-সহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক চারিটী স্কুলের ছাত্রকে দাঙ্গার অপরাধে চালান করাইয়া দিলেন এবং মুকুন্দ বাবুকে কুঠিতে ডাকাইয়া মকর্দ্দমার নথিটী হাতে দিয়া বলিলেন,"তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী,—তুমি স্কুলের ছেলের সাজা দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না ; জগবন্ধু বাবু সাজা দিলে লোকে বলিবে বাঙ্গলা-নবিশ ইংরাজ বাদীর খাতির করিয়াছেন। তুমি ৫০_ টাকা করিয়া জরিমানা করিও ; জেলে দিবার প্রয়োজন নাই ; আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি—উহারা দোষী ঠিক। বাদী পক্ষের জবানবন্দী এবং জেরা শেষ করিয়া আজই অভিযোগ শুনাইয়া তখনই পুনর্ব্বার জেরা করিতে বলিও। তাহা হইলে লিলিভার সাহেবকে আসামীর পক্ষীয় উকীল আটকাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে পারিবে না।—তুমি বেশ কর্ম্মঠ শিক্ষিত কর্ম্মচারী, এইজন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা না জন্মিয়া থাকিলেও তোমাকেই এই বিশেষ মকর্দ্দমার ভার দিতেছি।

বিচার-কালে ফরিয়াদী পক্ষের মধ্যে তিনটী অভিযুক্ত বালকের উপযুক্ত সনাক্ত না হওয়ায় তাহারা সেই দিনেই ছাড়ান পায়। অপরটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনাইয়া দেওয়া হয় ; কিন্তু সেও সাফাই সাক্ষীর দ্বারা ঘটনার সময়ে অন্যত্র থাকা প্রমাণ করিলে, মুকুন্দ বাবু তাহাকেও ছাড়িয়া দেন।

এক, মুখে এক তোমার দ্বারা হইবার নয়। তোমার সৌভাগ্যক্রমে মনের ভিতর তোমার যে ভাব উদয় হয় তাহার ছায়া তোমার মুখে সুস্পষ্টরূপে পড়ে।"

৭।৮।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু বাঁকিপুর হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছেন :—

"আমার মনে হইতেছে ওকালতী করিয়া তুমি অন্যের কার্য্যে লাগিবে না—সেই জন্য তোমার বর্ত্তমান চাকুরী ছাড়িবার তোমার ইচ্ছা নাই। * * আমি জানি যে ওকালতীতে সফলতা লাভ সম্বন্ধে তোমার অনেক অসুবিধা আছে। তবে তুমি তাহাকে যত বেশী মনে করিতেছ আমার বিশ্বাস এই যে তাহা তত অলঙ্ঘ্য নয়। যাহা হউক, আমি সে চিন্তা ছাড়িয়া দিলাম ও তুমি তোমার চাকরীতেই থাকিবে ইহাই স্থির করিলাম।

(ক) চাকরীতে সুখী হইতে হইলে সিভিলিয়ানদিগের মধ্যে বন্ধু-সংগ্রহ যে একান্তই প্রয়োজনীয় ইহা বিস্মৃত হইও না। তবে ইহাও ভুলিও না যে সিভিলিয়ানদিগের মধ্যে বন্ধুলাভ করিতে হইলে তোমাকে আর কিছু বিশেষ করিতে হইবে না—কেবল তোমার আচরণ এতদিন যেরূপ আছে—সেইরূপই রাখিবে—অর্থাৎ সদা বিনম্র শান্ত ও স্বাধীন ভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে; তোমার কার্য্যে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তের ভিতর রাখিবে এবং লিখিবার শক্তি সর্ব্বদা বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে। (খ) চাকরীতে কিম্বা বাস্তব পক্ষে চাকরীর বাহিরে সুখী হইতে হইলে তোমাকে "বিশেষ খ্যাতি বা বহুল শক্তি" অর্জ্জন করিতে হইবে—এইরূপ একটী দূরবর্ত্তী লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। সেই লক্ষ্য সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া সময়ের এরূপ সদ্ ব্যবহার করিবে যে প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সময় ভিন্ন তোমার প্রত্যেক

মুহূর্ত্ত যেন সেই লক্ষ্য-লাভের প্রতি প্রযুক্ত হয়। তুমি সামাজিক হইবে, তবে বৃথা গল্পের আনন্দে নিজের শক্তি হারাইও না; কার্য্যকরী জ্ঞান ও বিদ্যা সযত্নে অর্জ্জন করিও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমতা লাভ করিবে। (গ) সুখী হইতে হইলে তুমি তোমার মানসিক আবেগ উপযুক্ত সময়ে স্বীয় বশে আনিতে শিক্ষা করিবে। নিজের সহৃদয়তা বা অন্যের সুখে-দুঃখে সমানুভূতি নষ্ট করিতে বলিতেছিনা। বিশেষ যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিও। কিন্তু তাহাকে ধীর শান্তি বিচারশক্তির দ্বারাই পরিচালিত করিবে। সহৃদয়তা আমরা অতীত হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি---বিচার-শক্তি ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ ও সুগম করে। (ঘ) সুখী হইতে হইলে তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রাখিবে। তোমার বিবেক-বুদ্ধি তোমাকে অভিযোগ করিতে পারে এরূপ কোন দোষ, পাপ বা অন্যায় তোমার জীবনের ভিতর আসিতে দিবে না।"

১৭।৮।৮১—১৮।১।৮১ শিওরেল, ইবল, ইুডেন, রবিনস্ন ও টমসনের লিখিত সাঁওতাল পরগণার দামনইকা অংশ সম্বন্ধে পুরাতন রিপোর্টগুলি পড়িলাম। ডামন শিক্ষা রিপোর্ট রাধিকাকে দিয়া লিখাইলাম। সাঁওতাল পরগণার ডামনিক অংশ ১৩৬৬ বর্গ মাইল—১৮৩৮ অব্দে লোক-সংখ্যা ছিল তিন হাজার; ১৮৭০ অব্দে দুই লক্ষ।

২৩।৮।৮১ বীরভূমের মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির প্রতি ডেপুটী ইন-স্পেক্টর অযথা রূপ কঠোর ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মনে হইল।

২৪।৮।৮১ কমিশনর জন বীম্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। শিক্ষা-বিভাগ সাঁওতালদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অগ্রণী হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত ও বিরক্ত হইয়াছেন।

২৬।৮।৮১ ক্রফট প্রাথমিক স্বাস্থ্যপাঠ সম্বন্ধে কিছু করিতেছেন না—

ফেলিয়া রাখিতেছেন। সম্ভবতঃ আমার সাঁওতাল শিক্ষা প্রস্তাবটীর প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করিবেন।

[৩০.৮।৮১ ভূদেব বাবু মেদিনীপুর যাত্রা করেন ও ৩।৯।৮১ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলা ও উড়িষ্যার স্কুলসমূহ পরিদর্শন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।]

৯।৯।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

"নোয়াখালি হইতে তোমার বদলীর সংবাদ পাইয়াছ। যিনি তোমার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে যেন বাকী কাজের চাপে না পড়িতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। কক-রেলের নিকট তোমার হাবড়ায় নিয়োগের সংবাদ পাইয়া আমি জজ গ্রাণ্ট সাহেবকে সে সংবাদ দিই ; আমি জানি ইহাতে তাঁহার বিশেষ তৃপ্তি হইয়াছে। বাড়ী আসিয়া পৌছিলে তুমি গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিও। তোমার ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রটীর পদ প্রাপ্তিতে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন ; আর ঐ সুদূর নোয়াখালি হইতে যাহাতে তোমার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে সে বিষয়ে অনেকবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোবির সন্দ্বীপে নিয়োগ হইলে গ্রাণ্ট সাহেব সে আদেশ প্রত্যাহার করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং আমার বিশ্বাস যে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টাতেই অবশেষে হাইকোর্টের সেই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। সে সকল কৃতজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু ভদ্রতার জন্যই তোমার তাঁহার নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য ; মুখে ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন নাই— শুধু দেখা করিলেই সে কার্য্য হইবে।"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর পুস্তিকা—অন্ন হইতে প্রাণের পোষণ—জীব হইতে জীবোৎপত্তি—৺রাধানাথ রায়—বুদ্ধগয়ার মন্দির - তৃতীয় পুত্রের প্রথমা কন্যার শৈশবে গল্প-রচনার শিক্ষা—ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে উদ্যমের একান্ত প্রয়োজনীয়তা—বেহার লাইট হর্স—লীলবারদিগের উদ্যমে উদ্যমে শ্রীবৃদ্ধি—এডুকেশন গেজেট রক্ষা করিবার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যবস্থা—আমার জীবনের ইতিহাস—হিউম ও স্পাইনোজা—বর্ত্তমান ভারতে কর্ম্মের প্রাধান্য—১৮৮১ অব্দের ঘটনাবলীর স্মরণ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ—অ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচক সভার সদস্য এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীয়ান নিয়োগের জন্য ক্রফট সাহেবের পরামর্শ-জিজ্ঞাসা—(এডুকেশন কমিশনে ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব একটী ভোটের জন্য মঞ্জুর হওয়ায় ক্রফট সাহেবের ভূদেববাবুর সাহায্যে পনরায় বিবেচনার জন্য এডুকশন কমিশনের জন্য চেষ্টা)—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ—উমেশচন্দ্রের বিবাহ—এডুকেশন গেজেটের পত্র-প্রেরক হিসাবে ৺রামোত্তম ঘোষকে মান্দ্রাজে প্রেরণ—ইলচোবা ল-পরিদর্শন।

১।১০।৮১ বেলা ১০টার সময় কলিকাতা পৌছিলাম। বিকাল ২॥০ টার ট্রেণের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। * * * আমার ওজন ২মণ ১০সের হইল। ট্রেণে ব্যোমকেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে বিলাত যাইবে মনস্থ করিয়াছে। শেমেটিক জাতীয় লোকদিগের মধ্যে নাটকের উন্নতি হয় নাই কেন? উহাদের প্রতিরূপ দ্বারা ভাব-প্রকাশের নৈসর্গিক শক্তির অভাব কারণ? যাহা তাঁহাদের ঘোর একেশ্বর-বাদে প্রকাশিত—ঐ একেশ্বরবাদ তাঁহাদগকে প্রত্যক্ষ কোন চিহ্ন রাখিয়া পূজা করিতে দেয় না।

১২।১০।৮১ কলিকাতা রিভিউ পত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক প্রবন্ধটী সকলের পড়া উচিত।

১৪।১০।৮১ রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

১৫।১০।৮১ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তিকা পড়িয়া আমার মনে হয় যে বেদে প্রজাপতির মেধা হওয়ার বিষয় যাহা উল্লেখ আছে ও মানবজাতির জন্য খৃষ্টের প্রাণ-দান এই দুইটি উপাখ্যান অন্ন হইতে জীবের প্রাণ-রক্ষার রহস্য সূচিত করে।*

১৬।১০।৮১ রাধানাথকে গোবির সহিত কলিকাতায় † পাঠাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, বঙ্কিম, রাধিকা, হেমচন্দ্র ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্যের সহিত পরিচয় করান হইল।

১৭।১০।৮১ ব্রহ্মমোহন মল্লিকের সহিত রাধানাথকে হুগলী কলেজ দেখিতে ও রেভারেণ্ড লালবিহারী দের সহিত পরিচিত হইতে পাঠান হইল।

২৪।১০।৮১ কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে থাকিয়া মফঃস্বলের

---

* ভূদেব বাবু অনেক সময়ে অনেককে বলিয়াছিলেন যে চৈতন্য-অধ্যুষিত জীব শরীরে দুই বিস্ময়পূর্ণ রহস্যের কথা আছে—প্রথম কিরূপে অন্ন হইতে প্রাণের পোষণ হয়, দ্বিতীয় কিরূপে এক জীব হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হয়। প্রথমটীর সম্বন্ধে হিন্দু জঠর মধ্যে জগৎপোষক বিষ্ণুর স্থাপনা ও চিন্তা করিয়া অন্ন গ্রহণ করে এবং অন্নবৈ প্রজাপতিঃ বলে। দ্বিতীয়টী পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের চিন্তা করিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করে। উহাই সৃষ্টির প্রতিরূপ।

† রাধানাথ রায় উড়িষ্যার জয়েণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও সৌজন্যের জন্য ভূদেব বাবু তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি চুঁচুড়ার বাড়ীতে ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ভূদেব বাবু কয়েক দিন তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া বিশেষ যত্ন করেন ও তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির সুবিধা দিবার জন্য তৎকালে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ-লাভ-কারী প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

ভূস্বামীদিগের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্রাদির অনেক কুশিক্ষা হয়—এই কথা সাধারণে আন্দোলন হওয়ায় ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে নানা প্রলোভনের স্থান কলিকাতায় সকলকে একত্র করা যুক্তিযুক্ত নহে, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার পরই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ভূস্বামী (ওয়াড) দিগের স্ব স্ব জিলা বা বিভাগেই রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

২৮।১০।৮১ বেহারের নর্ম্মাল স্কুল প্রভৃতি দেখাইবার জন্য রাধানাথকে বাঁকিপুরে আনিলাম।

২৯।১০।৮১ শিবনাথ বাঁকিপুরে আসিয়া আমাকে বলে যে গোবি স্বতঃই মানকর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষাতাদি করিয়াছিল। গোবি সর্ব্বদাই অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যসম্বন্ধে চিন্তাশীল।

৩০।১০।৮১ সামাজিক প্রবন্ধ তৃতীয় পরিচ্ছেদ লিখিতেছি।

৩।১১।৮১ রাধানাথকে শোণপুর মেল্লা দেখিতে পাঠাইলাম।

৪।১১।৮১ শুনিলাম একজন ইউরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্কিট হাউস দখল করিয়া আছেন। অপর একজন ইউরোপীয় ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নাম পথে শুনিলাম। ইহাঁদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে দেশীয়েরা অনেক-গুলি ভাল চাকরী হারাইবে।

৫।১১।৮১ কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' (হিষ্ট্রী অফ দি ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন) শেষ করিলাম। এককালে ইহাকে যত উচ্চ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল এবারে তাহা বোধ হইল না। ইহার 'সকল বিষয়েই' বিদ্রূপের ধরণটা প্রীতিকর নহে। বুদ্ধ-গয়ায় গিয়া দেখিলাম, প্রাচীন মন্দিরটীর পূর্ণভাবে সংস্কার হইতেছে। *

* এই মেরামতের কার্য্যটী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উত্তীর্ণ আর্ম্মানী ছাত্র মিঃ বেগলারের শ্রদ্ধায় যত্নে এবং শিক্ষাগুণে অত্যুৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন হইয়াছিল। মন্দিরটীর

১৪।১১।৮১ কলিকাতায় আসিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বেলি ও মেকলে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বঙ্কিমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে এক্ষণে অ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী।

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসামের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া যখন হুগলীতে আসেন, তখন ছয় মাসকাল এই বেগলার সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বলিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতেন। এই টাকা লওয়া উচিত কি না ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "কোন ভাল লোকের ভালবাসা উপেক্ষা করিও না।" বেগলার সাহেব রাণাঘাটে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক-সংগ্রহ অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। পুস্তকগুলি কীটাদি হইতে রক্ষার জন্য তিনি বড় বালটীতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে একবার করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করেন।

১৬।১১।৮১ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন ঃ—"আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার কন্যা (১) * * *

পলস্তারা (বহির্লেপ) প্রায় সমস্ত খসিয়া গিয়াছিল। এবং উপরের একদিকে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যেখানে যতটুকু পলকার উপর কাজ দেখিতে পাইয়াছিলেন স্বহস্তে তাহার ছাঁচ তুলিয়া লইয়া সেগুলি কিরূপ ছিল তাহার ঠিকানা করেন। ফলতঃ মন্দিরটী প্রাচীনকালে যেরূপ ছিল ঠিক সেইভাবেই উহাকে পুনঃসংস্কৃত করা হইয়াছে। লাট কার্জ্জনের সময় হইতে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যে সকল ইউরোপায় ইঞ্জিনিয়ার ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কার-কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এরূপ সহৃদয়তা দেখাইতে পারেন নাই। অতুল হর্ম্ম্য সকলের মধ্যে তাঁহাদের প্রীতি পরিশূন্য সংস্কারের ভাব। চক্ষুর কষ্টদায়ক। অনেকেরই মনে হইয়াছে তাজমহলের মেরামত এই আম্মানী বংশীয় বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

(১) এই কন্যা ভূদেব বাবুর দ্বারা শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন। ইন্দিরা দেবী নামে তাঁহার 'স্পর্শমণি', 'নির্ম্মলা', 'সৌধ রহস্য', 'কেতকী' 'স্রোতের গতি' 'পরাজিতা' ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উপরিউক্ত ঘটনার সময় তাঁহার বয়স ২॥০ বৎসর মাত্র। ভূদেববাবু ঐ নাতিনীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লইয়া আলোচনা করিতেন এবং নাতিনীকেও একটু

দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'দাদাবাবু! আমার একটী ছেলে ও একটী মেয়ে হইয়াছে!' সুতরাং তুমি এর মধ্যে মাতামহ হইয়াছ; আমি প্রমাতামহ হইয়াছি এবং তোমার কন্যা বিনা... জীবনের এবং সন্তান-প্রসবের কোন প্রকার কষ্ট ভোগ না করিয়াই দুইটী সন্তানের জননী হইয়াছে! তুমি এই সংবাদে একান্ত কৃতজ্ঞ হইয়া নোয়াখালি হইতে 'রেহাই' পাইবা মাত্র তোমার বন্ধুদিগকে ... খাওয়াইয়া চলিয়া আসিবে।"

এই সময় কোন ব্যক্তি হরিতকী বাগানের জমি খরিদ করিবার মানসে ভূদেব বাবুকে লেখেন, "আপনি হরিতকী বাগানে ... বাটী নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না এবং ঐ জমি ... পতিত জমির ন্যায় রহিয়াছে। সমস্ত জমিটা যদি বিক্রয় করিয়া ফেলেন ... হইলে ভাল দামে ২৫০৲ টাকা কাঠায় আমাকে বিক্রয় করিতে পারেন।" এই পত্রের উপর ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন, "গোবিন্দ, পত্র-লেখকের কথাগুলি প্রকৃত ... আমাদের কলিকাতা সম্পত্তির ব্যবস্থার উপর কেমন তীব্র বিদ্রূপ ... দাঁড়াইয়াছে!! তাঁহাকে উত্তর দাও যে ঐ জমি বিক্রয়ে আমাদের অভিলাষ নাই।"

১৬।১১।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন:— "উমেশ তাহার বাটী শ্রীশ্রী৺পূজার পালা পড়ায় নোয়াখালি হইতে চলিয়া আসিয়াছে ও অদ্য সকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে মুকুন্দ নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করে না ও মধ্যে মধ্যে

বানাইয়া বলিতে উৎসাহ দিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন;—একটী মাটির ঢেলা এবং একটী গাছের পাতার ভাব ছিল। বৃষ্টি হইলে পাতাটী ঢেলাটীর উপর চাপা দিত; এবং ঝড় উঠিলে ঢেলাটী পাতাটীর উপর চাপিয়া বসিত। মেয়েটীকে তার পাঁচ বৎসর বয়সে ঐ গল্পটী শেষ করিতে বলায় বলে এ গল্প ভাল হইবে না। ঝড় বৃষ্টি একসঙ্গে হইলে পাতা উড়িয়া এবং ঢেলা গলিয়া যাইবে।

কয়েক ঘণ্টা করিয়া সময় দাবা ও তাস খেলায় নষ্ট করে। আমি তাহাকে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে ও সময়ের অপব্যবহার বারণ করিয়া পত্র দিয়াছি। গোবির পদানুসরণে মুকুন্দর কেবল তাহার পিতার সহিতই দাবা খেলা উচিত। আমার স্থির বিশ্বাস যে গোবি যার তার সহিত খেলা করে না। গোবি ও মুকুন্দ অন্য লোকের সহিত খেলিতে অভ্যাস করিলে তাহাদের পিতার সহিত খেলার অধিকার রক্ষা করা হয় না। মুকুন্দ সম্বন্ধে উমেশের নিকট যেরূপ শুনিলাম তাহাতে আমার মনে হয় যে সে আমাদের আশা ভঙ্গ করিবে না। সে তাহার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য দৃঢ়তা ও বিশুদ্ধতার দ্বারা নিজের ও অন্যের উপকারে লাগিবে। তাহার সংস্পর্শে নোয়াখালির অনেকে মদ খাওয়া ছাড়িয়াছেন।”

ভূদেব বাবু বেহারে স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে ১৭।১১।৮১ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

“আমি তোমাকে কল্য একখানি পত্র লিখিয়াছি কিন্তু মনুসংহিতা ও স্পাইনোজা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক সঙ্গে না থাকায় ও আহার প্রস্তুতের বিলম্ব থাকায় এই অবসরে তোমাকে আজও পত্র লিখিতেছি ;—

“ ** আমার মনে হয় জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা এই যে মানুষ সৎ ন্যায়পর সহৃদয় মিতাচারী মিতব্যয়ী ও সাবধানী হইলেই তাহার মঙ্গল হয়। তাহা যদি হইত তাহা হইলে হিন্দু জাতির কোন অনিষ্ট হইত না। ইউরোপীয়গণের মধ্যে কতকটা হিন্দুদিগের গুণ আছে ও যথেষ্ট উদ্যম থাকায় তাহারা সহজেই হিন্দু জাতিকে পদদলিত করিতেছে। তুমি যে সমস্ত কার্য্যে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছ তাহা ভাল নয়। আজ তোমার চারিটী কন্যা-সন্তান মাত্র হইয়াছে, সেই জন্য মনে করিতেছ যে তোমার আর বিশেষ উদ্যম বা চেষ্টার

প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার ঐ চারিটী কন্যা যদি পুত্র-সন্তান হইত তাহা হইলে ঐরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতে কি ?"*

১৯।১১।৮১ তারিখে ভূদেব বাবু মোতিহারি হইতে ৺গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"গত সন্ধ্যার সময় ছোটলাট সাহেবের আগমনের জন্য প্রস্তুত লতা-পত্র-বিমণ্ডিত তোরণের নিকট অপেক্ষা করিতে করিতে আমি একটী সম্ভ্রমাকর্ষক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। ছোটলাট সাহেবের ফিটনের চারিদিকেই বহু সংখ্যক ইউরোপীয় অশ্বারোহী দেখিলাম; উঁহারা সকলেই নীলকর এবং স্বেচ্ছা-সেবক (ভলন্টিয়ার) সৈন্য-দলে নাম লিখাইয়াছিলেন এবং উহাদের বেশভূষা অস্ত্র-শস্ত্র ধরণ-ধারণ সম্পূর্ণ শিক্ষিত সাধারণ সৈন্যদলের ন্যায়। কি সুন্দর ভাবেই তাহারা অস্ত্র পরিচালনা করিতেছিল, কিরূপ সরল ভাবে তাহারা জিনের উপর সোজা বসিয়াছিল এবং কিরূপ নিয়মিত ভাবে অথচ কিরূপ দ্রুতবেগে তাহারা সঞ্চরণশীল অশ্বারূঢ় ভাস্কর মূর্ত্তির ন্যায় তোরণ পার হইয়া গেল !

আমি দেখিলাম এবং বুঝিলাম যে ছোটলাট সাহেবের মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বোধ হইতেছিল যে তিনি স্বজনের মধ্যে রহিয়াছেন; তাঁহার প্রথম বয়সে তিনি যাহাদের প্রতি কতকটা বিরূপতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের দ্বারা এরূপ সমাদৃত ও অভ্যর্থিত হওয়ায় তিনি নিজের ভিতরে গৌরব অনুভব করিতেছিলেন ;

* ৺গোবিন্দদেব বাবুর প্রথম-জাত পুত্রটীর মৃত্যু হওয়ার পর উপর্য্যুপরি চারিটী কন্যা সন্তান হইয়াছিল। ৺ ভূদেববাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধে 'জেয়াঁচ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"আমাদিগের মধ্যে যে ঔদাসীন্য, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অধ্যবসায় হীনতা দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতম কারণ আমাদিগের প্রথমজাত সন্তানগুলির অকাল মৃত্যুর প্রাচুর্য্য।"

তাঁহার এদেশের সহিত সম্পর্ক আর এক বৎসর মাত্র থাকিবে এবং স্বতঃই তাঁহার মনে নিজের জন্মভূমির দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ফিরিতেছে। এইরূপে স্বজাতীয়দিগের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় তাঁহার মনে যে আনন্দ হইতেছে—তাহা অদূর ভবিষ্যতের সহিত সংশ্লিষ্ট—অতীতের স্মৃতির সহিত বিজড়িত নহে। এই সকল হইতে আমার মনে হইতেছে যে তিনি এদেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালী তাহাদের নিজস্ব ছোটলাট ইডেনকে হারাইবে! আমি ইহা দোষ ধরিবার জন্য বলিতেছি না। এরূপ অবস্থায় ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অপর জাতীয়ের সহিত বন্ধুত্ব ও প্রণয় কিরূপ অন্তঃসারশূন্য তাহা বুঝিয়া এবং আমার জন্মভূমির বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া এই ঘটনায় আমার একটু দুঃখ হইয়াছে। লোকে উদার-হৃদয়তা এবং সার্ব্বভৌমিক প্রীতির কথা বলে এবং কোন মতের অনুচরগণ মনে করেন যে মনুষ্য জাতিকে একটী দেবীরূপে পূজা করা যাইতে পারে—কিন্তু বস্তুতঃ সমুদায় ব্যক্তিগণও সংসর্গ সম্বন্ধীয় নিয়মের অধীন (সবজেক্ট টু দি লজ অফ অ্যাসোসিয়েসন)। তাঁহারাও বাল্যকালের ও যৌবনের পরিচিত বস্তু এবং বিষয়ে যেরূপ প্রীতি অনুভব করিতে পারেন অধিক বয়সের পরিচিত বস্তু এবং বিষয়ে সেরূপ প্রগাঢ় স্থায়ী প্রীতি পোষণ করিতে পারেন না। কিন্তু এই নীলকরদিগের সম্বন্ধে আমার মনে এখন কি হইতেছে? আমি তাহাদের অত্যাচার এবং দুষ্কর্ম্মের কথা যথেষ্ট শুনিয়াছি বটে, তথাপি এইভাবে তাহাদের একজন প্রকৃত সৎ এবং উদার-হৃদয় স্বজনকে ফিরিয়া লইতে পারায় তাহাদের শক্তির সম্মাননা করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। এই সকল লোক এক লক্ষ্য হইয়া যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার দ্বারায় তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করে তাহা কি উহাদের "প্রাপ্য" নহে? উহারা বাষ্পীয়

পোতের ন্যায় স্রোতে কতকটা প্রতিকূলেও চলে, আমরা স্রোতের মুখে নিশ্চেষ্টভাবে ভাসিয়া যাই। ইহাতেই উহারা বড়। লাট সাহেবের গাড়ীর সম্মুখে এবং পশ্চাতে যে অশ্বারোহীদল যাইতেছে তাহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে যাব-জ্জীবন সৈনিক বৃত্তির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতে ছিল না! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল লোক বড় বড় জমীদারীর 'ম্যানেজার', সুবিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ড সকলের আবাদকারী এবং লক্ষ লক্ষপতি ব্যবসায়ী। এই সকল লোকের আবাস-বাটী রাজ-প্রাসাদ-তুল্য; ইহাদের ভৃত্যবর্গের সংখ্যা শতাধিক; তাহাদের গোমহিষাদি শত শত এবং অত্যুৎকৃষ্ট; তাহাদের উৎকৃষ্ট কর্ষণ-যন্ত্র সকল চক্রের উপর চালিত এবং পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে আনীত; তাহাদের রাস্তাগুলি ভিন্ন জেলার মধ্যে ভাল রাস্তাই নাই। এই সকল লোকের ভিতরে প্রকৃত জীবনী-শক্তি আছে। ইহা শুধুই তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষে প্রস্তুত নহে, তাহাদের মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের বলেও ঘটিতেছে।—আর "আমরা" শুধুই ভাসিয়া যাইতেছি!!"

ভূদেব বাবু ২৩।১১।৮১ তারিখে মথুরাপুরা হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন:—

"আমি ছাপরা জিলার দূরবর্ত্তী গ্রাম্য অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে অফিসের হেড ক্লার্ক নবকুমার বাবুকে বলিয়াছিলাম, এখানে ডাকের বন্দোবস্ত ভাল নহে এজন্য সে-কয়েকদিন যেন পত্রাদি না পাঠান। তাহাতে তোমাদের কোন পত্র আমি এক সপ্তাহের উপর পাই নাই। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে আমার মনে যেরূপ চাঞ্চল্য হইত তাহা এবারে হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে তোমাদিগের সকলকে এতবার "স্বপ্নে" দেখিয়াছি যে চিত্তের শান্তির জন্য আরও কতকটা বন্ধন-মুক্তির প্রয়োজন সুস্পষ্ট

রহিয়াছে। আমি ভরসা করি, অনতিকাল মধ্যে আরও কতকটা তাহা পাইব। জানিলাম যে নোয়াখালিতে মুকুন্দুর কার্য্যভার লইবার জন্য নূতন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় প্রেরিত হইয়াছেন। মুকুন্দুকে দেখিবার জন্য ও বিগত ১৩ মাসের প্রবাস-বাস তাহাকে জীবন-সংগ্রামের জন্য কিরূপ প্রস্তুত করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য মন উৎসুক হইয়াছে বটে; কিন্তু আমার চিত্ত স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতেছি এবং তুমি মুকুন্দু ও আমার অপর সকল প্রিয়জন পৃথিবীতে আছ—আমি যেন তাহাতে নাই—এইভাবে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিতেছি। আমার আমার মনে শান্তি আছে এবং শান্তিলাভের জন্য অবসরও আমার আছে। আমার মনের ভাব এরূপ হয় নাই যে আমি যাহাদের ভালবাসি তাহারা সকলে অযোগ্য। প্রত্যুত আমার মনে হয় যে তাহারা প্রার্থিত সকল সুখ পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার জীবনের ইতিহাসটা কি?—অপার স্নেহশীলা মাতা—গভীর চিন্তাশীল ও অনন্য-সাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতা, প্রেমময়ী পত্নী এবং সন্তানসন্ততি। ইহাতে আমার হৃদয়কে কোমল, সরস ও স্নেহ-প্রবণ রাখিয়াছে। আমার পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা এরূপ হইয়াছে যে আমার অন্তরে বিচার-শক্তিই সর্ব্ব-প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমি অনেক এবং গভীর শোক পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমি অভিভূত হই নাই। সময় আসিলে অবিচলিতভাবে প্রীতিভাজনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিব।"

মোতিহারী হইতে এক পত্র (২১।১১।১৮৮১) ভূদেব বাবু ৺গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন:—

"আমার এক্ষণে কোম্পানীর কাগজ (কতক শতকরা বার্ষিক ৪॥০ এবং ৪৲ সুদী) ৮৯৪০০৲ টাকাব আছে। ধার দেওয়া ৯৩০০৲ ও ব্যাঙ্ক শেয়ারে ৯০০০৲ মোট ১০৭৭০০৲ আছে। বাড়ী এবং জমিতে

৭২০০০৲।* আমি ইচ্ছা করি যে আমার দুই কন্যাকে এবং ভগ্নীকে মাসিক কিছু কিছু দিবার ব্যবস্থা রাখিয়া ঐ সকল সম্পত্তি সমান অংশে তোমাকে এবং মুকুন্দকে ভাগ করিয়া দিব। তন্মধ্যে চুঁচুড়ার ৺গঙ্গাতীরের বাড়ী, হুগলীর চকের বাড়ী আয়মার বাগান তোমার অংশে থাকিবে। এ সকলের মূল্যাদি বিষয়ে আমার ভ্রম থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পত্র আমাকে ফেরং দিও। প্রয়োজন বোধ হইলে মুকুন্দর সহিতও পরামর্শ করিতে পার। এডুকেশন গেজেট এবং বুধোদয় প্রেস সম্বন্ধে এখন কিছু লিখিলাম না। আমি নিজের পেন্‌সনের উপর নির্ভর করিয়া পড়াশুনা লইয়া থাকিব এবং সময় সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাইব এইরূপ মনে করিয়াছি।'' এই পত্রের উপর ৺গোবিন্দদেব বাবুর হস্তে পেনসিলে লেখা বাড়ীর এবং জমির মূল্য সম্বন্ধে একটু একটু সংশোধন করা আছে।

১৮৮২ অব্দের ৩০শে এপ্রিল ভূদেব বাবু যে উইলে দস্তখত করেন তাহাতে পুত্রদিগের প্রত্যেককে ৪৫, ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিবার কথা আছে। সেই সময়ে অপর একখানি কাগজে লিখিয়াছিলেন যে পুত্রদিগকে যাহা দিবেন স্থির করিয়া উইলে লিখিয়াছেন তদ্ভিন্ন ২০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ এডুকেশন গেজেট বুধোদয় যন্ত্র এবং তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি আছে ; কোম্পানির কাগজের টাকা সংবাদপত্র এবং ছাপাখানা ও পুস্তকাদি পুত্রদ্বয়ই পাইবেন—কিন্তু সর্ত্ত থাকিবে যে :—

* এই তালিকায় কলিকাতার হরিতকী বাগান লেনের ১৪ কাঠা জমির মূল্য ৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল অর্থাৎ ৫০০ টাকা কাঠা। ১৮৫৩ অব্দে ইহার মধ্যে ১০ কাঠা ৭০ টাকা কাঠায় খরিদ হইয়াছিল ! এক্ষণে [১৯২১] ঐ জমির মূল্য ৫০০০৲ টাকা কাঠাও মনে করা চলে।

(১) এডুকেশন গেজেটকে রক্ষা করিতে হইবে।*

(২) যদি ঐ মূলধনের সুদ হইতে এবং প্রেসের এবং পুস্তকের আয় হইতে কাগজটীকে রক্ষা করা না যায় তাহা হইলে দুই বৎসর ক্ষতি স্বীকারের পর কাগজটী উঠাইয়া দিয়া প্রেসটী বিক্রীত হইতে পারিবে এবং ঐ মোট মূলধন হইতে তাঁহার পিতার, মাতার, তাঁহার নিজের এবং পত্নীর নামে চারিটী স্কলারশিপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যাহারা কোন স্কলারশিপ না পায়, তাহাদের মধ্যে যাহাদের সর্ব্বোচ্চ নম্বর হইবে তাহাদিগকে দিতে হইবে; তাঁহার পিতার নামেরটী উহাদের মধ্যে যাহার সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর, সেই পাইবে।

২২।১১।৮১ মতিহারী স্কুল, সংস্কৃত পাঠশালা ধর্ম্মসমাজ পরিদর্শন করিলাম।

২৩।১১।৮১ স্বপ্নে দেখিলাম যে তুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বত পার হইতেছি।

* ভূদেব বাবু তাঁহার "গৃহ-কথায়" ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ লিখিয়াছিলেন :—আমার বংশে চিরকাল শ্রীশ্রীসরস্বতীর সেবা প্রবলতর থাকে এই মুখ্য উদ্দেশ্যে আমি এডুকেশন গেজেট রক্ষা এবং একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনের উপায় করিলাম। (১২৯১ সালের ৫ই বৈশাখ ১৭।৪।১৮৮৯—বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়।) পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার পর আমার যতগুলি কোম্পানির কাগজ জমিয়াছে এবং আমায় বুধোদয় যন্ত্র এবং স্বপ্রণীত পুস্তকাদির উপস্বত্ব সমুদয় এডুকেশন গেজেট এবং চতুষ্পাঠী রক্ষার নিমিত্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম। একটী হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা রহিল। [সেপটেম্বর ১৮৮৯ হোমিওপ্যাথি এবং ফেব্রুয়ারী ১৮৯০ আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ভেষজালয় খোলা হইয়াছিল।] এডুকেশন গেজেটের রক্ষার জন্য ১৮৯৪ অব্দে রেজেষ্টারী বিশ্বনাথ ফণ্ডের মূল দলিলে যে ৮০০ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে। তাহাতে যেন ঐ ২০,০০০ টাকার ৪৲ সুদী কাগজের দ্বারা ঠিক ঐ ৮০০ সাহায্যের কল্পনার চিহ্ন দেখা যায়।

১৮৮২ অব্দের উইল রদ করিয়া ভূদেব বাবু ১৮৯৪ অব্দে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যার্থ বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের যে দলিল রেজেষ্টারী করেন তাহাতে এডুকেশন গেজেট ও ছাপাখানা ঐ ট্রষ্ট ফণ্ডকে দান করিয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেট রক্ষার জন্য

২৫।১১।৮১ "স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবশ্য প্রতিপাল্য কতকগুলি বিধি" সম্বন্ধে গোবিকে লিখিলাম।*

২৬।১১।৮১ পারিবারিক প্রবন্ধের জন্য 'চিরকুমার' প্রবন্ধটী লিখিলাম। পরমানন্দ আমার খরচায় বইখানি হিন্দীতে তর্জ্জমা করিবেন'।†

২৫।১১।৮১ এবং ২৬।১১।৮১ ভূদেব বাবু হুগলী হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"পোলকের লিখিত 'স্পিনোজা' যাহা বাটী হইতে আনিয়াছিলাম তাহা পড়া শেষ হইয়াছে। হক্সলি লিখিত 'হিউম' ও ড্রেপার লিখিত 'কনফ্লিক্ট অফ রিলিজন' যেমন তোমাকে পড়াইয়াছিলাম এখানি সেইরূপ পড়িবার জন্য বলিতেছি না। সে দুইখানি পুস্তকের প্রথমটীতে ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়াও নিজেদের দর্শন-বিজ্ঞান শিখিবার একটু সুবিধা হয়। দ্বিতীয়টীতে অনেক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সুসন্নিবেশিত আছে। স্পিনোজার কথা তোমার কতকটা অস্পষ্ট বোধ হইবে। প্রায় ২০০ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপ তাঁহার উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অবধৌতিক বিশ্বাস মাত্র (মিষ্টিসিজম) মাত্র বলিয়া রাখিয়াছে। "মিষ্টিসিজম" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে একটী প্রধান মৌলিক ভ্রম অনেকে করে। আমার বিশ্বাস তোমারও সেই ভ্রম আছে। লা মার্টিন বলেন সহজ কথা ঘুরাইয়া বলার নাম

তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা আছে। ভূদেব বাবুর প্রণীত পুস্তকগুলির স্বত্ব তাঁহার সকল উত্তরাধিকারী একযোগে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডকে অর্পণ করিয়াছেন এবং ট্রষ্ট ফণ্ড সমিতি তাঁহাদের উনপঞ্চাশৎ অধিবেশনে [৬।১১।১৯১১] ঐ দান গ্রহণ করিয়া এডুকেশন গেজেট রক্ষার জন্যই তাহার ব্যবহার করিতেছেন।

* এই চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ পারিবারিক প্রবন্ধের "শয়ন এবং নিদ্রা" প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে যে সকল উপদেশ আছে তাহাই লিখিত ছিল।

† ঐ সময়ে পারিবারিক প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ হয় নাই। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা ১৯১৭ অব্দে প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়।

"মিষ্টিসিজম"। মিষ্টিসিজম শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে তোমাকে কল্পনা শক্তির প্রসারণ করিতে হইবে—মনে করিতে হইবে যে এ জগতে এরূপ লোক আছেন যিনি সম্পূর্ণ যুক্তি ও বিচার দ্বারা মনকে শিক্ষিত করিয়াও 'নবজাত শিশুর' ন্যায় মনের অকপট পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ—যাঁহাদের নিকট কিছুই সাধারণ নয়—সকল সৃষ্ট পদার্থই অবর্ণনীয় বিস্ময়ের উপাদান। এইরূপ লোকই দর্শন-বিজ্ঞানে 'মিষ্টিক' নামে অভিহিত। হিউম কেবলমাত্র সংশয়বাদী নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। হিউমের দর্শন বিজ্ঞানের প্রকৃত মূল উদ্ভাবনকারী স্পিনোজা স্বীয় প্রকৃতির গুণে এবং পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের শিক্ষানুযায়ী একান্ত বিশ্বাসপ্রবণ ছিলেন।

কোন বুদ্ধি-বৃত্তি-বিশিষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন বা চৈতন্য-স্বরূপ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পিনোজা বিশ্বাস করিতেন না ও করিতে পারিতেন না। উক্ত 'চৈতন্য' শব্দ তিনি কোথাও ব্যবহার করেন নাই। তাহা তাঁহার সময়ে প্রচলন ছিল না। স্পিনোজা শেষ কারণ (ফাইনাল কজ) বা বাস্তব জগতে অলৌকিকত্বের আরোপে (মিরাকেল) বিশ্বাস করিতেন না; বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ঈশ্বর-(থিওলজী)-বাদীদিগের মতের খণ্ডনে ও ব্যবহারিক জগতে কোন অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে তাহার বিরোধে হিউম যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই সব যুক্তি বহু পূর্ব্বেই স্পিনোজা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি সংশয়বাদী নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তিনি "সত্ত্বা" বা অস্তিত্বে (বিইং) বিশ্বাস করিতেন। সর্ব্বত্র এই সংভাব বা অস্তিত্ব তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের উপাদান—ইহাই তঁহার ঈশ্বর। ব্রাহ্মণসন্তান তুমি—পুরুষানুক্রমিক উচ্চ বিদ্বান ব্রাহ্মণকুলে জন্ম তোমার—তোমার পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু বুঝিয়া থাকিলেও তুমি

বিশেষ সাবধান হইও, যেন ইহার সহিত 'মায়াতত্ত্ব' (অর্থাৎ সেই অনির্ব্বচনীয় মূল সনাতন সৎ ভিন্ন অপর সকলই মায়া) বৈদান্তিকদিগের এই মায়াবাদ মিশাইয়া ফেলিও না। মানুষের নিজের কল্পনাপ্রসূত মায়া ব্যতীত অপর কোন মায়া বা ভ্রান্তি স্পিনোজা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে উক্ত কল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে উহা স্মৃতি এবং প্রত্যাশারূপিনী বিশেষ স্মৃতি হইতে উদ্ভূত।

স্পিনোজার মনে বাস্তব জগৎ মিথ্যা বা মায়া নহে। সতের ন্যায় বস্তুজগতেরও অস্তিত্ব প্রকৃত। প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি উক্ত বস্তুজগতের অস্তিত্বের রূপান্তর ও বিকাশ মাত্র। ঘটনা (ফিনোমেনা) গুলির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে ; উহা বেদান্তবাদীদিগের ন্যায় কেবল মায়া বা কল্পনা-প্রসূত নহে। ইহাই স্পিনোজার ধর্ম্ম-তত্ত্ব—আমার মতে ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। তুমি আমার নিকট অনেকবার শুনিয়াছ যে বৈদান্তিকদিগের মায়াবাদ পরবর্ত্তী টীকাকারদিগের ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত। তাঁহার সময়ে স্পিনোজাকে লোক নাস্তিক বলিত। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট জর্ম্মণকবিতা—গেটীর লেখা, সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজার দর্শনসূত্রে প্রতিষ্ঠিত। জর্ম্মণদিগের অতীন্দ্রিয় দর্শনসূত্র সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রমূলক বলিয়া আমার যে ধারণা ছিল তাহা ঠিক নহে। উহার প্রকৃত ভিত্তি স্পিনোজার পুস্তকাবলী।

স্পিনোজার 'নীতিসূত্র' তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুস্তক। মানবহৃদয়ের তীব্র প্রবৃত্তিগুলির মৌলিক কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা লিখিয়া পরে তাহাদিগকে কিরূপে মানব স্ববশে রাখিতে পারে সে বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। স্পিনোজা উপসংহারে এই মহৎ সত্য বাক্য বলিয়াছেন যে মানব কেবল যুক্তি দ্বারা স্বীয় আবেগময়ী তীব্র প্রবৃত্তিগুলিকে বশে রাখিতে পারে না, কিন্তু নিজের অন্তরে একটি প্রধান প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সেই শক্তিতে অন্যগুলিকে সংযত রাখিতে পারে। স্পিনোজার

মতে সনাতন নিত্য বিবেকসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমই এই প্রধান প্রবৃত্তি হওয়া উচিত।

উক্ত বিবেকসিদ্ধ ঈশ্বর প্রেমরূপ প্রধান প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে (১) চিন্তাশীলতার সহিত প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধান ; (২) কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করার অভ্যাস—এই দুইটী তথ্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

স্পিনোজা অবিবাহিত নিঃসঙ্গ বিশুদ্ধ ইহুদিবংশসম্ভূত থাকা বিধায় বৃহৎ ইয়ুরোপীয় সমাজের বহির্ভূত ছিলেন। নিজের প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ মত প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ইহুদী সমাজ হইতেও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রধান প্রবৃত্তির এক অংশ 'কর্ম্মেই আনন্দ' মনুষ্য-সমাজে এই ভাবের বিস্তারের ও পোষণের জন্য বিশেষ উপদেশ দেন নাই। আমাদিগের ঋষিদিগের ন্যায় ভগবৎ-চিন্তা ও অধ্যয়নকে কর্ম্মের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন। আমার মতে বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে উপযোগী বাক্য—

"চরাচরমিদং সর্ব্বং সচ্ছৃষ্টং কর্ম্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম্মং ভজেন্নিত্যং জ্ঞানোৎসাহসমন্বিতং।"

উদ্যমের অভাবই আমাদের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ।

উচ্চ প্রতিভাশালী জর্ম্মণ লেখকগণ স্পিনোজার নিকট বিশ্বের তত্ত্ব এবং ঈশ্বর-তত্ত্ব শিখিয়া তাঁহার মতের আরও প্রকৃষ্টতর ব্যাখ্যা করেন ও 'কর্ম্মকে' তাহার উপযুক্ত প্রাধান্য দান করেন। ভারতে ঋষিরাও সিদ্ধান্ত করেন যে সভক্তিক জ্ঞানই মুক্তির উপায়। কিন্তু পুরাণকারগণ একটু ভিন্ন পথে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও মত-ভেদ ছিল। কেহ কেহ শুধু প্রেমকেই প্রাধান্য দেন। তাঁহারা বলেন যে প্রেম সর্ব্বদাই প্রেমাস্পদকে পাইতে চায়—সেই জন্য মানুষও শ্রীভগবানকে নিজস্ব করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই চিন্তা হইতে তাঁহারা 'সোহং মত

অর্থাৎ শ্রীভগবানে ও মানুষে অভেদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অপর সম্প্রদায় সভক্তিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে প্রযোজ্য বিধি-নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ কালক্ষেপ না করিয়া ধ্যান দ্বারা সেই মূল প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন এবং দার্শনিকদিগের সহিত "জ্ঞানান্মোক্ষ" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। তাঁহাদের কর্ম্ম, চিন্তা, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ইত্যাদি যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানসমূহের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল এবং "আমাদের সকল কর্ম্ম সেই শ্রীভগবানেরই কর্ম্ম, কারণ আমরা তাঁহারই অংশ-স্বরূপ" এই মহাসত্যের কতকটা বিস্মরণ যেন তাঁহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

এই পতিত ঐক্যহীন জাতীর ভিতর একতার সৃষ্টি ও কর্ম্মোদ্যমের পুনরুদ্দীপন জন্য তান্ত্রিক সাধনা-প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে—'যৎ করোমি জগন্মাত-স্তদেব তব পূজনং' এই মহাসত্য এদেশে প্রকাশিত হয় নাই।

যাহা হউক আমি প্রধান বিচার্য্য বিষয়ে স্পিনোজার দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 'স্পিনোজার নীতি শাস্ত্রে এক বিষয়ে অনবধানতা দেখা যায় বলিয়া আমার মনে হইল। স্পষ্টই দেখা যায় যে ঋষিদিগের ন্যায় তাঁহারও মত, প্রবৃত্তি বা আবেগই মনুষ্য-হৃদয়ের সকল গুরুভার। ইহাই আমারও অভিমত। তবে আমার বিশ্বাস মনুষ্য হৃদয়ে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও অধিক ক্লেশকর অপর একটি ভাব আছে—যে ভাব তাহাকে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভের জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত করে—যাহার বলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়; এই প্রবৃত্তিটির নাম—"উচ্চতম আদর্শে প্রীতি"। 'মানুষ সুস্পষ্ট আদর্শ স্থির করে এবং উৎকর্ষের এরূপ উচ্চ কল্পনা করে যে তদ্রূপ উন্নতি লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহাকে বিস্ত

বিপত্তি অতিক্রম করনার্থ চেষ্টা করিতে হয়—সকল সময়েই তাহার মনে হয় যেরূপ এবং যতটা সফলতা লাভ করা উচিত ছিল তাহা হয় নাই। মনুষ্যের হৃদয়ের ইহাই গুরুভার। তাহার ইন্দ্রিয়াবেগ জন্য চাপল্যই এক-মাত্র অধিকতর কষ্টের কারণ নহে। আমাদিগের ঋষিদিগের ন্যায় স্পিনোজার মত শান্ত ভাব প্রবর্ত্তিত করে, ইহা কর্ম্মোদ্যমের ততটা পোষক নহে।

স্পিনোজা কোন স্থলে বৈরাগ্য বা অদৃষ্টবাদের স্বপক্ষে লেখেন নাই। তবে তিনি "উচ্চতম আদর্শের প্রতি প্রীতি এবং তদনুযায়ী চেষ্টাকে" —যাহা মনুষ্যের সকল প্রকার উদ্যমের কারণ হওয়া উচিত— উপযুক্ত প্রাধান্য দেন নাই। স্পিনোজা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করেন না, তিনি প্রকৃতি পারতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন (Spinoza is not a freewillist but a necessitarian)। স্পিনোজা দেখাইয়াছেন কিরূপে দায়িত্ব-জ্ঞানের বিশ্লেষণ হইতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বোধ জন্মে। স্পিনোজা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে সৎ এবং অসৎ, ন্যায় ও অন্যায় এই সকল ভাব আপেক্ষিক এবং মনুষ্য সমাজের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত। মনুষ্য সমাজ আবার মানবের পারিবারিক এবং মানসিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

যদিও স্পিনোজা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তথাপি তাঁহার মত সর্ব্বতোভাবে আধুনিক কালের ন্যায়। এইজন্য তাঁহার সম্মানার্থে ১৮৭৬ অব্দে ইয়ুরোপের সকল জাতির মনীষিবর্গ সমবেত হইয়া হেগ নগরে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা অনুপযোগী হয় নাই।"

'৩০।১১।৮১ আমার মনে হয় জেলা সকলের শিক্ষা সমিতি-গুলি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ব্যবস্থা করিবার অধিকতর ক্ষমতা পাইলে

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের পদটী উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। রাজকার্য্যে বিভিন্ন বিভাগের উপর এক একজন মুখ্য কর্ম্মচারী থাকিলে সকল শক্তিকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিতে চাহে।

৪।১২।৮১ মুকুন্দ আজ বৈকাল বেলা নোয়াখালি হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পথে চন্দ্রনাথ দেখিয়া চাটগাঁ দিয়া আসিয়াছে। এই সকল দৃশ্য বর্ণনা করিয়া একটী প্রবন্ধ তাহার লেখা উচিত। রাত্রে আমার স্বর্গীয়া পত্নীকে স্বপ্ন দেখিলাম।

৬।১২।৮১ বর্দ্ধমানাধিপতির অভিষেক ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহারাজাধিরাজ উপাধি-দান উপলক্ষ্যে ছোটলাট বাহাদুরের দরবারের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। কিন্তু আমি তথায় না গিয়া—গোবি ও মুকুন্দর কাছে রহিলাম।

৭।১২।৮১ পরিচ্ছন্নতা, চাকর প্রতিপালন, আতিথেয়তা ও পশ্বাদি পালন সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধের জন্য লিখিতে হইবে।

৯।১২।৮১ মুকুন্দ বাঁকিপুরে জয়াকে দেখিতে গেল।*

১০।১২।৮১ বেঙ্গল অফিসে গিয়াছিলাম। স্যর রিভার্স টমসন সাহেব আমার আগামী মার্চ্চ মাসে পেন্সন লইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ আরও এক বৎসর কর্ম্ম করিতে বলিলেন [ইনি তখন যে পরবর্ত্তী ছোটলাট হইবেন ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল।]

১২।১২।৮১ মুকুন্দ আজ পাটনা হইতে ফিরিল। আজই তাহার জন্মতিথি। মুকুন্দ হাওড়ায় কার্য্যভার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে সে চুঁচুড়ার বাড়ী হইতে কাছারি যাইতে পারিবে।*

* মুকুন্দ বাবু ২৯।১১।৮১ তারিখে নোয়াখালি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং ১২।১২।৮১ তারিখে হাওড়ায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নোয়াখালি হইতে হাওড়ায় বদলী হইলে ১৪ দিন আসিবার জন্য সময় 'জইনিং টাইমস' পাওয়া যাইত।

* বাবু প্রসন্নকুমার বসুর সহিত মুকুন্দ বাবুর বাকলাণ্ড সাহেবের কুঠীর দ্বারে দেখা হইলে তিনি অযাচিত সৌহার্দ্দের সহিত বলেন, "বঙ্কিম বাবু হাওড়া হইতে কলিকাতা

২৬।১২।৮১ গোবির সাহায্যে আমার উইল লেখা সমাপ্ত করিলাম। ঐ পর্য্যন্ত আমি হিসাবে দেখিলাম ২৭৯০০০৲ টাকা বেতন পাইয়াছি।

২৭।১২ ব্যোমকেশ যাহাতে এগ্রিকলচারল স্কলারশিপ—কৃষিবৃত্তি—পায়, সে সম্বন্ধে মত দিলাম।

(১৮৮১ অব্দের আগুচিন্তা)। ১৮৮১ অব্দ চলিয়া গেল। আমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়াছি। এই পৃথিবীর সহিত আমার বিচ্ছেদ বাড়িয়াই যাইতেছে। ৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও।(শ্যালক) চলিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাই তিনি ভাগিনেয়দিগের নামে উইল করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই করিয়া যান নাই।

আমার পুত্রদ্বয়কে জানাইয়া তাহাদের সম্মতি-ক্রমে আমি আমার উইল করিয়াছি।

এই বৎসর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কি কি করিলেন? ইউরেসীয়দিগের শিক্ষা ও কর্ম্ম-প্রাপ্তি-বৃদ্ধির জন্য সবিশেষ চেষ্টা হইতেছে। স্বায়ত্ব-শাসনের বিধান বাহির হইয়াছে। দেশীয় সম্বাদপত্র সম্বন্ধে আইন রদ করা হইল। এই আইনটী উঠানো গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি-সূত্রের কোন পরিবর্ত্তন বুঝায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অনাবশ্যক ছিল। উঠাইয়া লওয়ায় ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হইল না।

যাইতে পারে না, সাহেবের এমনি কড়া হুকুম। কিন্তু তাঁহার উপর নির্ভর করিলে বাকলাণ্ড সাহেব একেবারেই গলিয়া যান। যদি বলে,'আপনি কর্ম্মচারীদের হাবড়া ছাড়িয়া যাওয়া পছন্দ করেন না এখানে আসিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি যে আজ রাত্রে কাহারও বাসায় থাকিব, চুঁচুড়ায় টেলিগ্রাফ করিলে কাল সেখান হইতে লোকজন আসিয়া আমার বাসা ঠিক করিয়া দিবে।' তাহা হইলে সাহেব বিশেষ তুষ্ট হইবেন। আমি তাঁহার লোক, তাঁহাকে বেশ চিনি।"

প্রসন্নবাবুর কথামত যত কার্য্য করায় বাকলাণ্ড সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনমাস পর্য্যন্ত চুঁচুড়া হইতে যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছিলেন।

আমার স্বদেশবাসীদিগের স্থায়ী উপকার হইতে পারে এরূপ কোন্ কার্য্য আমি করিতে পারি ? তাহাই এখন চিন্তনীয় বিষয়।

২।১।৮২ রাধিকা ও কাশীনাথ সাক্ষী-স্বরূপে আমার উইল-পত্রে স্বাক্ষর করে।

৪।১।৮২ হুগলী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একজন হিন্দু জমিদার ইংরাজ সৈন্যদলের জন্য গো-মাংস সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।*

৭।১।৮২ পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্র আজ কম্পোজ করিতে দিলাম।

১২।১।৮২ সুরেশ আসিয়া বলিল যে তাহাকে লইয়া তাহার পিতা ককরেল সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর জন্য দরখাস্ত করিবার অনুমতি সে পাইয়াছে।

২৫।১।৮২ তারিখে ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুকে বে-সরকারীভাবে লিখিয়াছিলেন :—

* সৈন্যদিগকে দ্রুত পদব্রজে গমনের অভ্যাস রাখানর জন্য গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া তাহাদিগকে সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আনা হয় এবং ইহাদের বিশ্রামের জন্য সরকারী জমি মধ্যে মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল জমিতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জমা রাখার জন্য নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগকে লিখিত আদেশ দেওয়া হয়। সময়ে জমিদারদিগের শক্তি অধিক ছিল এবং মফঃস্বলে পুলিশের ব্যবস্থা এখনকার মত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় নাই। সেই সময়ের রেগুলেশন অনুসারে এই সকল আদেশ করা হইত। সাধারণতঃ হিন্দু জমিদারদিগকে গোমাংস রাখাইবার আদেশ দেওয়া হইত না। লোকে কতদূর সহ্য করিবে তাহা দেখিবার জন্যই হউক আর ভ্রমক্রমেই হউক, এই বারে গোমাংস রাখিবার আদেশ ছিল। হিন্দু জমিদার গোমাংস সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় সৈন্যদলের অধিনায়ক (কম্যাণ্ডিং অফিসার) বলেন যে তিনি পঞ্জাব হইতে আসিতেছেন। সর্ব্বত্র একরূপ আদেশ-লিপি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোন হিন্দু জমিদার গোমাংস রাখেন নাই। তিনি একদিন হুগলী হইতে একেবারে কলিকাতায় পৌছিবেন ; সুতরাং ঐ একমাত্র স্থলে তিনি হিন্দু জমিদারের নিকট গোমাংস গ্রহণ করিবেন না। ৺গোবিন্দ বাবু এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, সংগ্রাহক সম্ভবতঃ সি এস আই বা 'কসাই' উপাধি-প্রার্থী ছিলেন। সাধারণের নিকট হইতে তিনি উপাধি পাইবেন।

"পাটনার সহকারী ইন্‌স্পেক্টরের পদ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিয়া সুখী হইলাম। আর একটী বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শ চাহি। প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর পদের জন্য আমি চট্টগ্রামের বাবু দীননাথ সেনের কথা মনে করিতেছিলাম। তিনি এখানে আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।* কিন্তু ইহাও আমার মনে হইতেছে যে, হয়ত রাধিকা প্রেসিডেন্সি বিভাগের এই চাকরীটী পাইলে বিশেষ সুখী হইবে। তাহা হইলে এ প্রস্তাব তাহার নিকটই সর্ব্ব প্রথম করা উচিত। আপনার কি মনে হয় ইহা আপনার পক্ষে এবং তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক হইবে! তাহা হইলে দীননাথকে ভাগলপুর বা পাটনায় সহকারী ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীতে (প্রধান পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি) অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচনের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে আপনার কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসুকে (বেঙ্গল 'লাই-ব্রেরিয়ান') এ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া আমার মনে হইতেছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্কুল-পুস্তক-লেখক বটে তবে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সমালোচনার জন্য একজন সদস্যের প্রয়োজন, রাজকর্ম্মচারী নহে এরূপ কেহ নির্ব্বাচিত হওয়াই বোধ হয় সঙ্গত। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া আপনার অভিমত জানাইবেন।"

১৬।১।৮২ বৈদ্যবাটীর স্কুল পরিদর্শন করিলাম। নবগোপাল তর্ক-লঙ্কারের বাটী গিয়া দেখা করিলাম। *

২১।১।৮২ বিগত ১৫ই তারিখ হইতে ক্রফটকে যে সকল কথা

* ইনি ভূদেব বাবুর প্রথম পাঠশালার স্থাপন সময়ে তাঁহার সহকারী এক স্কুল সবইন্‌স্পেক্টর তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন।

লিখিয়াছি সেই সমস্তই পুনরুল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আবার একখানি পত্র লিখিলাম।

২৫।১।৮২ তারিখে ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ৺দীননাথ সেন ও ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কাহাকে কোন্ সার্কেলে অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর রাখা হইবে সে বিষয়ে ভূদেব বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই পত্রে ক্রফট সাহেব ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ৺চন্দ্রনাথ বসু [বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান] ইঁহাদের নাম করিয়া—অপর উপযুক্ত লোক কাহাকে কাহাকে সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর সদস্য মনোনীত করা উচিত সে সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

২৬।১।৮২ খাজা সাহেব নামে একজন মসলমান জমিদার দেখা করিতে আসেন। লোকটী বেশ বুদ্ধিমান। জে এফ্ কে হিউয়েট সাহেবের সহিত দেখা হইল। নূতন শিক্ষা সম্পর্কীয় সকল ব্যবস্থাই ইহার মনঃপূত। কেবল এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ভার যে শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণকে না দিয়া জেলার কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইতেছে ইহা তাঁহার অনুমোদিত নহে।

২৮।১।৮২ গিরিডি হইতে মধুপুর হইয়া বৈদ্যনাথে আসিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট জোনস্ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলিলেন যেখানে দেশের লোকেদের মাতৃভাষা হিন্দী। এই হেতু তিনি এ জেলায় আদালতের ভাষা হিন্দী হওয়ার সপক্ষে। তিনি ইংলিসম্যান পত্রে দেখিয়াছেন যে আমি ২৫শে জানুয়ারির আদেশে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি।

২৯।১।৮২ তারিখে ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

কল্য ইংলিশম্যানে আপনার বেঙ্গল কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বার হইবার সংবাদ পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।

অনেক ইংরাজ বলিতেন, বাঙ্গালীরা ইন্স্পেক্টর হইবার উপযুক্ত নহেন; তাঁহারা ঐ কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে পারেন না। আপনি এক্ষণে ঐ নিন্দা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিয়াছেন। সম্প্রতি আর একটা প্রবাদও নিরাকৃত করিবার উপায় হইল,—অনেকে বলিয়া থাকেন শিক্ষাবিভাগের লোকেরা পণ্ডিত-মূর্খের দল, ইহাঁরা পুস্তক পাঠ ও পাঠন উত্তম করিতে পারেন কিন্তু বিষয়-কার্য্যে মূর্খ—আপনি বিধি প্রণয়ন সভায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগের সেই কলঙ্ক নিরাকরণ করুন, শ্রীশ্রী৺ নিকট এই প্রার্থনা করি।

১।২।৮২ ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন,—"তোমার ৩১শে তারিখের পত্র পাইলাম। এরূপ সুচারুরূপে উমেশের বিবাহের * বন্দোবস্ত করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমার তৃতীয় ভগিনী বলিল, আমি যে ঘটক বিদায়ের জন্য ৫০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম তাহা তোমারই প্রাপ্য হইয়াছে। তুমি যদি চাও আর বৌমা যদি বরণ করিবার সময় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যাহা তাঁহাকেই করিতে হইবে সেই সময় না হাসিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে তুমি ঐ ঘটক বিদায় পাইবে!"

(ডায়রি) ২।২।৮২ সুরেশের কটক কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়া

---

* এই তৃতীয় পক্ষের বিবাহের সময় উমেশ বাবুর বয়স অধিক হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহে কোন সন্তানাদি ছিল না বলিয়া উঁহার বিবাহের জন্য একটু বিশেষ ইচ্ছা আছে দেখিয়া ভূদেব বাবু বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ঐ বিবাহে এক কন্যা ও এক পুত্র হয়। পুত্রটী মুকুন্দবাবুর শাঁকিপুরের বাসায় বি-এ পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

সম্বন্ধে মুকুকে লিখিলাম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পাওয়ার সংবাদ পাইলাম। পূজ্যপাদ" পিতৃদেব আজ বাচিয়া থাকিলে বিশেষ সুখী হইতেন! ১৮৭০ অব্দে সার উইলিয়ম গ্রে আমাকে এই পদ দিবার প্রস্তাব করেন।

২।২।৮২ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন-- "আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, সুরেশকে কটকে মাসে ১৫০৲ টাকা মাহিনা দিবার কথা ঠিক রাখা হইতেছে না। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতাতে রাজ-ব্যবস্থার নিন্দা হয় ও আমাদের যবকদিগেরও মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উচ্চাদর্শ ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা হয়।"

"আমি হোমিওপ্যাথী 'সাইলিসিয়া' খাইয়া অমাবস্যা পূর্ণিমায় আমার যে বাতজ্বরের আশঙ্কা হয় তাহা কাটাইতে পারিতেছি। তুমিও মিতাহারী ও সংযতাচারী। হোমিওপ্যাথী ঔষধ কিছু দিন ধরিয়া খাইলে তোমারও ঐ ক্ষেত্রে উপকার হইবে।"

৮।২।৮২ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কর্তৃক প্রেরিত হরিদাস ভট্টাচার্য্যকে মাদ্রাজ প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিলাম তিনি ফটোগ্রাফি শিখিবেন এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিবেন। [এডুকেশন গেজেটে মাদ্রাজ এবং বোম্বায়ের সংবাদ এবং চিত্র প্রকাশ করিবার কল্পনা হইয়াছিল এবং সে জন্য বি-এ পাশ করা উদ্যমী যবক দুইজনের জন্য অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। মাসিক ৬০৲ টাকা পারিশ্রমিক এবং যাতায়াতের সমুদয় খরচা ভূদেব বাবু নিজে দিতে চাহিয়া ছিলেন। ৺রামোত্তম ঘোষ মাদ্রাজ অঞ্চলে গিয়া অনেকগুলি পত্র এডুকেশন গেজেটের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি পরে ভাল উকিল হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই ওকালতি ছাড়িয়া যোগাভ্যাসে রত হইয়া চট্টগ্রামের মেধসাশ্রমের সহিত সংসৃষ্ট

হয়েন। কোন ফল হয় নাই। প্রবন্ধ সকল ফিরিয়া আসিয়া লিখিবেন বলেন, কিন্তু তাহা লেখেন নাই।]

১০।২।৮২ এডুকেশন কমিশনের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। ভারতীয় সদস্য সকলে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

১১।২।৮২ গোবি ও মুকুন্দুর সহিত বাঁধ সম্বন্ধে (এমব্যাঙ্কমেণ্ট) নূতন আইনের পাণ্ডুলিপির আলোচনা করিলাম।

১৮।২।৮২ তারিখে ভূদেব বাবু ইলছোবা মোনলাই স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।—ইলছোবা মোনলাই স্কুল দেখিলাম। বিগত কয় বৎসর ইহার ছাত্র-সংখ্যা ও পাঠনার অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতে ভয় পান নাই বা স্কুলটাকে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ নামক একজন সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্কুলের উন্নতির জন্য তাঁহার ধীর ও সরলভাবের যত্ন স্কুলসম্পর্কীয় সকলকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রতিকৃতি একটা দ্বারের উপর দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে চাঁদা আদায় করিয়া তাঁহারা বহুবর্ষের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলের জন্য একটা পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মোনলাই স্কুলের শিক্ষকগণ প্রায়ই সুনির্ব্বাচিত। বাবু ব্রজমোহন মিত্র, অম্বিকা চরণ দত্ত, নীলমাধব বসু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সকল এখানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ খুব উৎসাহী যুবক। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই কলেজ ছাড়িলেও তিনি যে কোন হেড মাষ্টারের ন্যায় উত্তমরূপে ইংরাজী পড়াইতে সক্ষম। দ্বিতীয় শিক্ষকটীও বেশ মধুর স্বভাব সুভদ্র, তিনি এফ-

এ পর্যান্ত পড়িয়াছেন। প্রধান শিক্ষক ও দ্বিতীয় শিক্ষক উভয়েই নূতন আসিয়াছেন। হেড মাষ্টার মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই তিনি স্কুলটীকে উপযুক্ত অবস্থায় আনিতে পারিবেন। আমরাও তাহাই বিশ্বাস। শিক্ষকগণ স্কুলের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমাকে দিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, স্কুলের সম্পাদকের (সেক্রেটারী) নিকট সমস্ত হিসাব-পত্র থাকে। উক্ত সম্পাদক কলিকাতায় বাস করেন। গ্রাণ্ট-ইন-এডের নিয়মানুযায়ী উক্ত হিসাব-পত্র স্কুল বাটীতেই রক্ষিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পরিদর্শকগণ ইহা সব সময়েই পরীক্ষা করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইলছোবা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪৪৲ টাকা সাহায্য করা হয়। স্থানীয় সাহায্য কত, অদ্য তাহা জানা গেল না।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

এডুকেশন কমিশনে প্রাদেশিক রিপোর্ট লিখিবার ভার গ্রহণ—প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটী প্রাথমিক স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের প্রস্তাব—এডুকেশন কমিশনে ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব একটী ভোটের জন্য মঞ্জুর না হওয়ায় ক্রফট সাহেবের ভূদেব বাবুর সাহায্যে পুনরায় বিবেচনার জন্য এডুকেশন কমিশনের জন্য চেষ্টা—লর্ড রিপণের উক্তি ধর্ম্মহীন শিক্ষা অসম্পূর্ণ—ইডেন সাহেবের স্পষ্টবাদিতা—ইডেন হিন্দু হোষ্টেল—বিজাতীয় রাজপুরুষদিগের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয়দিগের সহিত ব্যবহার—উর্দ্দু এবং হিন্দী এক নহে—বিভিন্ন জাতীয়ের ধর্ম্ম পুস্তকের বিভিন্ন লক্ষ্য—ইউরোপে ও এদেশে অনুষ্ঠান—ভগিনীর দেহান্ত—পৌত্রীর জন্ম—কমিশনের প্রাদেশিক রিপোর্ট লেখার আত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ—গবর্ণমেণ্ট দ্বারা শিল্পবৃত্তি স্থাপন প্রস্তাব—সদাচার ও স্বাস্থ্য—দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে হেমবাবুর পত্র—হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব অদ্বৈতবাদ—পারিবারিক প্রবন্ধ ও হেমবাবু—ডাক্তার হণ্টারের কল্পিত শিক্ষা আইন—সামা এবং দশমহাবিদ্যা পুস্তকের সমালোচনা—১৮৮২ অব্দের কার্য্যাবলী—গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয়-প্রীতি।

১৫।২।৮২ এডুকেশন কমিশনে উপস্থিত ছিলাম।

১৭।২।৮২ প্রদেশিক সমিতির জন্য রিপোর্টের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলাম।

১৭।২।৮২ তারিখে ভূদেব বাবু ছোটলাট ইডেন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন:—আমার প্রিয় মাননীয় মহাশয় (মাই ডিয়ার অনারেবল স্যার)! আপনার অনুমতি-ক্রমে এই পত্র লিখিতেছি।

আমার বোধ হইতেছে যে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত এডুকেশন কমিশন বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি-কল্পে ভূমির উপর শিক্ষা কর (সেশ) বসানর প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার অবস্থা দর্শনে এবং তদ্বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠে আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, যে প্রদেশে আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় বহু গ্রাম্য পাঠশালা বিদ্যমান, সেখানে শিক্ষা-করের টাকায় স্থাপিত স্কুলগুলি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করা দূরে থাকুক, উহার সঙ্কোচই করিবে। একটী উদাহরণ দ্বারা এই কথাটী সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। মনে করা যাউক কোন জিলার বার্ষিক খাজনা আদায় ২০ লক্ষ টাকা হয়। ইহার উপর শতকরা ১৲ টাকা সেশ বসিলে বাৎসরিক আয় হইবে ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মাসিক প্রায় ১৬০০৲ টাকা আয় হইবে। শিক্ষকের মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে মাহিনা হইলে ইহাতে ৩৩০ জন গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষককে বেতন দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের জেলাগুলিতে সাধারণতঃ পাঠশালার সংখ্যা এখনই প্রায় ১২ শত করিয়া আছে। শিক্ষা সেশের সাহায্যে পাঠশালা স্থাপিত হইলে পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না; সম্ভবতঃ তাহারা একটু বড় বড় গ্রামগুলিতে পুরাতন পাঠশালার স্থানই অধিকার করিবে।

যে সকল গ্রামে এক্ষণে পাঠশালা নাই, সেই গ্রামগুলিই বাছিয়া যদি তথায় এই নূতন শিক্ষা-কর-পুষ্ট পাঠশালাগুলি সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে সেগুলি অতীব দরিদ্র গ্রামেই স্থাপিত করিতে হইবে। সেখানে পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা গ্রামের জনসাধারণের নিকট কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন; ও দিকে আবার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে পাঠশালার গুরু মহাশয়েরাও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে অনর্থা বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন এবং গ্রামিকদিগের

অন্তরে উপেক্ষাজনিত অসন্তোষের সৃষ্টি করিবেন। ইহার ফলে জেলার বর্ত্তমান পাঠশালাগুলি অনাদৃত হইয়া বিনষ্ট হইবে। সকলেই শিক্ষা-কর হইতে সাহায্যের চেষ্টাতেই থাকিবে।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা করের প্রবর্ত্তনের সহিত এইরূপ প্রাচীন স্বতঃ উৎপন্ন (ইণ্ডিজিনস্) পাঠশালাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। করের সাহায্যে স্থাপিত পাঠশালাগুলি তাহাদের পূর্ব্বতন পাঠশালাগুলি অপেক্ষা সংখ্যাতেও অল্প এবং পাঠনাতেও নিকৃষ্ট।

বঙ্গদেশে শিক্ষা-কর নাই। এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিতেছে। এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষা-কর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমার নিজের একটা প্রস্তাব আছে। আমার ইচ্ছা করে যে, আপনার অনুমতি লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করি। উহা অনেকটা ১৮৭০ সালের ৬ আইনের (চৌকিদারী আইনের) সদৃশ হইবে।

(১) গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটা করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপ ভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয় সেইভাবে উক্ত পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত দিয়া হইবে। এই আইন প্রবর্ত্তন হইলে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র চৌকিদারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে।

এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সুচারুরূপে অনেক দূর পর্যান্ত হইতে পারে। কোনরূপ শিক্ষা করের অধীনে তাহা হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়।

পূর্ব্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন—এই আইনের প্রবর্ত্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবর্ত্তী আনিয়া দেওয়ায় সেইরূপ শুভ ফল প্রসূত করা সম্ভব।

আমার মনে হয় না যে ইহাতে ন্যায়তঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে। আমি বাঙ্গালা দেশের শুভ উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। আশা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া টমসন যেরূপে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে করিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালা দেশে তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্থায়ী উপকার করিয়া যাইতে পারিবেন।

১২।২।৮২ পশুশালার জন্য ১৫০৲ টাকার চেক পাঠাইলাম। সুরেশ বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২৫।২।৮২ এডুকেশন কমিশন রাত্রে হওয়ায় রাত্রে হাওড়ায় মুকুন্দর বাসায় রহিলাম এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও ১ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে ক্রফটকে লিখিলাম।

৭।৩।৮২ তারিখে ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন— অদ্য এডুকেশন কমিশনে বঙ্গদেশের কলেজ পাঠনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সংখ্যা বহু পরিমাণে কমাইবার জন্য প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে; আমাদিগের পক্ষে একটী ভোট কম হওয়াতেই এইরূপ ঘটিল। আমি আপনাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই সময়ে সংবাদ পান নাই। কোন অসুখ হয় নাই ত? আমি মহারাজাকেও আসিবার জন্য লিখিয়াছিলাম। তবে অত সকালে উপস্থিত হওয়া হয়ত তিনি বিশেষ অসুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমি ঐ বিষয়

আগামী শুক্রবারে পুনরায় কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করিতে অনুমতি পাইয়াছি। আশা করি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না ঘটিলে সেদিন উপস্থিত থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

১৩।২।৮২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে লর্ড রিপণ বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম-হীন শিক্ষা অসম্পূর্ণ।"

১৭।২।৮২ ডাক্তার ম্যাকিনন কমিশনে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁহার ধীর স্থির সংযত ভাব কোন কোন ইউরোপীয়ের শিক্ষা যে কত উচ্চ তাহা সপ্রমাণ করে। সাক্ষ্যের ভিতর বৃথা বাগাড়ম্বর বা হৃদয়ের আবেগ-প্রকাশক কোন কথা ছিল না।

২১।৪।৮২ সার অ্যাশলি ইডেনের অবসর-গ্রহণ উপলক্ষে টাউন হলে "বন্ধু ও প্রশংসাকারীদিগের" সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইহার পূর্ব্বে কোন সভায় এত অধিক লোক-সমাগম আমি দেখি নাই। সার অ্যাশলি ও সার সিসিল বীডন এই দুইজনের কার্য্য-নির্ব্বাহ প্রণালীর তুলনা করিয়া ব্রানসন * যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২২।৪।৮২ বিদায় অভিনন্দন করিবার জন্য বেলভিডিয়ারে গিয়াছিলাম।

২৩।৪।৮২ সার অ্যাশলি ইডেনকে চিঠি লিখিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার ফটোগ্রাফ ও একখানি সুন্দর পত্র পাইলাম।

২৪।৪।৮২ জেটীর উপর দেখা করিতে গিয়াছিলাম। জনসাধারণের

* ২১শে এপ্রিল টাউন হলের সভায় যে অভিনন্দন পত্রের পাণ্ডুলিপি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়, তাহাতে ইডেন সাহেবের আমলে মিউনিসিপ্যালিটী এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দ্বারায় স্বায়ত্ত্ব শাসন সম্বন্ধে নূতন আইনের দ্বারা দেশীয়দিগের অধিকার বৃদ্ধির বিশেষ উল্লেখ ছিল; এবং প্রকৃতই লিখিত হইয়াছিল যে ইডেন সাহেব ভারতের শাসন ভারতেরই উপকারার্থে হয় (গবর্ণিং ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়া) ইহাই চাহিতেছিলেন, অপরাপর ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ইংলণ্ডের উপকারার্থে পরিচালিত হওয়া চাহিতেন না।

অনুরাগে** সার অ্যাসলী ইডেনের হৃদয় প্রকৃতই দ্রবীভূত হইয়াছিল। কয়েকবিন্দু জল তাঁহার চক্ষু হইতে পড়িল।

„ ১৬।৬।৮২ বুধবার (ডায়েরী) মুকুন্দ আজ তাহার মাতার দশম বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিবসে ছুটী লইয়া হাবড়ার বাসা হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়া উপস্থিত ছিল।—উচিত কার্য্য।

* * স্যার অ্যাসলী ইডেন যখন বাঙ্গালার ছোট লাট, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট ম্যাকট সাহেব দুঃখ করিয়া বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "মুন্সেফরা ও সবজজরা আমাকে সম্মান দেখাইতে আসেন না"—উত্তরে ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্ট রিজোলিউসনে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন যে, "সম্মান" পদার্থটী দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বলপূর্ব্বক আহরণ করা যায় না। সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি স্বতঃই সম্মান আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

পরবর্ত্তী ছোট লাটগণ অনেকেই লর্ড অকলণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নীলকরদিগের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজার রক্ষাকারী ইডেন সাহেবের ন্যায় স্পষ্টবাদিতা বা তেজস্বিতা দেখাইতে পারেন নাই। ইডেন সাহেবের আমলের পরে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, মুনসেফ ও সবজজরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিতে যাইতে বাধ্য।

সে যাহা হউক ভারতের ব্রাহ্মণ এবং সৈয়দ সন্তানদিগের জন্য সেরূপ রাজাদেশ প্রচারিত হওয়ার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন সম্মানের দাবী ছাড়িয়া উঁহাদের আপনাপন চরিত্রগুণেই সম্মান আকর্ষণ করা সুসঙ্গত। যে শ্রেণীর মধ্যে ভাললোক অধিক সেই শ্রেণীরই সম্মান অধিক। এ বিষয়ে আরও প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য সম্মানাদির লোভ ছাড়িয়া দিয়া সকল মনুষ্যেরই যে শ্রেণীর বা যে অবস্থার লোক হউন না, নিজের আচার-ব্যবহারের ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রত থাকা উচিত। উহাতেই মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটা সম্ভব। মহাবীর কর্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

সার অ্যাসলী ইডেনের ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়দিগের সহিত সহানুভূতি এবং এদেশীয়রা যাহাতে সুখে থাকে ও সুবিচার পায়, সেজন্য ঐকান্তিক আগ্রহ স্মরণে রাখার জন্য তাঁহার নামে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ সংশ্লিষ্ট ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের স্থাপন এই সময় করা হয়। ইডেন সাহেব নিজে এই সৎকার্য্যের জন্য ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। [illegible]শে জুন ১৮৮২ তারিখের এডুকেশন গেজেটে চাঁদা দাতাদিগের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ইডেন সাহেবের নাম সর্ব্ব প্রথমে। ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০০০৲, [illegible]দেব বাবু ৮০০৲, ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী ৪০০৲, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান ১০০০৲ ইত্যাদি বহু লোকেই চাঁদা দিয়াছিলেন। চাঁদার টাকায় বাড়ী প্রস্তুত এবং আসবাব খরিদ হয়, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট জমি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

২৩।৬।৮২ এডুকেশন কমিশনের প্রাদেশিক রিপোর্টের প্রথম অংশ লিখিয়া ক্রফটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। উহা দেখিয়া তিনি দুই তিনবার (অ্যাডমিরেবল) "অতি চমৎকার" বলিলেন।

২৬।৭।৮২ কলিকাতায় গিয়া বৃন্দাবনের বাটীতে রহিলাম। ক্রফটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ১৮৮১-৮২ অব্দের জন্য তাঁহার বার্ষিক রিপোর্ট আমাকে লিখিতে দিলেন।

১।৮।৮২ কৃষ্ণদাস, প্রতাপ, মহারাজা নরেন্দ্র, হরেন্দ্র, কমলকৃষ্ণ এবং প্রসন্ন ন্যায়রত্নের ও মহেশ সর্ব্বাধিকারী সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

৩।৮।৮২ বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে আমার তৃতীয় কন্যার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।*

৩।৮।৮২ তারিখে ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুকে লেখেন—"বীরভূমের স্কুলের হেড মাষ্টারের কার্য্য খালি হইয়াছে—সে পদে কাহাকে পাঠান উচিত? আমার তিন জনের কথা মনে হইতেছে;—প্রথম বহরমপুর স্কুলের অম্বিকা, দ্বিতীয় যশোহরের জগদ্বন্ধু ভদ্র†; তৃতীয় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার ঈশানচন্দ্র দত্ত এম এ; কৃষ্ণনগর হইতে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ইহাদের মধ্যে যাহাকে পাওয়া যাইবে তাঁহার স্থানে পাঠান যাইতে পারে।

বারাসাতের কুঞ্জবিহারীর বসুর কথা প্রথম মনে উঠিয়াছিল। তবে তাঁহার সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে এবং তথাকার নূতন পাকা স্কুল বাটীর নির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহে তিনি সাহায্য করিতে পারিবেন।"

(ডায়রি) ১৫।৮।৮২ পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

* শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল; ভাগলপুরের উকীল, সুলেখক।

† একজন লোক ইঁহার সম্বন্ধে রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—"এই সহরে কেবল এক ব্যক্তি ভদ্র আছেন; তিনি জগদ্বন্ধু ভদ্র!!"

ঈশান দাদার পুত্র কেদার আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোবি আসিয়াছে। তাহার বুদবুদে আবার জ্বর হইয়াছিল।

১৬।৮।৮২ লেথব্রিজের 'ভারতে উচ্চশিক্ষা' [হাই এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া] নামক পুস্তক পড়িলাম। গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত কমিশন সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি-সঙ্গত।

২০।৮।৮২ শ্রীযুক্ত অন্নদা বাগচি কলিকাতা হইতে আসিয়া আমার তৈল-চিত্র আঁকিতেছেন। ঐ সময়টা আমি তাঁহার সহিত পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তির কবি-কল্পনা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিলাম।

২১।৮।৮১ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন — ধীর শান্ত ও বুদ্ধিমান। তাঁহাকে (১) * সাহেবদিগের সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয়, (২) + + বেহারী অধীনস্থ-কর্ম্মচারীদিগের সহিত কিরূপ

*বিজাতীয় রাজপুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নম্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক। নির্ভীকতা রক্ষার একমাত্র উপায় অতি সাবধানতা পূর্ব্বক সত্যের সম্যক পালন। উহাদিগের তুষ্টি সাধনের জন্য বিন্দুমাত্রও মিথ্যা প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা-প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নম্রতার ত্রুটি করিবে না। সমুদয় কথা এবং কার্য বিনম্র এবং সত্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কখন গালগা হইয়া কথা কহিতে নাই। ভিন্ন সমাজের সহিতেই উহাঁদিগের বিশেষ সহানুভূতি। আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট যেন তাহা বুঝিয়াই কখন কখন ইংরাজী শিক্ষিত দুদশ জনকে দেশের দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া পরামর্শাবধারণ করিতে যান। ওরূপে আহূত হইলে প্রত্যেক সুজাত ভারতসন্তানের উচিত যে, রাজপুরুষদিগের অভিমত বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষার্থ অথবা তিনি স্বয়ং যে পাশ্চাত্য প্রণালীর বিশেষ পক্ষপাতী তাহা দেখাইবার জন্য কিম্বা আপনাদের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিপরীত যুক্তির অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ইংরাজী মত বলিবার জন্য, যেন স্বদেশীয় জনগণের প্রকৃত শুভানুষ্ঠানের প্রতিকূল পরামর্শ না দেন।

+ + স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালার অধর ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশবাসী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এই পুণ্য ভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পরের অভিন্ন, এই

ব্যবহার করিতে হয় ও [৩] কিরূপে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ থাকিয়া হিন্দু আচার রক্ষা করিতে হয় তাহা বলিলাম।

২১৮৮২ তারিখে ক্রফট সাহেব ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেনঃ—রাজা শিবপ্রসাদের উক্তি যে, হিন্দী ও উর্দ্দু একই ভাষা, ইহা শুনিয়া আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। আমার নিজের বিশ্বাস উহারা এক। অক্ষর ও লেখার পদ্ধতির + বিভিন্নতার জন্য ভাষার কিছু প্রভেদ জন্মিয়াছে।

বাঙ্গালার জাতীয় অভিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে আনন্দরাম বড়ুয়ার প্রস্তাব ও সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত ও পরামর্শগুলি কতদূর কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহা আমি শীঘ্রই সন্ধান লইব। শিল্পবিজ্ঞান [ম্যানুফ্যাকচারিং] স্কলারশিপ সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ আমি বিস্মৃত হই নাই।**

ভাবটী মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দুভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসী বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দিতে কথোপকথন করা ভাল। বাঙ্গালা বাঙ্গালাতে ও ইংরাজী না চলাই উচিত। পত্রাদি লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।—সামাজিক প্রবন্ধ সূত্র-নির্দ্ধারণ।

+ অক্ষর লেখার পদ্ধতি [—ব্যাকরণ] এবং শব্দসম্ভার বিভিন্ন। একের শব্দ সংস্কৃত-মূলক, অপরের আরবী হইতে অত্যধিক পরিমাণে গৃহীত। এইরূপ দুই ভাষা যদি এক হয়, তাহা হইলে জর্ম্মন ও ইটালীয়ান এক নহে কেন?

**এই সময় কৃষিশিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া অনেক ছেলেকে ইংলণ্ডে পাঠান হইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া অনেকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী ইত্যাদি গভর্ণমেন্টের চাকরী পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সি বি ক্লার্ক সাহেবদের উক্তি যে ভারতীয় কৃষকগণের বিদেশ হইতে শিখিবার কিছুই নাই। তাহাদের একমাত্র দোষ তাহারা দরিদ্র—নতুবা ফসল বদলান [রোটেশন অফ ক্রপ্‌স] বিবিধ সার দেওয়া, সুপুষ্ট বীজ বাছিয়া রাখা এবং সংগ্রহ করা ইত্যাদি সকলই তাহারা বহুকাল হইতে জ্ঞাত আছে।" ইংলণ্ডের নিকট এই দেশের যুবকবৃন্দের প্রকৃত উপযোগী শিক্ষা-শিল্প বিদ্যা। তাহাতেই ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২৮।৮।৮২ স্বপ্ন দেখিলাম যে মুকুন্দর একটী ‡ দেবদূতের ন্যায় সুন্দর পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে ; আর আমি গোবিকে যেন বলিতেছি কিরূপে এরূপ সুন্দর ছেলে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মাইল !

১।৯।৮২ স্বপ্ন দেখিলাম যে মুকুন্দর একটী কাল 'থ্যাবড়া-নাকী' মেয়ে হইয়াছে। মুকুন্দ 'সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ইষ্ট' হইতে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইতেছিল। ইহা চীনীয়দিগের ধর্ম্ম-পুস্তক এবং সামাজিক ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় — (সোশিও এথিক্যাল) উপনিষদ, নিত্য বস্তুতে ভক্তি সম্বন্ধীয় (ফিজিকোডিভোশনাল) ধর্ম্ম-পদ। (বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তক) ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধীয় (ইনডিভিডুয়াল কালচার), ইমাম (মুসলমানী শাস্ত্র) ঈশ্বরে নর-প্রকৃতি আরোপ (ইনটেন্‌সলি হিউম্যান অ্যাণ্ড পারসোনাল) ও জেন্দাভেস্তা (পারসিকদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক) বস্তু জগৎ এবং ব্যক্তিগত ভাব সম্বন্ধীয়। রাত্রে স্বর্গীয় পত্নীকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

২।৯।৮২ রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে পুনরায় যেন কলেজে পড়িতেছি ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। বোধ হয় যেন ভোলানাথ কবিরাজের ঔষধ পুনরায় যৌবন কালের স্বপ্ন সকল পুনরুজ্জীবিত করে। অদ্ভুত ! — বাগানে এখন যে মন্টিক্রষ্টো গোলাপ ফুটিয়াছে তাহার ব্যাস ৪ ইঞ্চি।

৩।৯।৭২ গত রাত্রে পোষা ময়ূরটী কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

৫।৯।৮২ স্বপ্ন দেখিলাম যেন হাবড়া স্কুলে পড়াইতেছি। গড়পড়তায় এদেশে মনুষ্যের আয়ু ২৮ বৎসর। এক-চতুর্থাংশ লোক ৭ বৎসরের মধ্যে

‡ ৺ গোবিন্দ বাবুর প্রথম পুত্র ৺নরদেবের শৈশবে দেহান্ত হওয়ার পর গোবিন্দবাবুর চার কন্যা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুরও প্রথমে কন্যা-সন্তান হইয়াছিল। এ বংশে একটী পৌত্র হয় এই ইচ্ছা বিশেষভাবে থাকায় এই স্বপ্ন দেখেন ; পর দিন মনে হয় তাহা কি আর হইবে—মনের এই ভাবে পরদিনের স্বপ্ন দেখেন !! আট বৎসর পরে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর তৃতীয় পুত্র ৺ সোমদেবের জন্ম হইলে এই প্রথম দিনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল বলিয়া ভূদেব বাবু মনে করিয়াছিলেন।

মারা যায় – অর্দ্ধেক ১৭র পূর্ব্বে দেহত্যাগ করে; শতকরা ৬জন মাত্র ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে ও প্রতি পাঁচশতে একজন মাত্র ৮০ বৎসর আয়ু লাভ করে। ইউরোপের ধনী-সম্প্রদায়ের গড় পড়তায় ৪২ বৎসর আয়ু— দরিদ্রদিগের ৩২। পৃথিবীতে প্রতি সেকেণ্ডে ১ জন করিয়া লোকের মৃত্যু ঘটে।

৭।৯।৮২ আমার ভগিনী অদ্য প্রাতে ৭টার সময় শ্বশুরালয়ে পঞ্চাশ বৎসরে [গোন্দলপাড়ায়] দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও সহিষ্ণুতা প্রকৃতই স্বর্গীয় ছিল। পিতা স্বামী ও ভ্রাতার ভালবাসা পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছেন এই স্থির বিশ্বাস তাঁহার জীবনকে অতীব মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

১০।৯।৮২ মুকুন্দ কলিকাতা হইতে আসিয়া জানাইল যে গত রাত্রে তাহার একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।* আমার সমস্ত সম্পত্তি কোন সাধারণ সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিলে হয় না।

১৮।৯।৮২ ক্রফট শিবনাথকে হুগলী কলেজের আইনের অধ্যাপক পদ (ল-লেকচারশিপ) দিতে চাহিয়াছেন। আমি কলিকাতায় মুকুন্দর কন্যা দেখিতে এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

১৮।৯।৮২ পারিবারিক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। কতকগুলি বই উপহার পাঠাইলাম।

২০।৯।৮২ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পুস্তকগুলি উপহার

* ভূদেব বাবু এই পৌত্রীটীকে নিজে সংস্কৃত রামায়ণ কতকটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও পাণিনি ইত্যাদি পড়াইয়াছিলেন এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধাতে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ইনিই 'মন্ত্রশক্তি' 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি অনেকগুলি বাঙ্গালা উপন্যাস রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

দিলেন! রাজা প্রকৃতই হিন্দু সঙ্গীত-কলার উদ্ধার-কল্পে বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন। যে লোকটী পুস্তকগুলি আনিয়াছিল তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া তাহারই হস্তে রাজাকে পত্র দিলাম।

১৭.৯।৮২ ১৮৮২ সালে ২২শে সেপটেম্বর তারিখে সরকারি আদেশ অনুসারে জেলে যন্ত্রের ব্যবহার উঠিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে ইহাতে ব্যক্তিগত পরিশ্রমে জাত দ্রব্যসমূহ অপেক্ষা শস্তায় জিনিস প্রস্তুত হয়—আর তাহা অন্যায়!! এখন জেলে যে সকল বাষ্পীয় কল ছাপাখানা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলি বিক্রয় করিবার আদেশ হইল; এখন সমগ্র ভারতে জেল হইতে মোট একলক্ষ পাউণ্ড মাত্র লাভ দাঁড়ায়।

হস্তলিপি অপেক্ষা যন্ত্র-শিল্প শস্তা হয় ইহা কে'না জানে? আসল কথা এই যে, জেলে কলের সাহায্যে কম্বল সতরঞ্চি, তাঁবুর জন্য উৎকৃষ্ট মোটা কাপড় যাহা প্রস্তুত হইত, তাহাতে "ইউরোপীয়" কলওয়ালাদিগের সহিতই কিছু প্রতিযোগিতা ঘটিত। গবর্ণমেণ্ট তাহাদেরই সুবিধা করিয়া দিলেন।

২৯.৯।৮২ ক্রফটের সহিত প্রাদেশিক রিপোর্ট পুনরালোচনা আরম্ভ করিলাম।*

৪।১০।৮২ বেহারীলাল সরকার ও ফয়জুদ্দিন কৃষি বিষয়ক বৃত্তি (এগ্রিকলচারল্ স্কলারশিপ) লইয়া বিলাত যাওয়ার জন্য নোনীত হইল। ভবিষ্যতে এই স্কলারশিপ বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে দেওয়া হইবে না।

* এডুকেশন কমিশনের জন্য উহার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটী যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাহার পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপেই ভূদেববাবু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভগবান মনুর সময় হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহের সমালোচনা করিয়া বিশেষতঃ ইংলণ্ডের এবং ভারতের অপর প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ২০৭ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ আকারের ছাপানি হইয়াছে ও কতই নারস বিজ্ঞাপনা পড়িতে হইয়াছে ও কতই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে কোন জটিল বিষয় হউক না কেন তাহার প্রধান কথাগুলি কিরূপ

এ বৎসর ইংলণ্ডে শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার (ম্যানুফ্যাকচারিং) জন্য দুইটী বৃত্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছি।

৬।১০।৮২ শিবপুর কলেজে যাইয়া দেখি যে কলেজ বন্ধ। প্রিন্সিপ্যাল গ্রেটার সাহেব দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। কারখানার ফোরএকার সাহেব বলিলেন যে এখানে বাঙ্গালী বালকেরা ইউরেশীয়গণ অপেক্ষা কাজ ভাল করিতেছে।

৯।১০।৮২ ডার্ভিসের "ভারতবর্ষে রেল-পথ" নামক পুস্তকে দেখিলাম যে ভারতে মোট ৯৮৭৫ মাইল রেল পথ খোলা হইয়াছে। ভোর ৪॥০ টার সময় একটী উজ্জ্বল সুন্দর ধূমকেতু দেখিলাম।

২০।১০।৮২ ডান পায়ে গৃধ্রসী বেদনা হোমিওপেথি কলোসিন্থ ব্যবহারে কিছু কম পড়িল।

২৬।১০।৮২ বিধি প্রয়ান সভায় কৃষ্ণদাস পালের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা এবং নিজের ঐ কার্য্যে অপটুতা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিলাম।

চাচা ছোলা ভাবে, তিনি দেখাইয়া দিতে পারিতেন এবং তাহার ভিতরের কারণ শৃঙ্খলা কিরূপ সূক্ষ্ম দর্শনের সহিত উপলব্ধি করিতে পারিতেন তাহা এই রিপোর্টেও সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ভূদেববাবুর প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি কমিটীতে পঠিত হইল। ইয়ুরোপীয় এবং ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় মেম্বরেরা তাঁহাদের অপ্রীতিকর মতবাদগুলি স্থানে স্থানে ভোটের জোরে ছাটিয়া দিয়াছিলেন; কয়েকটী স্থলে ভূদেব বাবুর বিরুদ্ধ মতও ঐ উপায়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর কয়েকটী প্যারাগ্রাফ বা বাক্য ভিন্ন রিপোর্টখানি ভূদেব বাবুরই লেখা। ডিরেক্টার স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌টও লিখিয়ে লোক ছিলেন, কিন্তু এ রিপোর্টের জন্য তিনি ভূদেব বাবুর উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু কখনই পরিশ্রম করিতে আপত্তি করেন নাই, এখনও করিলেন না। ফলে সেবারের এডুকেশন কমিশনে বাংলার শিক্ষাক্রর স্থাপন বা অন্য কিছু ক্ষতি হইতে পারে নাই। কিন্তু এডুকেশন কমিটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য, নিজের দুইটী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে রিপোর্ট অর্থাৎ একাগুই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং বহুকাল হইতে অভ্যস্ত মফস্বল পরিদর্শনের শারীরিক শ্রম হইতে সহসা বিরতি—এই সকল কারণে তাঁহার প্রস্রাবের ব্যারাম প্রথম দেখা দেয়।

৪।১১।৮২ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ওখানে গিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার উত্তম স্বাস্থ্যকেই আমার সকল উন্নতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। * মহারাজা যতীন্দ্র মোহনকে এক খণ্ড পুষ্পাঞ্জলি পাঠাইতে হইবে।

সদাচাররূপ মহাবৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়ি আয়ুঃ। অর্থাৎ সদাচার সেবনে মনুষ্যের আয়ু দৃঢ় এবং দীর্ঘ হয়। আয়ুষ্মত্তার প্রধানতম লক্ষণ দ্বাদশটী বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। (১) পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষতঃ পিতামাতার আয়ুষ্মত্তা (২) দুর্ঘটনার অভাব (৪) স্বাস্থ্যকর আবাস (৫) স্বাস্থ্যকর আহার (৬) উপযোগী আবরণ (৭) পরিচ্ছন্নতা (৮) মিতাহার (৯) মিতাচার (১০) নিয়মানুগামিতা (১১) দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা (১২) মনের শান্তি।

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যবান হয়েন। পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মল-শূন্যতা—নিষ্পাপতা—চিত্ত-শুদ্ধি—

* শরীরের সুস্থাবস্থার সহিত ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সর্ব্বদিকদর্শী একমাত্র আর্য্য শাস্ত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং"। অপর কোন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে শরীরের পটুতা রক্ষা করা ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে একান্ত অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে শারীর স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের বা ধর্ম্মভাবের অতি নিকট সম্বন্ধই আছে। কোন সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত শূদ্র সন্তান একটী ব্রাহ্মণ তনয়কে বলিয়াছিলেন "আমি অপরাপর সকল গুণের অপেক্ষায় ইহাঁর শারীরিক পটুতারই সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকি" ব্রাহ্মণ-সন্তান ঐ বক্রোক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কৃত প্রশংসাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা হইল—কারণ তুমি বলিলে যে আমি এবং আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকলেই সদাচার-সম্পন্ন।" বাস্তবিক শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়মই শরীরের পটুতা সাধন উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য সদাচারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুদ্ধ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছি রূপ উদ্দেশ্যটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণ-বিধ্বংসী শরীরের প্রতি অতি যত্ন যুক্ত হইয়া দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য ব্যায়াম চর্চ্চাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত করিয়া ধর্ম্মভাবে বিধৌত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

রজস্তম-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আসুর ভাবের নিরসন হইয়া দেবভাবে অধিষ্ঠান—স্বভাব-জাত পাশব প্রবৃত্তির দমন হইয়া জ্ঞান লাভের পথ-প্রাপ্তি। ঐ পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল।

সহজেই বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটা বিঘ্ন আছে: (১) শরীরের অপটুতা (২) বুদ্ধির জড়ত্ব (৩) মনের চাঞ্চল্য (৪) রিপুর প্রাবল্য। শাস্ত্রাচার-পালনে ঐ চারিটা দোষেরই নিরাকরণ হয়।

শরীর অসুস্থ, অপটু এবং বলহীন হইলে পুণ্য সঞ্চয় কঠিন হয়। চিররোগীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে না; তাহারা সর্ব্বদাই যে শারীরিক কষ্ট অনুভব করে তদ্দ্বারা তাহাদিগের মন দূষিত হইয়া যায়। জগৎ-সংসারের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি অনুকূল হইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের এবং শ্রদ্ধার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকে। রুগ্ন এবং দুর্ব্বল লোকের কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং কার্য্য-ক্ষমতাও ন্যূন হয়। যাহার কার্য্যপ্রবৃত্তি ও কার্য্য-ক্ষমতা ন্যূন সে জীবের সহিত প্রকৃতির সুখময় ঘনিষ্ঠতার অভাব হয়। *** শরীরের পটুতা এবং সবলতা সচ্চরিত্রতার একটী প্রধানতম হেতু এবং যাহা সচ্চরিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধির হেতু তাহাই জ্ঞানলাভের উপায়-স্বরূপ। বোধ হয় এই জন্যেই শাস্ত্রে বলিয়াছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন ব্যক্তি আত্ম-লাভে সমর্থ হয় না; অর্থাৎ অপটু শরীর পুরুষ পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার গন্তব্য যে জ্ঞান-লাভের পথ তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না। আচার প্রবন্ধ,—উপক্রমণিকাধ্যায়।

"দশমহাবিদ্যা" সম্বন্ধে হেমবাবু ৯।১১।৮২ তারিখে ভূদেব বাবুকে ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভূদেব বাবু তাহার উত্তরে ইংরাজীতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইতেছে—

খিদিরপুর ৯ই নভেম্বর, ১৮৮২

...:

আপনার প্রস্তাব-মত আমি কাব্যটী একরূপে শেষ করিয়াছি। শেষাংশটি আপনার কিরূপ লাগিবে তাহা জানিনা। সে যাহা হউক প্রথমাংশটী আপনার অত ভাল লাগিয়াছিল এই পুস্তকের দ্বারাই তাহা আমি প্রচার করিতে সমর্থ হইব। সাধারণে এই কাব্যখানি কি ভাবে গ্রহণ করিবে—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না এবং ঈর্ষাপরবশের অথবা কাব্য-রসানভিজ্ঞের সমালোচনায় যে যন্ত্রণা আমায় সহ্য করিতে হইবে—তাহা মনে করিয়া আমার ভয় হইতেছে। কিন্তু এ-সব নৈরাশ্য, হতাশা ও প্রত্যাহত আত্মগৌরবের সময় আপনার অনুমোদন লাভই আমার একমাত্র আনন্দের বিষয় থাকিবে। আপনাকে কোনরূপ সুখ্যাতির কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু এ কথা না বলিলে নয় যে—কাব্যখানির পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপনার সুন্দর পরামর্শটী আমাকে আপনার নিকট চিরবাধিত করিয়াছে। আপনার পরামর্শের সারবত্তা এবং আপনার ওজস্বী ও সকলের প্রতি সমভাবে সহানুভূতি-পূর্ণ ধীশক্তি সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিতে পারিতাম; কিন্তু চুপ করিলাম।

আর একটী প্রার্থনা। উমার এরূপ একটী ধ্যান লিখিয়া দিতে পারেন কি যাহাতে তাঁহার স্নেহবত্তা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের পরিচয় থাকিবে, রুদ্র কিছুই থাকিবে না? ধ্যানটী যেন উমার শিশুক্রোড়ে জগৎ-জননীরূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়। যদি অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ

একটী ধ্যান লিখিয়া দেন—তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।—প্রকৃত তান্ত্রিক আমি এক আপনাকেই দেখিয়াছি। কাছারি খুলিবার পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আগামী সপ্তাহে কবে আপনি বাড়ীতে থাকিবেন ও আপনার অবসর থাকিবে—লিখিবেন।

অনুগত—হেম।

চুঁচুড়া ১১ই নভেম্বর, ১৮৮২।

প্রিয় হেমবাবু,

তোমার স্নেহপূর্ণ ও সম্মানসূচক পত্রের প্রত্যুত্তরে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপ মানব-সমষ্টির চিত্র (হিউম্যানিটী) সম্বন্ধে কোমটির ধারণার বিষয়ে প্রথমে আমার কিছু লিখিবার আছে। এ ধারণাটী অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার উৎপত্তি কোথায় এবং ইহাতে সত্যই বা কতদূর? মাইকেল এঞ্জেলো র‍্যাফেল ও টিসিয়েন প্রত্যেকে আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি-অনুযায়ী যে মাতৃমূর্ত্তির (ম্যাডোনা মূর্ত্তি) অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতই তাহা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন? খৃষ্টধর্ম্মের পৌরাণিক কথা হইতে। খৃষ্টধর্ম্মের উদ্ভব কোথায়? ইহুদীদিগেকে পুরুষানুক্রমে যে সকল ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসী জাতিদিগের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল সেই সকল জাতীর দ্বৈত উপাসনার ফলে সংঘটিত ভ্রান্ত মত সংযুক্ত জুডাইজম্ হইতেই অধিকাংশে বোধ হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা যাহা (সেণ্টপল তাঁহার নিম্নলিখিত উজ্জ্বল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "যাঁহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি

এবং যাঁহার সত্তায় আমাদের সত্তা” জুডাইজমে সে ধারণার সম্পূর্ণ অভাব এবং সেই জন্য খৃষ্টধর্ম্মেও ইহার বিশেষ অভাব আছে। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্ম্ম আর্য্যদিগের মধ্যে কতকটা অগ্রবর্ত্তী জাতিদিগের দ্বারায় গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিধর্ম্মের যে মলের সহিত ইহার উৎপত্তি সে মল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মাতৃমূর্ত্তি [ম্যাডোনা মূর্ত্তি] মানবজাতি বাচক বলিয়া ধরিতে গেলে স্বতই অপরিপূর্ণ। যদি কোমটী ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ করিত এবং তিনি তাঁহার পূজার লক্ষ্য মানবজাতিকে বিশ্ব প্রকৃতির সহিত সম্ভবতঃ একই করিতেন। আরও দেখ, মানবচিত্র যেরূপ কোমটী ধারণ করিয়াছেন, তাহা কি নির্দ্দেশ করিতেছে? শিশুক্রোড়ে এক যুবতী মূর্ত্তি। দেখিতেই পাইতেছ যে ইহাতে দুইটী মূর্ত্তি আছে, মাতা ও সন্তান। এই মাতা কে? প্রকৃতি। এই সন্তান কে? মানব। আমার বোধ হয় কোমটী কোথাও এই ব্যাখ্যা দেখাইয়া দেন নাই।—তবে এ দ্বৈতবোধ কিসের জন্য? এ দ্বৈত চিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোন দূর সম্পর্ক আছে কি? তাহা কখনই কোমটীর মন্তব্য নহে। জড় চৈতন্যের সুসঙ্গত ধারণায় তাহারা সমকালিক; মাতা ও সন্তানের ন্যায় একের পরে অপর নহে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণা হইতে দ্বৈত ধারণার অবতারণা করা হইয়াছে সেখানে এইরূপই আছে। তন্ত্রে জড় ও চিতের ধারণা মাতা ও সন্তান, পুরোবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, স্রষ্টা ও সৃষ্টরূপে করা হয় নাই; ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরিধি ও অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষেত্র, দুইটী সমবর্ত্তী বস্তুরূপেই ধারণা করা হইয়াছে। তাহার চিত্র এইরূপ,—

“রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া
মন্ত্রপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং॥

নৃত্যান্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজেদ্ভগবতীং ভব-দুঃখ-হন্ত্রীম্ ॥

এ মূর্ত্তির চিন্তন কর। এ মূর্ত্তি অদ্ভুতরূপে অতীন্দ্রিয়! তোমার মনে হইবে যে তুমি ঈশ্বরীকে [চিৎস্বরূপিণী] দেখিতেছ; কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ তাঁহার অলঙ্কার তাঁহার ভাব-ভঙ্গী মাত্র দেখিতেছ এবং তাঁহার জগৎ প্রেমও দেখিতে পাও; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাও না। তুমি গতিশীল ও ক্রিয়াশীল যাহা যথার্থতঃ দেখিতে পাও তাহা সেই জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটী অন্নপূর্ণার ধ্যান। কিন্তু এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি যাহা দ্বৈত অধিকারীর সুবিধার জন্য—ইহা আদি মূর্ত্তি নহে—এই (তারা পরিবার) সমষ্টির প্রথম মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি; তাঁহার প্রতিরূপে দ্বৈত নাই—অদ্বৈতের ধ্যান নিম্নলিখিতরূপ—

উদ্যদ্দিন দ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচং নয়নত্রয়যুক্তাং।
বরদাং কুশপাশ ভীতিকরাং
স্মেরমুখীং প্রভজে ভুবনেশ্বরীং।

ইহাতে একটা মাত্র মূর্ত্তি আছে এবং ইহাতে জড়কে চিৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া তুমি ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ। তাঁহার তুঙ্গ কুচযুগ, তাঁহার ত্রিনেত্র, তাঁহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভয়যুক্ত হস্ত সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দু ধর্ম্মের অনুশীলনে একটা বিষয় ভুলিলে চলিবে না।—ইহার নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ (মোনিজম।) যাহা একেশ্বর-বাদ (মনোথিজম) নহে, নিখুঁত ও নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ; ইহার সর্ব্বকালিক দৃঢ় ধারণা—শুধু বিশ্বাস নহে—যে এই ব্যষ্টি জগৎ বিশ্বাত্মায় অবস্থিত এবং সর্ব্ব প্রত্যেকে

আছেন। বহুদিন হইতেই আমি দেখিয়াছি এবং বাস্তবিক আমাকে প্রথমে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢুকিবার ইহাই প্রকৃত চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই চাবিটী (অর্থপুস্তক 'কী') আমার নিকট তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যায় অপারগ হয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম,—ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে অদ্বৈত চিত্র এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দ্বৈত চিত্র উভয়ই পূর্ব্ব সৃষ্টির চিত্র। গণপতির নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সৃষ্টিকালীন মূর্ত্তি পাইয়া থাকি—

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তদ্বীচিধৌত পর্য্যান্তং মন্দমারুতসেবিতং
মন্দারপারিজাতাদিকল্পবৃক্ষ-লতাকুলং।
উদ্ভূত রত্নছায়াভিররুণীকৃত ভূতলং॥
উত্থদ্দিনকরেন্দুভ্যাং উদ্ভাসিত দিগন্তরং।
তস্যমধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ॥
ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ
তস্যাধস্ত মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে।
ষট্‌কোণান্ত ত্রিকোনস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ॥
হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সাপদ্মকরয়া স্বাঙ্কস্থয়া সন্ততং।

তুমি জান যে গণপতি গণেশ—ব্রহ্মা—প্রাণ (শক্তি)। কাজেই দেখিতেছ আমরা এখনও প্রকৃতির কথাই বলিতেছি এবং প্রকৃতির যে অংশকে মানব-সমষ্টি বলা হয় এবং যাহাকে কোমৎবাদীরা পূজার বিষয় করিতে চান, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার পাসনায় মানবে ঈশ্বরোপাসনা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সন্তানের

কথা পাই :—[এই স্থানটীর যে "নকল" পাইয়াছি তাহাতে ফাঁক আছে।]*

নিম্নলিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক কি না বলিতে পারি না।

গো=পৃথিবী ; গোপ গোপী=পৃথিবীর রক্ষণশীল শক্তিপুঞ্জ।

তার পরের ধ্যানটাতে আমরা মানবের সাক্ষাৎ পাই।

উত্তপ্ত-হেমসঙ্কাশাং, লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতং
নানালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসাবৃগাবৃতাং
সহাসাং লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরান্
ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্ত পদ্মারুণেক্ষণং ॥

---

* নিম্নলিখিত দুটটীর একটী অথবা তদনুরূপই কোন ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছিল।

(১)

অব্যাদ্বীব্যাকোম নীলাম্বুজরুচি
বরুণাম্ভোজ নেত্রাম্বুজস্থো।
বালো জঙ্ঘা কটীরস্থল ফলিতঃ
রণৎ কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ ॥
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতি বিমলং
পায়সং বিশ্ববন্দ্যো।
গো-গোপী-গোপ বীতোগরুণ নখ বিলসৎ
কণ্ঠ ভূষশ্চিরং বঃ।
=(তন্ত্রসারে বালগোপাল)

(২)

ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং-গো-গোপ
সংঘাবৃতং।
গোবিন্দং কল বেণু বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ ভূষং ভজে ॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী পুরুষ জড় চৈতন্য রূপ, সমকালিক দ্বৈতের কথাই, আনয়ন করেন। কোমৎ ও খৃষ্টধর্ম্মীরা বিভিন্নকাল সংসৃষ্ট দ্বৈতের অবতারণা করেন না। আমি আবার বলিতেছি হিন্দু-চিত্ত অদ্বৈতভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষিক্ত।

আরও নামিয়া দেখা যাউক—অনন্তের অতীন্দ্রিয় রাজ্য ছাড়িয়া কালের নিম্নতর স্তরে আসা যাউক। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চ্চার কথা ছাড়িয়া কামনার বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই উপবিদ্যাদিগের স্তরে বন দুর্গা, সুর সুন্দরী—প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোরম মূর্ত্তি সকল ও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, কপালমালিনী প্রভৃতি ভয়াবহ ও ভীষণ (যদি ঐরূপই বলিতে ইচ্ছা কর) চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এসব বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি না। গণেশ-জননী যিনি সর্ব্বকাম-ফলপ্রদারূপে উপবিদ্যাগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়া, তাঁহার ধ্যান নিম্নে দিতেছি, ইনি মহাবিদ্যা নহেন, পরা জ্ঞান ও মুক্তি দান করেন না, অথচ ইনি কোমতের সমগ্র মানব ধারণার সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী।

তাঁহার স্বরূপ এই—

ধ্যায়েদ্ বরাননাং দেবীং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাং
বিম্বোষ্ঠাং চারুদশনাং হাস্যযুতাভয়প্রদাং
নানালঙ্কার সংযুক্তাং দ্বিভুজাং নীলচেলিকাং
ক্রোড়স্থিত গণেশেন পীতস্তুত পয়োধরাং
গৌরবর্ণাং ক্ষীণ-মধ্যাং রত্নপীঠোপরিস্থিতাং
গণেশ-জননীং দুর্গাং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদাং।

আমার বোধ হয় নিতান্ত খুঁতখুঁতে আধুনিক রুচিতেও ইহার সম্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু-মাতা মেরীর মত অবশ্য তিনি

শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মানা নহেন। শিশু তাঁহার অঙ্কে স্থিত আর শিশুকে তিনি স্তন্য দান করিতেছেন, কেবল আদর্শ প্রদর্শন মাত্রই করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। মাতা ও সন্তান—ইহাতে কাল ও পর্য্যায় (একের পর অন্য) রহিয়াছে। তাঁহার সুন্দর দন্ত-পংক্তি, রমণীয় ওষ্ঠদ্বয় এবং তাঁহার মুখে মাতৃস্নেহপূর্ণ স্মিতহাস্য—যে মাতৃস্নেহ বিশ্বজীবনের সহায়তাকারী,—এগুলির প্রতি দৃষ্টি কর এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে ভারতবর্ষে ইটালীর মত চিত্রকরগণ ছিলেন না বলিয়াই গণেশ-জননীর মূর্ত্তি ম্যাডোনা মূর্ত্তির মন সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয় নাই। কিন্তু—কিন্তু—আর একটী বাধা আছে--"ত্রিনয়না"। হিন্দু যে সকল মূর্ত্তিতেই মহান প্রকৃতির উপাসনা করিতেছে; সর্ব্বরূপেই সেই বিশ্ব মহানের পূজা এ কথা যে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ঐ ত্রিনয়ন তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই যে ত্রিনেত্র ইহা কি সত্যই সুন্দর নহে? অবশ্য স্ত্রীজাতির ত্রিনয়ন নাই; কিন্তু নাসিকার মূলভাগে কজ্জল টিপে তাহারা ইহারই অনুকরণ করে না কি?—ত্রিনয়ন কোনমতে অসামঞ্জস্যকর নহে।

স্নেহপূর্ণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

খিদিরপুর

১৮।১১।১৮৮২

মহাশয়!

আপনার শেষ পত্রে আমার জন্য যে, পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রখানি অমূল্য এবং অনেক চিন্তাশীল

ব্যক্তির একান্তই চিত্তাকর্ষক হইবে। আমার উপরে একটা আলোকের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। আমার মনে বড়ই ক্ষোভ উদ্রেক করিয়াছে যে আমি আপনার নিকট প্রতিবাসী নহি এবং আপনার হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞানের পূর্ণ উপকার পাইতেছি না। আমি সামাজিক বিষয়ের এবং কোমটীর দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই; কিন্তু যতদূর জানি তাহাতেই আপনার যুক্তি বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবর যোগেন্দ্র বিশেষজ্ঞ; পত্রখানি তাহাকেও দেখাইলাম এবং দিলাম। আমার কাব্য-খানি সম্বন্ধে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আপনার নির্দ্দেশ মত সতীকেই উমারূপে শিবের পার্শ্বে স্থাপন করিলাম। সন্তান ক্রোড়ে জননী রূপে দেখাইলাম না। কৈলাসে নূতন জগৎসৃষ্টির সজীব মূর্ত্তির আবির্ভাবই দেখাইয়াছি।

আমি কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদিগকে দিয়াছি। আমাদের ইংরাজ মনিবদিগের নববর্ষের প্রথম দিনে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইতে পারিব, আশা করি। কাব্যটীর শেষাংশ লইয়া একদিন আপনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটে নাই। চিঠির উত্তর লিখিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

আপনার স্নেহাস্পদ হেম।

এই সময়ে এডুকেশনের এবং ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের জন্য ভূদেব বাবুকে সর্ব্বদাই কলিকাতায় যাইতে হইত। তাঁহার বন্ধু বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র বসুর অনুরোধে ভূদেব বাবু স্বীকার করেন যে তিনি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার বাটীতে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিবেন।

১০।১১।১৮৮২ বৃন্দাবন বাবু লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তাঁহার মাতার পীড়ার জন্য তাঁহাকে মধুপুরে চলিয়া যাইতে হইয়াছে, তথাপি যেন পূর্ব্ব

কথামত তাঁহার বাড়ীতেই থাকা হয়--তিনি চারিতলার উপর একটা "নূতন" কাঠের রান্নাঘর বন্ধুর জন্যই প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন !

১৩।১১।৮২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুর হইতে ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

আমি পারিবারিক প্রবন্ধ পুস্তক পাইয়াছি এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পড়িয়া সমাপ্ত করিয়াছি। পুস্তকখানিতে নাম না দিয়া ছাপান হইয়াছে ; একমাত্র যাঁহার হস্তে উহা লিখিত হইতে পারে তাঁহার নাম সাধারণের মধ্যে কাহার বুঝিতে বাকী থাকিবে না। এক্ষেত্রে নাম না ছাপান সঙ্গত হইয়াছে—প্রকৃত পূজা গুপ্তভাবেই হইয়া থাকে। সমগ্র পুস্তকখানিই মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম অনুরাগের একটী মহান্ সঙ্গীত এবং অদৃশ্য গায়কের কণ্ঠেই উহা সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর শুনায়। [দি হোল বুক্ ইজ ওয়ান গ্র্যাণ্ড্ হীম টু দি হোলিয়েষ্ট অফ ইউম্যান অ্যাফেকশনস্, অ্যাণ্ড ইজ বেষ্ট সং বাই অ্যান ইন্‌ভিজিব্‌ল করিষ্টার]। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্যবহারিক জ্ঞান সম্বলিত হইয়া থাকে, কারণ উহাই বাস্তব জীবনে কবিত্ব (দি পোইট্রি অফ রীয়েল লাইফ)। সেক্সপিয়ারের নাটকে বেকনের প্রবন্ধ বা অন্য যে কোন ইংরাজ পুস্তক অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যবহারিক জ্ঞান নিহিত আছে। আমার স্বদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই এই কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন—তবে খুব অল্প সংখ্যকই ইহা জীবনে নিজের ভিতর অনুভব করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস আপনার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িলে তাঁহারা ইহা করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আশা করি আপনি আমাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন, আমাদিগের সামাজিক জীবন ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

সম্বন্ধে সেরূপ লিখিবেন। এই উভয়ের মধ্যে আমাদিগের সামাজিক সমস্যাগুলিই অধিকতর সংশয়াত্মক। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থাগুলির স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত মহত্ত্ব আমাদিগের পারিবারিক জীবনকে খণ্ড-বিখণ্ডিত হওয়া (ডিসইনটেগ্রেশন) হইতে রক্ষা করিতেছে।"

২২।১১।৮২ তারিখে বঙ্কিম বাবু যাজপুর হইতে ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—স্থানাভাববশতঃ আমার পূর্ব্ব পত্রে আমি পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহার সহজ রচনা-পদ্ধতি সকলেরই বোধগম্য ও ইহার মূল্য এত অল্প যে তাহা অধিকাংশেরই সহজ-লভ্য। ইহাতে আমার মনে হয় যে এই পুস্তক প্রতি গৃহস্থেরই বাটীতে—যেখানে যেখানে লেখা-পড়ার চর্চ্চা আছে—পৌঁছিবে ও সমাদৃত হইবে। ইহার দ্বারা কেবল আট আনা মাত্র ব্যয়ে মানুষ স্বীয় জীবন নিজের নিকট ও অন্যের নিকট মধুরতর করিতে সক্ষম হইবে। আমাদের নানা প্রকারের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আপনি কি ভাবে লিখিবেন মনে করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিলে আমার যাহা যাহা মনে হয় তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া আপনার আদেশ পালন করিতে পারিব।"

২৪।১১।৮২ তারিখে ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"আমরা একদিন একত্রে না বসিলে সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ সম্বন্ধে কার্য্য আরম্ভ প্রণালী কিরূপ স্থির হইবে? আপনার বাটীতে গিয়া উত্তমরূপে পলান্ন ভক্ষণ করিব ও কার্য্য আরম্ভ প্রণালী স্থির করিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু কলেজের পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আসিয়া পড়িল! আপনি কি ইতিমধ্যে একদিন কলিকাতায় প্রবাস করিবেন না? যাহা হউক

পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য করিতেই হইবে ; তাহাতে এখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি নাই জানিবেন।—*"

৩০।১১।৮২ তারিখে ভূদেব বাবু ভাগলপুর হইতে তাহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন—

ক্রফটের চিঠিতে হণ্টার সাহেব এখানে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া আমি ভাগলপুর আসিলাম। এখানকার ভদ্রলোকদিগের সহিত রাত্রি ১.॥ টার সময় ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলাম। আজ ১২টার সময় আবার দেখা হইলে নিম্নলিখিত-রূপ কথোপকথন হইল ঃ—

আমি।—আশা করি সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া সিমলা হইতে এতদূর আগমন-জনিত অবসাদ দূর হইয়াছে।

হণ্টার সাহেব।—ধন্যবাদ—ভাগলপুরেই কি আপনার প্রধান কার্য্যালয় ?

আমি।—ভাগলপুর আমার এলাকার মধ্যে বটে। তবে আমার প্রধান কার্য্যালয় বাঁকিপুরে ও হুগলীতে।

হণ্টার।—আপনার অধীনে দুইটী কার্য্যালয় ?

আমি।—হাঁ। আপনি জানেন কয়েক বৎসর হইল অনেকগুলি পুরাতন কর্ম্মচারী উপর্য্যুপরি মারা যান। ইয়ুরোপ হইতে নূতন লোক আনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের পদগুলি পূর্ণ করা যাইতে পারে ;

* সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ সম্বন্ধে কোন কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময়ে আরম্ভ হয় নাই।—বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হওয়ার পর ১৮১৬ শকাব্দায় (১৮৯৩) উহার প্রথম অধ্যাপক ৺হরিনাথ স্মৃতিভূষণের দ্বারা একাদশী-তত্ত্ব নাগরী অক্ষরে বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রথম ছাপা হয়। ভূদেব বাবু বলিতেন যে বঙ্গদেশে যে স্মার্ত্তাচার অধিকতর সুরক্ষিত ৺রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা তাহার প্রধান কারণ এবং সমগ্র ভারতের ব্যবহারার্থ উহা নাগরী অক্ষরে প্রচার করা উচিত। তিনি বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলে এই কার্য্যের জন্য কিছু অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একান্তই অজ্ঞ নবাগত লোক ত ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারেন না !

হণ্টার। হাঁ। তাহা হইলে আপনার অধীনে—

আমি। পাটনা, ভাগলপুর, বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা এই কয় বিভাগ। তবে প্রত্যেক বিভাগের জন্য আমার একজন সহকারী আছেন। আমার বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না।

হণ্টার। আর ইহার ভিতর আপনি এডুকেশন কমিশনের জন্য প্রাদেশিক রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ! আমি শুনিয়াছি—ইহা প্রথম শ্রেণীর লেখা দাঁড়াইয়াছে।

আমি। কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আপনি বোধ হয় তাহা দেখেন নাই।

হণ্টার। না। উহা কি শেষ হইয়াছে ? কত বড় ?

আমি। কতকগুলি অংশ এডুকেশন কমিটির অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে ; সমস্তটা এখনও হয় নাই। পরিশিষ্ট লইয়া ১৫০।১৬০ পৃষ্ঠা হইবে।

হণ্টার। পিয়ার্সনের লেখা পঞ্জাবের রিপোর্ট আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারা কেহ স্বাক্ষর করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রণালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও নিখুঁত নির্দ্দোষ বলিয়াছেন !

হণ্টার। আমি বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্‌পেক্টর ছিলাম।

আমি। তাহা আমার বেশ মনে আছে। সেই সময় আপনি 'রুরাল বেঙ্গল' (বঙ্গের গ্রাম্য জীবন) নামক আপনার উৎকৃষ্ট পুস্তকে ভবিষ্যৎ যশ কতকাংশে অর্জ্জন করিতেছিলেন।

হণ্টার। আপনি ইংলিশম্যানে প্রকাশিত আমার পত্রাবলীর কথা বলিতেছেন ? আপনি বোধ হয় জানেন না যে সার আশ্‌লী ইডেন

তাহার উপর বিশেষ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট আমাকে দোষ দেন। সার অ্যাশলীর লেখা প্রথমে আমার হাতে পড়িলে আমি তাহা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইতাম। তাহা হইলে সার সিসিল বীড়ন সাহেব বিশেষ লাঞ্ছিত হইতেন।

আমি। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট আপনাকে একালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ সম্মাননা করিয়াছেন। আপনার লিখিত "মুসলমান", "উড়িষ্যা", "গেজেটিয়ার" ও "ভারত-সাম্রাজ্য" ইংরাজদিগের নিকট ভারতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নবালোকে উদ্‌ভাসিত করিয়াছে। দেখিয়া সুখী হইলাম যে ভারতবাসীরা আপনার প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা ভুলে নাই। সর্ব্বত্রই আপনার সাদর অভ্যর্থনা হইতেছে। এদেশের লোকে আপনার প্রতিভা ও সহৃদয়তায় বিশ্বাস করে ও তাহাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেকটা নির্ভর করে তাহা সপ্রমাণিত।

হণ্টার। হাঁ। জন-সাধারণ আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট।

আমি। এডুকেশন কমিশনের সভাপতি-স্বরূপে আপনি এদেশকে আরও গভীর কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিতে পারিবেন—আপনি এদেশের সাধারণ শিক্ষা দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারিবেন।

হণ্টার। উহাই আমার উদ্দেশ্য। আমরা এ বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়ন করিব। শুদ্ধ 'গবর্ণমেণ্টের একটা মন্তব্যে' সমস্তই পর্য্যবসিত হইল এরূপ ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট হইব না। প্রত্যেক ভারত-সন্তানের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শিক্ষা-লাভের নৈসর্গিক "অধিকার" আছে, ইহা আমরা স্বীকার করাইব। এমন কি মনুও উহা করান নাই এবং কল্পনায় আনেন নাই।

আমি। ব্রাহ্মণ হিসাবে আমাকে বলিতে হইবে যে মনুর মানব-

প্রেম—আমাদিগের ন্যায়—তাঁহার অধঃপতিত অনুগামীদিগকে দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না।

হণ্টার। আমার ভুল হইয়াছে। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, মনুর মানব-প্রেমের মাহাত্ম্য বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই।

আমি। কথাটা আর একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিতেছি। মনুর বিধান তাঁহার স্বজাতীয় জনসাধারণের জন্য—বিজিত পরাধীন জাতির জন্য নহে। সেই জন্য আমাদের ইংরাজ ব্যবস্থাপকদিগকে মানব-প্রেম সম্বন্ধে যে বিশেষ পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে, মনুর সম্বন্ধে তাহা ঘটে নাই। এই জন্য তুলনার প্রধান প্রধান উপাদানের অভাব রহিয়াছে। মনুর প্রেম নির্ব্বাক উদ্ভিদ সমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

হণ্টার। সত্য, এমন কি ইয়ুরোপে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রজা-সাধারণের শিক্ষালাভের যে একটা নৈসর্গিক অধিকার আছে ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। আপনার যদি মত হয়, আমরা এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিব।

আমি। অবশ্যই ইংলণ্ডের প্রচলিত আইনের ন্যায় আইন হইবে।

হণ্টার।—হাঁ। সিমলাতে মিঃ ইলবার্ট আমার সহিত একত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনিই ভারত গবর্ণমেণ্টের মেধা-স্বরূপ। মেজর বেয়ারিং ইহার শক্তি-স্বরূপ এবং লর্ড রীপন ইহার নৈতিক পথ-প্রদর্শক। আমার স্থির বিশ্বাস, মিঃ ইলবার্ট ইংলণ্ডের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইনগুলির আদর্শে শিক্ষাবিধি-প্রণয়নে সচেষ্ট হইবেন।

আমি। আমিও আপনার ন্যায় মনে করি যে. ভারতের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অনেকগুলি আইনের—যথা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সম্পত্তি-সমন্বিত (এনডাউড)

স্কুল সম্বন্ধে আইন ; প্রাথমিক স্কুল সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি সকলগুলির বিচার করিয়া একটী আইন প্রস্তুত করিতে হইবে।

ঐ ভাবে যদি একটী বিধি প্রণীত হয়, তবে একটী মহৎ কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর জন্য তাহাদের অমর রাজনীতি-বিদেরা যেরূপ করিয়াছেন অনেকটা সেইরূপ হইবে।

এই মহদুদ্দেশ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বহুবিধ অবস্থাসমূহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তাবিত বিধিটী সাধারণ ও ব্যাপকভাবে প্রণয়ন করা আবশ্যক। আরও বিধিটী এইরূপভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টগুলি স্ব স্ব প্রদেশের অবস্থানুসারে উহা সামান্যভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়া লইতে সবিশেষ সুযোগ পায়।

১৮৫৪ সালের শিক্ষা সম্বন্ধে সেই চিরস্মরণীয় আদেশের (ডেসপ্যাচ) অপেক্ষা ইহা স্পষ্টতর করা যাইতে পারিবে না। অন্ততঃ আমার এইরূপ মনে হয়।

হণ্টার। বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটির রিপোর্টে কি শিক্ষাবিধি প্রণয়নের কোন প্রস্তাব নাই?

আমি। শিক্ষা সম্বন্ধে আইন-প্রণয়নের উল্লেখ আছে—তবে তাহা স্থানীয় প্রাদেশিক আইনের কথা। শিক্ষা-প্রাপ্তির অধিকার সম্বন্ধীয় বৃহৎ প্রস্তাবের কোন বিচার করা হয় নাই। স্বেচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রাপ্তির মূল সূত্রটি লক্ষ্যের বহির্ভূত করা হয় নাই।

হণ্টার। কিন্তু স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে দুইটা কারণে শিক্ষাবিষয়ক আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। (১ম) প্রজাসাধারণের শিক্ষালাভের যে ন্যায্য অধিকার আছে তাহার ঘোষণা করা ; (২য়) প্রাথমিক মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার কোন্‌টীতে কত ব্যয় হওয়া উচিত তাহার নির্ণয় করাও আবশ্যক।

আমি। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সৈনিক বিভাগের ব্যয়

সম্পূর্ণভাবে করিয়া অপর কোন বিভাগে কত খরচ করিবে—(রেলওয়ে, পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কত টাকা নিয়োজিত হইতে পারিবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে স্থির করা দুষ্কর প্রতুত হইতে পারে না)। সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়ার্থ বৎসর বৎসর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন ভারতীয় জন-সাধারণের শিক্ষিত হইবার অধিকার থাকিবার কথা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অধিকতর সহৃদয় সুশিক্ষিত শাসনকর্ত্তৃগণ যদি এই ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত থাকেন ও তৎসম্বন্ধে কি করা উচিত ও কতদূর কি করা যাইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও চেষ্টা করেন তাহাই যথেষ্ট। শুধু অধিকারের ঘোষণা অপেক্ষা ইহা কি ভাল নহে ? কিন্তু আপনি জ্ঞানী।

হণ্টার। এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করিব। আপনার জনসাধারণের উপর বিশ্বাস আছে, আর আপনি জানেন যে আমার বিশেষ ইচ্ছা যে আপনাতে আমাতে একমত হইয়া কার্য্য করিব। মিঃ লি-ওয়ার্ণার ও মিঃ ওয়ার্ড তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের জন্য আপনার প্রধান গুরুর (চিফ্ গুরু সিস্টেম) প্রণালী গ্রহণ করিবেন ; আমাদিগকে ধীরভাবে ও সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। এইমাত্র শুনিলাম যে আমাদের একজন ডেপুটী ইনসপেক্টর টাকা ভাঙ্গার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। তবে এ বিষয়ে আমি সহযোগীদিগকে বলিতে চাহি না।

আমি। কেন ?

হণ্টার। তাহা হইলে লোকে তোমাদের প্রণালীকে দোষ দিবে।

আমি। যাহারা মনে করে মানসিক কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হইলে তবে তাহা গ্রহণীয়, তাহারা কতদূর অজ্ঞান ! আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে আমার প্রধান গুরুপ্রণালী একেবারে নির্দ্দোষ নহে।

৪।১২।৮২ কলিকাতা গিয়া ছোট লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রে-টারীর নিকট স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সম্বন্ধে একটা পাণ্ডুলিপি রাখিয়া আসিলাম। রাত্রে হাওড়ায় মুকন্দর বাসায় রহিলাম। মান্দ্রাজে প্রেরিত রামোত্তম ঘোষ সম্বন্ধে মুদালিয়ার এবং মিলার প্রশংসা করিলেন।

৮।১২।৮২ রাধিকা চশমা ধরিয়াছে। কত শীঘ্র আমাদের মধ্যে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়! হাবড়াতে গাড়িটা আনাইয়া রাখিলাম।

ঐ তারিখে ভূদেব বাবু বঙ্কিম বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার প্রকাশিত সাম্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অনেকের মনে স্থান পাইবে। 'বাল্মীকির জয়ে'র ন্যায় পরবর্ত্তী অনেক বাঙ্গালা লেখা তোমার প্রবন্ধগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, তুমি যদি 'সাম্যের' সহিত জগতে 'বৈষম্যের' অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখিতে থাক তাহা হইলে তোমার অনুসরণকারিগণের অধিকতর উপকার হইবে।"

৺ বঙ্কিম বাবু এই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আপনি আমার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রকৃত। ঐরূপ চিন্তার অবস্থা আমি পার হইয়াছি (আউটগ্রোন দেম্)। ঐ সকল প্রবন্ধের প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমি তাহাদিগের অধি-কাংশ পুনর্মুদ্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছি। অন্ততঃ 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধটী আর ছাপা হইবে না।"

জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুইটী পাতাও পরস্পর সমান হয় না। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। প্রাকৃ-তিক সাম্যবাদে মৌলিকত্ব নিহিত। এবং ভাবিক সাম্যবাদে মৌখিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ বলেন, সকলই মূলতঃ এক, কর্ম্মভেদে পৃথকভূত। ভাবিক সাম্যবাদ প্রত্যক্ষের অপনয়ন করিয়া বলেন সকলেই জন্মতঃ সমান সামাজিক ব্যবস্থার দোষে পৃথককৃত।

সাম্যবাদী খৃষ্টান এবং মুসলমানের কেনা গোলাম ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও চুক্তির আইনের বলে মজুরেরা দাসরূপে ব্যবহৃত। এই জন্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সমাজের মধ্যে অপ্রকৃত এবং অশান্তিকর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না।* সমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটী লোকের গুণানুসারিনী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় ব্যক্তিগত মান্যস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যক্ত হইয়াছে—

বিত্তং-বন্ধুবয়ঃ-কর্ম্ম-বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্‌যদুত্তরং॥

বিদ্যাবত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; তাহার নীচে কর্ম্মশালিতা, তাহার নীচে বয়োধিক্য; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য; তাহার নীচে ধনবত্তা। এই পঞ্চবিধ মান্যস্থানই সর্ব্ব সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজভেদে এই পাঁচটীর মধ্যে কোনটীর প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, নব্য ইউরোপে ধনবত্তার যৌবন বাড়িতেছে। এ দেশেও ইংরাজ সমাগম হইয়া তাহাই হইবার কতকটা উপক্রম হইয়াছে। × × বিভবানুসারিণী বৈষম্য যদিও চেষ্টা-শক্তির উত্তেজক, তথাপি লোভ, ঈর্ষা, শঠতা, অস্থৈর্য্য প্রকৃতি অনেক দোষের আকর। আমি দেখিয়াছি, আমাদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্ত্তাও সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় ভেদটী পরিষ্কার রূপে না বুঝিয়া যিশু এবং মহম্মদের সহিত বুদ্ধদেবকেও সাম্যবাদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। × × বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নাই। প্রত্যুত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ক্রমোৎকর্ষ

* সমাজের অন্তর্গত যে সাম্য তাহা কর্ত্তব্য সাধনে সম্বন্ধ অর্থাৎ কি উচ্চ কি নিম্ন পদস্থ সকলেই আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে সমানরূপে বাধ্য।—ম্যাজিনি।

এবং ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মনুষ্যের মধ্যে সাতজিক উৎকর্ষা-পকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[সামাজিক প্রবন্ধ]

৯।১২।৮২ চুঁচুড়ায় আসিলাম। নলডাঙ্গার প্রমথভূষণ দেব রায়ের সহিত পরিচয় হইল।

১০।১২।৮২ স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার অঙ্কগুলি গোবিকে দিয়া পরীক্ষা করাইলাম। বাঙ্গালার নিট্ (খরচা বাদে) রাজস্ব ১ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড।

২২।১২।৮২ চন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা রিভিউ-এ আমার পরিবারিক প্রবন্ধের সমালোচনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে দশবৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক তাঁহার হস্তে আসিলে তিনি যে সকল ভুল করিয়াছেন তাহার অনেকগুলি হইতে রক্ষা পাইতেন।

২৪।১২।৮২ হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার সমালোচনা শেষ করিলাম। *

"দশমহাবিদ্যা" প্রকাশের পর ভূদেব বাবু সন ১২৮৯ সালের ১৫ই পৌষ তারিখের "এডুকেশন গেজেটে" উহার এক বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু এডুকেশন গেজেট অফিসের বাঁধানো ফাইল হইতে শেষার্দ্ধ কেহ নকল করিবার পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সে জন্য প্রথমাংশ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতে পারা গেল।

* হেম বাবু মুকুন্দ বাবুকে ৺কাশীধামে তাঁহার সহিত শেষবার দেখা হইলে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সহিত সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই "ভারত সঙ্গীত" এবং "ভারত বিলাপ"। সে সবই তুমি জান। যোগেন্দ্র ঘোষের সহিত কোম্‌টীর দর্শন সম্বন্ধে তোমার পিতার চিঠিপত্র আমি দেখিতাম এবং দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার সহিতও চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল। " ' পিতৃতুল্য তাঁহার কথা শুনিয়া যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতাম! যতবার দেখা হইয়াছে ততবারই বলিয়াছেন "কত জমাইলে, ওকালতীর পেন্‌সন নাই এবং এখন এদেশে ৫৫ বৎসরের পর পুরা খাটুনিও সহ্য হয় না।"

"কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দশমহাবিদ্যা" নামক একখানি অতি উপাদেয় অভিনব কাব্য-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। কবিবর ইহার গীতি-কাব্য নাম দিয়া ইহাতে ছন্দোবন্ধের বহুবিধ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গলা পদ্যের নূতন ছন্দের ছটা দেখিতে চান, তাঁহারা এই কাব্য-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতীব তৃপ্ত হইবেন। হেম বাবুর ভাষা যে মিষ্ট এবং মধু যে মিষ্ট এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না।

আমরা এই কাব্য-গ্রন্থে অপর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতেছি। প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন বিশুদ্ধমনা ব্যক্তিরা যে উন্নত জ্ঞানপথে স্বতঃই উত্থিত হইতে পারেন, এই গ্রন্থখানি সেই কথারই একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে।

শিবমোহিনী সতী নিজ দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব যেরূপ বিরহ-বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং সমস্ত কৈলাস যেরূপ শোক-বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা সুন্দররূপে প্রায় মানুষ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। শিব কাঁদিতেছেন —

রে সতি রে সতি, কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যতদিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি-আসন, শ্মশান বিচরণ, জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।

* * * * *

সেই যোগসাধন কি হেতু ঘুচাইলি ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি, সে সাধ এতদিন পরে।

"এমন সময়ে মহাঋষি নারদ বীণাবাদন সহকারে গমন করিতে করিতে শিবের সমীপস্থ হইলেন। নারদ পদার্থটী কি তাহা পাঠক এই সময় হইতেই বুঝিয়া লউন।* নারদ শব্দের অর্থ মোক্ষ। অতএব নারদ

* নরানাং ইদং নারং— নর সম্বন্ধীয়ং সুখ-দুঃখাদি তৎদাতি খণ্ডয়তি যঃ সঃ নারদঃ। দোম চ্ছেদ ধাতুঃ।

শিবসম্বাদরূপ এই কাব্যে মোক্ষের সহিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। মোক্ষ জ্ঞানের ফল ; জ্ঞান ভূত-বিষয়ক, বুদ্ধি-বৃত্তি বিষয়ক এবং ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত তথ্যের সারভূত, কবি ভৌতিক গূঢ়তথ্য প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন সে দৃষ্টি আচ্ছাদন অপসারিত হইলে—

মহাকাল পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে !
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ শ্যাম অভ্রবরণে।

"পৃথিবী এবং সূর্য্য ত নাই-ই ; নক্ষত্র-মালাও নাই এবং পৃথিবীরও সূর্য্যের সম সূত্রপাতে যে মেষ এবং তুলা নামক রাশি-চক্রের দুইটী রাশি কল্পিত হয়, সে দুইটীর স্থান পর্য্যন্ত নাই, অথবা পৃথিবীর নারদ এবং ঈশান মূর্ত্তি শিব সেই দুই স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া আছেন—অপর সমুদায় মহাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাকাশের দশদিক পূর্ণ করিয়া এক অনাস্থা মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন। × × ×

কিন্তু নারদের কৌতূহল তৃপ্ত হইল না। কেন হইবে ? এটী জানিবার নয়, জানিতে পারা যায় না, কোন প্রশ্নেরই এরূপ উত্তর পাইলে মন নিবৃত্ত হইতে পারে না, ক্ষোভের উদয় হয় মাত্র। নারদের তাহাই হইল। তিনি বলিলেন—

পাব নাকি সতীনাথ সংস্বরূপা হেরিতে ?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে ?

× × × ইহাদের দুঃখ দেখিয়া নারদের দয়ার উদ্রেক হইল। এতক্ষণ যে জ্ঞানপিপাসা মাত্র তাঁহাকে উদ্রিক্ত করিতেছিল তাহার তেজ দয়ার মধুর ভাবে নিমগ্ন হইল।

× × × "জগতে শক্তির লীলা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে নারদ পরম জ্ঞানীকেও অন্ধীভূত হইতে হয় তাহার সন্দেহ কি ? বিশুদ্ধ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু সে বিশুদ্ধ শক্তির স্বরূপ একান্ত অপরিজ্ঞেয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের মতে শক্তি চিৎ এবং শিব জড়। কবি দেখাইলেন যে বিশুদ্ধ শক্তি অর্থাৎ জড়ও যে শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির একান্ত অতীত। জড় পদার্থে শক্তির সমাবেশ হইয়া গেলেই মনুষ্য-বুদ্ধি শক্তির প্রকৃতি-পর্য্যালোচনায় কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারে মাত্র; তাহাতে শোক সন্তাপ এবং বিস্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র সুখের অনুভব হয় না।"

১৮৮২ সাল সমাপ্ত হইল। গত বৎসরে আমি নূতন সম্মান ও বহু নূতন কার্য্য-ভার পাইয়াছি। এডুকেশন কমিশনের কার্য্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। ক্রফটের মতে আমার লিখিত প্রাদেশিক রিপোর্ট—মন্দ হয় নাই। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমি বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হই নাই। এখানে কৃষ্ণদাস পাল আমা অপেক্ষা অনেক অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

নির্দ্দোষ সন্তুষ্টমনা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিলে যাহা বুঝায় আমার ছেলেরা তাহাই, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধনের কোনই লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। কাজ করিতে ভাল লাগে বলিয়া কাজ করা এ ভাবটী এখনও দেখিতে পাই।

নিঃসন্দেহরূপে আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও ঋণ-গ্রস্ততা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃই ইউরেশীয়দের পোষক হইতেছেন এবং যে সকল সামান্য চাকুরীগুলি ইতিপূর্ব্বে হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য রক্ষিত ছিল, এক্ষণে তাহাতে ইউরেশীয়গণ প্রবেশলাভ করিতেছে; শিক্ষা সম্বন্ধেও ইউরেশীয়গণ অখৃষ্টান জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা পাইবে।

দেশীয় সমাজ কোথা হইতে জীবনী-শক্তি লাভ করিবে?

একত্রিংশৎ অধ্যায়

সার্কাস - লি ওয়ার্ণার—দল-বন্ধনে অক্ষমতা—ফলের জন্য ঔৎসুক্যে স্নায়বিক শক্তির অপচয়—অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রেই অপব্যয়—শিল্প-শিক্ষা এবং কলেজের ছাত্র-সম্মিলনী—দ্বিতীয় ভাগ পুষ্পাঞ্জলি লিখিবার কল্পনা—মাতার নামে উৎসর্গ-পত্র—সদ্‌গুরু ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে প্রবেশ অসম্ভব—এদেশীয়ের "আমরা" বলিবার নাই—মানব-তত্ত্বের সমালোচনা—ইলবার্ট বিল ও লালমোহন ঘোষ—মুঃ গিজোর লিখিত 'মানব জাতির ক্রমোন্নতি'—শ্রীমান বটুকদেবের জন্ম—তৃতীয় পুত্রের আরারিয়ায় বদলি—আরারিয়ায় জ্বরের এবং সর্পের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পুত্রকে উপদেশ—পেনসন্ লইয়া অবসর-গ্রহণ—সমগ্র হিন্দু-জাতিতে এক্ষণে কার্য্য-ক্ষমতার এবং ক্ষিপ্রকারিতার অভাব—৺গোবিন্দ বাবুর দ্বারায় নষ্ট রত্নোদ্ধার—ব্যবস্থাপক সভার কর্ম্ম-ত্যাগ—মিতব্যয়িতা বা সংযম—মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী।

১।১।৮৩ ডাক্তার সরকার এবং নবাব আবদুল লতিফ্ সি, আই, ই, হইয়াছেন। ম্যাকেঞ্জি এবং রেণল্ড্‌সের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। গোবির সহিত করিন্থিয়ান থিয়েটারে হ্যামলেটের অভিনয় দেখিলাম।

৫।১।৮৩ মুকুন্দর সহিত উইলসনের সার্কাসে যাই। ঘোড়ার খেলা-গুলি বাস্তবিকই আশ্চর্য্য! ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষেও লোকে মাংস-পেশীর শক্তি-বর্দ্ধনে এবং জীব-জন্তুর উপর আধিপত্য-লাভে আনন্দানুভব করে। উহাই পুরুষোচিত।

৬।১।৮৩ ক্রফট বলিলেন যে হণ্টার এবং হ্যাভেল উভয়ের মতেই

বাঙ্গালার প্রাদেশিক রিপোর্টই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। লাট সাহেবের উদ্যান-সম্মিলনীতে গিয়াছিলাম।

৭।১।৮৩ চুঁচুড়ায় আসিলাম এবং বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি রেলিং খসিয়া যাওয়ায় মুকন্দুর সাড়ে তিন বৎসর বয়স্কা প্রথমা কন্যা দ্বিতল হইতে উঠানে পড়িয়া গিয়াছিল।* ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিককে ডাকা হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর (স্কুলের ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী সুন্দর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন।) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ানয় তাঁহার আপত্তি নাই। রাত্রে মেয়েটীর জ্বর হইয়াছিল; কিন্তু একোনাইট এবং আর্ণিকা দিতে দিতে তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

১১।১।৮৩ মিঃ লি ওয়ার্ণারের একটী প্রস্তাব তাঁহার দিকে অধিক সংখ্যক সভ্য মত দেওয়ায় কমিটীতে মঞ্জুর হইল।* প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রবৃত্তিগুলি মধ্য শিক্ষার হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে। আমি মত দিই নাই এবং

---

* ৺গোবিন্দ বাবুর তৃতীয়া কন্যা ইহার অপেক্ষা ছয় মাসের বড় এবং উত্তরায়ণের দিন জন্ম হইয়াছিল; সেরূপ সুন্দর মেয়ে প্রায় দেখা যায় না। বছর আড়াই বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। ভূদেব বাবু যখন শুনিলেন মেয়ে দুইটীতে খেলা করিতে করিতে একটী পড়িয়া গিয়াছিল তখন অপরটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ও রেল পার হইয়া গিয়া ঝঁপ দিল।"

* প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষার জলপানিগুলি ঐ শিক্ষার কৃতিত্বের পুরস্কার। যে শ্রেণীর ছাত্রের পুরস্কার তাহা সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থে ব্যয়িত বলিয়া ধরাই সঙ্গত। বোম্বাই সিভিলিয়ান এবং তথাকার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সুচতুর মিঃ লি ওয়ার্ণারের উদ্দেশ্য ছিল যে, মধ্য শ্রেণীর শিক্ষাতে অনেক টাকা ব্যয়িত হইতেছে দেখাইবেন, সুতরাং তাহার বৃদ্ধি করিবার যে আবশ্যক নাই তাহা প্রমাণিত হইবে! ঐ দিনের ভোট লওয়ার সময় অনেক দেশীয় সভ্য মিঃ লিওয়ার্ণারের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন! তাহাই এদেশের সর্ব্বত্র হয়। ইহারই সহিত অপর এক দিনের কথার উল্লেখ বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ হিন্দু সমাজে বক্তৃতা প্রবন্ধে আছে—"উচ্চ ধর্ম্মভাবে যে ইউরোপীয়ের হিন্দুকে শিখাইবার কিছুই নাই, শিখাইবার জিনিসই অনেক আছে, সে কথা নিশ্চয় হইল। এখন দেখা আবশ্যক যে

প্রস্তাবের ফল কি হইবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া ওয়াড সাহেবও মত দেন নাই।

১২।১।৮৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউ-ঠাকুরাণীর হাটের একটা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম।

মুকন্দুর প্রথম কন্যার দ্বিতল হইতে পড়িয়া যাওয়ারূপ দুর্ঘটনা আমাকে কত অধীর করিয়াছিল তাহা মনে মনে বিচার করিলাম। যাহা করিতে হইবে তাহা করার জন্য উদ্যম প্রয়োগ করা এবং ফলের জন্য অধীর না হওয়া এই ভাবটী মনে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে। ফলের জন্য ঔৎসুক্য কেবল স্নায়বিক শক্তির অপচয় মাত্র।

১৩।১।৮৩ কাল বৈকালে কোন কথাবার্ত্তার মধ্যে বলিয়াছিলাম যে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের একই কারণে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।' বকল সাহেবের "সভ্যতার ইতিহাসে" (হিষ্ট্রী অব সিভিলিজেসন) সে চেষ্টা অনুমাত্র দেখা যায় না। সন্দেহবাদ এবং বিশ্বাস মানবীয় বিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এতদুভয়ের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়া অপরটাকে স্তুতিবাদ করা অনুচিত। সন্দেহবাদ, পরিবর্ত্তন এবং গতির অবস্থা এবং বিশ্বাস স্থিতির অবস্থা। এই গতির পর স্থিতি অবস্থায় [শাস্ত্রীয় মতে বিশ্বাসই এই অবস্থা] পৌছিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং উপকারী অবস্থায় পৌছানো যায়।

নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখাইবার আছে কি না। আমার বোধ হয় একটী বি শিক্ষণীয় আছে—সেটী দল বাঁধিবার ক্ষমতা। যদি হিন্দুরা ইংরাজদিগের স্থানে ধর্ম্মটী শিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। এব ইংরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি "উই" (we আমরা) বলিয়াছিলাম। তি একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "দেখ তোমার যদি "আমরা" বলিবার থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতাম না।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দুইজনে একমত হইতে অক্ষম।"

* শাস্ত্রীয় মতে বিশ্বাসই এই অবস্থা—

১৭।১।৮৩ ইংলণ্ডের আবগারী বিভাগের আয় সমগ্র রাজস্বের শতকরা ৪৪ অংশ।*

১৮।১।৮৩ প্রথম সংখ্যক এডুকেশন কমিশন কমিটীতে উপস্থিত ছিলাম। মুদালিয়র তাঁহার একটী মন্তব্যের মুসাবিদা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন; তাহাতে দুইটী স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া ওয়ার্ডকে দিলাম।

১৯।১।৮৩ চতুর্থ সংখ্যক কমিটীতে গিয়াছিলাম। শিক্ষাবাদের পেন্সন সম্বন্ধে লি ওয়ার্ণারের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

২০।১।৮৩ ব্যবস্থাপক সভায় † এবং কমিশন উভয় স্থলেই গিয়াছিলাম। টাউন হলে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিলাম।

* উহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে— "দি ইংলিশ রেভিনিউ ইজ সলভেন্ট বাই দি পিপল গেটিং ড্রঙ্ক—ইংরাজ জাতি মদ খাইয়া রাজস্বকে সুস্থাবস্থায় রাখে।

† এই সময় ভূদেব বাবুর তৃতীয় পুত্র হাবড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন ৺ বঙ্কিম বাবু এবং ৺ গৌরদাস বসাকও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কাছারি বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া রওয়ানা হইলেন। ঐ দিন পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কোন কার্য্যের জন্য রেভিনিউ বোর্ডে গিয়াছিলেন, তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায়, সময় হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২।৹ পড়ে। পূজ্যপাদ মহাশয়ের পুত্রেরা মাসের শেষে তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায় আঁটা হইত। এই হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২।৹ দেখিয়া পূজ্যপাদ মহাশয় আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন "হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রাম গাড়ী করিয়াই কলিকাতার কাজে অন্য দিন যাই; কিন্তু ঐ দিন দুইজন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও ডাকাইয়া ফেলিয়াছিলাম।" পূজ্যপাদ মহাশয় তখন আর কিছুই বলিলেন না। পরবারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতা পুত্রে চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল, তখন জানাইলেন যে, সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাটিয়া পার হইয়া ট্রাম গাড়ী করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। "বলিলেন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রই অপব্যয়। পুত্রের সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলিলেন "নিজের শরীরের উপর ব্যয় সঙ্কোচে লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে যখন চলিবে তখন নিন্দা বা লোক লজ্জার ভয় করিবে না সেখানে বরং যাহাতে সাধারণেরমত সৎপথে যায় সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান

২১।১।৮৩ চুঁচুড়া সমিতি গঠিত হইল। আগামী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় "বাঙ্গালীর দলবন্ধনের অক্ষমতার কারণ এবং তাহার প্রতিকার।"

২২।১।৮৩ আমার অংশে পতিত কমিশনের রিপোর্টের ফরম লিখিতে গোবি আমাকে সাহায্য করিয়াছে।

মেজর বেয়ারিংয়ের সান্ধ্য সম্মিলনীতে গিয়াছিলাম।

২৩।১।৮৩ বেণী (হাওড়া স্কুলের হেড মাষ্টার পরে অ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ৺বেণী মাধব দে) অসুস্থ শুনিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলাম, এবং মিঃ সি, ই, বকলণ্ডের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।•

মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীতে যান কেন?"—উত্তর "চতুর্থ শ্রেণী নাই বলিয়া।" ইহাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে। আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া কাঙ্গালের ঘোড়া রোগে পড়িতেছি। চটি পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত পবিত্র চরিত্র মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এদেশের আদর্শ ছিল, বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রেরই এদেশে মানের স্থান ছিল।

ইতিপূর্ব্বে ১লা জানুয়ারী গবর্ণমেণ্ট হাউসে বকলণ্ড সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল; গবর্ণমেণ্ট হাউসে ব্যবহৃত লম্বা কাল টুপি এবং লম্বা কাল কোট পরিহিত বকলণ্ড সাহেবকে ভূদেব বাবু চিনিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর ডায়েরী হইতে জানা যায় যে, ৮ই জানুয়ারী বকলণ্ড সাহেব মুকুন্দ বাবুকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন "গত শনিবার আমি তোমার বাবাকে দেখিয়া কথা কহিতে গিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই।" এই কথা মুকুন্দ বাবু ভূদেব বাবুকে জানাইলে সুবিধামত পরে তিনি বকলণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিতে যান।

এই চিনিতে না পারা সম্বন্ধে পারিবারিক প্রবন্ধে আছে :—"আকৃতির স্মরণ শক্তি আমার বড়ই অল্প। ছেলে বেলায় যদি কোন নূতন পথ দিয়া আমাকে কেহ লইয়া যাইত আমি পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। বহুবার একটী দ্রব্য দেখিয়াও তাহার আকার প্রকার ভুলিয়া যাইতাম কিন্তু তাহার নাম এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা শুনিলে সেই সকল কথা বেশ মনে থাকিত।

ছেলেকে ছবি আঁকিতে শিখাইবার ইচ্ছা হইল কেন? কোন আত্মীয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলাম—"নিজের আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণা শক্তি কম; ছেলের সেই দোষটা না হয়, এই জন্য উহাকে দুই তিন বৎসর ছবি আঁকিতে শিখাইব।"

আমি প্রায়ই মানুষ চিনিতে পারি না কিন্তু তাহা না পারাতে বড়ই বিষম হয় জানিয়া

২৪।১।৮৩ তৃতীয় সংখ্যক বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। এবং প্রথম সংখ্যক কমিটীর জন্য আমার ভাগের ফরম শেষ করিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম যে গোপালের লেখা পড়া সম্বন্ধে এবং শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের পরিচালনার জন্য প্রাণায়াম আসনাদির উপকারিতা সম্বন্ধে দ্বারির সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।*

২৫।১।৮৩ প্রথম সংখ্যক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। গ্রান্ট সাহেবকে আমার কাগজ পত্র দিলাম। মুদালিয়র আমার একটী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অচিন্তনীয় ভাবে ভোট দিলেন! হাওয়েল সাহেব মিঃ মি ওয়ার্ণারের নিকট চাপা পড়িয়া যাইতেছেন।

২৬।১।৮৩ শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের "রামচরিতের" ভূমিকা লিখিয়া দিলাম। ক্রফট সাহেবের সহিত হাওয়েলের প্রবন্ধ দেখিলাম। মিঃ বার্ব্বার বলিলেন যে প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রণয়নে তাঁহার কোন হাত ছিল না। সুতরাং তিনি উহাতে দস্তখত করিবেন না। কার্য্যদক্ষ

ঐ দোষের একটা প্রতি বিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। যেখানে যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় একখানি বহিতে তাহার নামাদি টুকিয়া রাখি এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার যাইতে হইলে ঐ বহি খানি দেখিয়া নামাদির পুনরালোচনা করিয়া লই। এই তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সমুদয় আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি। সেজন্য ঐ যে ভবানী বাবু এবং শ্রীনাথ বাবু আসিলেন অনায়াসে তাঁহাদের নাম লইয়া কথোপকথন করিতে পারিলাম।"

"তবে ত দেখিতেছি লোকে অমুক আমাকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া অভিমান করে, সেটী বড় অন্যায্য অভিমান!" "কিছু অন্যায্য বৈ কি—আমার সম্বন্ধে খুবই অন্যায্য, তাহার সন্দেহ নাই—এবং আমার মত যে চোক থাকিতেও কাণা লোক অনেক আছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই সে দিন অমুক সাহেব আমার পুত্রের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তোমার বাপ আমাকে চিনিতে পারেন নাই।"

* ভূদেব বাবু তাঁহার ছাত্রদিগের ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিবর্গের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে কতটা প্রীতি পোষণ করিতেন তাহা এই স্বপ্ন দর্শন হইতে বড়ই সুস্পষ্ট হয়। ঐ সময় দ্বারি বাবুর পুত্র গোপাল বড়ই কৃশ ও দুর্ব্বল ছিলেন।

ইংরাজেরা সাধারণতঃ এইরূপ বালকোচিত ব্যবহার করেন না। অপরের লেখা প্রস্তাব প্রবন্ধ বা রিপোর্টের সহিত মতের মিল থাকিলে বিনা বাক্য ব্যয়ে সহি করিয়া দেন। কোন কোন স্থলে মতের মিল না থাকিলে সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই মতভেদ টুকুর কথা (মিনিট অফ ডিসেণ্ট) লিখিয়া সহি করেন।

২৭।১।৮৩ শিবপুর কলে মিটিংয়ে গিয়াছিলাম।

২৮।১।৮৩ ক্রফট সাহেবকে ১৪১ এবং ১৪২ অধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম।

২৯।১।৮৩ স্বর্গীয় রাজা বরদাকান্তের পৌত্রকে ট্রেণে দেখিলাম।

৩০।১।৮৩ তৃতীয় সংখ্যক (ওয়ার্ড সাহেবের) কমিটিতে গিয়াছিলাম। ক্রফট সাহেব বলিলেন যে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে ক্লার্ক সাহেব আসিতেছেন। লেথব্রিজ সাহেবের একখানি চিঠি মিঃ ক্রফট সাহেব পড়িয়া শুনাইলেন ; তাহাতে লিখিত আছে যে কোন প্রাচীন বা আধুনিক কবি শ্রীরামচন্দ্রের মত আদর্শচরিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই।

৩১।১।৮৩ সৈয়দ মামুদ (সার সৈয়দ আহম্মদের পুত্র এবং পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এবং মিঃ তেলাঙ্গের সহিত দেখা করি। মনমোহন ঘোষের সহিত আলাপ হইল। তেলাঙ্গ অপেক্ষাও সৈয়দ মামুদকে ভাল বলিয়া বোধ হইল।

১লা ফেব্রুয়ারি হাওড়া হইতে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

প্রিয়তম গোবি!

আগামী রবিবার কলেজের ছাত্র সম্মিলনী হইবে। আমার তথায় যাইবার ইচ্ছা আছে এবং সম্ভব হইলে আমাদের দেশের কয়েক জন যুবককে শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত কার্য্য শিখিতে ইউরোপ পাঠাইবার জন্য একটি সমিতি গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার প্রস্তাব তথায় করিব।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অন্নদা একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার নকল করিয়াছিল। সেটি আমার নিকট ছিল এবং বোধ হয় সে সময়ে প্রাদেশিক রিপোর্ট লিখিতে আমি যে বই খানি প্রায়ই ব্যবহার করিতাম তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলাম। যদি পাও ত সেখানি খুঁজিও। এখানি আধখানা ভাঁজ করা কাগজে অন্নদার হাতে লেখা।

মুকুন্দ বলিতেছিল আমরা সকলেই এবং শিবনাথ তথায় আমন্ত্রিত হইব। তাহা হইলে আমাদের সকলেরই সেখানে যাওয়া উচিত; কারণ এই সুশিক্ষিত দলের সম্মিলনে সুবুদ্ধির পরিচালনা এবং ভাবের উচ্ছ্বাস [ফিষ্ট অব রিজন এণ্ড ফ্লো অফ সোল] প্রকাশিত হইতে পারিবে। সেখানে উপস্থিত থাকিয়া আমার প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা আছে যে—বিদেশে শিল্প শিক্ষার সাহায্য জন্য একটা সমিতি বা বোর্ড স্থাপন করা হয়। সেই সমিতি কয়েকটী যুবককে বিদেশে পাঠানর সাহায্য ও সেখানে তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন। *

---

* সদাশয় প্রিন্সিপ্যাল জেম্স সাহেব ১৯১৪ ও ১৯১৫ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে পূর্ব্বতন ছাত্রদিগের পুনর্ম্মিলন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন "বঙ্গদেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি গণনীয় হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই কলেজ সংশ্লিষ্ট"। (এভরিবডি হু ইজ এনিবডি ইন্ বেঙ্গল বিলংস টু দিস কলেজ)।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার ওটেনকে ছাত্রেরা মারপিট করায় তদন্ত জন্য গবর্ণমেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার হর্ণেলকে নিযুক্ত করেন; তাহাতে আত্মগৌরব সম্পন্ন জেমস্ সাহেব আপত্তি করিয়া বলেন, আমার কলেজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আমাকে বাদ দেওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে কাউন্সিলের সভ্য লায়ন সাহেবের সহিত বচসা হওয়াতে জেমস্ সাহেবকে বদলি করায় তিনি ছুটী লইয়া বিলাত যান ও তথা হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করেন। এ পর্য্যন্ত অপর কোন অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের পদানুসরণে সম্মিলন আহ্বান করেন নাই।

* ১৮৯২ খৃঃ অব্দে সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "কর্ত্তব্য নির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

১।২।৮৩ ব্রাউনিংয়ের নিকট মিলার সাহেবের প্রস্তাব দেখিলাম—কি অযৌক্তিক! মিলার সাহেব চাহিয়াছিলেন যে স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেতন এরূপ উচ্চহারে বর্দ্ধিত করা হয় যে উচ্চ এবং মধ্য শি[illegible] সমগ্র ব্যয়ের অর্দ্ধেক ঐ উপায়ে উঠিতে পারে; তিনি ছাত্র-বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দরিদ্র দেশে আহার্য্য পর্য্যন্ত দিয়া উচ্চ শিক্ষা দান করা হইত।

৩।২।৮৩ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। লাট সাহেব শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূরের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জানিতে চাহিলেন তিনি বিহারী কি না?

১। "ইউরোপীয় শিল্পবিদ্যা-শিক্ষা করাও আমাদের আর একটী রক্ষণোপায়। সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, উহা একটী প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি

* * *

বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

অপর লোক হইতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। * * * সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্প বিদ্যার সমানয়ন করিবে।

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। এক স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে বেতন-ভোগী শিল্পবিজ্ঞানবিদ্ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের দ্বারা দেশীয়দিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া, অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে জাপানীয়েরা স্বদেশে দ্বিতীয় পথটী লইয়াছে, চীনীয়েরা কিয়ৎ পরিমাণে প্রথম পথটীই অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয় পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্প বয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ-প্রমোদ, বাহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প বিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের

৪।২।৮৩ জ্বর হইয়াছে। মুকুন্দ বুলওয়ার লিটনের "কমিং রেস" পড়িয়া আমায় শুনাইতেছিল। মানবের উৎপত্তি এবং উন্নতি স্ত্রীলোকদের অধিকার এবং অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে বইখানি লিখিত।

৫।২।৮৩ গোপাল মুকুন্দকে কীর্ণাহার হইতে পত্র লিখিয়াছে— সিউড়ি হইতে সাঁইথিয়া দিয়া ট্রেনে আসিবার পথে আমোদপুর ষ্টেশনে তাহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে তুলিয়া লইয়া চুঁচুড়ায় আসিবার কথা ছিল। ষ্টেশনে কাহাকেও না দেখিয়া তাহাকে চিন্তাকুল হৃদয়ে ট্রেন ছাড়িয়া ৯ ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে কীর্ণাহার যাইতে হয়। সেখানে গিয়া সকলকেই সুস্থ অবস্থায় দেখিয়াছে। অকারণে কথার অন্যথা করিয়া তাহার শ্বশুর ষ্টেশনে একটা চাকর পাঠাইয়া গোপালকে সংবাদ দেন নাই।

প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গলা প্রদেশের কোন কোন স্থলে ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচারে থাকিবেন। অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা [illegible] অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয়, এবং আত্মগৌরববিশিষ্ট সুতরাং আত্মসমাজ ত্যাগে অনিচ্ছুক এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারিকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐরূপে আসিয়াছিল। ইরান ইস্তাম্বুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারিকরেরা আসিয়া গালিচা, [illegible] বন্দুকাদি শিল্প এদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

২। ৺ জষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভা ১৯০৫ অব্দে স্থাপন করিয়া বহু সংখ্যক যুবককে ইয়ুরোপে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছেন।

আমাদের সকলকেও তিনি চিন্তান্বিত করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যবহার আমার বোধাতীত!

৬।২।৮৩ মুকুন্দর সহিত ট্রামওয়ে বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

৭।২।৮৩ কাশীনাথের পত্রে জানিলাম যে শিবনাথের হাত আবার ভাঙ্গিয়াছে—কি দুর্দ্দৈব!

৯।২।৮৩ কর্ণেল ট্রিভরের সহিত দেখা করিলাম। তিনি ট্রামওয়ে অ্যাক্টের ৪১ ধারা আমি যেরূপে পরিশোধন করিতে ইচ্ছুক লিখিয়া লইলেন।

মেকলের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি যে সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলাম তজ্জন্য সিমলাতে টেলিগ্রাম করিলেন। ম্যাকেঞ্জির সহিত তথায় দেখা হইল। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুইজন দেশীয় সদস্য সেণ্ট্রাল বোর্ডে ১২০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে নিযুক্ত হইবেন। চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া গোবিকে বাটীতে দেখিলাম।

১১।২।৮৩ গোবির জ্বর হইয়াছে। আমি তাহার সহিত কষ্টে পড়িলাম।

১৩।২।৮৩ পুষ্পাঞ্জলির দ্বিতীয় ভাগের জন্য মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গ লিখিলাম।*

১৪।২।৮৩ আড়াইটার সময় কমিশনে গিয়াছিলাম। ককটের বলিবার ক্ষমতার উন্নতি হইতেছে।

* উৎসর্গ

পরমারাধ্যা ৺ ব্রহ্মময়ী দেবী

মাতৃদেবী শ্রীচরণ কমলেষু

হে স্বর্গীয়া মাতৃদেবী!

তুমি আমার জনয়িত্রী এবং দীক্ষা গুরু। বহু বর্ষ গত হইল তুমি আমার চক্ষুর অগোচর হইয়াছ, আমি আর সেই অলোকসামান্য শ্রীচক্ষে দেখিতে পাই না, সেই কারুণ্যপূর্ণ বাক্যামৃত আর শ্রবণে গ্রহণ করিতে পাই না, সেই কোমল হস্তের সস্নেহ স্পর্শ অনুভব

১৫।২।৮৩ প্রথম সংখ্যক কমিটিতে গিয়াছিলাম ; পথে বঙ্কিমের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

১৬।২।৮৩ কমিটিতে বা কমিশনে কোথাও যাই নাই। পূর্ব্বদিনের কথামত বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আহার করিলেন। হণ্টর সাহেবের জন্য লিখিত অধ্যায়গুলি মোটামুটি শেষ করিলাম।

১৭।২।৮৩ ব্যবস্থাপক সভায় গিয়াছিলাম। "পার্ব্বত্য কুলি আইন" পাশ হইল ও চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৯।২।৮৩ ডাইরেক্টরের আফিসে গিয়াছিলাম। অধ্যায়গুলির সংশোধন সম্পূর্ণ করিলাম। কমিশনে গিয়াছিলাম। প্রতিনিধি কমিটি গঠিত হইবে ভোটে স্থির হইল।

২০।২।৮৩ চণ্ডী, বিভু এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার) দেখা করিতে আসিয়াছিল। যদু সারাদিন এখানে ছিল। তাঁহার শরীর তেমন ভাল নাই। তিনি এখন কিছুকাল চুঁচুড়ায় থাকিবেন। উপস্থিত তিনি মাধব দত্তের বাড়ীটী ভাড়া লইবেন এবং বলিলেন যে সম্ভব হইলে কিনিতেও পারেন।

মুকুন্দর নোয়াখালির বন্ধু বাবু কালীশঙ্কর সেন আসিয়াছিলেন এবং রাত্রিটা এখানেই ছিলেন।

করিয়া আর শান্তি লাভ করিতে পাই না, কিন্তু আমার মনোময় কোষে তোমার নেত্র মূর্ত্তি চিরবিরাজিতা, তোমার স্বর চিরজাগরূক এবং তোমার স্পর্শ চিরানুভূত হইয়া আছে।

মা! তোমার সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তির কোন কার্য্যকারিতা নাই। তুমি যেমন আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালন-পালন করিয়াছ এবং আমার অভীষ্ট দেবতার প্রতিরূপ স্বরূপ হইয়া দেখা দিয়াছ, তেমনি সাক্ষাৎ অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি লইয়া হৃদয়-পদ্মে বিরাজ করিতেছ! তোমার ক্রোড়েই ছিলাম, তোমার ক্রোড়েই আছি, তোমার ক্রোড়েই থাকিব।

তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম, তাহারই কয়েকটী কথা লিখিয়াছি বলিয়া এই দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি তোমার পবিত্র নামোচ্চারণপূর্ব্বক জনসমাজে প্রচারিত করিতে দিলাম।

প্রণত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আ না শ

২১।২।৮৩ পাট সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়াছি। কমিশনের রিপোর্টের যে অধ্যায়গুলি ক্রফট সাহেব আমাকে লিখিতে দিয়াছিলেন, আমি তাহা লিখিয়া দিলে তিনি একটুও পরিবর্ত্তন না করিয়া সভাপতি হণ্টার সাহেবকে দিয়াছেন।

২২।২।৮৩ প্রথম এবং চতুর্থ সংখ্যক কমিটিতে গিয়াছিলাম। পেন্সন গ্রহণ পূর্ব্বক বিনা পারিশ্রমিকে সেণ্ট্রাল বোর্ডে কাজ করিতে ইচ্ছা থাকা সম্বন্ধে ক্রফট সাহেবের সহিত কথা হয়। এডগার সাহেব অথবা ওয়েষ্ট-মেকট সাহেব বোর্ডের সভাপতি হইবেন বলিয়া কথা হইতেছে। (প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ বোর্ড স্থাপিত হয় নাই)।

২৩।২।৮৩ ক্যাণ্ডয়েল সাহেব অদ্য কমিশনের সভাপতি ছিলেন। মিঃ তেলাঙ্গ আজ খুব সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। আনন্দমোহন বসুর ইচ্ছা আমিও মধ্যে মধ্যে বলি।

২৪।২।৮৩ ব্যবস্থাপক সভায় গিয়াছিলাম। পাটের আড়ত সম্বন্ধীয় বিল (জুট ওয়র হাউস বিল) সম্বন্ধে রেণলডস্ সাহেব কিছু বলিলেন।

২৫।২।৮৩ বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণতোষিণী পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহা-কেও আসিতে বলা হইল। তাঁহার পিতাকে তিনি ৮৫ হাজার টাকা দিয়াছেন আর কিছুই নাই। সুপুত্র!

২৬।২।৮৩ কমিশনের সদস্য হিসাবে আমারও ফটোগ্রাফ তোলা হইল। তন্ত্র পড়িলাম। এই শাস্ত্রে অত্যুচ্চ জিনিষের উপরে এত মন্দ জিনিষের আবরণ দেওয়া আছে যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের দ্বারা তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া লইতে হয়, সদগুরু ব্যতীত তন্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান এক প্রকার অসম্ভব। তান্ত্রিক শক্তি পূজা অপেক্ষা কমটির শক্তি পূজা (ফিমেল ওয়ারশিপ) স্বল্প-পরিসর। *

* এই সম্বন্ধীয় ভূদেব বাবুর পত্রাবলী বিবিধ প্রবন্ধ ৩য় ভাগে দ্রষ্টব্য।

২৭।২।৮৩ কমিটিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে যতদূর পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা যেন কম করা না হয়। একমাত্র ক্রফট সাহেব আমার পক্ষে ভোট দেন। প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হইল।

৫।৩।৮৩ কমিশনে গিয়াছিলাম। কলেজের বৃত্তিগুলি প্রাদেশিক গ্রাণ্টের শতকরা দুই অংশে হ্রাস করা হইবে।

মি ওয়াণার সাহেবের সহিত কথা হইয়াছিল। শেষে তিনি বলিলেন, "তোমার আবার "আমরা" কে? তোমাদের যদি "আমরা" থাকিত তবে আমরা এখানে থাকিতাম না।" (হু আর ইউ? উই! ইফ ইউ হেভ উই, উই উড নট বি হিয়ার) কথাটা খুব ঠিক। তিনি স্বীকার করিলেন যে ইউরেশীয়দের শিক্ষার জন্য যত্ন একটী রাজনৈতিক ব্যাপার এবং সিপাহী বিদ্রোহ হইতেই ইহার উৎপত্তি।

১৯।৩।৮৩ সার রিভার্স টমসনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবসর লইবার অনুমতি লইলাম।*

সুরেশকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী দিবার কথা বলিলে লাট সাহেব চীফ-সেক্রেটরী পিকককে সে কথা বলিতে স্বীকৃত হইলেন। (প্রকৃত পক্ষে সার রিভার্স টমসন উপরোধ রক্ষা করেন নাই। ককরেল সাহেবের একটিনির সময় সুরেশ বাবু ঐ চাকরী পাইয়াছিলেন)।

২৮।৩।৮৩ তন্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছি।†

---

* ৺মুকুন্দ বাবুর ২১ তারিখের ডায়রিতে আছে—বাবা সন্ধ্যাবেলা হাওড়া আসিয়াছিলেন। বাবার চাকরী হইতে অবসর লওয়ার আবেদন লেখা হইয়াছে। বিশেষ পেন্‌সনের জন্য তিনি লিখিবেন না। বাবার প্রতি টমসন সাহেবের ব্যবহার তেমন আন্তরিক নহে।

† পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রস্তুত হইবার জন্য তন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রথমে লিখিতেছিলেন সেগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর প্রকাশিত হইয়াছে।

৩০।৩।৮৩ চন্দ্রনাথ (বসু) বৈকালে স্কুল সম্বন্ধে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

৪।৪।৮৩ বাখরগঞ্জে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল সম্বন্ধে পত্র লিখিলাম। ইণ্ডিয়ান মিরর আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন বলিয়া কাউন্সিলে মুখ খুলিতে ভয় পান!"

৭।৩।৮৩ কলিকাতায় গিয়াছিলাম। ক্রফট এবং ক্লার্ক সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। ইংরাজ জাতি যে কতটা পশু-প্রকৃতিক ছিল তাহা শেষোক্ত লোকটীকে দেখিলে বুঝা যায়।

১।৫।৮৩ সিনেটের "অকাল্ট ওয়ার্লিড" বইখানি পড়িলাম।

৩।৫।৮৩ আমার কনিষ্ঠা কন্যার মহাভারত পাঠ শুনিলে, তাহার মাতার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। প্রায় প্রতি রজনীতেই তাঁহাকে স্বপ্ন দেখার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

৪।৫।৮৩ সুরেশ আমাকে উপগুরু করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়ার কথা বলিতেছিল।

৫।৫।৮৩ লণ্ডন সহরে ৯২টী এবং বিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ৫৭০টী হাসপাতাল আছে: রোগী প্রতি ডাক্তারেরা এক মিনিটেরও কম সময় দিতে পারেন।

৬।৫।৮৩ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সিভিল জেলে দুই মাসের কারাদণ্ডাজ্ঞা বড়ই কঠোর হইয়াছে।

৭।৬।৮৩ জীবন পালের বাগান-বাটীতে কর্ণেল অলকটের সহিত দেখা হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষীর যেরূপ শিক্ষা ও ধরণ হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি, তাহা ইহাঁতে দেখিলাম না।

১০।৫।৮৩ বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ের লিখিত "মানব-তত্ত্বের" আলোচনা করিলাম।*

৯।৫।৮৩ ব্রহ্মমোহন বাবুর কুচবিহার রিপোর্ট লেখা শেষ করিলাম।

২৪।৫।৮৩ রত্নাবলী নাটকের অংশ বিশেষ পড়িলাম। এডুকেশন গেজেটে ইহার সমালোচনা আরম্ভ করিতে হইবে।

২৫।৫।৮৩ এডুকেশন কমিসনের অষ্টম অধ্যায়ের কিয়দংশ পড়িলাম।

* উক্ত সমালোচনা ২৯শে বৈশাখ, ১২৯০ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাতে আছে—সকল দিক দেখা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা নিজের মনের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারা এই সকল উচ্চ গুণের অনেকানেক চিহ্ন ইহার পূর্ব্ব প্রণীত গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই মানব তত্ত্বে ঐ সকল গুণ সুন্দররূপেই বিকসিত হইয়াছে। সকল প্রবন্ধগুলিই অতি সরল রীতিক্রমে এবং স্বাধীন ভাবে লিখিত

মানবতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য অতি অপূর্ব্ব। এখনকার কৃতবিদ্য লোকেরা বৈদেশিকদিগের অনুকরণ প্রবণ হইয়া যে দেশীয় ধর্ম্ম এবং সমাজের সংস্করণরূপ অকার্য্যে আপনাদিগের শরীর মন এবং অর্থের অপব্যয় করিতেছেন, এই তথ্যের প্রতিপাদন করাই গ্রন্থের তাৎপর্য্য। গ্রন্থকার নিশ্চয় বুঝিয়াছেন উল্লিখিত অনুকরণ দ্বারা একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ব্যবহার প্রণালীর স্থানে একটী অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ব্যবহার প্রণালীর সন্নিবেশ হইতেছে—যাহা ভাল ছিল তাহার স্থানে মন্দ আসিতেছে— এইরূপ বুঝিয়াই তিনি পুস্তক খানি লিখিয়াছেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া যথাজ্ঞান সরলভাবে বিচার করিয়া এই কয়েকটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন—(১) বিশ্ব অনাদি এবং অনন্ত (২) চিৎ এবং জড় একই বস্তুর দ্বিবিধ জ্ঞান মাত্র (৩) পূর্ব্ব এবং পরকাল তুই আছে (৪) সম্যক অদ্বৈতবাদ স্বীকার ব্যতিরেকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয় না (৫) বিশ্বাস জ্ঞানমূলক হইয়াও জ্ঞানের বিরোধী (৬) স্বাধীনতাবাদ এবং সাম্যবাদ উভয়ই ভ্রম সঙ্কুল (৭) শান্তি সামঞ্জস্যের নাম কর্ত্তব্য (৮) শিক্ষাজ্ঞান মূলক শাসন বিশ্বাস মূলক (৯) সভ্যতা কৃত্রিমতার নামান্তর মাত্র (১০) স্ত্রী এবং পুরুষ তুল্য নয় (১১) অন্তঃপুর রক্ষার ব্যবস্থা (১২) ব্রাহ্মণাদিতে সবর্ণ বালা বিবাহ, অন্য সকল বিবাহ প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (১৩) বিধবা বিবাহ ভাল নয় (১৪) জাতিভেদ প্রথা কল্যাণকর (১৫) পৌত্তলিকতায় দোষ নাই। যে দিন পৌত্তলিকতা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে সেই দিন হইতে মানবের মন এককালে ঈশ্বর ভাব পরিশূন্য হইবে।

আজি কালি এই সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করায় যে গ্রন্থকারের কেমন সাহসিকতা এবং আত্ম প্রতীতি প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

২৬।৫।৮৩ সংশোধন করিয়া ঐ অধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম।

২৯।৫।৮৩ দীননাথ ধরকে [তখন ঢাকায় ওকালতী করিতেন] রূপার বাসন প্রস্তুত করিবার ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা যে পারিবারিক প্রবন্ধের মত আর একখানা বই আমি লিখি।

৩০।৫।৮৩ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বসু (ইঁহাকে রাজসাহীর স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর থাকার কালে আমি জানিতাম) আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে ২০০ টাকা বেতনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

৩১।৫।৮৩ চন্দননগরের মোহিনীচন্দ্র দাস ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দীননাথ ধরের সহিত আসিয়াছিলেন। মি উড্রো সাহেবের চিঠির উত্তর দিলাম।

১।৬।৮৩ আজ মাতৃশ্রাদ্ধ।

লালমোহন ঘোষকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে।*

রামগতি আমার সহিত একত্রে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র পড়িবেন। খুব হৃদ্যতার সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিলেন।

২।৯।৮৩ গড়ে মনুষ্য জীবনের কাল ২৮ বৎসর। হাজার করা একজন একশত বৎসর বাঁচে, শত করা ৬ জন ৬৫ বৎসরে পৌঁছে এবং পাঁচশত

* ইলবার্ট বিলের সময়ে ব্রাণসন (ইউরেশায়) পল (আর্ম্মানি) গাম্পার (ইহুদী) প্রভৃতিই অধিকতর আন্দোলন করায়, প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ তাঁহার টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"[ভেরিলি দি জ্যাক আস এপেথ দি লায়ন] = সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ! তোমরা আংলো ইণ্ডিয়ান কিসে?

"এ মট্‌লি ক্রু—অফ অল পসিবল্ শেড্‌স, অফ অল পসিবল্ টিন্ট্‌স
হোয়াইট, গ্রে, ব্ল্যাক, ব্রাউন—রেড, ইয়োলো অ্যাণ্ড ব্লু।
দি পাকাবরণ ব্রিটন—অ্যাণ্ড এইট অ্যানা ইউ—
রেসিয়ান অ্যাণ্ড গ্রীক—আর্ম্মেনিয়ান অ্যাণ্ড জু।"

জনে একজন ৮৫ বৎসর বাঁচে। প্রতি মুহূর্ত্তে একজন করিয়া মরে। গড়ে ধনী ব্যক্তিদের জীবন-কাল ৪২ এবং দরিদ্রের ৩০ বৎসর।

১০।৬।৮৩ সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণের বিবর্ত্তবাদ পরিণামবাদ এবং অতিতর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিলাম।

১২।৬।৮৩ গোবি চিঠি লিখিয়াছে যে মুকন্দুর জন্য ১৩৫৲ টাকার একটা ঘোড়া কিনিয়াছে।

১৮।৬।৮৩ গিজোর লেখা মানবজাতির ক্রমোন্নতি (হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট) পড়িলাম। তিনি বলিয়াছেন যে প্রস্তর যুগের পূর্ব্বে কাষ্ঠ এবং অস্থি (বোন) যুগ হইয়াছিল। চিত্রলিপি স্বর সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ইহা ধ্বনিদ্যোতক, বস্তুদ্যোতক নহে। "মানব দেহ" প্রাচীনতম লিখিবার উপাদান অর্থাৎ উল্কিই মানুষের প্রথম লিপি,—অগ্নি প্রথমে অরণিদণ্ডের দ্বারা উদ্ভূত হয়—গ্রহমণ্ডলের আবর্ত্তনের দ্যোতক এবং ঙলা বৌদ্ধদিগের চাকা ঘুরাইয়া প্রার্থনা করা প্রকাশক। ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের আদি বাসস্থান জর্ম্মণিতে ছিল, মধ্য এসিয়ায় নহে। [ডায়ারীর অনেক স্থলেই নব-গঠিত পুস্তকের স্থূল কথাগুলি এইভাবে লিখিত আছে দেখা যায়।] —মুকন্দুর ঘোড়াটী খুব সুন্দর শ্বেত বর্ণের।

২১।৬।৮৩ কোন জাতিই যুদ্ধে বড় না হইয়া সাহিত্যে বড় হইতে পারে নাই।——খাজনার আইন সম্বন্ধে ক্লাক এডগারকে যে পত্র লিখিতে চাহেন তাহা আমাকে দেখিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

২৩।৬।৮৩ কাল রাত্রিতে আমার বাল্যকালের মত শূন্য পথে উড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিলাম। [৺মুকন্দ বাবুও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিতেন। একদিন পিতাকে সে কথা বলায় তিনি বলেন যাহারা

উৎকৃষ্টরূপ সন্তরণ করিতে পারে এবং তাহাতে বিশেষ আনন্দ পাইয়া নিজের শরীরকে লঘু বোধ করে তাহারাই ঐরূপ স্বপ্ন দেখে।]

আজ প্রাতে কমিশন সম্বন্ধীয় যে কাগজ পাইয়াছিলাম তিনটার সময় শেষ করিয়া পাঠাইয়া দিলাম।

আজ বিহারের কার্য্যভার পোপ সাহেবকে দিলাম। তিনি পূর্ব্বে মহীশূরে ইনস্পেক্টর ছিলেন।

২৪।৬।৮৩ বৃন্দাবন বসু আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে হার্ব্বার্ট স্পেনসারের ধরণে আমিও কয়েকটী প্রবন্ধ লিখি।

২৫।৬।৮৩ বৃন্দাবন যেরূপ বলিলেন ষড় দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত আলোচনা হিসাবে প্রবন্ধগুলি লেখা যাইতে পারে।

২।৭।৮৩ হরিতকি বাগানের হলধর ভড় ও তাঁহার পুত্র রাম আসিয়াছিলেন। ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান।

৩।৭।৮৩ মঙ্গলবার রাত্রি ৩।০ টার সময় গো বর একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।* দেবগণ, বৃষরাশি, মৃগশিরা নক্ষত্র।

৪।৭।৮৩ কমিশনের কাগজপত্র দেখা শেষ হইল। বেলেট সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাউন সাহেব পশ্চিম সার্কেলে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫।৭।৮৩ বর্দ্ধমানের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর কে হইবেন তাহা জানিবার জন্য ক্রফ্‌ট সাহেবকে লিখিলাম।

৯।৭।৮৩ রাধিকা এখানে আছেন। রামগতি বলিলেন যে মুকুন্দ আরারিয়া বদলী হইয়াছে। রাধিকা বলিলেন যে ঐ স্থানটি অস্বাস্থ্যকর

* শ্রীমান বটুকদেব মুখোপাধ্যায় রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশী শিল্পের পোষণ জন্য ছুরি, কাঁচি প্রভৃতির একটী কারখানা স্মল ইনডাষ্ট্রীজ কো নিজের টাকাতেই ৺ কাশীধামে খুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা কলিকাতায় একটী বৃহত্তর যৌথ কারবারের সহিত (ইউনিয়ন কাটলারি কো লিমিটেড) সম্মিলিত হইয়াছে এবং ইনি তাহার ম্যানেজার হইয়াছেন।

নহে, কারাগোলা হইতে ৫৬ এবং পূর্ণিয়া হইতে ২৮ মাইল দূরে স্প্রিংযুক্ত পাল্কীর ন্যায় গো-শকট করিয়া যাইতে হয়।

৯।৭।৮৩ তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—

প্রিয়তম মুকুন্দ !

এখানে কমিশনার অফিসের কোন কেরাণীর নিকট হইতে শুনিয়া রামগতি আমাকে এইমাত্র লিখিয়াছে যে তোমার পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমায় বদলী হইবার আদেশ পত্র আসিয়াছে। আমার বিশ্বাস তুমি এ সম্বন্ধে কিছুই জান না। রাধিকা বলিল যে আরারিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থান নহে। তুমি যে হিন্দী ভাষী অঞ্চলে একটা মহকুমার ভার পাইয়াছ তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু স্থানটা বড় দূর এবং যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া একটু চিন্তা হয়। হুকুমটা পরিবর্ত্তন করার জন্য কি কিছু করা যায় না? ওয়েষ্ট ম্যাকট সাহেবের নিকট হইতে পরিচয় পত্র লইয়া চীফ সেক্রেটারী পিকক সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিবে কি? বকলণ্ড সাহেবের সহিত অবশ্যই দেখা করিবে* এবং এ সম্বন্ধে সকল কথাই তাঁহাকে বলিবে।

* মুকুন্দবাবুর এক সময়ের ডায়রীতে আছে— ১৭।৭।৮৩ রোডানিভ রোডে বকলণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি যে অপর কোথাও যাইতেছ তাহা ভালই হইল। হাবড়ায় তোমার আর কিছু শিখিবার নাই। তোমাকে আবার দেখিবার আশা করি।"

১৮।৭।৮৩ চুঁচুড়া আসিলাম। আরারিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাদ্রাজ নিবাসী বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি হয়ত ছুটী লইবেন না একথা তাঁহার বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া বলিয়া গিয়াছে।

২০।৬।৮৩ গোপাল বাবুর পত্র পাইলাম। তিনি এখনও তাহার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেন নাই। ২৬শে তারিখে তিনি কার্য্য ভার দিয়া ছুটিতে যাইতে ইচ্ছুক।

২৩।৭।৮৩ হাবড়ার কার্য্যভার ত্যাগ করিলাম।

ওয়েষ্ট ম্যাকট সাহেব বলিলেন, "নোয়াখালী এবং হাবড়া উভয় স্থানেই তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অধিকাংশ ডেপুটীদিগের ন্যায় কাজ ফেলিয়া রাখি না এব

১০।৮।৮৩ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন--"তোমার ৮ই তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি ঐ জ্বরের জেলায় গিয়াই জ্বরে পড়ার খবর পাইয়া খবরটা ভাল লাগিল না। যাহাতে পুনর্ব্বার জ্বরে না পড় সেই জন্য ওয়াটারপ্রুফ কোট ও ফ্ল্যানেল ব্যবহার করিবে। পূর্ণিয়া হইতে আরারিয়া যাইবার পথে যেমন বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলে, পুনর্ব্বার যেন কোনরূপেই সেরূপ বৃষ্টিতে ভিজিয়া না যাও। গরম বোধ হইলেও ফ্ল্যানেল ছাড়িও না।

সবডিবিজন্যাল অফিসারের তাঁহার সবডিবিজন সম্বন্ধে সকল সংবাদই রাখা উচিত—সেন্সসের কাগজ পত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিও। বোধ হয় তাহা তোমার অফিসেই পাইবে। গোপাল বাবু এবং অপর যাহাদের সবডিবিজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে তাঁহাদের সহিত কথা

হিন্দু ও মুসলমান উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতী।" এই কথায় সাধারণতঃ আমার স্বদেশীয় সহযোগীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ থাকায় আমার তৃপ্তি না হইয়া অবমাননা বোধ হইল। এই সম্বাদ বাবাকে দিলে তিনি বলিলেন "সাধারণতঃ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা এরূপ গর্ব্বিত এবং দেশীয়দিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে এরূপ অভ্যস্ত যে তাঁহারা কাহাকেও মৌখিক প্রশংসা করিবার সময়েও জাতি তুলিয়া গালি দিয়া ফেলেন।"

১।৮।৮৩. পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলিয়াছিলেন যে, ছোট লোকেরাই পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীর খুঁত বাহির করিয়া নিজেদের বাহাদুরী দেখাইতে যায়। খুঁত থাকিলে তাহা নীরবে সংশোধন করিয়া লওয়াই সুভদ্র ব্যবহার ইহা যেন কখনও না ভুলি। অনেকেরই ভুল ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে। অতি বৃষ্টিতে রূপনারায়ণের একটা ছোট পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কর্ড লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। বুদবুদ ষ্টেশনে নামিয়া দাদার মানকরের বাসায় গেলাম। আমার গায়ে দিবার কম্বলের অপেক্ষা দাদারটা একটু লম্বা ছিল। আমি তাহার অপেক্ষা একটু দীর্ঘাকার এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি উহা আমাকে বদলাইয়া দিলেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া লক্ষীসরাই ষ্টেশনে নামিলাম এবং লুপ লাইন দিয়া সাহেবগঞ্জে পৌঁছিলাম (তখন সাহেবগঞ্জ হইতে কারাগোলা ষ্টীমার চলিত এবং কারাগোলা হইতে পূর্ণিয়া দিয়া আরারিয়া ৫৬ মাইল গোরুর গাড়িতে যাইতে হইত।

কহিও জমিদারদের স্বভাব সম্বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া নীলকরদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে চেষ্টা করিও।

গোবিকে কোন কার্য্যের জন্য কমিসনার বীম্‌স্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন যে আরারিয়ায় তুমি বড়ই একা পড়িবে, কিন্তু স্থানটী অস্বাস্থ্যকর নয়। তোমার কাজ অনেক থাকিবে, তোমাকে সবডিভিজন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে হিন্দী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বিচারের জন্য সযত্নে আইনের পুস্তক পাঠ প্রভৃতি অনেক কাজ করিতে হইবে, সুতরাং কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তেমন লোক জন না থাকিলেও তোমার অসুবিধা হইবে না। তুমি মাঝারি রকম একটা ঘোড়া পাইয়াছ এবং সরকারী বাড়ী যেরূপ পাইবে মনে করিয়াছিলে তাহার অপেক্ষা ভাল পাইয়াছ। মফঃস্বল তদারকে যাইবার জন্য কি ব্যবস্থা করিবে? তুমি বাহিরে গেলে তোমার বিছানা পত্র লইয়া যাইবার জন্য একটা ভাল ছপ্পর ওয়ালা গোশকট রাখিও। বৃষ্টি হইলে যখন ঘোড়ায় যাইতে পারিবে না গোরুর গাড়ীতেই যাইও। যে কাঁচের ফিল্টার লইয়া গিয়াছ তাহা মফঃস্বলে কাজ দিবে। বাসার জন্য একটী কলসী ফিল্টার প্রস্তুত করিও। ওখানকার জল কেমন? গোদ, গলগণ্ড কি অধিক লোকের হয়? কি কি রোগ অধিক হয়? সবডিভিজনে কত জঙ্গল আছে? ব্যাঘ্রাদি আছে কি? তোমার মেয়ের জর সারিয়াছে। কিন্তু এখনও পূর্ব্ববৎ ছুটাছুটি ও খেলা করে না। আমার এখনও পায়ে ও হাতে বেদনা সারে নাই তবে চলিতে পারিতেছি। ফুলগাছ স্বহস্তে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ছাঁটিতে পারি নাই। গত মঙ্গলবার ছোটলাট সাহেব চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। আমার যাইবার জন্য কার্ড আসিয়াছিল। গোবিকে আমার অসুস্থতার কথা জানাইবার জন্য বীম্‌স্

সাহেবের নিকট পাঠাই, তিনি উহাকে একখানি নিমন্ত্রণের কার্ড দেওয়ায় গোবি রোটাস জাহাজে গিয়া ছোটলাট টমসনের সহিত দেখা করে। তিনি শিষ্টাচারের সহিত বলেন 'নানা কার্য্যের ভিড় না থাকিলে তিনি নিজে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেন।' দুই দিনের মধ্যে গোবি হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমানের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিসনার এবং ছোটলাট এই ছ'জন ইংরাজের সহিত দেখা করিয়াছে। আর কত ঘুরিবে! তোমার ওখানে গোদুগ্ধ, গাওয়া ঘি এবং ভাল আটা ও ভাল তরিতরকারী পাইতেছ কি না লিখিবে।

১৪।৮।৮৩ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। পিতার মতই মুখ। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে বলিলেন যে ইহা তেমন গুরুতর বিষয় নহে।

১৫।৮।৮৩ রামগতি ছেলে মানুষী করিয়া আমার মন্ত্রশিষ্য হইতে চাহিতেছেন।

১৮।৮।৮৩ ব্রহ্মমোহন বলিলেন যে, মিঃ বেলেটের পত্রে আমার বেহারের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু নিন্দা (ডিসপ্যারেজমেণ্ট) আছে।

২০।৮।৮৩ চুঁচুড়া হইতে গোবিন্দবাবু মুকুন্দ বাবুকে লেখেন, "বাবার কোমরের ও পায়ের বেদনা অনেকটা কমিয়াছে। তিনি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সোজা হইয়া এবং কিছু অধিক কাল ধরিয়া চলিতে পারেন। গঙ্গার ধারের বাড়ী হইতে সাবেক বাড়ী আসিতে এখনও অল্প একটু কষ্ট হয়।"

২২।৮।৮৩ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবির পত্রে জানিলাম তোমার বাসায় দুইটী গোক্ষুরা সাপ ঢুকিয়াছিল। বাঙ্গালার হাতাটা পরিস্কার করাইও এবং বাড়ীর চতুর্দ্দিক ২০ ফুট পর্য্যন্ত ঘাস ছোলাইয়া গোবর মাটীর লেপ দেওয়াইও। কোন ঘরেরই মেঝেতে জিনিষ পত্র রাখিবে না। চৌকি বা ঘড়াঞ্চের উপর রাখিবে।

রাত্রে শুইবার ঘরে একটা আলো রাখিবে এবং মেঝে ও তক্তাপোষের নীচে পূর্ব্বে না দেখিয়া মেঝেয় নামিবে না। গোবি যেমন একটা কুকুর রাখিয়াছে সেইরূপ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই সব ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতেছ ইহা পত্র দ্বারা জানাইও।”

২৩।৮।৮৩ ব্রহ্মমোহনকে বর্দ্ধমান বিভাগের কার্য্যভার দিয়া সরকারী চাকরী হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।

১।৯।৮৩ শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়কে আমার পুস্তকগুলি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া এণ্ট্রেন্সের পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন করিবার অনুমতি দিলাম।

২৪।৯।৮৩ চুঁচুড়া হইতে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“তুমি আরারিয়া গিয়াই বাঙ্গালার সংশ্লিষ্ট বাগানের জন্য কিছু বীজ চাহিয়াছিলে, আমি কাশীনাথকে তাহা পাঠাইতে বলিয়া কয়েকবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। ফল কিছুই হয় নাই। গত সপ্তাহে বীজের জন্য তুমি আবার লিখিলে তখন আমি কাশীনাথকে বলিলাম যে যতদিন বীজ সংগ্রহ না হয় ততদিন আমি তোমাকে পত্র লিখিবার সুখ হইতে নিজকে বঞ্চিত রাখিব। বন্ধুবান্ধবের অযত্নের জন্য নিজেকে সাজা দেওয়া হীনতা সূচক নহে, পরন্তু সদয় ন্যায়পরতা বলা যায়। কিন্তু আমার মনে হইল কার্য্যক্ষমতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা বড়ই উচ্চ গুণ, উহাদের অভাবের ক্ষতি পূরণ কিছুতেই হয় না। [ব্যক্তি বিশেষে বা সমগ্র জাতিটাতে যতই পবিত্রতা নিরীহতা বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতা থাকুক আমাদের কাশীনাথে এবং সমগ্র হিন্দু জাতিতে ঐ দুই গুণের অর্থাৎ কার্য্যক্ষমতার ও ক্ষিপ্রকারিতার অভাব আছে।]

এতক্ষণে ১০।১১ প্রকারের বীজ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তোমার নিকট ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

আমার গৃধ্রসী বেদনা প্রায় সারিয়াছে কিন্তু বাম পায়ে বল কমায় একটু টানিয়া চলিতে হয়।

সর্প সম্বন্ধে যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা করিতেছ ত ? আনারস, কেয়া এবং রজনীগন্ধা ঝাড়ের ন্যায় উলুর ঝোঁপেও গোখুরা সর্প অধিক থাকে। অতএব উলুর ঝাড়গুলি মূলশুদ্ধ তুলাইয়া ফেলিবে।

হাবড়ায় তোমার চোখ উঠিয়াছিল তাহাতে অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছিলে। তাহার শেষটা সারার জন্য হোমিওপ্যাথিক ফসফোরস খাইতে বলিয়াছিলাম।* তুমি হিন্দী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উর্দ্দু শিখিতেছ, না কায়েথী ?† তুমি মহাফেজখানা হইতে নথী লইয়া পড়িতেছ ত ? ঐ প্রদেশের ভদ্রলোকের আদব কায়দার প্রচলিত কথাগুলি লিখিয়া তোমার নোট বইয়ে লিখিয়া রাখিয়াছ ত ?

২৫।৯।৮৩ পদোন্নতির সহিত প্রীতির এবং পরার্থপরতারও বৃদ্ধি হওয়া উচিত। রাজকৃষ্ণের উপকারার্থ একখানা বেসরকারী পত্র যে লিখিবার জন্য——কে মুসাবিদা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা তিনি হয়ত ইচ্ছা করিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

২৭।৯।৮৩ ক্ষেত্রনাথ তাঁহার পুস্তকগুলি সম্বন্ধে আমায় লিখিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য কি ভাবে হয় তাহা উহাকে জানাইলাম।

৯।১০।৮৩ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহে আমি ও বাবা তোমাকে দেখিতে আরারিয়া যাইব।" ‡

* পিতার উপদেশ মত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং চক্ষে গুগলীর জল ব্যবহারে মুকুন্দ বাবুর চক্ষুদোষ সারিয়া যায়।

† পিতার চেষ্টায় বিহারে প্রথম প্রবর্ত্তিত কায়েথী হিন্দীতেই মুকুন্দবাবু পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

‡ এ সময়ে ভূদেব বাবুর আরারিয়া যাওয়া হয় নাই। গোবিন্দ বাবু ২০শে অক্টোবর আরারিয়া পঁহুছিলেন ও ২৮শে অক্টোবর তথা হইতে ফিরিয়াছিলেন।

২৫।১০।৮৩ ব্যবস্থাপক সভার কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পত্র দিলাম।

৩।১১।৮৩ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন, "তাঁবু লইয়া মফঃস্বলে ঘোরা বেশ স্বাস্থ্যকর। যেখানে সূর্য্যালোক পড়ে এমন খোলা স্থানে তাঁবু ফেলিও। তাঁবুর ভিতর মশারীর ব্যবহার এবং একটা লৌহ পাত্রে অগ্নি রক্ষা করিও। মাটির উপর পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া লইও। তাঁবু লইয়া ঘুরিবার সময় আমার প্রায় কখনই কোন অসুখ করে নাই। ঠাণ্ডা না লাগে ইহার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। মফঃস্বলে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবে কিন্তু রাত্রে নহে।* খাবার জল ফুটাইয়া লইয়া তাহার পর ফিল্টার করিবে।"

২৮।১১।৮৩ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন। মহাবীর চরিত্রের কতকাংশ পড়া হইল।

২৯।১১।৮৩ তিনু আসিল। সংস্কৃত লেখকদিগের অপেক্ষায় বাঙ্গালা লেখকদের হীন রুচির সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তাহার লেখা শিশু রামায়ণের প্রথম দশ পৃষ্ঠায় হস্তলিপি সংশোধন করা হইল।

৩।১২।৮৩ ডিউক অফ কনটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাউস

---

* আরারিয়ার ওভারসিয়ার শ্রীরাম বাবুর অতীব উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের একটা ঘোড়া ছিল। উহা এরূপ দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, শ্রীরাম বাবু উহাতে চড়িতে সাহস করিতেন না। গোবিন্দ বাবু উহাতে আরোহণ করিয়া প্রত্যহ অনেকটা ঘুরিয়া আসিতেন। এবং একদিন ভ্রাতাকে সাহস দিয়া তাহাতে চড়াইয়াছিলেন। ঘোড়াটীর এরূপ সুন্দর চাল এবং দ্রুত বেগ ছিল যে উহাতে চড়িয়া কাজ কর্ম্মের জন্য মফঃস্বলে যাতায়াতে সময় কম লাগিত এবং শ্রমবোধ হইত না। শ্রীরাম বাবু কয়েক বার উহার উপর হইতে পড়িয়া গিয়া উহাকে বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মুকুন্দ বাবু উহা ক্রয় করিয়া লইলে কখনও জ্যেষ্ঠের কখনও কনিষ্ঠের নিকট বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ঐ উৎকৃষ্ট ঘোড়াটা ১১ বৎসর কাজ দিয়াছিল। ভূদেব বাবু গোবিন্দ বাবুর এই কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'নষ্টরত্নোদ্ধারক' বলিয়াছিলেন।

হইতে নিমন্ত্রণ পাইলাম। বৃন্দাবনের ওখান হইতেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব। অদ্য রাত্রে কি সুন্দর স্বপ্নই দেখিলাম! দ্রুত সন্তরণে বায়ুমণ্ডলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছি! মৃত বন্ধুগণ সকলে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন! যে সকল বাল্যস্মৃতি চিত্ত-ফলক হইতে মুছিয়া গিয়াছিল সে সব আবার উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!!

৪।১২।৮৩ কলিকাতায় আবদুল লতিফ, রামদাস সেন প্রভৃতির সহিত দেখা হইল। সন্ধ্যাবেলা গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম।

১০।১২।৮৩ গোবির সহিত মিতব্যয়িতা এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতা সম্বন্ধে কথা হইল। আমরা স্থির করিলাম যে, মানসিক উৎকর্ষ সাধন জন্য মিতব্যয়িতা বা সংযম একান্তই প্রয়োজনীয় এবং তাহা সভ্যতার অনেক উচ্চে।

১১।১২।৮৩ রামগতিকে জানিতে বলিলাম যে, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কিছু পারিশ্রমিক লইয়া আমার এখানে আসিয়া একটু সংস্কৃতের আলোচনা করিতে পারেন কি না।

১২।১২।৮৩ শ্রীমান বটুকদেবের অন্নপ্রাশন-ক্রিয়া সমাধা করিলাম।

১৯।১২।৮৩ ভূদেব বাবু চুঁচুড়া হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—

"মহারাণী শরৎসুন্দরী আমাদের পাশের বাটীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার খুব কঠিন পীড়া হইয়াছে। তথাপি তিনি ৺কাশী যাইতেছেন। বাড়ীর মেয়েদিগকে তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। আমার তৃতীয় কন্যা বলিল যে, তাঁহার বর্ত্তমান অসুখ হইতে আরোগ্য-লাভের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এ সময়ে ৺কাশীর ন্যায় প্রবল শীত-প্রধান স্থানে যাওয়ার পরামর্শ সমীচীন হয় নাই। আমি মহারাণী শরৎসুন্দরীকে তাঁহার বাসাতে গিয়া এই যাত্রা হইতে বিরত হইবার জন্য দুইবার

বলিয়াছিলাম ; রাজকৃষ্ণর দ্বারা তাঁহার ব্যাধির পরীক্ষা করাইয়াছিলাম ও ভোলানাথ কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিছুই হইল না। তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না. বড়ই দুঃখের বিষয়।*

২৩।১২।৮৩ গোবি আসিয়াছে। সকলের পক্ষেই একাদশী ব্রত পালন এ বাটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ভাল।

* প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ভূদেব বাবুকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন এবং প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধীয় কথা ভূদেব বাবু সর্ব্বদাই কহিতেন এবং তাহার অনেকগুলি 'সদালাপ প্রথম ভাগে' প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ৺কাশীধামে গিয়া ভূদেব বাবু দুর্গাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী পুঁটিয়ার বাগান বাড়ীতে থাকিতেন। এক সময়ে পুঁটিয়ার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়িকে তাঁহার জন্য একটী বাড়ী ৺কাশীতে কিনিতে বলিলে মহারাণী সেই সংবাদ পাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "কন্যার বাটী তীর্থস্থানে খালি পড়িয়া থাকিলে তাহাও কি ব্যবহার করিতে নাই। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কাশীতে অন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করিলে বড়ই দুঃখিত হইব।" ইহাতে ভূদেব বাবু ৺কাশীতে বাটী খরিদের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

৺কেশবচন্দ্র সেন—উজির সিং—ইলবার্ট বিল—শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৺গোবিন্দ বাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহ—তান্ত্রিক শিক্ষা—আরারিয়ায় তৃতীয় পুত্রের নিকট গমন—দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের জনহিতকর কার্য্যে উদ্যমের অবশ্য কর্ত্তব্যতা—সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য—মোকর্দ্দমার রায় লেখা—উচ্চদর্শনের প্রভাব—সম্মিলিত পরিবার আরারিয়ায় হইতে চুঁচুড়ায় প্রত্যাগমন, মুকুন্দ বাবুর জ্বর, কুইনাইনের অত্যাধিক ব্যবহার—দৈনিক জীবন—বকসারে দ্বিতীয় পুত্রের নিকট গমন—৺কাশীধামে প্রত্যাগমন।

৬।১।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন, "শ্রীমান শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) হইবে। গোবি ২রা জানুয়ারী এড়িয়াদহে গিয়া একটী গিনি দিয়া শ্রীমান ভূপালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসে।

৩রা তাহার বাম হাতের বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ব্রাইওনিয়া ব্যবহারে বেদনা এতটা কমিয়া যায় যে ৪ঠা বুদবুদে কাছারি করিতে যাইতে পারিয়াছিল এবং অন্য দিনের গাড়ীতে আসিবার জন্য ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে।

তোমাদের ছোট ভায়রা ভাই স্বামী হরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্নীর সাধের জন্য স্ত্রীলোকদের নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার মেয়ে দুইটীই একটু অসুস্থ থাকায় সম্ভবতঃ পাঠাইতে পারিব না।

৮।১।৮৪ অদ্য প্রাতে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গদেশ আজ তাঁহার একজন শক্তিমান সন্তানকে হারাইলেন।*

* ফলতঃ এক রামমোহন রায় ব্যতীত কেশব সেনের ন্যায় এরূপ দেশ বিদেশব্যাপী

৯।১।৮৪ উজির সিং আসিয়াছিল। †

১০।১।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"কাশী-নাথকে তুমি ২০০৲ টাকার নোট সহ যে পত্র লিখিয়াছ তাহাতে জানিলাম তুমি আমার কয়েকখানি পত্র পাও নাই। শ্রীমান বটীর রক্তামাশয় সারিয়াছে। আমার পায়ের গাঁটের বেদনাও কমিয়াছে। তোমার নোয়াখালিতে মফঃস্বল পরিদর্শনের সুবিধার জন্য ক্রীত হাতী চারজামাটী আরারিয়ায় প্রেরিত হইবে। উহা সম্পূর্ণরূপে মেরামত করান হইয়াছে। যাহাতে আমার চিঠি ঠিক ঠিক ডাকঘরে পৌঁছায় সেজন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করিব।"

পর দিবস লেখেন, "আমি একটী মালীর নিকট হইতে আয়মার বাগানের জন্য ২৫টা আমের কলম এবং গঙ্গাতীরে বাড়ীর জন্য ১০৲ টাকা দামে একটী ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা ক্রয় করিয়াছি। [খুব বড় এবং সুগন্ধি ফুল; নাতি এবং নাতিনিদিগকে ইহার নাম ভূদেব বাবু পারিজাত বলিয়াছিলেন।] শেষোক্তটী এবং তোমার ক্রীত অরোকেরিয়াটী এক্ষণে টবেই

খ্যাতি-প্রতিপত্তি কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবিতকালের (৪৩ বৎসরের) মধ্যেই এই খ্যাতি উপভোগ করিয়া গেলেন। গুণিগণের গুণ প্রায় মৃত্যুর পরেই সম্পূর্ণ ও ব্যাপকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে যাহা হউক ক্ষণজন্মা এই কেশব সেনের মৃত্যুতে আমাদের ন্যায় যে বিস্তর লোকেই পরিতাপিত হইবেন। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (এডুকেশন গেজেট, ১১ই জানুয়ারী, ১৮৮৪)

† ইনি শিখ হাবিলদার। প্রথমে পুলিশ রিজার্ভে পরে সাধারণ পুলিশ বিভাগে ইনস্পেক্টর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বহুকাল চুঁচুড়ায় থাকায় ভূদেব বাবুকে পিতৃবৎ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। একবার ছুটীর পর পঞ্জাব হইতে রংপুর যাত্রাকালে সস্ত্রীক চুঁচুড়ার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী মেয়েদের কাছে সগর্ব্বে বলেন, "উনি আমার লোক উহার এক স্ত্রী কি দুঃখে থাকিবে? চার স্ত্রী আছে।" চুঁচুড়ার বাটী হইতে যাইবার সময় উজির সিং তাঁহার স্ত্রীকে একটু দ্রুতপদে আসিবার জন্য বলেন "সিপাহিকা মাফিক চলা আও জি!" চুঁচুড়ায় বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই সকল কথার আলোচনায় পঞ্জাবী জীবনের ইহাই আদর্শ বলিয়া অনেকদিন অবধি বোধ ছিল।

থাকিবে। বর্ষাকালে মাটীতে পোঁত' হইবে। ইতিমধ্যে তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিও কোথায় কোথায় উহাদের বসান হইবে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ২৮শে এপ্রিল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের ডিপার্ট-মেণ্টাল পরীক্ষা হইবে। তুমি ঐ পরীক্ষায় হিন্দীতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিও।

মফঃস্বল পরিদর্শনের সময়ে স্থানীয় কাহিনী (যাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লেখা যাইতে পারে) কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেছ কি?

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে তোমাদের দুই ভায়ের পরিচয় করিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া ক্ষোভ রহিল। তাঁহার সৌজন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং নির্দ্দোষ চরিত্রের বলে তিনি বর্ত্তমান কালের উপযোগী অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

তোমার ছোট শালীর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।*

১৫।১।৮৪ ইলবার্ট বিলের† যে রফা নিষ্পত্তি হইল তাহাতে আমাদের লাভ হইল, না লোকসান হইল? আমার মনে হয় লাভ বই ক্ষতি হয় নাই।

---

* শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতীর' সম্পাদক ও কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকীল। 'শেফালি', 'আঁধি', 'সোণার কাঠি', 'রুমলো', 'দরিয়া' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও নাটকাদির রচয়িতা। ইহার পিতার মৃত্যুর পর অসুস্থ হইয়া কিছুই মুকুন্দ বাবুর ভাগলপুরের বাসায় থাকিয়া তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ হইতে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুকুন্দ বাবুর শ্বাশুড়ির তিন কন্যা হইয়াছিল এবং দিদিশ্বাশুড়ির এক কন্যা। ইহাঁদের পুত্র সন্তান হয় নাই। মুকুন্দ বাবুর প্রথমে দুই কন্যা হওয়ায় ভূদেব বাবুর প্রথমে একটু ভয় হইয়াছিল হয়ত তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে না।

† ইলবার্ট সাহেব লর্ড রিপনের আমলে যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন তাহাতে ছিল যে ভারতবর্ষীয় বিচারকেরা সাধারণ ভাবেই সকল ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিবেন। সদাশয় স্যার অ্যাসলি ইডেন সাহেব দেশীয় এবং ইউরোপীয়

১৬।১।৮৪ আমার কনিষ্ঠা কন্যা এবং মুকন্দর প্রথমা কন্যাকে স্বর্ণ-পুরে শিবনাথের প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পাঠান হইল। [এই বিবাহ শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত হয়। ইনি পরে সব জজ হইয়াছিলেন।]

২১।১।৮৪ গত রাত্রে নাইট্রেট অফ ইউরেনিয়ম খাইয়াছিলাম। স্বপ্ন দেখিয়াছি যে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছি; কোমটীজম্ লইয়া মিঃ গেভিশের সহিত তর্ক করিতেছি,—কিন্তু তাঁহাকে আমি কখনই দেখি নাই।

বিচারকদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রাখা লজ্জাজনক মনে করিতেন। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এদেশাগত ইউরোপীয় ইউরেশীয় ও আর্ম্মাণ প্রভৃতি যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আইনের পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং স্থির হয় যে, জেলার ম্যাজিষ্টেট এবং সেসন জজ দেশীয়ই হউন আর ইউরোপীয়ই হউন ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিবেন। [স্বদেশীয়ের অধিকার যখন যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহাতেই ভূদেব বাবু তৃপ্তি লাভ করিতেন। একেবারে অনেকখানি পাইবার বৃথা আশা তিনি পোষণ করিতেন না।] কিন্তু ইউরোপীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি জুরির বিচার প্রার্থনা করিলে তাহাকে সে সুবিধা দিতে হইবে এবং জুরির অর্দ্ধেক লোক ইউরোপীয় হওয়া চাই। ডাক্তার হণ্টার বলেন যে এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় সমদর্শিতা রহিল না। তাঁহার মতে জুরির ব্যবস্থা এদেশীয়দিগকেও দেওয়া উচিত, নচেৎ কাহারও পাওয়া উচিত নয়। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষের ইংলণ্ডে জন্ম হয়। তিনি বোমার মোকদ্দমায় জুরির বিচারের দাবী করায় তাহা পাইয়াছিলেন কিন্তু জুরিরা অধিকাংশেই ইউরোপীয়—তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করায় যেমন জজ তাহার ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ করেন।] ২৮।১২।১৮৮৩ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকৃতই লিখিত হইয়াছিল—"সাহেবেরা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ প্রয়াস হইলেও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হন না; কিন্তু সৎকার্য্যে যে অধ্যবসায় তাহাই ধন্য! কুকার্য্যে অধ্যবসায়কে আমরা প্রশংসা করিতে শিখি নাই। জুরির প্রথা সামান্যতঃ সঙ্গত বটে। কিন্তু সে কথাটী যে দেশের প্রজা এক জাতীয় সেই দেশেই খাটে। যে দেশের প্রজা বিভিন্ন জাতীয় সেখানে এরূপ জুরির প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক অশুভ ফল উৎপন্ন হয়; বিচার কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত কেপ কলোনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মোকর্দ্দমায় একপক্ষ ইংরাজ এইপক্ষ দেশীয় লোক সে মোকদ্দমাতেও অধিকাংশ জুরী ইংরাজ থাকার ব্যবস্থা হইলে সকল স্থলে কিরূপ বিচার হইবে তদ্বিষয়ে লোকের সন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

২২।১।৮৪ মুকুন্দর পত্রে জানিলাম যে, তাহার কার্য্যে ম্যাজিষ্ট্রেট উইকস সাহেব সন্তুষ্ট আছেন।

২৬।১।৮৪ ভূপালকে এঁড়িয়াদহ হইতে আনাইলাম। আমার নিকট বসিয়া ঊনবিংশ পুরাণ পড়িল।- বিনয়সম্পন্ন এবং সুশ্রী।

২৯।১।৮৪ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:—"শ্রীমান শিবনাথের প্রথম জামাতাকে দেখিলাম। বিবাহ ভালই হইয়াছে। ছেলেটার বুক চওড়া এবং মাংস পেশীতে বল আছে। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শনের অভ্যাস সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা যায় না। জানিলাম তাহার মন নরম।* কখনও কাহারও সহিত বিবাদ হয় না, কাহাকেও কড়া কথা বলে না।

গোবি আমার বাগানের রাস্তা এবং গাছ সমস্ত দেখাইয়া একটী নক্সা প্রস্তত করিতেছে। উহা প্রস্তত হইলে তোমাকে দেখিতে পাঠাইব। নূতন আমের কলমগুলির স্থানও উহাতে দেখান হইবে।

হিন্দী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটী ভাল মুন্সী রাখিও। ওখানে না পাও, পূর্ণিয়া, তথায় না পাও, ভাগলপুর বা পাটনা হইতে একটী ভাল মুন্সী আনাইয়া লইও (এবিষয়ে ব্যয়ের কার্পণ্য করিও না)।

ঐ তারিখে গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—"সুবর্ণ-পুরে উপস্থিত থাকিয়া এবং তথায় বিবাহ রাত্রে বরপক্ষের সহিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখাইয়া আসিয়াছি। বৃহস্পতিবারে বিবাহ অথচ আমার একদিনও কাছারি কামাই হয় নাই। ইহাতে প্রকৃতই বাহাদুরী হইয়াছে।"

* একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানকালে শ্রীযুক্ত ভূপাল বাবু উত্তর লেখা ভাল হয় নাই স্থির করিয়া উত্তরের কাগজ টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান, ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ জামাতার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহিত পরীক্ষা দিতেছিলেন। তিনি কাগজগুলি একত্র করিয়া দাখিল করিয়া দেন এবং তাহাতে ভূপাল বাবু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

২।২।৮৪ একখানি জর্ম্মণ নভেল পড়িলাম; বড়ই শান্তিপূর্ণ। জর্ম্মণ লেখকদিগের মতামতের সহিত আমাদের ব্রাহ্মণ পূর্ব্বপুরুষদিগের মতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাঁরা নির্দ্দোষ স্বাধীন এবং মহত্ত্বপূর্ণ ভাব পোষণ করেন। ফরাসীরা অধিকতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ; ইংরাজেরা কার্য্যনিষ্ঠ। জর্ম্মণেরা, চিন্তাশীলতার প্রাধান্য থাকায়, কার্য্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের এবং চরিত্রের লোককে অনেকটা সম্মিলিত করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা যেমন সিদ্ধান্তে এবং কার্য্যে মিল রাখিয়া চলিতেন জর্ম্মণরাও কতকটা তাহা পারেন।

১২।২।৮৪ রাজনারায়ণ বসু আসিয়াছিলেন। এরূপ লোককে পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। আদি সমাজ কি উপনয়ন সংস্কার রক্ষা করিবেন? রাজনারায়ণের ওখানে গিয়া রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

রাজনারায়ণ সেঁকা পাঁউরুটী খাইতেছিলেন। আহার সম্বন্ধে তিনি সাত্ত্বিক নহেন। বলিলেন, ভারত শিল্প অপেক্ষা গ্রীক শিল্পকলা উৎকৃষ্ট।

রাধানাথের কাছে শুনিলাম, কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দেকে আমি যে বিনা হ্যাণ্ডনোটে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়াছি, তাহাতে তিনি উহার কাছে বলিয়াছেন যে, হ্যাণ্ডনোট বা টাকা শীঘ্রই তিনি আমায় পাঠাইয়া দিবেন। রাধানাথ বলিল যে, বাস্তবিকই কি দেশের লোক এতই হীনচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে! যদিও টাকার জন্য কিছু ভয় নাই, তথাপি আমি ভিন্ন এতটা সাহসের কাজ কেহ করিতে পারিত না।

গোবিন্দ বাবু ভ্রাতাকে লেখেন—"তুমি ওখানে যে দ্রুতগামী ও দুরন্ত ঘোড়ার সন্ধান পাইয়াছ, বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ লইয়া তাহা ক্রয় করিয়া আমার জন্য হাঁটা পথে পাঠাইয়া দিতে পার; রেলে

পাঠাইতে খরচ বেশী হইবে। আমার নিকট যে ঘোড়াটী আছে সেটী গাড়ীতে ভাল চলে; বাবার গাড়ীর জন্য যে ঘোড়া আছে তাহার অত্যন্ত ঢিমে চাল, তাহাতে বাবার কষ্ট হয়। একটু দুরন্ত ঘোড়া চড়িয়াই আমার সুখ হয়। একান্ত বশীকৃত বা চূর্ণীকৃত (ওয়েল ব্রোকন বা ব্রোকন ডাউন,) ঘোড়া চড়িয়া কোন সুখ পাওয়া যায় না। তুমি ঐ ঘোড়া পাঠাইলে সকলেরই সুখ হইবে এবং চুঁচুড়ার গাড়ীর ঘোড়াটা বেচিয়া ফেলা যাইবে।

আরারিয়ার আবকারী দারোগা হরকিশোর মজুমদার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইবার সময় এখানে আসায় তাঁহার সঙ্গে তোমার চারজামা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়া হইয়াছে।

আমাকে মধ্যে মধ্যে কায়েথী অক্ষরে হিন্দি ভাষায় পত্র লিখিও। তাহা হইলে হিন্দি ভাষা শিক্ষায় কতটা অগ্রসর হইতেছ বুঝিতে পারিব।

১৭।২।৮৪ গোপাল গুপ্ত বলিলেন, তাঁহার ৫ হাজার টাকা আছে। ব্রহ্মমোহন বলিলেন তাঁহার ১০ হাজার টাকা জমিয়াছে।

২০।২।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "মানকরের জমিদার ৺হিতলাল মিশ্র মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবদগীতার একটী উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। আমি উহার এক খণ্ড পাইতে চাই—তাহা প্রীতির উপহার স্বরূপই হউক, অথবা মূল্য দিয়াই হউক (ফর লভ অর মনি)।

২১।২।৮৪ মাধব দত্তের দরুণ গঙ্গার ধারের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া একটী তোড়া পাঠাইয়া দিলাম।

২২।২।৮৪ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়াছিলেন।

২৮।২।৮৪ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন—"আমি ও বাবা আজ বৌবাজারের পেন্সন প্রাপ্ত মুন্সেফ বাবু জগন্নাথ প্রসাদ বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমারকে আমার প্রথম কন্যার বিবাহের জন্য দেখিয়া আসিলাম। ছেলেটী দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পাশ করিয়াছে। তাহার অধ্যাপক বলিলেন, ছেলেটী অপর সকল বিষয়েই ভাল তবে পড়ায় তত মনোযোগী নহে। আমরা স্থির করিলাম, যখন স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট এবং পূর্ণ পরিশ্রম ব্যতিরেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জগন্নাথ বাবু ভদ্রতাসহকারে বলিলেন যে তিনি কোন ফর্দ্দই দিবেন না; বরং মোটামুটি আভাষ দিলেন যে, গহনা দান-সামগ্রী এবং অন্যান্য খরচপত্র ২০০০৲ হাজারের ভিতর হইয়া যাওয়া উচিত। যখন আমরা উহার অনেক বেশী দেওয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তখন দেনা পাওনা লইয়া এই কুটুম্বিতায় কোনরূপ গোলযোগ সম্ভবে না। ২৯শে ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসা হইল।"

ঐ তারিখেই ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইবার পর হইতে ক্ষিপ্রকারিতা এবং উত্তম সম্পাদন আমি যাহা চাই গোবিতে তাহাই দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে। সে আমাকে পরশু দিন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাহার কন্যার জন্য পাত্র দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। আমি, শিবনাথ ও গোবি পাত্রটী কলেজে দেখিলাম, চেহারা মন্দ নয়। গোবি এবং শিবনাথ বলিল যে উহাকে বাড়ী অপেক্ষা কলেজে তাহাদের চক্ষে ভাল বোধ হইয়াছে। তাহার অধ্যাপক ফাদার ইউনান বলিলেন, আর একটু পরিশ্রম না করিলে পাশ হওয়ার বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হয়।"

২৯।২।৮৪ বাবুগঞ্জে সবজজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী গিয়া দেখা করিলাম। বেশ গম্ভীর ধরণ, ইংরাজ জাতির ক্ষুদ্রদৃষ্টি এবং স্বার্থপরতার অনেক উদাহরণ দিলেন।

২।৩।৮৪ গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি

বলিলেন, হুগলী কলেজের আইন অধ্যাপকের পদ না লইয়া শিবনাথের একটিনি মুন্‌সেফীই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

৫।৩।৮৪ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন—"তোমার পুষ্যি কন্যার * বিবাহে তাহাকে উপযুক্তরূপ গহণাদি দেওয়া হইবে না, এ ভয় করিও না। তাহাকে ভাল এবং ভারী ভারী গহণাই দেওয়া হইবে। যে গহনাখানি উহাঁদের আছে জগন্নাথ বাবু বলিয়াছিলেন কেবল সেই খানিই দেওয়া হইবে না। বিবাহের কথা উঠিয়া অবধি তোমার পুষ্যি মেয়ের যত্ন সকলের নিকট হইতেই বহুগুণ বাড়িয়াছে এবং তাহারও ব্যবহার খুব ভাল হইয়াছে।"

৭।৩।৮৪ গোবিন্দ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে লেখেন, "যে কিছু বাড়তি টাকা তোমার কাছে ওখানে আছে, তাহার নোট দুইখণ্ড করিয়া এক সেট বাবার নামে ও অপর সেট রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দাও। আমার পরিচিত বুদবুদের লোকদের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি; উহাদের কয়েকজন চুঁচুড়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন। তোমার ওখানকার লোকদিগকে বিবাহ রাত্রে খাওয়াইলে মন্দ হয় না।"

১২।৩।৮৪ গোবির প্রথমা কন্যার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।† বিবাহে কোন পক্ষ হইতে কোনরূপ অকৌশল হয় নাই।

* গোবিন্দ বাবুর পরম সুন্দর জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর মৃত্যুর পরেই এই কন্যাটীর জন্ম হওয়ায় পল্লীগ্রামের কুসংস্কারযুক্ত কাহার কাহার ও মনে এই মেয়েটীই যেন উক্ত দুর্ঘটনার মূল এই ভাবের একটা গূঢ় ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য তাহার উপর একটু অযত্ন হইতেছে এই বিশ্বাসে মুকুন্দ বাবু বলেন, "উটী আমার পুষ্যি কন্যা; আমার মেয়েকে কেহ অযত্ন করিও না।'

† শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত গোবিন্দ বাবুর প্রথমা কন্যার শুভ বিবাহ হয়। ইনি মুঙ্গেরের উকীল। ইহাঁর পিতা একদিন গোবিন্দ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমি বরের বাপ, সুতরাং আমার তত্ত্বের অপেক্ষা তুমি তত্ত্বে বেশী খরচ করিবে

আমাদের বাড়ীটা খুবই ভাল; কিন্তু তাহার জন্য আমাদের যথেষ্ট আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় (তাহার কতক থাকা উচিত) শিবচন্দ্র সোমের প্রেরিত ঝাড়-লণ্ঠন ব্যবহার করিতে হয়; বঙ্কিমবাবু ও রামাচরণ আসিয়াছিলেন।

বরের চেহারা স্ত্রীলোকদিগের মতে মাঝারী অপেক্ষা কিছু ভাল এবং তাহারাই প্রথম দর্শনে পুরুষদিগের অপেক্ষা ঠিক ধরিতে পারেন। আমাদের নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যেও সেই মত দেখিলাম।

ইহার পূর্ব্বে বিবাহ প্রভৃতি ভোজের বন্দোবস্ত জন্য আমাদের কোনরূপ বেগ পাইতে হইত না; তোমার মাতুল সবই করিতেন। এবার গোবি উদ্যমের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছে এবং উমেশ, সুরথ ও গোবির বুদবুদের লোকেরা সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছে।

১৬।৩।৮৪ গোবি, সুরেশ, শিব, রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, রামগতি এবং তাঁহার পুত্র গিরীন বৌভাতের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; গোবি নগদ ২০৲ টাকা দিয়া আসিল।

১৭।৩।৮৪ বরকনে রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে আসিল।

২০।৩।৮৪ গোন্দলপাড়ার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি আগামী শনিবার এখানে আসিয়া আহারাদি করিবেন। বড়ই তৃপ্তি লাভ হইল।

২২।৩।৮৪ গোপাল বাবু তাঁহার জামাতা অবিনাশকে লইয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ীর সকলেই পরমোৎসাহের সহিত প্রায় ৮০ প্রকার

আমাদের জিনিষ পত্র খরিদ করা, লোক পাঠান, লোক বিদায় প্রভৃতি নানান ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া পরস্পরের বাড়ীতে অনর্থক পাঁচ ভূতকে খাওয়াইবার জন্য কতকগুলি বাড়তি খাবার জিনিস পাঠাইবার প্রয়োজন কি? তুমি বাড়ীতিটা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিও। অবশ্য কার্য্যতঃ তত্ত্বাদি এ ভাবে করা হয় নাই।

অন্নব্যঞ্জনাদি আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। উঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় দিনটা বিশেষ তৃপ্তির সহিত কাটিয়াছিল।*

২৪।৩।৮৪ তিনু জানাইল যে তাহার সম্পর্কীয়দিগের নিকট এবং বাহিরে প্রায় এক হাজার টাকা দেনা হইয়াছে। [এই সময় তিনকড়ি বাবু গোন্দলপাড়ায় প্রজাবন্ধু প্রেস এবং লটারী প্রভৃতি দ্বারা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাহিরের লোকের নালিশে বাড়ী জমি প্রভৃতি নিলাম হইলে তাঁহার ছোট পিসিমাতা সমুদয় টাকা কর্জ্জ দিয়া সে সকল উদ্ধার করেন।]

২৬।৩।৮৪ হৃৎপিণ্ডের অসুখে বামাচরণের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। বড়ই কষ্ট হইল। আমার সেই কন্যার পর ভ্রাতার অনভিমতে কেন আবার বিবাহ করিতে গিয়াছিল! উমেশকে ভবানীপুরে বামাচরণের বাসায় তাহার পুত্র কন্যাকে দেখিতে পাঠাইলাম। উমেশ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল নিমতা হইতে ভগবতী বাবু সেখানে গিয়াছেন এবং প্রমদাচরণও তাঁহার উঃ পশ্চিম প্রদেশীয় কর্ম্মস্থান হইতে আসিতেছেন।

* ইহার ২০ বৎসর পরে (১৯০৩, ৩রা জুলাই) মুকুন্দ বাবুর তৃতীয়া কন্যার সহিত অবিনাশ বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। গোপাল বাবুর পুত্র সন্তান ছিল না। নারাণপুর নিবাসী হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ দানশীল সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এই অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এলের সহিত তাঁহার এক মাত্র কন্যার বিবাহ হয়। নিজের নিকট গোন্দলপাড়ায় কন্যা জামাতাকে রাখিবার জন্য সমুদয় সম্পত্তি উহাদের দুইজনের নামে সমপরিমাণে বিভাগ করিয়া দেন। অবিনাশ বাবু পবিত্র চরিত্র, সুশিক্ষিত, আচারনিষ্ঠ মিতব্যয়ী এবং নানা সদগুণে সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। পিতার ইচ্ছায় হাইকোর্টের ওকালতি ছাড়িয়া গোন্দলপাড়ায় থাকিবায় কালীন রাজসাহীর বীরকুৎসার জমিদারীর অনেক উন্নতি সাধন এবং দুঃস্থ প্রজাদের সাহায্য জন্য একটী ধর্ম্ম গোলা স্থাপন করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে জমিদারীতে গিয়া প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ দেখিয়া শুনিয়া আসিতেন। আমলারা প্রজার উপর অত্যাচার করিতে বা জমিদারকে ফাঁকি দিতে পারিত না।

২৮।৩।৮৪ আয়মার বাগান হইতে আসিবার সময় গিরীশ ঘোষের সহিত দেখা করিলাম। কথায় বার্ত্তায় দেখিলাম সাধারণ প্রায় সকল বিষয়েই তিনি ধীর এবং সঙ্গতভাবে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন।

৭।৪।৮৪ প্রমদাচরণ আসিয়াছিলেন। ছেলেমেয়েদের লইয়া আর একদিন আসিবেন।

১২।৪।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন— "আমার মনে হয় না যে পূর্ব্বে তান্ত্রিক শিক্ষা এবং সাধনা সম্বন্ধে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট যাহা জানিয়াছিলাম সে বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহা বলিব। সমগ্র মনুষ্য শরীরটী সুপরিচালিত করা আবশ্যক, শুধুই হাত পায়ের মাংস পেশী নহে, শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিরও নিয়মিত পরিচালনা অভ্যাস করিতে হয়। প্রাচীন বা নব্য ইউরোপ শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ও পেশীর পরিচালনা বা ব্যায়ামের অভ্যাস চেষ্টা করে নাই। তন্ত্র, প্রাণায়াম, নেতী, ধৌতি এবং বস্তি দ্বারা সে চেষ্টা করিয়াছে। ফুসফুসের, পেটের এবং অন্ত্রের অপেক্ষাকৃত মোটা পেশীগুলির ব্যায়ামে হাত দিয়া তাহার উপর মস্তিষ্কাদি সূক্ষ্মতম যন্ত্রেরও পরিচালনা ধ্যানাদি দ্বারা চেষ্টা করা হইয়াছে। যে নূতন সাধক এই সাধনায় নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকে এমন নির্জ্জন স্থানে স্থির সুখাসনে বসিতে হইবে যেখানে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল করিতে অধিক আলো বা কোনরূপ গোলমালের শব্দ নাই। তাহার পর চক্ষুর পাতা মুদিয়া দৃষ্টি স্থাপন করিতে হয়। তাহার পর সাধক তাঁহার চঞ্চল মনকে দমন ও একাগ্র করিয়া ইষ্টদেবতার দর্শন চেষ্টা করিবেন। এইরূপে মন স্থির করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিতে পারিলে আলোকচ্ছটা দেখিতে পায়। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে ইহাই সিদ্ধি লক্ষণ। যে মার্কিণ পুস্তক আমি পড়িতেছি তাহার মতে ইহাই প্রথমদৃষ্ট আলোক। এরূপ করিলেই মস্তিষ্কের শ্বেত ভাগে রক্ত

অধিক গিয়া উহার পুষ্টি সাধন বা শক্তিবৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে।”

১৩।৪।৮৪ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ এবং আমাদের বিশেষ নিকট আত্মীয় কুটম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। জগন্নাথ বাবু ও তাঁহার সম্পর্কিত কেহই আসিলেন না। [বিবাহের গোলমালের মধ্যে নূতন কুটুম্বদিগের সহিত ভালরূপ আলাপ পরিচয় ঘটিতে পারে না বলিয়া প্রত্যেক বিবাহের পরেই ভূদেব বাবু কুটুম্ববর্গকে প্রীতি ভোজে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন জন্য চেষ্টা করিতেন এবং এই উপলক্ষ্যে উভয় পক্ষীয় সকলেই পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে পারিতেন।]

১৯।৪।৮৪ আমার তৃতীয় কন্যার চতুর্থ কন্যার জন্ম হইল। *

২১।৪।৮৪ নবীন মুস্তফী এখানে দুদিন ছিলেন। কিছু দিলাম। কত উচ্চ হইতে কোথায় নামিয়া পড়িয়াছেন!

২১।৪।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—“তুমি লিখিয়াছ, চুঁচুড়ায় আসিয়া আরারিয়ায় ফিরিয়া যাইতে যে সময় লাগিবে, তাহা সরকারী নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিতে যাতায়াতের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে সঙ্কুলান হইবে না; কিন্তু আমি যদি তোমার স্ত্রীকন্যাদের সঙ্গে করিয়া ভাগলপুরে পরেশের বাসায় লইয়া গিয়া অপেক্ষা করি, এবং তুমি পরীক্ষা দিয়া আমাদের সকলকে লইয়া যাও, তাহাতে সময় নষ্ট হইবে না। এমন কি তুমি শেষের কতকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেলেও আমি সকলকে লইয়া সাম্পুনি করিয়া পৌছিতে পারিব। অতএব গাড়ী প্রভৃতি সকল বন্দোবস্ত রাখিও।”

* সিউড়ীর ৺গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

২৩।৪।৮৪ রামগতির কন্যার বিবাহের জন্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একটী পাত্রের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীকে পত্র লিখিলাম। শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার তাঁহার প্রস্তাবিত মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

২৭।৪।৮৪ কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ভাগিনেয়ী তাহার পুত্র ও মুকুন্দর দ্বিতীয়া কন্যাকে লইয়া [মুকুন্দ বাবুর চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চুঁচুড়ার বাটীতে রাখিয়া আসা হয়।] আরারিয়া যাইবার জন্য ভাগলপুরে পরেশের বাসায় [সবজজ, তৃতীয় কন্যার ভাসুর] গেলাম। [ডিপার্টমেণ্টাল হিন্দী পরীক্ষা দিবার জন্য ঐ দিনই মুকুন্দ বাবু আরারিয়া হইতে ঐ বাসায় আসিয়াছিলেন। মুকুন্দ বাবু বলেন যে, ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডরলী সাহেবের পুত্র অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সহিত পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। ইংরাজী হইতে হিন্দী অনুবাদ একবর্ণও লিখিতে না পারিয়া ঐ ইংরাজ যুবক পেন্‌সিল দ্বারা কমিশনার বার্লো সাহেবের মুখের ছবি আঁকিয়াছিলেন। সময় পূর্ণ হইলে যে দুই একজন তখনও পর্য্যন্ত কাগজ দেয় নাই তাঁহাদের নিকটে গিয়া কমিশনর সাহেব উত্তরের কাগজ লইতেছিলেন, যুবক ডরলীর নিকটে গেলে সে তাড়াতাড়ি কাগজখানি ভাঁজ করিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলে যে, সে কিছুই লিখিতে পারে নাই। কমিশনর সাহেব কাগজটা ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "উহাতেই সহি করিয়া দাও।" যুবক তথাপি কাগজ না ছাড়ায় তাহার পিতা, পুত্রের এই অবিনয়-দৃষ্টে দ্রুতগতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের হাতের নীচে হইতে কাগজটা বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি কাগজটা আপনার পকেটে পুরিয়া পুত্রকে এক ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "মহামূর্খ, পালাও" (গো এওয়ে ফুল !) ।

২৯।৪।৮৪ ডাক্তার বার্ডের লিখিত [মেসমেরিজম ও হিপনোটিজম]

সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতেছিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর ভগ্নীপতি বিন্দুলালের বাড়ীতে গিয়া উহাদের সহিত দেখা করিলাম।

১।৫।৮৪ প্রাতে পাল্কী করিয়া গঙ্গা ঘাটে পৌঁছিলাম এবং নৌকা করিয়া কারাগোলা গেলাম। তথা হইতে সাম্পানিতে পূর্ণিয়ায় করুণা বাবুর বাসায় [উত্তরপাড়া-নিবাসী মুন্সেফ ৺করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়] গিয়া উঠিলাম। করুণার কন্যা বড়ই সুশ্রী এবং দেখিলে বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হয়। [ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে।] কলিকাতানিবাসী ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ আইচ * দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত এবং করুণার সহিত মুকন্দুর বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে।

২।৫।৮৪ ভোর চারিটার সময় আরারিয়ায় মুকন্দুর বাসায় পৌঁছিলাম।

৩।৫।৮৪ মুকন্দু এখানে আসিয়া ৮ মাসে বেতনে এবং ভাতায় দুই হাজার একশত ত্রিশ টাকা পাইয়াছিল, তন্মধ্যে তের শত টাকা বাড়ী পাঠাইয়াছে।

৪।৫।৮৪ মুকন্দু যে সকল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়াছে সেগুলি পড়িলাম। লেখা ভাল। এখন আর তাহার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সবডিবিজন সম্বন্ধে তাহার সম্বাদ-সংগ্রহ বিবরণ-সংগ্রহ অত্যুৎকৃষ্ট! বৎসরের মধ্যে তরি-তরকারি প্রভৃতি কখন কি দরে বিক্রয় হয়, তাহারও

* কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা ছুটি পাইলে আরারিয়া কৃষ্ণগঞ্জ এবং পুর্ণিয়ার সকলেই একত্র নৌকায় কারাগোলা হইতে পীরপেঁতী যাইতেছিলেন। এবং ছুটি হওয়ায় কয়টী কৈফিয়তি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারিল না, মুন্সেফরা সেই বিষয়ে কথা বার্ত্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ যোগেন্দ্র বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ইট কাঠ চুণ সুরকী! ইট কাঠ চুণ সুরকী!"—তখন সকলেই লজ্জিত হইয়া ব্যবসায়ের কথা (টকিং সপ) ছাড়িলেন এবং গান গল্প তাসখেলা চলিতে লাগিল।

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলিলাম। [সবডিবিসন অফিসরদিগকে ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, গোশকট এবং গো-মহিষাদির সংখ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিতে হয়। ঐ রিপোর্টগুলি চৌকিদারের সাহায্যে প্রস্তুত থানা-ওয়ালাদিগের আন্দাজী রিপোর্টের উপরেই লিখিত হইয়া থাকে। ভূদেব বাবু উপদেশ দেন যে, “এরূপ রিপোর্টের মধ্যে যেন একটু উল্লেখ থাকে যে, কি উপায়ে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। উকিল মোক্তারদিগের আন্দাজ, পুলিশের আন্দাজ, নিজের দ্বারাই কোন কোন স্থানের বিশেষ অনুসন্ধানের ফল এই সকল হইতে একটা গড়পড়তা আন্দাজ ধরিয়া যে রিপোর্ট লেখা হইল তাহা বলা আবশ্যক।” তিনি বলিয়াছিলেন, “৬৭৫৩ গজ লংক্লথ বিক্রয় হইয়াছে’ আন্দাজী কথার উপর এরূপ লিখিতে নাই। বড় জোর লিখিতে পার যে, ৬০০০ গজ আন্দাজ বিক্রয় হইয়াছে।” এইরূপে পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই আরামবাগ সবডিবিসনে অবস্থিতিকালীন মুকুন্দ বাবু তাঁহার সবডিবিসনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমি-সংযুক্ত কয়েকটী খাসমহলের গ্রামের কত জমিতে কোন্ ফসল হয় এবং কত অনাবাদী তাহাও খাসমহল কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পরে সমগ্র সবডিবিসনের পরিমাণ ফলের উপর পতিত আবাদী বিভিন্ন প্রকার ফসলের জমি উক্ত হিসাবের গড়পড়তায় ধরিয়া লন। গ্রামগুলির নির্ব্বাচন সুসঙ্গতরূপ হওয়ার হিসাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের আন্দাজের সহিত মিল হয়। হুগলীর কালেক্টর সাহেব ইহাতে প্রীত হইয়া বলেন, যেখানে আন্দাজ করা ব্যতীত উপায় নাই সেখানে এইভাবে সযত্নে আন্দাজ করাই সুসঙ্গত।]

৫।৫।৮৪ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা গোক্ষুরা সাপ আমার স্বর্গীয়া মেজ খুড়িমাতাকে কামড়াইতে আসায় আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম। বাটীর সংলগ্ন (রাস্তার ধারে বসাইবার জন্য) চারা গাছের

বাগান পরিষ্কার করাইতে মুকনুর সাক্ষাতে দুইটী গোক্ষুরা সর্প ধৃত ও নিহত হইল।

৭।৫।৮৪ লবক লিখিয়াছেন যে, অসভ্য জাতীয়দিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভালবাসা হয় না; কিন্তু যখন পশুদিগের মধ্যেও প্রীতি লক্ষিত হয়, তখন অসভ্যদিগের মধ্যেও তাহা অবশ্যই আছে। অসংস্কৃত ইউরোপীয়েরা বৈদেশিক সকলের সম্বন্ধেই ভুল করে।

৮।৫।৮৪ গোবির পত্রে জানিলাম যে, চুঁচুড়ায় সকলে ভাল আছে। রাজনারায়ণ বসুকে পত্র লিখিলাম।

১১।৫।৮৪ স্থানীয় জমিদার মুন্সি আজিজর রহমান দেখা করিতে আসিলেন। ইনি দিল্লীর সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য। এখানে এক বিঘায় চার মণ মাত্র ধান হয়।

১৮৮৪ অব্দের ১২ই মে তারিখে ভূদেব বাবু মুকুন্দ বাবুর আরারিয়ার বাসা হইতে গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "সবডিবিজনাল কর্ম্মচারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজকীয় বাসা বাটীর পূর্ব্বদিকে মুকনু একটী ফুলের ও শাকসব্জীর বাগান করিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, সে যেন বাহিরে পশ্চিমে ও উত্তর দিকে যতদূর সম্ভব খোলা মাঠের জমি ঘিরিয়া লয় ও তাহাতে এরূপ বৃক্ষাদি রোপন করে যাহারা ভূমিতে ছড়াইয়া না পড়ে—নিজেরা পরস্পর হইতে অসম্বদ্ধভাবে জমি ছাড়িয়া উচ্চে উঠে। আমার পরামর্শ মত এইরূপ চাষ করিলে ও পরিশ্রম করিয়া জমিকে ঐরূপ ঘাস ও তদুপরি গুল্মলতাদি পরিশূন্য করিয়া রাখিলে, এই সর্পবহুল স্থানে সর্পভয় বাড়ী হইতে অনেকটা দূরে গিয়া পড়িবে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, তাহাতে বড় বড় ঘাস; সুতরাং অনেক দূর হইতে বাসার নিকট পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে সর্পাগমনের সুবিধা ছিল। মুকনুর অধীনস্থ মহকুমা সম্বন্ধে সর্ব্বদিকদর্শী যত্নের কথা আমি যতদূর শুনিলাম, বুঝিলাম এবং অনুভব

করিলাম তাহাতে আমি তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। সে যেরূপ ভাবে পুলিশের সহিত ব্যবহার করিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বাৎসনিক ব্যবস্থা দ্বারা ভাল লোক আনিয়া খারাপ লোকের স্থান পূরণ করিয়াছে—তাহাতে জমিদারগণ ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি বেশ সম্মানসূচক ব্যবহার করেন। আবার আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, রায়তগণও তাহাকে তাহাদের বন্ধুরূপে গণনা করে। এখানকার স্কুলের জন্য সে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ তৈয়ারী করাইতেছে। ইহার জন্য চাঁদা বেশ সহজেই সংগৃহীত হইয়াছিল। সেদিন একজন জমিদারকে পাকা রাস্তার জন্য চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি করিতে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম। তাহার হস্তে যে সামান্য অর্থ বিতরণের জন্য আইসে তাহা সে রাস্তা নির্ম্মাণ ও 'ইঁদারা' প্রতিষ্ঠাস্বরূপ সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত হিতকর কার্য্যে ব্যয় করে। * সে কাছারীতে নিয়মিত অকৃত্রিম পরিশ্রম করে; প্রাতঃকালে পুলিশ রিপোর্ট শোনে ও ডাকের চিঠি-পত্রের জবাব দেয়, দ্বিপ্রহর হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, আর কোন কোন দিন ৬টার পর পর্য্যন্ত, কাছারীতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় বাটী প্রত্যাগমনের পর সরকারী চিঠিপত্র ও রিপোর্ট ডাকে পাঠাইবার জন্য নকল হইয়া আসিলে সহি করে। মধ্যে

* আরারিয়া যাইবার পর মুকুন্দ বাবু তথাকার বালুকাপূর্ণ মাঠে সোজা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার দুই দিকে বহুশত উৎকৃষ্ট বোম্বাই আমের আঁটির চারা পুঁতিয়াছিলেন প্রত্যেক গাছটীর জন্য অনেকখানি করিয়া গর্ত্ত করিয়া তাহা দূর হইতে আনীত মাটী ও গোবর মিশান সার দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। মাঠের মধ্যে একটী ছোট অশ্বত্থ গাছ ছিল। রাস্তা ঠিক সোজা রাখিলে উহা মাঝখানে পড়ে; সেজন্য উহার দুই ধার দিয়াই রাস্তা লইয়া গিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, শ্রান্ত পথিকেরা উহার তলে বিশ্রামের স্থান পাইবে। মিঃ উইক্‌স সাহেব কালেক্টর ইহা দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলেন (ইজ ইট্ বিকজ ইট ইজ সেড টুবি এ সেক্রেড ট্রি, বাবু?) অশ্বত্থকে লোকে পবিত্র বৃক্ষ বলে বলিয়াই কি এরূপে উহার রক্ষা করা হইয়াছে? মুকুন্দ বাবু উত্তর দেন, যেখানে কোন বৃক্ষই জন্মে না তথায় সকল বৃক্ষই পবিত্র (এভরি ট্রি, ইজ সেক্রেড হিয়ার হোয়ার নো ট্রি জ গ্রো। সাহেব উত্তরে হাসিয়া তুষ্টি প্রকাশ করিলেন।

মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন কমিসন বা স্থানীয় তদারক কার্য্যে মফঃস্বলে যায়। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, সে পরিশ্রমী ও সাধারণের হিতকর জীবন যাপন করিয়া সুখে রহিয়াছে।*

১৪।৫।৮৪ সুরথ গোবির পত্র লইয়া আসিল। সুরেশের পত্রে জানিলাম যে, 'কৃষ্ণনগরের উকিল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তাহার ওকালতির কার্য্যে ও শিক্ষায় সুবিধা হইতেছে। সেসন আদালতে একটী অসমর্থিত [অনডিফেণ্ডেড] আসামীর পক্ষে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিয়া তাহাকে খালাস করিয়াছে। চুঁচুড়া হইতে আনীত মিষ্টান্ন হেড ক্লার্ক, মুন্সেফ, পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতিকে কিছু কিছু পাঠান হইল।

১৮৮৪ সালের ১৪ই মে গোবিন্দবাবুকে লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদের সতরঞ্চ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চতুর্থী কন্যা বল লইবার জন্য প্রসারিত করিয়া নিজের হস্ত অপর হস্তে ধরিয়া বলিয়াছিল, "হাত দিও না"—তাহা অবশ্য তোমার মনে আছে?

পঠদ্দশা হইতেই মনস্তত্ত্বের আলোচনা তোমার প্রিয় বলিয়া তোমাকে আর একটী কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা বলিতেছি। আমার মতে ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রে ডেভিড হিউম এইরূপ ঘটনা দেখিয়াই ভাব সাহার্য্য বা বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় ধারণার সহিত মানসিক সংযোগের (অ্যাসোসিয়েসন অফ আইড়িয়াস্) নিয়মগুলির প্রথম স্থাপনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দর ছোট মেয়েটীকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, "দিদি কোথায়?" সে

---

* "বাল্যাবধি আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই সুখ। কেমন করিয়া এই সংস্কার হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই" মাত্র মনে পড়ে, পিতাঠাকুর আমার পঠদ্দশায় সর্ব্বদা বলিতেন, "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ আর আমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর, দীক্ষা গ্রহণ হইলে অতি প্রত্যূষে অন্ততঃ একবার করিয়া শুনাইতেন "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং" আমার দৃঢ় বিশ্বাসও তাহাই। একাগ্র চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা।'—পারিবারিক প্রবন্ধ।

সর্ব্বদাই উত্তর দেয়, "ঘুমাইতেছে।" "ভাইঝি কোথায়" * জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার মাতাকে দেখাইয়া দেয়। "জ্যাঠা কোথায়" এই প্রশ্নে সে তাহার পিতাকে দেখাইয়া দেয়। শনি, অনি, অফি ইহারা কোথায় এই প্রশ্নে সে নিজের দিকে দেখায়। বটি• ভাইটী সম্বন্ধে সে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেয়, কখনও বলে ঘুমাইতেছে; কখনও নিজের দিকে দেখায়।

উপরি-উক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমার মনে হয় যে, স্মরণ-শক্তি বা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক বিষয় বিশেষের প্রতিচ্ছায়া কখনও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না, সেই ছায়ার সহিত সদৃশ বিষয়ান্তরের স্মৃতি বা উপস্থিতির অনুভূতি মিশাইয়া যায়। মস্তিষ্কস্থিত পুরাতন ছায়া পরবর্ত্তী অপর নূতন ছায়ার দ্বারা ঢাকা পড়িয়া যায়। ইহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ক্রমবিকাশের নিয়ম অন্তর্বিকাশের নিয়মের সম্পূর্ণভাবেই অনুরূপ এবং বিষয়ের সহিত বিষয়ান্তরের যোগ বা অতীত স্মৃতির আচ্ছাদিত অংশের পুনঃ প্রকাশ মাত্র। এ পর্য্যন্ত তুমি অবশ্যই আমার সহিত এক মত। কিন্তু আমার মনে হয় যে, অন্যান্য সিদ্ধান্তও করা যায়। আমার প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, "বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনের গতি সম্বন্ধীয় সকল নিয়মই কোন না কোন প্রকার সাদৃশ্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ইহা প্রমাণ করা সম্ভব কি না চিন্তা করিয়া দেখিও। প্রতিজ্ঞাটী আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি। স্থান ও কালের নৈকট্য দ্বারা ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রসূত বিষয়-সমূহের সাদৃশ্যের সাহায্যকে আমরা পূর্ব্বজ্ঞাত অন্তর্বিকাশের বা বিগত ঘটনাবলীর উপর্য্যুপরি স্থূত মস্তিষ্কে ছায়া সমূহের

* তাহার ছোট পিসিমা তাহাকে ভাইঝি বলায় সে উল্টাইয়া তাহার নাম ভাইঝি রাখিয়াছিল।

ক্রম-বিকাশ বলিয়া ধরিতে পারি। কিন্তু বৈপরীত্যের সাহায্য অর্থাৎ এক বিষয়ের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ের স্মৃতির উদয় উল্লিখিত উপর্য্যুপরি পতিত ছায়াগুলি হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ বিপরীত ভাবের স্মৃতিসমূহ হয় সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক সত্তা-বিশিষ্ট হয়, নতুবা একে অপরকে বিনষ্ট বা লোপ করে। অর্থাৎ এক বিষয় দর্শনে কিরূপে বিপরীত বিষয়ের স্মৃতির উদ্ভব হয়? আরও সবিশেষভাবে বলিতে হইলে—কোন খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির দর্শন বা স্মৃতি কিরূপে অপর দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকনুর কন্যার ভিতর আমি যেরূপ দেখিতেছি আমাদিগের ন্যায় তাহার মস্তিষ্কেও সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তির ছায়া উপর্য্যুপরি পতিত হইয়াছে ও সকল দীর্ঘকায় ব্যক্তির ছায়াও একস্তূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সহজে অনুমেয় যে, একজন অতি খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির দর্শনে অপর খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির স্মৃতি স্বতঃই উদয় হইবে। কিন্তু একজন বামনের দর্শনে একজন দানবের ন্যায় বৃহদাকৃতি ব্যক্তির কথা কেন মনে আসিবে?

প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রাতর্ভোজনের পর সে "ও বাই" যাইতে চায়। সে চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের বাড়ীকে "ও বাই" বলিত। এখানের একমাত্র ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী কাছারী বাটীকে সে ঐ নামে অভিহিত করে। সে দিন একটী সুন্দর দাড়িওয়ালা যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে তোমার ভাইঝি আনন্দের সহিত জ্যেঠা বলিয়া তাহার কাছে গেল। ইহাও স্মৃতি শক্তির বিকাশ, কিন্তু ইহার মূল কারণ সাদৃশ্য। সে চালা ঘর দেখিয়া কখনও "ও বাই" বা কাল কুলির ন্যায় লোক দেখিয়া জ্যাঠা ইত্যাদি বলে না। এক বিষয় দর্শনে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের স্মৃতির উদয় মস্তিষ্কের আরও পরিণত অবস্থার চিহ্ন। তুমি বাটীর অপরাপর ছেলে মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ের উত্তর দিও।"

১৫।৫।৮৪ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষার উন্নতি জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন কবিরাজকে পত্র লিখিলাম।

কর্ত্তৃত্বের পরিচালনায় সম্ভ্রম বোধ উৎপাদন করা আবশ্যক কিন্তু সহানুভূতি দ্বারায় প্রীতির উৎপাদন অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দরুণ একটী দুঁ-নলী বন্দুক মুকুন্দ বাবু পাইয়াছিলেন। তিনি আরারিয়ায় শ্রীরাম দত্ত ওভারসিয়ারের সহিত সময় সময় পাখী শিকার করিয়া বেড়াইতেন। ভূদেব বাবু আরারিয়া গিয়া ইহা দেখিলে, পুত্রকে বলেন, "ইংরাজী শেখানয় পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পৌত্র "পাকমারা" হইয়া গেল। ছিটা গুলিতে নিরীহ পক্ষী না মারিয়া বড় গুলির ব্যবহারে লক্ষ্য স্থির কর। বাঘের উৎপাত হইতে পল্লীবাসীদিগকে এবং অত্যাচারী মনুষ্য হইতে স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষার নিমিত্ত প্রাণীহত্যার প্রয়োজন আছে, কিন্তু পাখী মারার কোন প্রয়োজনই কখন হইতে পারে না।" আরারিয়া অবস্থিতি-কালে ভূদেব বাবু পুত্রের সরকারী ডায়রী, চিঠি, রিপোর্ট এবং মোকদ্দমার রায় অনেকগুলি পড়িয়া দেখিয়াছিলেন। রায় লেখার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ দেন যে, লিখিতে লিখিতে শেষে মত স্থির করিতে হয়, মত স্থির করিয়া তাহার সংস্থাপন জন্য গুছাইয়া লেখার অভ্যাসে ন্যায় এবং সত্যের দিকে পূর্ণ এবং সচকিত দৃষ্টির একটু ব্যতিক্রম হইয়া পড়িতেও পারে; এবং তাহাতেই ক্রমশঃ উভয় পক্ষীয়ের সকল যুক্তির উল্লেখ না করার হীন ইচ্ছা জন্মানও সম্ভব। হুকুম দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুবিচারই একমাত্র যেন লক্ষ্য থাকে। আপীল আদালতের কোন চিন্তারই প্রয়োজন নাই। তবে প্রত্যেক সিদ্ধান্তের মূল কারণগুলি বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা উচিত; আর কিরূপে অপ্রধান সিদ্ধান্তগুলি তাহার শেষ সিদ্ধান্তের সহিত আইনানুযায়ী

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহাও পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। কার্য্যকরী বিষয়-বুদ্ধি সম্ভূত বিচারের সহিত কিছু আইনের পরিভাষা মিশ্রিত থাকিলেও ভাল হয়।

১৬।৫।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন :—"নিজের শ্বশুর গৃহই, পিতৃ গৃহ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর এই বিশ্বাস স্ত্রীর ভিতর বদ্ধমূল করা প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য। কাহার কাহারও পক্ষে ইহা স্বতঃই ঘটে ও কার্য্যও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অন্যের পক্ষে ইহা তত অনায়াসসাধ্য নহে। আমি যাহাদিগের কথা বলিতেছি সেখানে স্ত্রীর পিতা খুবই সুপুরুষ। তাহার পিতৃগৃহে যত সুন্দর সুপরিচ্ছদধারী অর্থস্বচ্ছল আনন্দ-লিপ্সু বাবু যুবকবৃন্দের সমাগম হইত।

বালিকা স্ত্রীর মন স্বতঃই এই বাহ্যাড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ স্থলে স্ত্রীর বাল্যাদর্শ অপেক্ষা প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিজের বংশ কত উচ্চতর ইহা স্বীয় কার্য্য ও চিন্তার দ্বারা স্ত্রীর নিকট সুপ্রকট করা প্রত্যেক স্বামীরই কর্ত্তব্য।

ইহা করিতে হইলে ধীর চিন্তাশীলতা দূরদৃষ্টি-প্রসূত শান্তভাব প্রকৃত সহৃদয়তার ও জীবনের সকল আচরণে পূর্ণ পবিত্রতার বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ হইলে শুভফল যে অবশ্যই হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কালে উচ্চাদর্শ নিম্নাদর্শের স্থান অধিকার অবশ্যই করিবে। তবে স্বামী যদি কেবল আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন—ভিতর হইতে বিচার শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির সংশোধন ও উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটে। আজ কাল অনেক ছেলে বাইবেল কথিত সৃষ্টি তত্ত্বের মূল কারণ 'ঈশ্বর আদেশ করিলেন আলোক হউক, তৎক্ষণাৎ আলোক সৃষ্টি হইল'—এইরূপ মনে করেন এবং

নিজেরাও সেইরূপ কঠোর 'আদেশ দিয়াই সমস্ত জগত চালাইতে চান। তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, লক্ষ্য স্থির করিয়া তদুপযোগী কর্ম্ম করাই বাস্তব জগতের মূল কারণ।

আলোক সৃষ্টির মূল কারণ আকাশের অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু সকলে (ইথারে) প্রথমে কম্পন আরম্ভ হয়; পরে সূক্ষ্ম পরমাণুগুলির কম্পন হয়। এইরূপে ক্রমশঃ আলোক সৃষ্টি হয়। জগতে চিরদিনই এই এক নিয়মই চলিয়াছে এবং চলিবে। পৃথিবীতে শক্তিমান পুরুষ অনেক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এই বিশ্বব্যাপক ক্রমবিকাশ বিধির বিরুদ্ধাচারণ যখনই করিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।*

এই সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত স্বীয় উচ্চ আদর্শ ও মনুষ্যত্ব স্ত্রীর ভিতর উন্মেষ ও বিকাশ জন্য অত্যন্ত ধীর শান্তভাবে চেষ্টা করা স্বামীর কর্ত্তব্য।"

এই পত্রে ভূদেব বাবু সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"নিয়মিত সময়ে কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি দেখিলাম যে, একজন কর্ম্মচারীর আজ হঠাৎ মনে হইল যে তাহার বাৎসরিক রিপোর্ট দিবার সময় হইয়া গিয়াছে। সে সমস্ত রাত্রি বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছে। ইহাতে কাজ খারাপ হয়। ফলকথায় মনোভাব প্রকাশ ও লেখা যতটা

* অনুলোম বিবাহ প্রণালীর বলে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর আকার বৈলক্ষণ্য ন্যূন করিয়া দিয়াছে * * * উপরিউক্তরূপে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে কতকটা আচারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া হঠাৎকারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা * * করেন। শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্ত্তৃক বৌদ্ধ নিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিল যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। সামাজিক প্রবন্ধ—জাতীয় ভাব উহা সম্বর্দ্ধনের পথ।

যুক্তিপূর্ণ করা যাইত তাহা হইল না। ইহাতে একটু অফিসের কেরাণীদের হাতে যাইয়া পড়িতে হয়।*

২০।৫।৮৪ গোবিন্দ বাবু বুদবুদ হইতে আর'রিয়ায় ভূদেব বাবুকে লিখিয়াছিলেন—"আমার সেজ ভগ্নি এবং তাহার চার কন্যা ও দুই পুত্র, আমার তিন কন্যা, মুকুর মেয়ে, আমার ছোট ভগ্নি ও বটী প্রভৃতি বাড়ীর সকলে ভাল আছে। আপনার সহিত তাহার মাতা চলিয়া যাওয়াতেও মুকুর মেয়ে বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল উহার মনে কি ভালবাসা একটু কম। কিন্তু পরশু দেখিলাম যে রাস্তার ধারে বারান্দা হইতে একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আনন্দমিশ্রিত গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল যে, এ গাড়ীতে আপনি, তাহার বাবা, মা ও ভগ্নিকে লইয়া আসিতেছেন।

আমার তৃতীয়া কন্যার সহিতই তাহার বেশী ভাব। অপর ছোট ছেলেদের সহিতও বেশ মিশিতেছে।

আমার মনে হয় যে, বৈসাদৃশ্য হইতে সাদৃশ্যের কথা মনে আসে। দীর্ঘাকার লোক দেখিলে অপর দীর্ঘাকার লোক মাঝারি আকারের লোক এবং বেটে মানুষ তিনই মনে পড়ে।"

---

* "আমি কাজ কর্ম্মে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম। আমি কখনই মনে করিতাম না যে পরের কাজ করিতেছি। যাহা করিতেছি তাহা আপনারই কাজ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ক্রটী হয় সেই জন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয় এমন করিয়াই কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উহারা প্রায়ই দেশীয় লোকের মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেন না। এতই মনিবনা ফলান যে, কাজটি তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র। এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হউক অথবা শুভাদৃষ্ট বশতঃই উহক, আমি কখনও ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।"

পারিবারিক প্রবন্ধ—কাজ করা।

২১।৫।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু আরারিয়া হইতে গোবিন্দ বাবুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"সম্মিলিত পরিবারের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কতকগুলি মূলসূত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির স্বীয় আয় অনুযায়ী এবং প্রত্যেকের নিজের বিশেষ পরিজনের সংখ্যার অনুপাতে গৃহস্থের সাধারণ ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আয় হইতে প্রত্যেকের নিজের কন্যার বিবাহ ইত্যাদির ন্যায়, বিশেষ খরচের জন্য কিছু অর্থ পৃথক রাখা উচিত। এতদ্ভিন্ন কিছু সঞ্চয় সকলেরই কর্ত্তব্য। ঐ সঞ্চিত অর্থের "সুদ" হইতেও খরচ করা উচিত নয়। তাহা উত্তরাধিকারীদিগের জন্য জমিয়া বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্ভিন্ন আমার মনে হয় প্রত্যেকে যে যাহা জমাইতে পারিবে তাহা তাহার নিজস্ব অর্থ হইবে। মুকুন্দর মতে সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এজমালি টাকা হইয়া ভবিষ্যতে সমভাবে বিভাজ্য হওয়া উচিত।* তোমার কি মত জানাইবে। আমার নিজের মতে সম্মিলিত পরিবার ভাল, তবে যৌথ সম্পত্তি এমন কি সকলের সর্ব্বদা একত্র বাসের ব্যবস্থাও সমীচীন নহে। সম্পত্তি পৃথক রাখিলে প্রত্যেকের নিজের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা স্বতঃই বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহৃদয়তা রক্ষায় সাহায্য করে। †

* বহু বৎসর পরেও ৺ মুকুন্দ বাবুর মত অনাথবন্ধু পুস্তকে এই ভাবেরই দেখা যায়।

† যেরূপে একান্নবর্ত্তিতা রক্ষা করা যাইতে পারে এবং তাহার অশুভ ফল অধিক পরিমাণে প্রসূত না হইয়া শুভ ফলই অধিক হয়, তাহার উপায়—

প্রথমতঃ—সুস্থকায় ব্যক্তি মাত্রেরই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। একজনকে অপর একজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ—আপনাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাটীর কর্ত্তা করিয়া মান্য করা এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী হইয়া চলা আবশ্যক।

৩।৬।৮৪ আরারিয়া হইতে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম কিন্তু জ্বর হইল।

৫।৬।৮৪ নকুলালের পত্রে জানা গেল যে মুকুন্দ হিন্দী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে ; পরীক্ষক সমিতিতে বকল্যাণ্ড সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

১০।৬।৮৪ বেলা ১১টার সময় আরারিয়া হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ৯টার সময় পূর্ণিয়ায় করুণার বাসায় পৌছিলাম। প্রাতে ৬টার সময় বাহির হইয়া কারাগোলায় সাহেবগঞ্জের ষ্টীমার ধরিতে পারিয়াছিলাম।

১২।৬।৮৪ চুঁচুড়ায় রাত্রি ১।।০ টায় পৌছিলাম। ঐ দিন বাড়ী ফিরিয়া তৃতীয় পুত্রকে পত্র লিখেন :—

"আরারিয়া হইতে আসিবার সময় দেখিলাম গোবি কাসুজংসন ষ্টেশনে আমার ট্রেনের অপেক্ষায় দাড়াইয়া আছে। আমার সহিত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিল। উহাকে এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া বড়ই সুখ হইল। তোমার মেয়ে আমাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছে। মনে করিয়াছিল আমি তোমাকে শুদ্ধ লইয়া ফিরিব। ওখানের বাগানের পাতকোয়টার মুখ ঢাকা রাখিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা লিখিও।"

তৃতীয়তঃ—যাহা কর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত হইবে তৎসমুদয় কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ—কর্ত্তার উচিত (১) সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা (২) খরচ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখা। (৩) সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হওয়া।

এই নিয়মগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলেই ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে আরও একটী নিয়ম রক্ষা করিলেই ভাল হয়। সে নিয়মটী—

পঞ্চমতঃ—পারিবারিক সমস্ত ব্যয় সমাধা করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা অংশের অনুযায়ে ভ্রাতৃগণের নিজ নিজ বিশেষ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

পারিবারিক প্রবন্ধ—একান্নবর্ত্তিতা।

ক্রফট সাহেব সি আই ই পদবী পাইলে ভূদেব বাবু তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তদুত্তরে ক্রফট সাহেব ১২।৬।১৮৮৪ তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে লিখিয়াছিলেন—"আমি রোচক কথা বলিতেছি না, আপনি যে সম্মানিত শ্রেণীভুক্ত আমার তাহাতে প্রবেশ হওয়াতে আমি প্রকৃতই সুখী হইয়াছি। আমাদের সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইত কিন্তু সব বিষয়ে আপনার বহুজ্ঞতার এবং নিখুঁত বিচারের কথা যত্ন পূর্ব্বক শুনিয়াছি এবং তাহাতে কখনও কখনও আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমি আর সে সাহায্য কাহারও নিকট পাই না। আপনি এখন পূর্ণিয়া জিলায় রহিয়াছেন। তথায় কেহ স্বাস্থ্যের জন্য যায় না। কিন্তু সেখানে আপনার পুত্র আছেন সুতরাং সে পরিবৃত্তিও উৎকৃষ্ট ঔষধের কার্য্য করিবে।

আপনার চিরদিনের বন্ধু—

এ ক্রফট।"

১৪।৬।৮৪ আরারিয়াতে যে ধরণের জ্বর হইয়াছিল। এখানে আবার সেইরূপ জ্বর হইল।

১৫।৬।৮৪ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাধবদত্তের দরুণ বাড়ীতে রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ঐ বাড়ীটী ক্রয় করা সম্বন্ধে কথা হইল।

১৬।৬।৮৪ মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের নিকট হইতে একজন লোক আসিয়া তাঁহার মাধব দত্তের বাড়ী খরিদ করার ইচ্ছা জানাইল।

১৭।৬।৮৪ ঋতুঃ হরিতকী ব্যবহার আরম্ভ করিলাম।

ঐ তারিখে তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—আমি এখানে আসিয়া অবধি তোমার বড় মেয়ের যেরূপ ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছি এই পত্রে তাহাই লিখিব। কিন্তু উহার স্বভাবটী ভাল করিয়া বুঝাইবার

জন্য প্রথমে তাহার একটী বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। গত শুক্রবারে তোমাদের প্রেরিত এক খানি খাম আসে; তাহাতে তোমার লেখা এক পত্র আমাকে, বৌমার লেখা এক পত্র আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে এবং তোমার ছোট মেয়ের নামীয় এক পত্র তাহার দিদিকে থাকে। আমার পত্র আমি পড়িলাম এবং তোমার ভগিণীও তাহার পত্র হইতে কিছু কিছু আমায় শুনাইল। তৃতীয় পত্র খানিও পাঠ করিয়া শুনান হইল। তোমার ছোট বোন ঐ দুইখণ্ড কাগজ ফেলিয়া রাখিল। তোমার বড় মেয়ে ঐখানে ছিল কথাগুলি শুনিল, হাসিল বা মুখ টিপিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে যখন সকলে অন্যমনস্ক প্রায় তখন ঐ দুইখণ্ড কাগজ উঠাইয়া লইয়া গেল। আমি দেখিলাম, উহার পিসিকে দেখাইলাম, সে বলিল তোমার ঐ মেয়েই তাহার মায়ের পত্রগুলি তুলিয়া রাখে। আমি বুঝিলাম মেয়েটী কথা কহিয়া মনের ভালবাসা প্রকাশ করিতে জানে না; যে কাজের দ্বারা ভালবাসা প্রকাশ পায় সে কাজও লুকাইয়া করিতে চায়। উহার অন্তঃকরণে যথেষ্ট ভালবাসা আছে, কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশে লজ্জিত হয়। এ ভাবটী ভাল; কিন্তু এটীকে একটু সুশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভালবাসা দেখান ভাল নয় বটে কিন্তু যদি সত্য ভালবাসা থাকে, তবে তাহা একেবারেই অপ্রকাশ রাখায় দোষ ঘটে।

এইত তোমাদের পাঁচ বছরের মেয়ের প্রকৃতি। এটী নিতান্ত ছেলে প্রকৃতির নয়, ইহাতে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য আছে—সুতরাং এটীকে একটু বিশেষ যত্ন করিয়াই বুঝিবার প্রয়োজন। এইমাত্র আমার সাক্ষাতে ডাকায় তোমার মেয়ে এবং তোমার দাদার তৃতীয়া কন্যা ছুটিয়া আসিল এবং তোমার দাদার মেয়ে প্রথমে চুল বাঁধিতে বসিল যতক্ষণ না তাহার চুল বাঁধা শেষ হইল ততক্ষণ তোমার মেয়ে হাসিয়া ছুটাছুটী করিয়া

বেড়াইল, কেন এরূপ করিল বুঝিবার চেষ্টা করিও দেখিবে ওটী একটী রত্ন।

১৮।৬।৮৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়াছিলেন।

২১।৬।৮৪ ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—"তোমার আরারিয়ার পরিচিত এক ব্যক্তির পুত্রের নাক দিয়া রক্ত পড়ার কথা লিখিয়াছ। এ সম্বন্ধে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহার রক্তে গণোরিয়ার দোষ থাকা সম্ভব কিনা! যদি সে সম্ভাবনা থাকে তবে হোমিওপ্যাথি মারকিউরিয়াস, সাইলিসিয়া এবং নাইট্রিক এসিড ব্যবহারে উপকার হইতে পারে। নাসিকার ভিতরের শ্লেষ্মা হইতে রক্তপাত হইলে, ঘাড়ে ঠাণ্ডাজল দিলে উপকার হইবে; সে ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে পলসেটিলা সেবন করা সঙ্গত। কিন্তু আমার মনে হয় এ রোগ হঠাৎকারে প্রতিকার চেষ্টায় অপর কোন দুঃসাধ্য রোগ আসিয়া পড়িতেও পারে।

তোমার মেয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিত রূপ কথা হইয়াছিল—

আমি—"তুমি আরারিয়ায় যাবে?"

তোমার মেয়ে—"যাব।"

"কার সঙ্গে?"

"তোমার সঙ্গে।"

"আমিত এই সেদিন এলুম, আবার কখন যাব?"

"তুমি যখন যাবে, আমিও তখন যাব।"

"আর যদি ততদিনে মা আসিয়া পড়ে, তবেত তোমার যাওয়া হবে না?"

"কেন হবে না? মা এলেও আমি যাব। মাও একবার গেছে, আমিও একবার যাব। মাও তোমার সঙ্গে গেছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"আমি মাকে ছেড়ে রেখে এসেছি, তোমাকেও ছেড়ে রেখে আসিব।"

"এসো।"

গোবির চতুর্থ কন্যা সব শুনিতেছিল সে বলিল—"আমি দাদাবাবুকে যাইতে দিব না।" তোমার মেয়ে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "আমি দাদাবাবুকে আসিতে দিব না।"

২৫।৬।৮৪ গোবি বাড়ী আসিয়াছে। বুদবুদে গিয়া অবধি তাহার ওজন ছয় সের কমিয়া গিয়াছে। তাহার কড অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত ব্যবহার করা আবশ্যক। তাহার যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্র তাহাতে পূর্ণভাবে সুখী হইবার কথা। কিন্তু তাহা দেখি না, যেন সকল বিষয়েই উদাসীন।

২৬।৬।৮৪ ব্রহ্মমোহন এবং রাধিকা আসিয়াছিলেন। লাট সাহেব আমার ছেলেদের সম্বন্ধে ব্রহ্মমোহনকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

২৯।৬।৮৪ বাবু কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল আসিয়া খবর দিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাধব দত্তের দরুণ বাড়ী ক্রয় করিবেন না।

শ্রীমান অনিকে [দৌহিত্র অনাদিনাথ] নিকটে বসাইয়া তিন পাতা বাঙ্গালা রামায়ণ পড়িয়া শুনাইলাম। (ছেলেটীর বয়স তখন ১ বৎসর ১১ মাস মাত্র।)

৩০।৬।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন— "তোমার জ্বর সাত দিন রহিয়াছে বলিয়া জানিলাম। পেট আঁটা অবস্থায় অত কুইনাইন খাওয়া উচিত হয় নাই। তোমার আগামী দুই এক দিনের পত্রে যদি প্রয়োজন বোধ করি তাহা হইলে আমি আবার আয়ারিয়ায় যাইব।"

৩।৭।৮৪ প্রজাস্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে শিবনাথের মত এবং গোবীর ও সুরেশের একত্রে লিখিত কথাগুলি তাহার কাজে লাগিবে বলিয়া মুকুন্দকে পাঠাইয়া দিলাম।

৪।৭।০২ মুকুন্দর জুন মাসের দরুণ বাসা খরচের হিসাব বাড়ীর খাতায় ক্ষাটিবার জন্য আসিল। মোট ১০২॥/০ খরচ হইয়াছে।

মুকুন্দকে পত্র লিখিলাম—তোমার বাসা খরচের হিসাব পাইলাম: প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যের—চাল, ডাল, ঘি প্রভৃতির পরিমাণ এবং মূল্য দুই লিখিও। চাকরদের মাহিনা ও কাপড় একত্রে লিখিয়াছ পৃথক করিয়া লিখিও। অন্য সকল যেরূপ লিখিয়াছ তাহাই যথেষ্ট।

বটীর এ পর্য্যন্ত পাঁচটী দাঁত উঠিয়াছে। অধিকাংশ সময় চিৎ হইয়া শুইয়া মাকড়সার দিকে চাহিয়া থাকে। কাল আমি তাহার পিতার মাই তাহাকে দেখাইলে একটা আহ্লাদের শব্দ করিয়াছিল। প্রায় সেরূপ করে না। অনির সব দাঁত উঠিয়াছে—সে সকল শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, কেবল ক, খ, গ, ঘ পারে না।

তোমার বড় মেয়ে বেশ খেলা করিয়া বেড়ায়, সকল বিষয়ে ঠাণ্ডা এবং ক, খ প্রভৃতি সকল অক্ষরই লিখিতে শিখিয়াছে। পূর্ণ ঝি কলিকাতা হইতে আসিয়া উহাকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করে যে সে তাহার দিদিমার কাছে যাইবে কি না। তাহাতে অনেকবার 'না' বলে এবং বলে যে শুধু দাদাবাবুর সঙ্গে যাইব, আর কাহারও সঙ্গে নহে। তাহার মা আমার সহিত আরারিয়া গিয়াছিল, উহার ইচ্ছা যেখানেই যাইতে হয় আমার সহিত যাইবে, 'যে সে লোকের সঙ্গে' যাইবে না।

গোবির তৃতীয়া কন্যা পরিচ্ছন্ন, শান্ত, খুব ভাল, সকল অক্ষর পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারে, ভুল হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছায় কাহাকেও দেখায় না।

গোবির বড় মেয়েকে পড়ানর জন্য রোজ ২।৩ ঘণ্টা সময় দিই। তাহার দোষ এই যে সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না।

আমার তৃতীয়া কন্যার জ্যেষ্ঠা কন্যা সব দিকে ভাল। রঘুবংশের নবম সর্গ পড়িতেছে। (তাহার বয়স তখন প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর।)

আমার কনিষ্ঠা কন্যা আমার খুব যত্ন সেবা করে। সময় সময় তোমারই ন্যায় হঠাৎ রাগিয়া উঠে; কিন্তু নিজের ভুল সহজেই দেখিতে পায় এবং শোধরাইবার চেষ্টা করে। উহাতেও তোমার সহিত মিল আছে।'

বড় বৌমা বটীর জন্ম হইয়া এখন সুখী হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ছেলে স্তন্য পান ছাড়িলেই উহাঁর এবং গোবির পুরশ্চরণ করা সঙ্গত হইবে। এই সকল কার্য্যে মানসিক উন্নতি হয় এবং ভবিষ্যৎ সন্তানদিগের মধ্যে পবিত্রতা এবং উদারতা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

৫।৭।৮৪ আমার পেনসন বিল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁশবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সিংহের সহি লইয়া ভাঙ্গান হইল। [ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রায়ই ভূদেব বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিতেন। মাসের প্রথমে যিনিই আসিতেন তাঁহার নিকট হইতেই "লাইফ সার্টিফিকেট" লিখিয়া লওয়া হইত। ইহা জানিতে পারিয়া ৺শ্যামাধন রায় প্রভৃতি কয়েকজন ট্রেজারি অফিসর ধারাবাহিক রূপে ইংরাজী মাসের প্রথম তারিখে প্রাতঃকালে আসিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং পেনসন বিল চাহিয়া লইয়া তাহার উপর সহি করিয়া যাইতেন। এই সৌজন্যে ভূদেব বাবু বড়ই প্রীত ছিলেন।]

৬।৭।৮৪ কুমার বৈকুণ্ঠ নাথ দের পত্র পাইলাম। তিনি দুই হাজার টাকা ফেরৎ দিয়াছেন এবং বাকি একমাসের মধ্যে দিবেন।

৭।৭।৮৪ ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিককে ডাকিয়া একটা দাঁত তুলিয়া ফেলিলাম। [জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ভূদেব বাবুর সম্মুখের দাঁত একটীও পড়ে নাই।]

মুকুন্দ লিখিয়াছে যে তাহার আফিসের সমস্ত কাগজ খাতা পত্র সম্পূর্ণ ভাবে গুছাইয়া রাখাইতেছে।

৭।৭।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রকে লেখেন আমি চারিদিকেই আলস্য এবং অবনতি দেখিতেছি। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ইহা বোধ করিতে পারিতেছি না ও মুকুন্দ ! মুকুন্দ ! তোমাকে উদ্যমশীল এবং ক্ষিপ্রকর্ম্মা দেখিয়া আসিয়াছি ; তোমাতেও আলস্য প্রবেশ করার পূর্ব্বে যেন আমি মরিতে পারি। এখানের সকলে একটু সারিলেই একটু পশ্চিমে যাইব মনে করিতেছি।

১৪।৭।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন "তোমার পত্রে জানিলাম যে ওখানের কমিশনার বার্লো এবং কলেক্টর উইক্‌স্ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনা হইতে তোমার কাছে আমার সহিত পরিচয়ের কথা তুলিয়াছিলেন শুনিয়া সুখী হইলাম। তাহাদের জন্য ভাঁড়ের ধোঁয়াগন্ধহীন দুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্তরূপ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলে ত ?

তোমার চৌকিদারী সেরেস্তা এবং হিন্দী সেরেস্তার সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে প্রশংসা শুনিয়া তুষ্ট হইলাম। ইংরাজী সেরেস্তার সম্বন্ধেও সেরূপ সুখ্যাতি যাহাতে বারান্তরে হয় তাহা করিও।

আমার গৃধ্রসীর বেদনা ফিরিয়া আসায় দাঁড়াইতেও কষ্ট হইতেছে ; বৈকালে জ্বর হয়।"

১৫।৭।৮৪ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের যেরূপ বাতের এবং গৃধ্রসীর বেদনা হইত ঠিক সেইভাবে এতদিনে আমার আরম্ভ হইল। [অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করার পর কলোসিন্থ ৩০ ব্যবহারে ভূদেব বাবুর বিশেষ উপকার হইত। অসহ্য যন্ত্রণা কতকটা কমিয়া গেলেই তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিতেন "হোমিওপ্যাথিতে অভক্তি করিয়া থাবার অসহ্য যন্ত্রণা লাঘবের এই উপায়টী অবলম্বন করিতে পারি নাই। সকল চিকিৎসা প্রণালীতে কতক লোকের উপকার অবশ্যই হইতেছে, নচেৎ তাহা এক-

দিনও টিঁকিত না। যখন পাগলা কুকুরে তাড়া করে, তখন লাঠি, সড়কি, ইট, পাটকেল সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রেরই ব্যবহার করা উচিত বন্দুকের অপেক্ষায় চুপ করিয়া থাকা চলে না। সেইরূপ রোগ উপস্থিত হইলে এবং সহজে নিবারণ না হইলে হোমিওপ্যাথি, এলাপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদীয়, ইউনানী, তান্ত্রিক আসন, দৈবানুষ্ঠান, মুষ্টিযোগ, জড়িবুটি সকলই ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।]

১৬।৭।৮৪ মুকুন্দ পত্র লিখিয়াছে তাহার আবার জ্বর হইয়াছে। হোমিও-প্যাথি ঔষধ ব্যবহার করিতে লিখিলাম।

১৬।৭।৮৪ তৃতীয় পুত্রকে লেখেন ঃ—তোমার আবার জ্বর হইয়াছে শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শ মতে নিজেকে কুই-নাইন দ্বারা পরিপূরিত (স্যাচুরেট) করিবার কল্পনা ছাড়িয়া দাও। তাহা করিলেও কুইনাইনের জ্বরঘ্ন শক্তি শরীরের ভিতর বরাবর স্থায়ী রাখা যায় না। কম্পজ্বরে কুইনাইনের কার্য্য অতি অল্পদিন হইলে স্থির হইয়াছে। উহার দ্বারা রক্তের শ্বেত বা অনুকোষ (করপাসক্লস্) নষ্ট হয়। তাহাতে রক্তের পেশী গঠনের উপাদান নষ্ট হইয়া শরীরের তাপ কমাইয়া রাখে। সুতরাং কুইনাইনের কার্য্য রক্ত মোক্ষণের কার্য্যের অনুরূপ। তাহা বরাবর করা অযৌক্তিক এবং অসম্ভব।

পৃথিবীর কোন দেশে কুনাইনের এত প্রত্যহ ব্যবহার হয় না। এমন কি যেখানে উহার উৎপত্তি সেই পেরুতেও নহে। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন দেশে জ্বরঘ্ন দ্রব্যের ব্যবহার প্রত্যহ হইয়া থাকে। সাইবেরিয়াতে এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা খাদ্যদ্রব্যের সহিত ব্যবহার হয়। আল্‌পস্ পর্ব্বতের টীরোল অঞ্চলে উপত্যকায় আরসেনিক সেঁকোর ব্যবহার হয়। আমি নিজে জ্বর প্রপীড়িত জেলায় স্কুল পরিদর্শন কালে মাঝে মাঝে পাঁচ ফোঁটা করিয়া আরসেনিকের ব্যবহার করিতাম। তুমি যে ভাবে ১৩ই

হইতে কুইনাইন খাইতেছ বলিয়া লিখিয়াছ, তাহাতে ৬ দিনে ৯৬ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া থাকিবে। জ্বর ছাড়িয়া গেলে কুইনাইন ব্যবহারে আমার আপত্তি নাই। ঋতু হরিতকী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দুই আনা ওজন, এক আনা ওজন সৈন্ধব লবণের সহিত ঈষৎ গরম জলের সহিত শয়নকালে সেবন করিবে। এক সপ্তাহ সেবনেই ফল বুঝিতে পারিবে। সমস্ত শ্রাবণ মাসটা এই ঔষধ সেবন করিও, পরে ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাস লবণের পরিবর্ত্তে চিনি ও গরম জলের স্থলে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিও। এইভাবে হরিতকী নিয়ম মত সেবন করিলে অনেকেরই উপকার হয়। *

১৭।৭।৮৪ মুকন্দ লিখিয়াছে জ্বর ত্যাগ হওয়ায় ১৮ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়াছে।

১৮।৭।৮৪ সাঁতরাগাছির কেদার ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন। বাত বেদনার জন্য আমাকে আফিং ব্যবহার করিতে বলিলেন। [ভূদেব বাবু কয়েকবার আফিং ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্র শরীরে কোনরূপ মাদক দ্রব্য সহ্য হইত না। একবার আফিং ব্যবহারের পর মূত্ররোধ হইয়া গিয়াছিল। মূত্রাশয়ের উপরিভাগে তুম্বীক্রিয়া (কাপিং) করিতে হইয়াছিল।]

১৯।৭।৮৪ গোবির ডান কাঁধে এবং পাঁজরায় বাতের বেদনা হইয়াছিল। ব্রায়োনিয়ায় উপকার পাইয়াছে।

২১।৭।৮৪ তিনু আসিয়া বলিল তাহার ছোট পিসে দেনার টাকা আদায়ের জন্য তাহার উপর নালিশ করিয়াছেন। †

* ঋতু হরিতকী—ঋতুভেদে দ্রব্য বিশেষ সহ মিশ্রিত হরিতকী। ভাব প্রকাশের মতে "বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে শর্করা, হেমন্তে শুঁঠ চূর্ণ, শীতে জীরা চূর্ণ, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ হরিতকী ভক্ষণ অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন।"

† তিনকড়ি বাবুর পরম হিতৈষী তাঁহার ছোট পিসিমাতার এই দেনা তিনি বহু কষ্টে ক্রমশঃ শোধ করেন। তাঁহার ছোট পিসিমাতা শেষ বয়সে কাশীবাস জন্য যাত্রা করিবার

২১।৭।৮৪ গোবিন্দ বাবু ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার বক্সারে বদলী হইয়াছে। বাড়ী থাকার সময় আমার স্থলে যিনি নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি গতকল্য বুদবুদে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে আমি আমার বদলী হইবার প্রথম খবর পাইলাম। গেজেটে বদলীর হুকুম ছাপা হইবার পূর্ব্বেই কোনরূপ সংবাদ না দিয়া লোক পাঠান হাইকোর্টের পক্ষে এক নূতন ধরণের ব্যবস্থা! আমার মনে হয় যে এত শীঘ্রতার কারণ এই যে নূতন লোকটী কার্য্যে ভর্ত্তি হইলে মাহিনা পাইতে আরম্ভ করিবেন। বক্সারে বদলী হওয়াতে এই সুবিধা হইল যে, জায়গাটী স্বাস্থ্যকর এবং বাবার যাওয়ার উপযুক্ত।"

২২।৭।৮৪ গোবির পত্রে জানিলাম বক্সারে বদলী হইয়াছে।

২৩।৭।৮৪ রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আসিয়াছিলেন। প্রত্যেককে আমার লিখিত পুস্তক উপহার দিলাম।

২৪।৭।৮৪ অদ্য কৃষ্ণদাস পালের দেহান্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল ব্যক্তি ৫১ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। তাঁহার স্থল সম্পূর্ণরূপে লইতে পারেন এরূপ কেহ নাই।

২৫।৭।৮৪ প্রসন্নচন্দ্র দত্তকে পত্র লিখিলাম। (ইনি ফ্রিমেসন লজ এক্কার এবং হোপের ভূদেব বাবুর সহিত সহযোগী সভ্য ছিলেন। ফ্রিমেশনদিগের কোন কথা প্রকাশ করিতে নাই। ভূদেব বাবু কখন তাহা করেন নাই। তান্ত্রিক গুপ্ত সাধন সম্বন্ধে একবার ইহা উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলেন।)*

পূর্ব্বে তাঁহাকে গোন্দলপাড়ার পাকা বাড়ীখানি দান করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন; সর্ত্ত ছিল যে, ঐ টাকা কোথাও গচ্ছিত রাখিয়া তাহার সুদ কাশীবাসের জন্য মাসিক বৃত্তি তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত দিতে হইবে।

* তন্ত্র শাস্ত্র এক প্রকার ফ্রিমেশনারি। বড় বড় অনেক সাহেব ফ্রিমেশন্ আছেন।

৩০।৭।৮৪ পুলীন গবর্ণমেণ্ট লোনের কাগজ খরিদ করার সংবাদ দিয়াছে। [৺পুলীন বিহারী ভাদুড়ী মহাশয় বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন এবং ভূদেব বাবু মাস মাস তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিলে কাগজ খরিদ করিয়া দিতেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের মধ্যেও যাতায়াত চলিত।]

১।৮।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন:— "ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিকের জিদে আমার প্রস্রাব পরীক্ষিত হইয়াছিল। চিনি এবং মেদধাতু পাওয়া গিয়াছে। ইহা ঠিক হইলে মধ্যে মধ্যে অসুখ বিসুখ হওয়া সম্ভব তবে হোমিওপ্যাথিতে কতকটা দোষ কাটিতে পারে।"

৩।৮।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু লেখেন:—"তুমি আমাকে পত্র লিখিয়া পুনঃ পুনঃ জানিতে চাহিতেছ আমি কেমন আছি। আমি তাহার উত্তর দিই নাই, এ বারে দিতেছি—

আমি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া জপে এবং স্তোত্রাবৃত্তিতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকি। লেখা পড়া করার উপযুক্ত আলো হইলে পুরাবৃত্তসারের এবারের সংস্করণের জন্য কয়েকটী নূতন অধ্যায় প্রত্যহ একটু একটু করিয়া লিখিতেছি।

আজকাল প্রত্যুষে এককৌটা সাইলিসিয়া নিজে খাই। উহাতে প্রস্রাবের দোষ কাটায় এবং সাধারণতঃ স্বাস্থ্য আনয়ন করে। ইহার পর বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে জানিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করি।

বৌমা বটির হাত দিয়া পূর্ব্বদিনকার ঘরখরচের হিসাব একটি শ্লেটে

তাঁহারা কি মন্দ লোক? কোন সময়ে খ্রিমেশনারি দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই? এখনও যে কি হইতেছে কি না হইতেছে কে বলিতে পারে?—[বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ।]

লিখিয়া আনেন। আমি আমার খাতায় খরচগুলি লিখিয়া লই এবং প্রয়োজন মত উপদেশ দিই। ইহার পর আমার তৃতীয়া কন্যার জ্যেষ্ঠা কন্যা "রঘুবংশ" পড়িতে আসে। আমি একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছি। তিনি ব্যাকরণ বুঝাইয়া দেন ও আমি কবিত্ব এবং নীতি সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিই।

বেলা নটার সময় আমি রাস্তার ধারের বাড়ীতে যাই এবং কোন কোন ঘরের ভিতর গিয়া দেখি পরিষ্কার রাখা হয় কিনা। গঙ্গার ধারের বাড়ীতে ফিরিয়া আসার পর প্রায় পনের মিনিট কাল একজন চাকর সরিষার তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দন করে [পূর্ব্বে তৈল মাখিতেন না] ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইতেছে—গত আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া যে গা জ্বালা ছিল তাহা আর নাই এবং শিথিল পেশী সমূহ একটু একটু সবল হইতেছে। স্নানান্তে পুনরায় জপ করি, তাহার পর রাস্তার ধারের বাড়ীতে আহারার্থে যাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের সহিত আমি আজ কাল প্রায় ৩ পোয়া সর তোলা দুধ পান করি। বটী, অণি এবং তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কিছুক্ষণ খেলার পর আমার ছাত্রীরা, গোবির জ্যেষ্ঠা এবং তৃতীয়া কন্যা আসে। গোবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বাঙ্গালা রামায়ণ ও দ্বিতীয়া উপক্রমণিকা পড়ে। এই সময়েই আমি সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠ করি। সন্ধ্যা বেলা জপ করি। কখনও কখনও গাড়ীতে বেড়াইতে যাই, কখনও বা খোলা বাতাসে বসি, রাত্রে লুচী আহার করি এবং তাহার সঙ্গে তিন পোয়া সর তোলা দুগ্ধ পান করি। শয়নের পূর্ব্বে হরিতকী সেবন করি।"

১৩।৮।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"গোবি বক্‌সারে একটী খুব ভাল বাসা পাইয়াছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণে ১৭ই মধ্যাহ্নে বাড়ীর সকলকে লইয়া যাইব। ৮০৮০ ব্যয়ে দুই খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে।

তুমি পূজার ছুটীতে চলিয়া আসিবার অনুমতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। গোবির ছুটীতে কাশী যাইবার ইচ্ছা আছে। আমরা সকলেই তাহা হইলে ছুটির সময়টা ৺কাশীতে থাকিতে পারিব।”

১৭।৮।৮৪ বড় বৌমাকে লইয়া বক্সারে যাত্রা করিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখিলাম আমার ওজন ২ মন ৭ সের।

১৯।৮।৮৪ স্বর্ণলতার লেখক তারকনাথ গাঙ্গুলীর সহিত জলপাইগুড়িতে বিশেষ পরিচিত হইয়া প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম।* তিনি এক্ষণে বক্সারে। গোবির সহিত তাঁহার হৃদ্যতা হয় নাই। মদ্যপান অত্যন্ত বাড়াইয়া কি মানুষ কিরূপ হইয়া গিয়াছেন! আমার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একটী অতি সুন্দর ফুলের তোড়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

২০।৮।৮৪ বক্সার হইতে তৃতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন “আমরা আজ দুদিন বক্সারে আসিয়াছি। বায়ু অপেক্ষাকৃত অনেকটা শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর। বাঙ্গালাটা খুব ভাল। ৺গঙ্গা, বাঙ্গালার খুব নিকটে এবং এইপারেই খরতর স্রোত। এই স্থানে যজ্ঞ বিঘ্নকারিণী তাড়কার বাস ছিল। শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া উহার বিনাশ করেন তাহার চিহ্ন এখানে তাড়কা নালায় রহিয়াছে। আর এই স্থলেই অপর পার হইতে আসিয়া সাহ আলাম সার আয়ার কুটের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরাজকে দেওয়ানী দেন। চরিত্রের বলে এবং তেজেই জয়।

বর্ষায় গঙ্গাজল অত্যন্ত ঘোলা। সোনের বালি আনাইয়া ফিলটার-

* ভূদেব বাবুর বাড়িতে স্বর্ণলতা পুস্তকখানির বড়ই আদর ছিল। বাড়ির কোন শিশু কন্যা “দ” স্থানে “ড” উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে—“গডাধর চণ্ডু” “ডোল্লেরে চিডি” প্রভৃতি বলা হইত।

করা হইবে। এক্ষণে ব্যবহার জন্য একটী কূপ বাছিয়া ঠিক করা হইল। তাহার জল সুস্বাদু এবং হাল্কা।

২২।৮।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—"প্রতি সপ্তাহে আমাকে তোমার মাথাধরা, চক্ষু ইত্যাদি সম্বন্ধে রোজ-নামচা পাঠাইবে। যে ব্যক্তি ডায়রি রাখিতে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে এ ধরণের নিয়মিত এবং প্রণালী বদ্ধ কার্য্য এমন কিছু কঠিন নহে।"

২৭।৮।৮৪ পুষ্পাঞ্জলি দ্বিতীয়ভাগে সংযম এবং সাধন প্রণালীর কথা লিখিব মনে করিতেছি।

২৮।৮।৮৪ গোবিকে বৃন্দাবন দত্ত লিখিয়াছেন যে তাঁহারা মাধব দত্তের দরুণ বাড়ীটা ক্রয় করিয়াছেন।

২৮।৮।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"তুমি বাসার সকলের দৈনিক স্বাস্থ্যসমাচার টুকিয়া রাখিতেছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। কোন মানুষেরই শারীরিক কষ্টের কথা কিছু দিন পরে ঠিক ঠিক মনে থাকে না। এইরূপ অসুখের লক্ষণগুলি এবং তাহার ইতিহাস লিখিত থাকায় পরে চিকিৎসার অনেক সুবিধা হয়।

সকল বিষয়েই গোবির একটা ঔদাসীন্য ভাব সম্বন্ধে তোমাতে আমাতে অনেকদিন পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল। তখন আমরা স্থির করিয়া-ছিলাম যে পুত্র সন্তান বটী হওয়ায় সে ভাবটা কাটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় নাই। বটীর দুগ্ধ যাহাতে নিখুঁত পাওয়া যায়, তাহার জন্য বাসাতে ভাল ফিল্টার করা জল থাকে সে জন্য গোবি কোন ঔৎসুক্য দেখায় নাই। এক্ষণে আমার কথায় তিনটা কলসী দ্বারা 'ফিল্টার উত্তম জলের ব্যবস্থা করিয়াছে। বাসায় গোরু আনিয়া গোয়ালা দুধ দুহিয়া দিবে। এ ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই ঔদাসীন্য আভ্যন্তরিক কোন রোগ হইতে উদ্ভূত। বুদবুদে থাকা কালে গোবি পাঁচ সের ওজন

কমিয়াছিল। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য উহাকে হোমিও-প্যাথিক ফসফোরস দিলাম।”

২।৯।৮৪ তারিখে ভূদেব বাবু ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বকসর হইতে লিখিয়াছিলেন :—

সুহৃদ্বর !

তোমার ৩১শে তারিখের পত্র পাইলাম এবং সকলকে তাহার তাৎপর্য্য জানাইলাম। তোমার পত্নীর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য লাভের সংবাদে সকলেই সুখী। বধূমাতা প্রভৃতির ইচ্ছা, তোমার যে ৺ বারাণসী ধামে গমনের অভিলাষ হইয়াছিল তাহা আগামী পূজার সময় কার্য্যে পরিণত হয় এবং পরিবারবর্গ এখান হইয়া ৺ বারাণসী গমন করেন।

বাঁশবেড়িয়ার সেই পাত্রে কন্যাদানে তোমার পত্নীর অনিচ্ছা হইবার আর কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না ; এই এক কারণ আছে যে আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র কাহাকেই কখন বোধ হয় না। নিজের কন্যা কত বড় স্নেহের পাত্রী—তাহাকে যখন সত্য সত্যই অপর কাহাকে দিতে হয় তখন বড়ই মন কেমন করে। এই ছাড়া আর কিছু আছে কি ?

বাগানের শাকসবজী আত্মীয় স্বজনের কার্য্যে লাগিলেই যথেষ্ট হইল। যখন গাছপালা রোপন করা হয় তখনই নিজের জন্য নহে মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম।

শুভার্থী

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

২২।৯।৮৪ গোবি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে দুর্গাকুণ্ডের নিকট নবাব কুঠী নামক বড় বাড়ীটা ২৫ টাকা মাত্র মাসিক ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছে।

২৫।৯।৮৪ মুকুন্দ আরারিয়া হইতে বক্সারের বাসায় আজ আসিয়া পৌঁছিল। উহার ওজন কয়েকবার জ্বর হইয়া ২ মণ ৬ সের হইয়া গিয়াছে।

২৭।৯।৮৪ ৺কাশীধামে আসিলাম। তৃতীয়া কন্যা এবং বক্সারের বাসার সকলেই সঙ্গে আসিয়াছে। প্রায় ১ মাইল বেড়াইতে পারিলাম।

৪।১০।৮৪ রাত্রি ১০ টায় চন্দ্রগ্রহণ। মুকুন্দ আজ আরারিয়ায় ফিরিয়া গেল

৮।১০।৮৪ সারনাথ দেখিয়া আসিলাম।

১০।১০।৮৪ শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিলাম



ইংলণ্ডের ইতিহাস

ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ যে অনেকাংশেই উভয় জাতির সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি, হ্রাস, গৌরব ও অপমান একই কারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়েরই উভয়ের গুণ দোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবশ্যক। এই পুস্তক সেই উদ্দেশ্যে অতি সুন্দর প্রণালীতে লিখিত।

মূল্য বার আনা।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

নেপালীছত্রি

নেপালের ইতিহাস। টডের রাজস্থান যেমন রাজপুতানার অমর ইতিহাস, সেই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার শত শত নাট্য, কাব্য, উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি তেমনি নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-গ্রন্থ। গ্রন্থকার বহু সন্ধানে নেপালের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বিভাগকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ গ্রন্থে নেপালের ছত্রি জাতির অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেম, অসাধারণ রাজভক্তি, অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও রাজনীতিজ্ঞতা উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

"যুদ্ধ বিপ্লবের কাহিনীর সহিত নেপালীর বিশেষত্ব, গৌরব এবং মহত্ত্বের পরিচয় এ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। নেপালীর ধর্ম্ম প্রবণতা এবং সরলতার কাহিনীও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাহাতে নাটকীয় উপাদানও প্রচুর। এক জঙ্গ বাহাদুরের আদর্শ চরিত্র লইয়া, তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, রাজনীতিকুশলতা লইয়া কত নাটক, কত কাব্য, কত উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে!—এদেশের কয়জন খবর রাখেন হিমালয়েরই এক নিভৃত প্রান্তে এমন অসাধারণ মনুষ্যত্ব, অপূর্ব্ব ধী, অদম্য শক্তি ও বিরাট মহত্ত্বে অলৌকিক মহিমায় বিকশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতেও এমন চরিত্র কয়টা দেখা যায়। অথচ আমাদের অনেকের ধারণা নেপালে শুধু বর্ব্বর পশুবলে বলীয়ান দুর্দ্ধর্ষ গোঁয়ার গুণ্ডারই বাস—নেপালে মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব।"—ভারতী। মূল্য বার আনা।

৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত —

আমার দেখা লোক

নামক উপন্যাসাপেক্ষা সুখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শুভ্র ও বহুমূল্য অ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা এবং সুদৃশ কাপড়ে বাঁধান।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাসিক বসুমতী, ভারতী, প্রভৃতি বাঙ্গলার আধুনিক সমস্ত প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকায় ইহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' ওয়েষ্ট ম্যাকট প্রভৃতি পাঠে সকলেই লেখকের অসাধারণ শক্তি-মত্তায় বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। ইহা বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব। ৺হেম বাবু ৺বঙ্কিম বাবু ৺গুরুদাস বাবু প্রভৃতি সমস্ত বিখ্যাত লোকের সহিত ভূদেবাত্মজ মুকুন্দদেবের কর্ম্মজীবন সংশ্লিষ্ট অনেক কথাই এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। মুকুন্দবাবুর রচনা সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত লেখকের পত্র হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"এডুকেশন গেজেটে" শিবাজী সমালোচনা পড়িলাম। অন্তর্দৃষ্টি পূর্ণ চমৎকার সমালোচনা হইয়াছে। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র তুমি, লোকে তোমার শক্তির পরিচয় অধিক পাইল না। যশস্পৃহা তোমার নাই—ব্রাহ্মণোচিত্‌ও নয়। কিন্তু সমাজের অভাব যে যথেষ্ট! সমালোচনা পড়িয়া নিজের শ্রম সার্থক মনে করিতেছি"।

মূল্য দুই টাকা।